আমার জীবন

তৃতীয় ভাগ

নবীনচন্দ্র সেন

কলিকাতা,

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

ও

সান্যাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা

প্রকাশিত।

১৩১৭।

১৭৬

নিবেদন।

'আমার জীবনের' তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহার আয়তন দ্বিতীয় ভাগ অপেক্ষা বৃহৎ হওয়াতে ইহার মুদ্রণ শেষ হইতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছে। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ, যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করিয়া এই ভাগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন,তাঁহারা আমার এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হইতে যাহাতে বিলম্ব না হয় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিব; পুস্তকের প্রকাশক মেঃ সান্যাল এণ্ড কোং এ সম্বন্ধে আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন।

উপসংহারে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়কে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনার বহু কার্য্যের মধ্যেও তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া এই পুস্তকের প্রুফ আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।

রেঙ্গুন,
অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন।

—০—

সূচীপত্র।

১। শ্রীক্ষেত্র।

২। মাদারিপুর।

৩। বেহার।

৪। ভাগলপুর।

৫। স্বদেশ।

৬। নোয়াখালি।

Sanyal Press, 4 & 6, College Square, Calcutta

আমার জীবন।

তৃতীয় ভাগ।

শ্রীক্ষেত্র যাত্রা।

কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ শিশু ভাই তিনটিকে সঙ্গে করিয়া সুহৃদ্বর গণেশ বাবুর পরিবারের সঙ্গে স্ত্রী কলিকাতায় আসিলেন। তিনি আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা; তথাপি তিনি কিছুতেই চট্টগ্রামের বাড়ীতে রহিলেন না। এত দীর্ঘ পথ তাঁহাকে লইয়া কি প্রকারে যাইব, মনে গুরুতর ভাবনা উপস্থিত হইল। প্রসব সময় পর্য্যন্ত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আমাকে রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে বারম্বার কাতরকণ্ঠে আবেদন করিলাম। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট একটি কল বিশেষ। কলের ত হৃদয় নাই! বারম্বার নির্দ্দয় উত্তর আসিল, আমাকে ছুটীর অবসানে শ্রীক্ষেত্রে যাইতেই হইবে। মহিষের পিঠে যে উঠে সেও যম হয়। যে ককরেল সাহেব আমাকে এত অনুগ্রহ করিতেন তিনি এখন এ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার একজন বন্ধুর স্ত্রী ও কন্যা প্রসব পর্য্যন্ত স্ত্রীকে তাঁহাদের কাছে রাখিয়া যাইতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই থাকিবেন না। অন্য দিকে পদ্মিনী উপাখ্যানের কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন কটকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখন ডেপুটী ম্যাজি-ষ্ট্রেটদের মধ্যে এমন উন্নতমনা সদাশয় ভদ্রলোক সকল ছিলেন যে,

রঙ্গলাল বাবুর সহিত আমার পরিচয় না থাকিলেও তিনি আমাকে উপর্য্যুপরি পত্র লিখিয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্য কত মতে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন, এবং লিখিলেন যে সমস্ত পথের তিনি এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন যে আমার কোনও কষ্ট হইবে না। তিনি উৎকলের কত ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন, উৎকল কবির যোগ্য স্থান, এবং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মহানদীর তীরে সম্মিলন আশায় তিনি আমার পথ চাহিয়া আছেন।

তখন অগত্যা শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিলাম। রঙ্গলাল বাবুর উপদেশ মতে কলিকাতা হইতে দুখানি পাল্কি লইয়াছিলাম। গভীর রাত্রিতে ষ্টিমারে এক পাল্কিতে স্ত্রী ও শাশুড়ী উঠিলেন, অন্য পাল্কিতে আমি উঠিলাম। প্রভাতে ষ্টিমার খুলিলে আমি আমার পাল্কির দ্বার খুলিলাম। পার্শ্বের 'ডেকে' ও কি দৃশ্য! গৈরিকবসনা, মধ্যম-যৌবনা, উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা, আকর্ণস্পর্শি-পদ্মপলাশ-নয়না, সুগোলতন্বী, চন্দ্রাননী, একটি অলোকসামান্যা রূপসী হিন্দুস্থানী রমণী মদালস কটাক্ষে আমার দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইল! পূর্ণচন্দ্র উদয় মাত্র মেঘে লুকাইয়া গেল। সমস্ত দিন এ অভিনয় চলিল। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় রমণী একবার আমার পাল্কির নিকটে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সমুদ্রের শান্ত লহরলীলা দেখিতে দেখিতে কি ভাবিল। পরে স্ত্রীর পাল্কির পার্শ্বে গিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিল। রাত্রি আসিল, কিন্তু সে নিদ্রা যাইতেছিল না। একবার শয্যায় শুইতেছিল, একবার উঠিতেছিল।

"ক্ষণেক শয্যায়, ক্ষণেক ধরায়,
ক্ষণেক সখীর কোলে—"

তাহার যেন ঠিক সেই অবস্থা। আমার কনিষ্ঠ দুটি শিশু ভ্রাতা ও ভৃত্য তাহার পার্শ্বে শুইয়াছিল। সে তাহাদের বড় আদর করিতেছিল।

ষ্টিমারখানি আগাগোড়া উড়িয়াদের অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে এরূপ বোঝাই ছিল যে শস্য পড়িবার স্থান ছিল না। রাত্রিতে কোন কারণ বশতঃ আমি কেবিনের দিকে যাইতেছিলাম। তখন একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল,—'মোর ছাতি ফটাই দেলা,' কেহ বলিল,—'মোর ঘাড় ভাঙ্গছি,' কেহ বলিল,—'মোর গোড় ভাঙ্গছি,' ইত্যাদি অপরূপ চীৎকারে জাহাজ পরিপূর্ণ হইল। রমণীর সঙ্গে একটি পঞ্জিকা-সেবক বাবাজি ছিলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি দেবীর সেবা করিলেন এবং 'সৎকর্ম্মমে শতেক বাধা হ্যায়, ভগবানকো ইয়াদ করো' বলিয়া রমণীকে ও নিকটস্থ উড়িয়াদিগকে সমস্ত রাত্রি সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিলেন। পরদিন প্রাতে নয়টার সময় ষ্টিমার চান্দবালি গিয়া পঁহুছিল। ষ্টিমার হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া দিতে আমি ছুটাছুটি করিতেছি, এমন সময়ে আমার গায়ে একখানি বড় কোমল হাত পশ্চাৎ হইতে লাগিল। ফিরিয়া দেখি একটি 'কেবিনের' আড়ালে দাঁড়াইয়া সেই রমণী।

সে। আপনি শ্রীক্ষেত্র যাইতেছেন?

উ। হাঁ।

সে। আপনি সেখানে আমার খবর লইবেন কি?

উ। তুমি কোথায় থাকিবে? আমি কিরূপে খবর লইব?

সে। আপনি 'হাকিমি' করিতে যাইতেছেন, আর আমি রমণী, আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? (তাহার সেই ঈষদ বিদ্রুপ-কুঞ্চিতাধর ভঙ্গী কি সুন্দর!) আমার সঙ্গে ঐ বাবাজি যাইতেছে, আমি কোথায় থাকিব আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন; এবং আপনার শাশুড়ী, চাকর, ও ভাইদের সঙ্গে গরুর গাড়ীতে আমরা যাইব। আমার আবাসস্থান দেখিয়া যাইতে আপনার চাকরকে বলুন!

একজন অপরিচিতার কি আশ্চর্য্য আবদার! আমি বাবাজির

কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল সে শ্রীক্ষেত্রের গোকুলি মঠের মোহন্ত। রমণী বড় বাজারের একজন বড় ধনীর স্ত্রী ও তাহার শিষ্যা। সে এবং রমণীর দেবর রমণীকে শ্রীক্ষেত্র দর্শনে লইয়া যাইতেছে। রমণী তাহারই মঠে থাকিবে। আমি হাকিম হইয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছি। অতএব বাবাজিও আমাকে বড় অনুনয় করিয়া তাহার মঠ দর্শন করিতে ও তাহাকে অনুগ্রহ করিতে বলিল।

রঙ্গলাল বাবুর যে কথা সে কাজ। ষ্টিমার ঘাটে লাগিবা মাত্র দুই রক্তবীজের বংশধর (constable) আমাকে হস্ত সঞ্চালনের দ্বারা অভিবাদন করিয়া বলিল যে কেন্দ্রাপাড়ার সবডিভিসনাল অফিসরের আদেশ মতে তাহারা হাজির হইয়াছে। আহার করিবার জন্য তাহারা আমাদিগকে 'যাত্রিক' থাকিবার একখানি ঘরে লইল। সে ঘরখানি যেমন কদর্য্য, রান্না যাহা হইয়াছে তাহাও তথৈবচ। তখন একটি আম বাগান দেখিয়া আমরা সেখানে গেলাম, এবং দুদিকে দুই পাল্কি ও দুপাশে দুকাপড়ের পর্দ্দা দিয়া একটি ক্ষুদ্র উঠান সৃষ্টি করিলাম। সেখানে স্ত্রী রন্ধন করিলেন। কি আনন্দে খাইলাম ও দিনটি কাটাই-লাম! বেলা চারিটার সময় এক পাল্কিতে আমি, অন্য পাল্কিতে স্ত্রী রওনা হইলাম এবং শাশুড়ী শিশুভ্রাতা তিনটি ও দাসদাসী লইয়া গো-যানে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে শ্রীক্ষেত্র এক শত পঞ্চাশ মাইল। অতএব আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীকে লইয়া এ দীর্ঘ পথ কিরূপে যাইব সে চিন্তায় হৃদয় ছাইয়া গেল। উড়িয়া বাহকদিগের যেমন অপূর্ব্ব সঙ্গীত তেমন অপূর্ব্ব পাল্কির গতি। আমাদিগকে এরূপ আছড়াইতে লাগিল যে স্ত্রী কাঁদিয়া ডাকিয়া বলিলেন—"একটু শান্তভাবে লইতে ইহাদিগকে বলিয়া দাও। আমার কথা তাহারা বুঝিতেছে না।" আমি বলিলাম "আমার কথা কি বুঝিবে?"

'সীতা নাড়ে হাত, বানরে নাড়ে মাথা' তাহাদিগকে আমি সে ভাবে বুঝাইতে কত চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলাম না। কিছুক্ষণ পরে এক পুলিশ ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। সবইন্‌সপেক্টার বাঙ্গালী, তিনি খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা অপরাহ্নে খাইয়া আসিয়াছি বলিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িবেন না। আমাকে পাতে বসিতে হইল, এবং স্ত্রীর জন্য এক গাম্‌লা দুগ্ধ পাল্কির দ্বারে উপস্থিত করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ না করাইয়া ছাড়িলেন না। তখন তাঁহাকে স্ত্রীর অবস্থার কথা বলিয়া পাল্কি শান্তভাবে লইতে বেহারাদের বলিতে বলিলাম। তিনি কট্‌মট্ করিয়া কি বলিলে তাহারা বলিল "হাউ", কিন্তু সে "হাউ" কতক্ষণ! আট মাইল অন্তর ডাক, এখন অন্য বেহারাদের এ কথা কে বুঝায়? একদিকে এ বেহারাদের অত্যাচার, অন্যদিকে আহারের আবদার। যেখানে একটা পুলিশ ষ্টেশন কিম্বা জমিদারি কাছারি আছে সেখানে খাবার প্রস্তুত। মানুষ এক রাত্রিতে কতবার খাইতে পারে। যেখানে কর্ম্মচারী বাঙ্গালী তাহাকে কোন মতে বলিয়া কহিয়া থামাইতাম, কিন্তু যেখানে কর্ম্মচারী উড়িয়া, তাহাকে থামায় কে? কোন মতে পেট বাজাইয়া যদি বুঝাইয়া দিলাম যে পেট ভরা রহিয়াছে, আর খাইতে পারিব না, সে বলিয়া বসিল—"মামুনি! সে হেব না। কিছু দুধ ইচ্ছা হেউ।" এরূপে সমস্ত রাত্রিটা দুধ ইচ্ছা করিয়া কাটাইলাম। উড়িয়া বেহারাদের সঙ্গীতের সঙ্গে আমার উদরস্থ দুধের চক্ চক্ সঙ্গীত সমস্ত রাত্রি হইল।

প্রভাত সময় দেখি যে পাল্কি একটি হাতার মধ্যে লইয়া যাইতেছে। আমি পাল্কি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিলাম কোথায় লইয়া যাইতেছিস্। উত্তর "কেন্দ্রাপাড়া হাকিমকে ছেটি যাউছি মো!" আমি দেখিলাম আমার মাথাটা খাইতেছে। এ অবস্থায় স্ত্রী লইয়া

কোথায় যাই। আমি সঙ্গীয় কনেষ্টবলকে বলিলাম যে ডাকবাঙ্গালা থাকিলে সেখানে গিয়া মুখ হাত ধুইয়া, তাহার পর তাহার হাকিমের বাসায় যাইব। সে তখন আমাদিগকে ডাকবাঙ্গালার সম্মুখে একটি ইন্দারার কাছে লইয়া গেল। সেখানে মুখ ধুইতে ধুইতে দুজনে পরামর্শ করিতেছিলাম কি করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী সেখানে যাইতে অসম্মত। এমন সময়ে এক দীর্ঘকায় বিরাট কৃষ্ণমূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত। বেহারারা বলিয়া উঠিল—"হাকিম আসুছন্থি।" বুঝিলাম সবডিঃ অঃ বাবু অন্নদা প্রসাদ ঘোষ আসিতেছেন। আমি পাল্কি হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন "কি মহাশয়! এখানে পাল্কি নামাইয়াছেন কেন?" ছুটী শেষ, স্ত্রীর এ অবস্থা, এবম্বিধ নানা কারণ দেখাইয়া তাঁহার এরূপ আদর অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতে পারিব না বলিয়া ক্ষমা চাহিলাম, তিনি বলিলেন—"ক্ষমা করিতেছি";—"পাল্কি উঠা।" অমনি উড়িয়া বেহারা স্ত্রীর পাল্কি লইয়া বিকট ধ্বনি করিতে করিতে চলিল। আমার কথা কে শুনে? তখন অন্নদা বাবু বলিলেন—"ও সকল কথা পরে হইবে, এখন চলুন।" কাযেই চলিলাম। তিনি চিরপরিচিত বন্ধুর মত যে আদর করিতে লাগিলেন তাহা আর কি বলিব। তাঁহার ম্যাজিষ্ট্রেট-প্রভু পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি সকালে চারটি খাইয়া আফিসে গেলেন, এবং বলিলেন যে আমার চারিটার সময় রওনার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তাঁহার এক খুড়তত ভ্রাতার সঙ্গে দিন কাটাইলাম। তিনটা বাজিল, চারটা বাজিল, তাঁহার কোনও খবর নাই। আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম, তখন তাঁহার ভ্রাতা হাসিয়া বলিলেন যে, তিনি সন্ধ্যার আগে আসিবেন না। 'ডিনারের' অর্ডার দিয়া গিয়াছেন, এবং রাত্রি নয়টার সময় বেহারারা আসিবে। তিনি সত্যসত্যই সন্ধ্যার সময় আসিলেন

এবং হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মহাশয়! আপনার যাওয়া হয় নাই?" আমি যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করিলাম এবং ছুটি শেষের দোহাই দিলাম। তিনি বলিলেন—"সে ভার আমি ও রঙ্গলাল বাবু লইয়াছি। ঠিক সময়ে আপনাকে শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিব। এখন ট্রাঙ্ক খুলিয়া বাঁশী বাহির করুন।" সমস্ত সন্ধ্যাটি কি আনন্দেই কাটাইলাম। আমার সঙ্গে একটি বড় রূপার ফ্লুট ছিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে রাত্রি প্রায় এগারটা হইল। খাওয়ার আয়োজনই বা কত? তখন তাঁহার ভাই আসিয়া আমাকে বলিলেন যে অন্নদা বাবুর স্ত্রী আমাকে ডাকিতেছেন। আমি বিস্মিত হইলাম। তখন অন্নদা বাবু বলিলেন—"তুমি একটি ছেলে মানুষ। তোমাকে ডাকিয়াছেন যাও।" হাকিমি-ভাবে হুকুম প্রচার করিলে আমি গেলাম। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—"আমার সন্তানাদি নাই। তুমি আমার সন্তানের মত। আমি এ অবস্থায় বৌকে এতদূর যাইতে দিব না, প্রসব হইলে আমি সঙ্গে লইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব।" এ অপ্রত্যাশিত স্নেহের উচ্ছ্বাসে আমার চক্ষু ছল ছল হইল এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। আমি আত্ম-সম্বরণ করিয়া বলিলাম—"আমি যে এরূপ স্নেহ এ নির্ব্বাসনের পথে পাইব স্বপ্নেও মনে করি নাই।" তখন তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া নানা কারণ দেখাইলাম। তিনি কিছুই শুনিলেন না। সর্ব্বশেষ বলিলাম স্ত্রীও এরূপ অবস্থায় থাকিতে সম্মত হইবেন না। তখন স্ত্রীকে আমার কাছে ডাকিয়া দিলেন, স্ত্রীও আমাকে চুপে চুপে বলিলেন যে তিনি এত স্নেহ করিতেছেন যে তিনিও বড় অকষ্টবন্ধে পড়িয়াছেন। অন্নদা বাবুর স্ত্রী কিছুতেই তাঁহাকে যাইতে দিবেন না। তাঁহার ট্রাঙ্ক এক কুঠুরিতে তালা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তখন অন্নদা বাবুর কাছে গিয়া আপিল করিলাম এবং বলিলাম—"আপনি তাঁহাকে বুঝাইয়া

আমাদিগকে বিদায় দিন।" তিনি বলিলেন যে তাঁহার স্ত্রীর কার্য্যের উপর আপিলের অধিকার তাঁহার নাই, এবং নিজে হাকিম, ওকালতিত জানেনই না। ওকালতি করিলে কোন ফলও হইবে না।" পরে যখন দেখিলেন যে আমি কিছুতেই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইব না, তাঁহার স্ত্রীকে যাইয়া অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। তখন আমরা বিদায় লইলাম, এবং সে অপার্থিব স্নেহের স্মৃতি চিরদিনের জন্ম হৃদয়ে গভীর রেখায় অঙ্কিত করিয়া উভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে কটকাভিমুখে চলিলাম। অন্নদা প্রসাদ বাবু আজ স্বর্গে। ইতিমধ্যে ত্রিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু এ স্নেহপূর্ণ দৃশুটি আজও চোকের উপর ভাসিতেছে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে তখন অনেকেই এরূপ সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। সে চিত্রে ও এখনকার চিত্রে কত প্রভেদ!

কটক।

চান্দবালি হইতে কেন্দ্রাপাড়া পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছিল, কেন্দ্রপাড়া হইতে কটক পর্য্যন্তও তাহার পুনরভিনয় হইল। পথে যেখানে পুলিশ-ষ্টেসন কিম্বা জমিদারি কাছারি আছে সর্ব্বত্র খাবার ষোড়শোপচারে প্রস্তুত। একেত অন্নদা বাবু এত খাওয়াইয়াছিলেন যে পথচলা কষ্টকর, তাহাতে আবার স্থানে স্থানে কি প্রকারে খাইব? কিন্তু তাহারা কিছুতেই সে কথা বুঝিবে না। অন্ততঃ "কিঞ্চিৎ দুগ্ধ মুখে দিবাকু আজ্ঞা হেউ"—এভাবে আমাদের সমস্ত রাত্রি কাটিল। শেষ রাত্রিতে এ সৎকার হইতে অব্যাহতি পাইয়া এবং উৎকলবাসী বাহকদিগের সুমধুর সঙ্গীতে অভ্যস্ত হইয়া নিদ্রাগত হইলাম, বেলা আটটার সময় একটা জল-কল্লোল শুনিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইলে কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, আমরা এক বিস্তৃত বিশুষ্ক নদীগর্ভ পাল্কিতে অতিক্রম করিতেছি। সঙ্গে যে কন্‌ষ্টেবল ছিল, সে বলিল উহা মহানদী। দেখিলাম প্রকৃতই মহানদী বটে। নদীবক্ষ প্রায় এক মাইল পরিসর। কিন্তু ডান দিকে ও কি দেখা যাইতেছে? নদী-ব্যাপী জলধারা বালসূর্য্যকিরণ শত সহস্র খণ্ডে প্রতিফলিত করিয়া প্রায় ২০।৩০ হস্ত উর্দ্ধ হইতে পতিত হইতেছে। এ জল-প্রপাতের শোভা অবর্ণনীয়, স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"ও কি দেখা যাইতেছে?" আমি বাহক ও কন্‌ষ্টেবলদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—ও কি দেখা যাইতেছে?—অথচ তাহারা উৎকল ভাষায় কি বলিতেছে কিছুই বুঝিতেছি না। স্ত্রী কিছুতেই ছাড়িবেন না। আমি বলিলাম,—আমি নিজে বুঝিতেছি না তোমাকে কি বুঝাইব। যাহা হোক সে রবিকরসমুজ্জল চঞ্চল সলিলরাশির শোভা দেখিতে দেখিতে মহানদী পার হইয়া কটকে

প্রবেশ করিলাম এবং রঙ্গলাল বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও যে আদর অভ্যর্থনা করিলেন তাহা মনে হইলে অশ্রুতে চক্ষু ভিজিয়া উঠে। হায়! আমাদের দেশের এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সম্প্রদায়ের সে সকল সদাশয় লোক কোথায় গেল। তিনি তখনই তাঁহাদের কলেক্টর বিডন (Beadon) সাহেবের কাছে ট্রেজারির চাবি পাঠাইয়া দিয়া, সে দিনের মত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং একটা সমস্ত দিন কবিতা ও সাহিত্য লইয়া দুজনে কি আনন্দে কাটাইলাম। সে সময়ে তিনি তাঁহার "কাঞ্চি কাবেরী" রচনা শেষ করিয়াছিলেন। উহা আমাকে আদ্যো-পান্ত পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি মাইকেলের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। সায়াহ্নে কটক পরি-দর্শনে গাড়ীতে দুজনে বাহির হইলাম। প্রাতে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া-ছিলাম, তাঁহার বাড়ী পৌঁছিয়াই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম উহা কি? তিনি বলিয়াছিলেন উহা মহানদীর 'এনিকাট' (anicut)। উহাও আমার কাছে উৎকলবাসী বাহকের ব্যাখ্যার মত বোধ হইল, কিছুই বুঝিলাম না। অতএব সায়াহ্নে সর্ব্ব প্রথম সেই (anicut) এনিকাট দেখিতে গেলাম। কি বিস্ময়কর ব্যাপার। সমস্ত মহানদীবক্ষঃব্যাপী এক বিশাল প্রস্তরময় বাঁধ তাহার অনন্ত জল রাশিকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। বাঁধের ভিতরদিকে মহানদী আকূল পূরিতা। উদ্বৃত্ত জলরাশি বাঁধের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, এবং সান্ধ্যরবিকরে আর এক অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছে। [illegible] জলরাশি উৎকল ব্যাপিয়া বহুতর লহরে বা 'ক্যানালে' ছুটিয়া[illegible] এবং উৎকলকে শস্যশালিনী করিতেছে। বাঁধ দেখিয়া কটক নগরে বেড়াইলাম। কটক উৎকলের প্রয়াগ। বিপুল কলেবরা মহানদীর ও কাটযুড়ীর

সঙ্গম স্থলে কটক অবস্থিত। এ সঙ্গম শোভা অতীব মনোহর। কটক উৎকলের রাজধানী এবং বিস্তৃত নগর। সন্ধ্যার পর আমরা রঙ্গলাল বাবুর বাটিতে ফিরিলাম। সেখানেও এক প্রকাণ্ড সঙ্গম। এ সঙ্গম কটকের উৎকৃষ্ট গায়িকা ও নর্ত্তকীদিগের। তাহারা তাহাদের তৈল হরিদ্রা মণ্ডিত বিপুল কলেবরে বৈঠকখানা আলো করিয়া কি কাল করিয়া বসিয়াছে। প্রথম নৃত্য, তারপর গীত আরম্ভ হইল। রঙ্গলাল বাবুর আমোদ দেখে কে! তাঁহার তখন বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে। আমি তাঁহার কাছে বালক বলিলেও চলে। কিন্তু তাঁহার আমোদ উদ্যম উৎসাহ ও আনন্দের কাছে আমিই বৃদ্ধ হইয়া পড়িলাম। বাইজী ঠাকুরাণী যদিও উৎকল রমণী, তিনি গাহেন বাঙ্গালা। সে অশ্রুতপূর্ব্ব বাঙ্গলায় আমি জ্বালাতন হইয়া তাঁহাকে একটি উড়িয়া গীত গাইতে বলিলাম। তিনি আমার উপর চটিয়া লাল হইলেন। রঙ্গলাল বাবু আমাকে ব্যস্ত হইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে আমি একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছি।

বঙ্গদেশের বাঙ্গালী বাইজিদিগকে বাঙ্গালা গাইতে বলিলে যেরূপ তাঁহারা অপমান মনে করেন, উৎকলীয় বাইজীদিগকে উড়িয়া গাইতে বলিলে তাঁহারাও সেইরূপ ঘোরতর অপমানিত মনে করেন। যা হোক্ আমি ক্ষমা চাহিয়া এ অপরাধ হইতে অব্যাহতি চাহিলাম। কিন্তু হইতে হইতে রাত্রি প্রায় দুইটা হইল। তখন আমার শরীর কবুল জবাব দিল। কিন্তু সেখানে যে একটু ঘুমাইব তাহাও রঙ্গলাল বাবুর জন্ত সাধ্য নাই। এক বার তিনি যখন বাইজীর সঙ্গীতে আনন্দে আত্মহারা, আমি তখন চুপে চুপে সরিয়া গিয়া পার্শ্বের একটি কক্ষে শয়ন করিলাম। কিন্তু তাহাতেও পরিত্রাণ নাই। তিনি তাহা টের পাইয়া আমাকে সেখান হইতে চুরির আসামীর মত টানিয়া আনিলেন, এবং ভর্ৎসনা

করিয়া বলিলেন—"নাতি! আমার এত বয়স, আর আমি এ আমোদ করিতেছি, আর তুই ছোঁড়া নতুন রসিক, তুই ঘুমাইতে গিয়াছিস্।" তিনি নর্ত্তকী ও গায়িকাদিগকে মুঠে মুঠে টাকা দিতেছিলেন শুনিলে বোধ হয় এখনকার ডেপুটীদের আতঙ্ক হইবে। আমার বোধ হয় আমি অপরিচিত আমার অভ্যর্থনায় তাঁহার সে এক দিনে এক শত টাকার কম ব্যয় হয় নাই। যাহা হউক তাঁহাকে অনেক বলিয়া কহিয়া রাত্রি তিনটার সময় সঙ্গীত বন্ধ করিয়া দুজনে পাশাপাশি দুই পালঙ্কে শয়ন করিলাম। আমার চরিত্রে অসংখ্য দোষের মধ্যে প্রাতর্নিদ্রা দোষটা নাই, কিন্তু তাহাতেও বা বুড়ার কাছে কোথায় লাগি। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে তিনি বাগানে গিয়াছেন, এবং শনৈঃ শনৈঃ আমাকে ডাকিয়া গাইতেছেন!——

"রাই জাগো! রাই জাগো! শারি শুকে বলে,
কত নিদ্রা যাও কালমাণিকের কোলে!"

এ বিচিত্র গান শুনিয়া, আমি উঠিয়া বাগানে গেলে, রঙ্গলাল বাবু আমার মুখ ধরিয়া সে গান গাইতে লাগিলেন। দেখিলাম বুড়া তিনটা পর্য্যন্ত রাত্রি জাগিয়াছে, তাহাতে মুখে অবসাদের চিহ্নমাত্র নাই। তাঁহার বাড়ীতে পৌছিয়া যে শান্ত সৌম্য সমুজ্জ্বল আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম এখনও সেই মূর্ত্তি। মাথার একগাছিও অর্দ্ধপক্ক বাব্‌রি চুল বিশৃঙ্খল হয় নাই।

কথা ছিল যে, প্রভাতেই আমরা শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিব। বাহকগণ এখনও আসে নাই কেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"কি ইয়ার ছেলে গো! এ বুড়াটা সারারাত্রি জাগিয়াছে, আর রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে তাহাকে এ কচি চাঁদপানা মুখখানি দেখাইয়া তুমি চলিয়া যাও।" আমি বুঝিলাম কেন্দ্রাপাড়ার মত

আর একটী পালা এখানেও অভিনীত হইবে। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে আমার ছুটীর সেদিন শেষ। পরদিন শ্রীক্ষেত্রে কার্য্যভার গ্রহণ না করিলে কোনমতে চলিবে না। তিনি বলিলেন—"আমি একটা এত কালের পাপী, তাহা কি আর আমি জানি না। আমি তোমাকে এমন সময়ে রওনা করাইয়া দিব যে কাল তুমি শ্রীক্ষেত্রে গিয়া পৌঁছিবে এবং তোমার আহার প্রস্তুত পাইবে।" সেদিনও তিনি আর আফিসে গেলেন না। দুজনে সমস্ত দিনটা কি আনন্দে গল্পে কাটাইলাম! বেলা চারটার সময়ে আমাদের বাহকেরা আসিলে, রঙ্গলাল বাবুর স্ত্রী আমাকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—"আমি নাত বৌকে এ অবস্থায় যাইতে দিব না। তুমি একা চলিয়া যাও।" আবার সে কেন্দ্রাপাড়ার বিভ্রাট! উহা মিটাইতে প্রায় ৫টা বাজিল! অবশেষে দুদিনের গুরুতর আহারের পর, দুপাব্কি খাবার বোঝাই করিয়া দিয়া, এই সদাশয় স্নেহময় পরিবার আমাদিগকে বিদায় দিলেন। রঙ্গলাল বাবুর দশ বৎসর বয়স্ক একটি নাতিনী ছিল, তাহার নাম মুটী। তাঁহার স্ত্রী পীড়িতা, দুদিন যাবৎ আমাদের সমস্ত সৎকারের ভার এই দশ বর্ষীয়া বালিকা গ্রহণ করিয়াছিল। রঙ্গলাল বাবু বলিলেন এই বালিকাই তাঁহার সংসারের অবলম্বন। এমন একটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কার্য্যক্ষম, অথচ শান্ত স্থির বালিকা আমি আরন দেখি নাই। সে আমাদের কি আদরই করিয়াছিল! তাহার ছবিখানি এখনও যেন আমার চক্ষের উপর ভাসিতেছে। এ পরিবারের অভ্যর্থনা ও স্নেহে হৃদয় পূর্ণ এবং নয়নসিক্ত করিয়া আমরা শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিলাম।

—o—

শ্রীক্ষেত্র।

সে রাত্রিতেও সমস্ত পথে খাবার প্রস্তুত ছিল এবং কোথায়ও কিছু না খাইয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারি নাই। এরূপ ভাবে রাত্রি কাটিয়া গেল। যখন প্রভাত হইল তখন বাহকগণ 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল, এবং আমাদিগকে দূরস্থিত জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া দেখাইয়া পারিতোষিক চাহিল। তাহারা আনন্দে অধীর। আমরাও সেই চূড়া দর্শন করিয়া ভক্তিতে ও আনন্দে অধীর হইলাম। হৃদয় কি যেন এক আনন্দ উৎসাহে নাচিয়া উঠিল, এবং সে অবস্থায় প্রাতে আটটার সময় শ্রীক্ষেত্রে পঁহুছিলাম। রঙ্গলাল বাবুর একজন পেন্‌সন প্রাপ্ত বন্ধু আমাদের জন্য জগন্নাথের মন্দিরের সম্মুখে 'বড় ডাণ্ডের' (বড় রাস্তার)উপর একটি ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী স্থির করিয়া তাহাতে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাড়ীখানি মন্দ নহে, কিন্তু উহা যে শমনের করাল ছায়ার অন্তর্গত তাহা তখন জানিতাম না। আমরা বাসাতে নামিয়াই জগন্নাথ দর্শন করিতে গেলাম, এবং মন্দিরাবলীর প্রথম দৃষ্টিতে যেরূপ বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলাম তাহা আর কি বলিব! প্রথমে মন্দিরের সমক্ষে 'অরুণ স্তম্ভ।' উহা বহু কোন-সমন্বিত, ষাট কি সত্তর ফিট দীর্ঘ একটি মাত্র কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। শীর্ষস্থানে অরুণের প্রস্তর মূর্ত্তি, এবং পদতলে কারুকার্য্যে খচিত একটি মনোহর বেদী। স্তম্ভটি এমন অদ্ভুত শিল্প কৌশলে নির্ম্মিত যে বহুক্ষণ দেখিয়াও নয়নের তৃপ্তি হয় না। একজন ইংরেজ District Superintendent (ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি যখনই এই স্তম্ভটি দেখেন তখনই উহা চুরি করিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। হায়! সে সকল সুনিপুণ দেশীয় শিল্পী কোথায় গেল! অরুণ

জগন্নাথের বাহন নহেন, তিনি সূর্য্যের বাহন। এই স্তম্ভ কণারকে সূর্য্যের মন্দিরের সম্মুখে ছিল। সে মন্দির ধ্বংস হইবার পর উহাকে এখানে আনিয়া স্থাপিত করা হইয়াছে। স্তম্ভের পশ্চাতেই 'সিংহদ্বার।' তাহাতে বিরাট কপাটদ্বয়, এবং কপাটের সম্মুখে দুই পার্শ্বে দুইটি চতুষ্পদ মূর্ত্তি। উহাদিগকে সিংহ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতির জগতে এরূপ পাগড়িদার সিংহ যে আছে তাহাত শুনিও নাই। বোধ হয় শিল্পী সিংহ না দেখিয়াই আপনার কল্পনা হইতে এ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহার অমানুষিক শিল্প প্রতিভার কেবল এ সিংহমূর্ত্তিই কলঙ্ক।

সিংহদ্বার অতিক্রম করিলেই প্রথম প্রকোষ্ঠে পতিতপাবন এবং কাক চতুর্ভুজ নামধেয় দুখণ্ড প্রস্তর। অন্ত্যজজাতীয়েরা মন্দিরে প্রবেশ করিতে পায় না। তাহারা এ পতিতপাবন মূর্ত্তি দর্শন করিয়াই উদ্ধার লাভ করে। এজন্যই এ বিগ্রহের নাম পতিতপাবন। এ প্রকোষ্ঠ পার হইলেই মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ভূমিতল হইতে অনুমান ত্রিশ ফিট উচ্চ ডবল প্রাচীরের উপর প্রস্তরের দ্বার নির্ম্মিত। শুনিয়াছি দুই প্রাচীরের মধ্যে কিছু স্থান ব্যবচ্ছেদ আছে, এবং সে জন্যই বোধ হয় সমুদ্রের গর্জ্জন এ প্রাচীর অভ্যন্তর হইতে শুনা যায় না। প্রাঙ্গণটি এত বিস্তৃত যে তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রী অবলীলাক্রমে স্থান পাইতে পারে। এ প্রাঙ্গণের কেন্দ্র স্থান হইতেই শ্রেণীবদ্ধ চারিটি মন্দিরের চূড়া গগন স্পর্শ করিতেছে। প্রথমটি ভোগ মন্দির, দ্বিতীয়টি নাট মন্দির, তৃতীয়টি দর্শন মন্দির, চতুর্থটি শ্রীমন্দির। এ মন্দিরাভ্যন্তরেই মস্তকসমান উচ্চ এক কৃষ্ণ প্রস্তর, বেদীর উপর বিরাট ত্রিমূর্ত্তি অবস্থিত—জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। মন্দিরের অভ্যন্তর দ্বিপ্রহর সময়েও নিবিড়াচ্ছন্ন। 'পুনাং' নামক একরূপ ফলের তৈলের মশাল ভিন্ন দিবা ভাগেও মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায় না। তাহাতে আবার যাত্রীগণ প্রায় মন্দিরে প্রবেশ

করিতে পারে না। দর্শন মন্দিরের মধ্যভাগে একটি বৃহৎ চন্দন কাট আড় করিয়া রাখা হইয়াছে। যাত্রীগণ মেলার সময় মুহূর্ত্ত মাত্র সেখানে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করে। বড় সন্দেহের বিষয় তাহারা ত্রিমূর্ত্তির কিছুমাত্র দর্শন পায় কি না। প্রাঙ্গণের চারিদিকে সারি সারি ক্ষুদ্র কক্ষে নানাবিধ বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন, এবং চারিদিকে চারিটি প্রকাণ্ড দ্বার। প্রাঙ্গনের এক কোণায় রন্ধনশালা। তাহাতে এক এক উনুনের উপর দশ পনরটি হাঁড়ি সাজান, এবং এভাবেই সময় সময় লক্ষ যাত্রীর রন্ধন প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রাঙ্গণের অন্য কোণায় জগন্নাথের সমাধি ক্ষেত্র। দ্বাদশ বৎসর অন্তর ত্রিমূর্ত্তি কলেবর ত্যাগ করেন এবং উহা সেখানে প্রোথিত হয়। মন্দির সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে সত্যযুগে উহা স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে উহা সমুদ্রের বালিতে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া গিয়াছিল। এক দিন রাজা—স্মরণ হয় তাঁহার নাম ললাটেন্দুকেশরি—সে স্থানের উপর দিয়া অশ্বা-রোহণে যাইবার সময় অশ্বের চরণ স্খলিত হয়। কিসে ঠেকিয়া স্খলিত হইল তাহা দেখিতে গিয়া মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হয় এবং এরূপে মন্দির আবিষ্কৃত হয়। বোধ হয় এ উপাখ্যানের অর্থ এই যে মন্দিরের এক স্তর নির্ম্মিত হইলে তাহা বালিতে আচ্ছন্ন করা হইত এবং তাহার উপর দাঁড়াইয়া আর এক স্তর নির্ম্মিত হইত। এরূপে না জানি কত শত বর্ষে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র বিপ্লবে নির্ম্মাণকারীর রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং এ কারণে মন্দির বালি চাপা হইয়া পড়িয়া থাকে। মন্দিরাবলি কেবল প্রস্তরের উপর প্রস্তর স্থাপিত হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, অন্যরূপ মালমশলা কিছুই ব্যবহৃত হয় নাই। কেবল ইস্পাতের শিকের দ্বারা স্থানে স্থানে প্রস্তরে প্রস্তর গ্রথিত হই-য়াছে মাত্র।

কেবল মন্দিরের নির্ম্মাণ-ইতিহাস কেন, ইহার ধর্ম্ম-ইতিহাসও অতীতের নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন। ত্রিমূর্ত্তির এরূপ বিকৃত রূপ কেন হইল? যে অমর শিল্পী এ জগৎ-বিস্ময়কর মন্দিরাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছিল সে কি আর তিনটী সুন্দর দেব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই? বিশ্বকর্ম্মার উপাখ্যান যে একটা আষাঢ়ে গল্প তাহা আর এখনকার দিনে কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তার পর আরও বিস্ময়ের কথা, জাতিভেদমূলক হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান তীর্থে জাতিভেদহীনতা। ব্রাহ্মণও অম্লান মুখে চণ্ডালের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন এবং তাহার পরও হস্তমুখ প্রক্ষালন করেন না! ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? তাহার পর জগন্নাথ স্বয়ং জগদীশ্বর স্বরূপে কিম্বা বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ রূপে পূজিত হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার পার্শ্বে সুভদ্রা বলরাম কেন? ইঁহারা ত কাল্পনিক দেবমূর্ত্তি নহেন। দুজনই ঐতিহাসিক চরিত্র। অথচ পূজিত হইবার যোগ্য কোনও কার্য্যই যে করিয়াছেন তাহা কোনও পুরাণে কি মহাভারতে নাই। আবার কৃষ্ণের পার্শ্বে তাঁহার কোনও পত্নীর কি সর্ব্বত্র প্রচলিত রাধার মূর্ত্তি না থাকিয়া তাঁহার ভগিনী সুভদ্রার মূর্ত্তিই বা কেন! সুভদ্রা তাঁহার সহোদরা ভগিনীও নহেন। খ্যাতনামা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—শ্রীক্ষেত্র হিন্দু-তীর্থই নহে, বৌদ্ধ তীর্থ। বৌদ্ধদের ত্রিরত্নের—বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—তিন মণ্ডল ছিল। উহা প্রথমতঃ হিন্দুদের দেব-দেবীর সম্মুখে রচিত মণ্ডলের মতই ছিল। পরে সে মণ্ডলের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বৌদ্ধেরা তাঁহাদের পূজা করিত। মানুষ যে "রূপ কল্পনা" কি প্রতিমা ভিন্ন নিরাকারের কি শূন্যের ধ্যান করিতে পারে না, ইহার অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কারণ, কোনও মূর্ত্তি বা প্রতিমা পূজা দূরে থাকুক বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পর্য্যন্ত নীরব। যাহা হউক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন, যে শ্রীক্ষেত্রের ত্রিমূর্ত্তি সেই ত্রিমণ্ডলের

আকৃতি মাত্র। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুত্থানের পর যখন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ নিরীশ্বর-অবস্থা-প্রাপ্ত মূর্ত্তি-পূজক বৌদ্ধধর্ম্ম পুনঃপতিত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে রূপান্তরিত হয়, তখন বুদ্ধমণ্ডল জগন্নাথে, ধর্ম্মমণ্ডল সুভদ্রাতে, এবং সঙ্ঘমণ্ডল বলদেবে, এবং শ্রীক্ষেত্র বিষ্ণুক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। এখনও জগন্নাথ বুদ্ধাবতার বলিয়া পরিচিত। অতএব উক্ত প্রত্নতত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে ইহাই অকাট্য প্রমাণ। বোধ হয় এ সময়েই বুদ্ধদেব হিন্দুদের নবম অবতার বলিয়া গৃহীত হন, কারণ তাহা না হইলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম তখন ভারতবর্ষে এরূপ ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তৎস্থলে হিন্দু-ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের উপায়ান্তর ছিল না। বৌদ্ধ ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। শ্রীক্ষেত্রে এই জাতিভেদ এরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল, যে উহা পুনঃ স্থাপিত করা অসম্ভব বলিয়া শ্রীক্ষেত্রে আর উহা প্রচারিত হয় নাই। প্রত্নতত্ত্বের সত্যতার ইহা দ্বিতীয় প্রমাণ। কেবল শ্রীক্ষেত্রে বলিয়া নহে, কি পুষ্কর, কি গয়া, কি বিন্ধ্যাচল, কি কাশী, সর্ব্বত্র হিন্দুদের বর্ত্তমান দেবীমূর্ত্তি পর্য্যন্ত পুরুষ বুদ্ধমূর্ত্তি। পুষ্করের সাবিত্রী, গয়ার সর্ব্বমঙ্গলা, শৈলশেখরস্থিত বিন্ধ্যবাসিনীর গিরিকক্ষে এখনও বুদ্ধমূর্ত্তি। কে বলিল ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম, বিশেষতঃ অহিংসামূলক বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল সেশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম মাত্র। কিন্তু ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ মণ্ডলের নাম সুভদ্রা ও বলরাম হইল কেন? বুদ্ধদেবের প্রধান সহায় তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। তদ্রূপ মহাভারতের ও ভাগবতের কৃষ্ণলীলার সহায় সুভদ্রা ও বলদেব। আমার এই ধারণাই আমার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের সুভদ্রার ও বলরামের চরিত্রের ভিত্তি।

শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া সেদিন কার্য্যভার গ্রহণ করি এবং অপরাহ্ণে ও পরদিন অন্যান্য তীর্থ দর্শন করি। শ্রীমন্দিরের পর উল্লেখ যোগ্য "চন্দন তালাও"। এটী একটী বিস্তৃত দীর্ঘিকা। তাহার কেন্দ্রস্থলে

এক মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপিত। স্থানটী মনোমুগ্ধকর। এখানে প্রতিবৎসর একটা মেলা হইয়া থাকে, তাহাকে "চন্দনযাত্রা" বলে।

তাহার পর "মার্কণ্ডের সরোবর"। ইহাতে যাত্রীরা অবগাহন করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করে এবং পিণ্ড জলে নিক্ষেপ করে। ইহার ফলে সরোবরটি প্রায় জল শূন্য, একরূপ সবুজ, তরল কর্দমে পরিপূরিত। তাহা হইতে এরূপ দুর্গন্ধ উত্থিত হইতেছিল যে তাহার কাছে যাইতে নাসিকা আচ্ছাদিত করিতে হইয়াছিল।

পুরীর প্রধান শোভা সমুদ্র। যাত্রীদিগকে পাণ্ডারা সমুদ্রতীরে লইয়া, অনন্ত সমুদ্রের দিকে দেখাইয়া, বলে—ওই স্বর্গদ্বার দর্শন কর। বাস্তবিকই শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্র শোভা স্বর্গীয় শোভা বিশেষ। নগরের প্রান্তের পর প্রায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপী অনন্ত অমল শ্বেত বালুকারাশিপূর্ণ সাগর বেলা। তাহার পর অনন্তনীললীলাময় অনন্ত সাগর সুদূর আকাশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেই শোভা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই প্রাতে গভীর কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চল সলিল ক্রীড়া; তাহার পর বালসূর্য্যকিরণে প্রোদ্ভাসিত আর এক শোভা। আবার মধ্যাহ্নে প্রখর রবি-কিরণ-প্রতিবিম্বিত আর এক শোভায় নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছে। তাহার পর আবার সান্ধ্য রবিকিরণে সিন্দূর মণ্ডিত নয়নমুগ্ধকর শোভা। তরঙ্গের পর তরঙ্গ, আবার তাহার পর তরঙ্গ, লহরে লহরে বেলায় আসিয়া প্রহৃত হইতেছে এবং ফেণ রাশি উদ্গীর্ণ করিয়া দিবসে যূথিকা মালার এবং নিশিতে অনন্ত নক্ষত্রমালার দীর্ঘ কণ্ঠভূষণে বেলা ভূমিকে ভূষিত করিতেছে। সৈকত প্রান্তে দাঁড়াইয়া যে একবার এই শোভা দর্শন করিয়াছে সে উহা কখনও ভুলিতে পারিবে না। সৈকত প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত রাস্তা। তাহার পার্শ্বে স্থানে স্থানে বেঞ্চ পাতা রহিয়াছে। এই বেঞ্চে বসিয়া যখন প্রভাতে ও সায়াহ্নে সমুদ্র শোভা

দেখিতাম, তখন যেন সংসার ভুলিয়া যাইতাম। এই বিস্তীর্ণ সৈকত ভূমিতে বিচারালয় ও কয়েকটী সুন্দর বাংলা শোভা পাইতেছে।

শ্রীক্ষেত্রের এই শোভা দেখিয়া দুইটা দিন বড় আনন্দে কাটাইলাম। তৃতীয় দিবস ছোট ভাই তিনটীকে ও দাসদাসীগণকে লইয়া শাশুড়ী পঁহুছিলেন। ভাই তিনটী গাড়ী হইতে নামিয়াই মন্দিরে গিয়াছিল। আমিও সায়াহ্নে সেই খানেই বেড়াইতে গিয়াছিলাম। নিবারণ আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশু ভ্রাতা। সে আমাকে দেখিয়া 'বড় দাদা' 'বড় দাদা' বলিয়া ছুটিয়া গেল। আমি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এই কান্না এবং প্রাণে এ উচ্ছ্বাস কেন যে আসিল আমি তখন বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের দুই ভায়ের এই দৃশ্য দেখিয়া যে সকল ভদ্র লোক আমার সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের চক্ষুও সজল হইল। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া আমি অকারণ কাঁদিতেছি বলিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—"তাহারা নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পঁহুছিয়াছে, আপনি এখন এত অধীর হইলেন কেন?" আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম—"আমি এই পিতৃমাতৃহীন শিশুদিগকে কোথায় আনিয়া ফেলিলাম!" মোহান্ত নারায়ণদাস গলদশ্রুনয়নে বলিলেন—"এরূপ ভ্রাতৃস্নেহ বড় বিরল। জগন্নাথ তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন।" তিনি আমার ও তাহাদের মাথায় হাত দিয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমাদিগকে শ্রীমন্দিরের মধ্যে লইয়া জগন্নাথকে প্রণাম করাইয়া চরণামৃত খাওয়াইলেন। আমি সে দিন যে ভক্তিভরে শ্রীভগবানকে প্রণাম করিলাম, সেই ভক্তি আমার হৃদয়ে তৎপূর্ব্বে কখনও উদ্রেক হয় নাই। কিন্তু শ্রীভগবানের কাছে প্রণত হইয়া যে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম তিনি তাহা দিলেন না।

—o—

দারুণ শোক।

ভাইদের পঁহুছিবার দ্বিতীয় দিন প্রাতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহানন্দ বাবু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন এবং বলেন যে আমার এ বাড়ীতে এবং সহরের মধ্যে থাকা তিনি ভাল বিবেচনা করেন না। সহর নরক বিশেষ, এবং যাত্রীদিগের নিত্য সমাগমে নানাবিধ রোগের ক্রীড়াভূমি। তিনি নিজে সে জন্য সমুদ্রতীরে একটী ক্ষুদ্র বাংলায় থাকেন। কিন্তু স্ত্রী সে কথা কোনও মতে শুনিলেন না। এটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাকা বাড়ী, প্রশস্ত বড় 'ডাণ্ড' এর উপর, পশ্চাতে বেশ একটু ফুলের বাগান আছে, এবং ঠিক শ্রীমন্দিরের সম্মুখে। তাঁহারা নিত্য জগন্নাথ দর্শন করিতে পারিবেন, সে জন্য এ বাড়ী তাঁহার ও তাঁহার মাতার বড় পসন্দ হইয়াছিল। সঙ্গে তিনটী শিশু ভাই—প্রাণকুমার, অতুল ও নিবারণ। নিবারণের বয়স দশ বৎসর মাত্র। তাহারাও এবাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না। কারণ এবাড়ী হইতে সহরের সকল তামাসা দেখা যায়। সমুদ্রতীর সহর হইতে প্রায় দুই মাইল ব্যবধান। তৃতীয় দিবস প্রাতে নিবারণ স্ত্রীকে লইয়া পিছনের বাগান দেখাইল এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার কাছে বাগানের কত গল্প করিল। স্ত্রীও বলিলেন—"তুমি যাইয়া দেখ কেমন সুন্দর বাগান। মহানন্দ বাবুর কথায় আমরা এ বাড়ী ছাড়িয়া সমুদ্রতীরে সে বালির ভিতর যাইব না। সেখান হইতে বাজারও বহুদূর হইবে।" এমন সময় কে একজন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। স্ত্রী নিবারণকে লইয়া সরিয়া গেলেন। আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতেছি, এবং শুনিতেছি ভাই তিনটি ছাদের উপর ছুটাছুটী করিতেছে এবং কত আনন্দ করিতেছে। একটু পরেই স্ত্রী আমাকে

ডাকিয়া বলিলেন, নিবারণ একবার পাত্‌লা বাহ্যে গিয়াছে ও তার পর বমি করিয়াছে। শুনিয়াই চোক কপালে উঠিল। আমি ছুটিয়া গেলাম। সে আবার বাহ্যে ও বমি করিল এবং তাহার চেহারা কেমন বিকৃত হইয়া উঠিল। তখনই ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম এবং আমার সঙ্গে যে কেম্ফার, ক্লোরোডাইন ও কলেরা পিল ছিল তাহা খাওয়াইতে লাগিলাম। স্ত্রী তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়াছেন। সে দেখিতে দেখিতে অবসন্ন হইয়া তাঁহার বুকের উপর মাথা ফেলিয়া রহিল। ঔষধ কোনটাই রাখিতে পারিতেছে না। যাহা খাওয়াইতেছি, তাহাই বমি করিতেছে। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কিন্তু শিশুর প্রাণে এত সাহস, সে আমাকে বলিতে লাগিল,—"বড় দাদা তুমি কাঁদিও না। আমার কোনও অসুখ হয় নাই, ডাক্তার আসিলে এখনই ভাল হইব।" দেখিতে দেখিতে নেটিভ ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং একটু পরে সিভিল সার্জ্জন বন্ধু বিহারী গুপ্ত আসিলেন। তাঁহারা বলিলেন—'কলেরা'। আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। এ সুদূর প্রবাসে, আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই, সবে ছয় দিন মাত্র পৌঁছিয়াছি, সঙ্গে দুইটী স্ত্রীলোক ও একটী ভৃত্য মাত্র। আমি আত্মহারা হইলাম, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের অনেক ভদ্রলোক আসিলেন ও চিকিৎসার পরাকাষ্ঠা করাইতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। ১০টার সময়—তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে—নাড়ি লুপ্ত হইল, এবং সে সবল, সুন্দর শিশুমূর্ত্তি ছায়ামাত্রে পরিণত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। দারুণ পিপাসা। আমি আর সে দৃশ্য দেখিতে পারিলাম না। অন্য কক্ষে আসিয়া গৃহভিত্তির পাথরে বুক রাখিয়া কেবল ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। আর সমবেত ভদ্রলোকদিগকে বলিতে লাগিলাম—"আপনারা আমাকে এ পিতৃমাতৃহীন শিশুকে ভিক্ষা দিন। আমি কেন এ অনাথ শিশুকে

এ দূর দেশে আনিয়াছিলাম!" তাঁহারা আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। শীতকালের তুষার শীতল পাষাণেও আমার বুক শীতল হইতেছিল না। বুকের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বলিতেছিল। নিবারণ কেবল মুহুর্মুহু আমাকে ডাকিতেছিল, এবং পিপাসায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে বলিয়া জল চাহিতেছিল। কারণ ডাক্তারেরা জল দিতে-ছিলেন না। বলিতেছিল—"দাদা! তুমি আমার মুখে একটু জল দাও, ও আমাকে একবার বুকে নেও, তা হইলে আমি ভাল হইব।" স্ত্রীও শয্যার পার্শ্বে বসিয়াছেন, তাঁহাকেও বলিতেছিল—"মা! (সে পূর্ব্বে কখন তাঁহাকে মা ডাকে নাই), তুমি আমাকে জল দাও, বুকে নেও।" এরূপে একবার তাঁহাকে ও একবার আমাকে বুকে লইতে বলিতেছিল। তাহার সে কাতর উক্তি ও রোগ যন্ত্রণায় এবং সে শোক দৃশ্যে পাষাণ গলিয়া যাইতেছিল। সমবেত ভদ্রলোকেরা পর্য্যন্ত কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতেছিলেন। আমাকে অস্থির দেখিয়া শিশু এক একবার বলিতেছিল— "দাদা! তুমি অন্য ঘরে যাও, আমি বেশ ভাল হইয়াছি, তুমি কাঁদিও না।" আবার এক মুহূর্ত্ত পরে ডাকিয়া পাঠাইতেছিল। এরূপে দিন কাটিতে লাগিল। কি শোকের দিন! যেন এক এক মুহূর্ত্ত এক এক বৎসর। সে এক এক মুহূর্ত্তে যেন শতবার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। পিতৃব্য দুজনের ওলাউঠা রোগশয্যা ও রোগযন্ত্রণা দেখিয়াছি, কিন্তু ১০ বৎসরের শিশুর সে সাহস, সে রোগযন্ত্রণা, সে পাষাণ-দ্রবকারী স্নেহাভিনয়, তাঁহারাও দেখাইতে পারেন নাই। অপরাহ্ণে ক্রমে অজ্ঞান হইয়া আসিতে লাগিল। শরীর উষ্ণ রাখিবার জন্য ডাক্তারেরা গায়ে নানাবিধ পাউডার মাখাইতে লাগিলেন ও ব্র্যাণ্ডি দিতেছিলেন। নেশায় তাহার আকর্ণ বিস্তৃত প্রশস্ত নেত্র ঢুলু ঢুলু করিতেছিল, এবং সময় সময় অজ্ঞান হইয়া শিবনেত্র হইতেছিল। মুখে তখন আর কোন

কথা ছিল না, কেবল এক একবার স্ত্রীকে বলিতেছিল—"মা!—আমাকে বাঁচাইতে পারিলে না!" আর আমাকে ডাকিয়া লইয়া কেবল বুকে লইতেছিল, আর ভগ্নকণ্ঠে বলিতেছিল—"দাদা তুমি ও আমি।" ইহার অর্থ কি? এ দুটী কথার ভিতর কি গভীর স্নেহ, কি করুণ উচ্ছ্বাস! দশমবর্ষীয় শিশুর হৃদয়ে এ গভীরতা, এ উচ্ছ্বাস, কোথা হইতে আসিল? আর থাকিয়া থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিল—"জয় জগন্নাথ।" শিব-নেত্র করিয়া শয্যায় যেন শিশু-শিব পড়িয়া আছে ও থাকিয়া থাকিয়া তারকব্রহ্ম নাম ডাকিতেছে। এ নামই বা এ শিশুকে কে শিক্ষা দিল! ইহা কি তাহার জন্মান্তরীণ সংস্কার নহে? কোন নর-দেবের জীবাত্মাতে বুঝি কর্ম্মফলের একটিমাত্র রেখা ছিল, তাহা মুছাইতে বুঝি কেবল ১০ বৎসরের জন্য তিনি এ ধরাধামে পাপিষ্ঠ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া আসিয়াছিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সেই তারকব্রহ্ম নাম ডাকিতে ডাকিতে শিশু তাঁহার চরণতলে, আমার ত্রিদিবস্থ পিতামাতার কোলে, চলিয়া গেল। এ দাসত্ব জীবনের দুর্গতিতে এক শিশু ভ্রাতাকে সুদূর পশ্চিমে, সুরনদীর সলিলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। আর একটিকে এ পবিত্র শ্রীক্ষেত্রের স্বর্গদ্বারে অনন্ত সাগরে ভাসাইয়া দিলাম! যে নরপিশাচদিগের ষড়যন্ত্রে আমি জন্মভূমি হইতে এ অনাথ শিশুদের লইয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছিলাম, আজ তাহারা আমাকে দেখিলে বোধ হয় তাহাদের পশু-হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক হইত। তথাপি শ্রীভগবান তাহাদিগকে ক্ষমা করুন। এ হতভাগার সম্বন্ধে আরও একটী বিস্ময়কর কথা আছে। পিতা তাহাকে ৫ মাসের ও মাতা বৎসরেকের মাত্র রাখিয়া যান! আমার পিতৃব্যপত্নী তাহাকে প্রতিপালন করেন, এবং সে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিত, মা বলিয়া জানিত। আমার বিপদের পর শ্রীক্ষেত্র বদলি হইলে, স্ত্রী যখন কলিকাতায় আসিতেছিলেন, তখন

সে ধরিয়া বসিল যে তাঁহার সঙ্গে সেও আসিবে। খুড়ীমা তাঁহাকে রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন, কত কাঁদিলেন, সে কিছুতেই রহিল না। কলিকাতায় স্ত্রী পৌঁছিলে, তাহাকে সঙ্গে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, এবং স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিলাম। কিন্তু সে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"বড়দাদা! আমি বাড়ীতে থাকিব না, আমি তোমার সঙ্গে থাকিয়া পড়িব।" আমি তাহাকে বুকে লইয়া ষ্টিমারেই কাঁদিলাম। তাহার পরে তাহাকে কতবার বাড়ী পাঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই গেল না। আমি মনে করিয়াছিলাম, সে খুড়ীমাকে ছাড়িয়া কখনও থাকিতে পারিবে না, কোন্ দিন তাঁহার জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের বুকে বজ্রাঘাত করিয়া চলিয়া যাইবার সময় পর্য্যন্ত কখনও তাঁহার নাম করে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্ত্রী তখন সসত্ত্বা। তাহা লইয়া তাহার আনন্দ কত! সে সর্ব্বদা গঙ্গাস্নান করিতে ও কালীদর্শন করিতে যাইত, এবং ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে বলিত, যে সে সর্ব্বদা কালীমার কাছে প্রার্থনা করিয়া থাকে যে তাহার যেন একটী ভ্রাতুষ্পুত্র হয়। স্ত্রী একদিন বলিলেন, যে তাহাকে কে বিদেশে খাওয়াইবে, রাখিবে। শিশু বলিল—"কেন, আমি তাহাকে সর্ব্বদা কোলে করিয়া রাখিব, তুমি তাহাকে খাওয়াইবে।" সর্ব্বদা তাহার মুখে একথাই ছিল। তাহার মনের ভাব এরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তিত কেমন করিয়া হইল, এবং এ সকল ধারণা তাহার মনে কোথা হইতে আসিল! সত্য সত্যই কি সে কোনও পুণ্যাত্মা কর্ম্মফলের রেখা কাটাইতে আসিয়াছিল, এবং শ্রীক্ষেত্র তীর্থস্থান বলিয়া এরূপ জিদ করিয়া স্ত্রীর সঙ্গে আসিয়াছিল। জগন্নাথ! তোমার লীলা অনন্ত অজ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ! আমি ক্ষুদ্র অন্ধ কীট, তাহার কি বুঝিব?

আমরা সে রাত্রি কি ভাবে কাটাইয়াছিলাম, তাহা লিখিবার ভাষা নাই। এ সময়েও একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হয়। সে সকাল বেলা ছাদের উপর যেরূপ ছুটাছুটী করিয়াছিল, সেরূপ সমস্ত রাত্রি ছাদের উপর এবং যে কক্ষ হইতে সে চলিয়া যায়, সে কক্ষে ভয়ানক ছুটাছুটীর শব্দ হইতেছিল। যেন কত লোক ছুটাছুটী করিতেছে। চোরের আশঙ্কা করিয়া ভৃত্যেরা সে ঘরে ও ছাদে কয়েক বার গিয়া দেখিয়া আসিল, কিন্তু কিছুই দেখিল না। আমরা সকলেই শোকে ও ভয়ে জড়সড় হইয়া একটী রাত্রি কাটাইলাম। সকালে মহানন্দ বাবু আসিয়া বলিলেন যে বাড়ীটা ভূতাশ্রিত (Haunted house) বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস। যে সে বাড়ীতে রহিয়াছে তাহারই এরূপ বিপদ হইয়াছে। বিশেষতঃ বাড়ীটির সংলগ্ন একটী ধর্ম্মশালা, তাহাতে ভিক্ষুকেরা থাকে, ও প্রায় ওলাউঠা হইয়া থাকে। এমন কি আমি আসিবার পূর্ব্বদিনও ওলাউঠায় সেখানে লোক মরিয়াছে। এ জন্যই এখানে না থাকিয়া সমুদ্র-তীরে গিয়া থাকিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি সেই দণ্ডেই এ বাড়ী ছাড়িয়া সমুদ্রের তীরে গিয়া থাকিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সমুদ্রেরতীরে বাড়ী কোথায় যে সেখানে গিয়া থাকিব? শেষে অনেক চিন্তার পর, সেখানে যে একটী 'ইন্‌স্পেক্‌সন্ বাঙ্গালা' আছে, টেলিগ্রাফের দ্বারা মফঃস্বল হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি আনাইয়া আমরা তখনই সে গৃহে চলিয়া গেলাম। কিন্তু সে গৃহটিও শ্রীক্ষেত্রের মহাশ্মশান, স্বর্গদ্বার হইতে অর্দ্ধ মাইল ব্যবধান। সে স্বর্গদ্বারেই আমার হতভাগ্য শিশু-ভ্রাতার পাকা সমাধি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলাম। তাহা প্রায় এ গৃহ হইতে দেখা যাইত। অতএব সে স্থানটিও আমাদের পক্ষে শান্তিপ্রদ হইল না। তদ্ভিন্ন সে ঘরের সম্মুখস্থ সমুদ্র-তীরে অনেক

সময়ে শবের অস্থি-পঞ্জর সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া লাগিত এবং ঘরটিতে বড়ই ভয় বোধ হইত। কিন্তু যাই কোথায়? এরূপ শঙ্কটাবস্থায় এক দিন ভ্রাতৃশোকে কাঁদিতে কাঁদিতে পুরীর জনৈক জমিদার লোকনাথ রায়কে বলিলাম,—"আপনারা যদি দয়া করিয়া নির্ব্বাসিত আমাদের জন্য দুই একখানি ঘর সমুদ্র সৈকতে নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইলে আমরা এরূপ বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারি।" প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই তাঁহার ও আমার মধ্যে কেমন একটী আন্তরিক সহানুভূতি হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা আমাকে দেখিতে আসিতেন এবং এ দিন আমার এ শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ কথা শুনিয়া তিনিও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন,—"আমি আপনার জন্য একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিব। কিরূপ বাড়ী হইলে সুবিধা হইবে, আপনি আমাকে একটী নক্সা আঁকিয়া দিবেন, এবং সে বাড়ী প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত যে একটী পুরাতন বাংলা আছে, তাহার মালিকের সঙ্গে ভাড়া ঠিক করিয়া ও বাসোপযোগী সংস্কার করাইয়া দিব, আপনি সেখানে গিয়া থাকুন।" আমি তখনই তাঁহার সঙ্গে বহির্গত হইয়া সে বাড়ীখানি দেখিতে গেলাম। বেশ বড় বাংলা, কিন্তু জীর্ণ শীর্ণ এবং সমুদ্রের বালিতে কতকাংশ নিমজ্জিত। শুনিলাম পুরীতে নিমকমহাল থাকিতে এরূপ অনেক বাংলা ছিল: তাহার মধ্যে যে তিনটী বাংলাতে ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব ও ডাক্তার সাহেব থাকেন, সে তিনটী মাত্র এখন আছে। অবশিষ্ট সকলই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অতি সুন্দর সুন্দর বাংলার শুষ্ক ভিত্তি এখনও স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। এ বাড়ীটির নিকটেই একটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম সৈকত ভূমির উপর একটী সুন্দর বাড়ীর ভিত্তি পড়িয়া আছে। তাহার উপর দাঁড়াইলে বহুদূর পর্য্যন্ত সমুদ্র-শোভা চিত্রপটের মত দেখায়। আমি লোকনাথ বাবুকে এ ভিত্তির উপর একটী বাড়ী

প্রস্তুত করিতে বলিলাম এবং সেখানেই ছাতার অগ্রভাগ দিয়া বালিতে একটী ঘরের নক্সা আঁকিয়া দেখাইলাম। লোকনাথ বাবু কণ্ট্রাক্টার। তাঁহার সঙ্গে কাগজ, পেন্সিল ছিল, তিনি সে ছবিটী কাগজে আঁকিয়া লইলেন এবং সেখানেই তাঁহার নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করা স্থির হইল। ইহার দুই দিন পরে সে ভগ্ন বাংলাটী তিনি বাসোপযোগী করিয়া দিলে আমরা ভগ্নহৃদয়ে সে গৃহে প্রবেশ করিলাম। সে বাংলাটিও সমুদ্রের উপরে। যখন ভ্রাতৃশোকে বড় অধীর হইতাম, তখন সে অনন্ত সমুদ্র-সলিলে সে শোকাশ্রু বর্ষণ করিয়া হৃদয় কিছু শান্ত হইলে গৃহে ফিরিতাম। স্ত্রী আসন্নপ্রসূতি। ভগবান এমন সঙ্কটে ফেলিয়াছিলেন যে গৃহে আমার কাঁদিয়া শোক নিবারণ করিবারও উপায় ছিল না। আপনার শোক চাপিয়া রাখিয়া স্থির ধীরভাবে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে হইত। হায় দাসত্ব জীবন!

ইন্স্পেক্সন্ বাংলায় থাকিবার সময়ে আমি যখন বড় শোকে কাতর, এক দিন স্ত্রী আসিয়া তাঁহার অশ্রু মুছিয়া আমাকে বলিলেন,—"যে হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটি আমাদের সঙ্গে ষ্টীমারে আসিয়াছিল, এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পথ আসিয়াছিল, সে প্রত্যহ আসিয়া আমাদের খবর লইয়া যায়। তাহার তীর্থ-দর্শন শেষ হইয়াছে, কাল চলিয়া যাইবে। সে একবার তোমাকে দেখিতে চাহে।" কি বিচিত্র কথা! তাহাকে আসিতে দিতে বলিলে স্ত্রী তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। সে আমার কক্ষদ্বারের এক কপাটে মাথা রাখিয়া দাড়াইয়া কিছুক্ষণ আমার দিকে শান্ত স্থির করুণ-নয়নে চাহিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। কক্ষদ্বারে যেন ঠিক একটী করুণাময়ী দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। আমিও তাহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া আছি, এবং দুই ধারায় অশ্রু আমার উপাধান সিক্ত করিতেছে। এরূপে

কিছুক্ষণ করুণ, কাতর, বিষণ্ণ নয়নে আমাকে চাহিয়া দেখিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, এবং তাহার পুষ্পনিভ করদ্বয় ললাটে সংযুক্ত করিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। যতদূর দেখা যাইতেছিল, সে বারম্বার মুখ ফিরাইয়া আমাকে সতৃষ্ণনয়নে সৈকতভূমি হইতে দেখিতেছিল। হায় ভগবান্! অপরিচিত আমার প্রতি এ রমণীর এই প্রীতি বা প্রেম, এই স্নেহ বা সহানুভূতি কোথা হইতে আসিল! এখনও একটী সুখ-স্বপ্নের মত তাহার স্মৃতি আমার হৃদয়ে নীল সরোবরগর্ভে চন্দ্র-রেখার মত ভাসিয়া উঠে। আমি তাহাকে এ জীবনে আর দেখি নাই। মনুষ্য জীবন কি বিচিত্র প্রহেলিকা ও মরীচিকা!

অশ্রু-অন্তরালে হাসি।

নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে অমেঘে বজ্রের মতন এ শোকহৃদয় বিদীর্ণ করিয়া পতিত হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগে সেই সিন্ধু সৈকতস্থ ভগ্ন গৃহে একটী পুত্র, আমার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই স্ত্রী বলিলেন, নিবারণ ফিরিয়া আসিয়াছে, আমিও দেখিলাম নিবারণ ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার মুখ চোখ দেখিয়াই নিবারণকে মনে পড়িল। শ্রীভগবানের জগতে সুখ দুঃখ চক্রের মত আবর্ত্তিত হয়। অশ্রুর অন্তরালে হাসি, এবং হাসির অন্তরালে অশ্রু থাকে। তাহা না হইলে বুঝি মানুষ হাসিয়া আনন্দ পাইত না, কাঁদিয়া শান্তি পাইত না। আমার রচিত একটী গান আছে :—

"হাসি কান্না ভরা এই ধরাতল,
হাসি অন্তরালে থাকে অশ্রুজল ;
অশ্রু অন্তরালে হাসি সমুজ্জ্বল,—
সূক্ষ্ম নীতি নিয়ম তার।"

১৮৭৭ সনের জুন মাসে রোগগ্রস্ত ও বিপদস্থ হইবার পর ১৮৭৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে হৃদয়ে এই প্রথম একটী সুখের আলোক রেখা সঞ্চারিত হয়। তাহাও অবিমিশ্র কি? জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট আরমষ্ট্রঙ্গ সাহেব এ সংবাদ শুনিয়াই আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেন। আমি চিরকালই কিছু বিবেচনাশূন্য এবং অসংযত হৃদয়। আমি তাহার উত্তরে লিখিলাম,—আপনি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সুখী এবং কৃতজ্ঞ হইলাম। কিন্তু আমি হাসিব কি কাঁদিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। যখন শিশুর মুখ দেখি তখন আনন্দিত হই; কিন্তু যখন তাহার ভবিষ্যৎ ভাবি তখন হৃদয় বিষাদে ডুবিয়া যায়।"

তিনি তাহাতে চটিয়া গেলেন, এবং কেন এরূপ বিষাদের কথা লিখিয়াছি আমাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তখন আমাদের বাঙ্গালী জীবনের দুর্গতির একটী ছবি আঁকিয়া তাঁহাকে বলিলাম, এ শিশুর ভবিষ্যৎ যখন এরূপ দুর্গতিপূর্ণ হইবে বুঝিতেছি, তখন কি করিয়া আনন্দিত হইব? এরূপ দুঃখীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কি সুখ? তিনি বলিলেন এ কথা মনুষ্য মাত্রকেই খাটে। আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যেমন আমি চিন্তিত হইতেছি, তাঁহার সন্তানদের সম্বন্ধে তাঁহারও সে অবস্থা। তিনি একটী গোঁয়ার গণেশ হইলেও সদাশয় লোক ছিলেন। তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত দিব।

আমিত সেই ঘোরতর ঝড় বজ্র উত্তীর্ণ হইয়া পুরীতে আসিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে আমি চট্টগ্রাম হইতে আসিয়াছি শুনিয়া তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন যে 'হিন্দুপেট্রিয়টের' চট্টগ্রামের পত্রলেখক কে? আমিও গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের মত ভাবিলাম—"ঐ গো নাম চায়।" সে প্রাণের ভয়ে উত্তর দিয়াছিল—"আজ্ঞা! এখন সেখ দিগ্‌গজ।" আমিও চাকরীর ভয়ে উত্তর দিলাম—"আমি কেমন করিয়া বলিব? যে সংবাদ পত্রে লেখে সে তাহার নাম তাহার গৃহিণীর নিকটেও প্রকাশ করে না।" তিনি তখন বলিলেন তিনি উক্ত পত্রপ্রেরকের একজন খুব গোঁড়া। তাঁহার রোডসেস্ হেডক্লার্ক 'হিন্দুপেট্রিয়ট' লইয়া থাকে। তিনি তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে কাগজখানি আসিলেই যেন তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দেয়। তিনি খুলিয়াই চট্টগ্রামের পত্র আছে কি না সর্ব্বাগ্রে দেখেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস সে পত্রগুলি কোন ইংরাজের লেখা, কারণ এমন সুন্দর ও রসিকতাপূর্ণ ইংরাজী কোনও বাঙ্গালীর লেখা সম্ভব নয়। লাক্ টাকা দিলেও তিনি চট্টগ্রামে ম্যাজিষ্ট্রেট হইবেন না।

শেষ পত্রখানির বিশেষ প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন যে, পত্র-প্রেরকটী ইন্দুরের মত গর্ত্তে লুকাইয়া কেবল নাকটী মাত্র নিউবেরিকে দেখাইয়া, তাহাকে পঞ্চাশ রকমের "বেরি" ডাকিয়াছে। তিনি খুব হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। ভয় হইল, এ কি কোনও মতে লেখকের নাম জানিতে পারিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, লেখক আর কেহ নহেন, এ পক্ষ। সে সকল পত্রে দেশে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণদাস বাবু স্বয়ং আমাকে এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আমি পত্রপ্রেরক বলিয়া কি লোকের কাছে বলিয়া থাকি। আমি বলিলাম তিনি কেন এমন কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন যে তিনি যেখানে যান সকলেই তাঁহাকে এ পত্রপ্রেরক কে জিজ্ঞাসা করেন। এমন কি লাহোরে একজন আমার নাম করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি কে! শুনিলাম প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি এখন লাহোর চীফ কোর্টের জজ। আমি বলিলাম, প্রতুল আমার সহপাঠী ও সহোদরসম বন্ধু। তিনি আন্দাজে বলিয়া থাকিবেন। একদিন কৃষ্ণনগর বেড়াইতে গিয়াছি। সেখানে একজন ছাত্র—তিনি এখন বিখ্যাত লোক—মিঃ এ, চৌধুরী, বার-এট্-ল—হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কি হিন্দু-পেট্রিয়টের চট্টগ্রাম পত্রলেখক? এ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, তাঁহাদের কলেজের প্রিন্সিপাল রো সাহেব চট্টগ্রামের পত্র বাহির হইলেই কলেজে লইয়া তাঁহাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়া থাকেন, এবং অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলেন যে কৃষ্ণনগরের ইংরাজ মহলে এ পত্রপ্রেরক বড় Popular (প্রশংসিত)। যাহা হউক্ আমি কোনও মতে সেখ্ বিদ্যাদিগ্‌গজের মত মানে মানে আবুথ্নট সাহেবের কাছে বিদায় হইয়া আসিলাম। লোকটী সদাশয়

না হইলে অন্য সিবিলিয়ানদের নিন্দায় এরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেন না। অন্য ইংরাজ হইলে 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' ছিঁড়িয়া তাহার উপর সপ্তবার পদাঘাত করিত।

আমার ৩০ বৎসর বয়সের সময়ে, এবং বিবাহের ১৩ বৎসর পরে, এই প্রথম সন্তান হইল। সমুদ্র তীরে জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলাম 'নীরেন্দ্র'। এ হইতে শ্রীক্ষেত্র জীবন একটু বেশ আনন্দে কাটিতে লাগিল। দিল্লী দরবারের সম্বৎসর উপস্থিত হইলে আমোদপ্রিয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন আদেশ প্রচার করিলেন তাঁহার সেই অপূর্ব্ব কীর্ত্তির সাম্বৎসরিক উৎসব করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট মফঃস্বল হইতে সে আদেশ পত্র আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়া উৎসবের আয়োজন করিতে লিখিলেন। আমি তদনুসারে পুরবাসীদিগের এক সভা আবাহন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলাম, এবং তাহার দ্বারা শ্রীমন্দির ও তাহার সম্মুখস্থ অরুণ স্তম্ভ আপাদমস্তক আলোক রাশিতে খচিত করিয়াছিলাম। মন্দিরের কিছু দূরে 'বড়ডাণ্ডের' মধ্যস্থলে আর একটী সুন্দর আসর নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। শ্রীক্ষেত্রে এমন আসর কেহ কখনও দেখে নাই। কাশীর মহারাজার প্রদত্ত জগন্নাথদেবের একটী অতিশয় সুন্দর ও মূল্যবান তাম্বু আছে। মকমলের উপর সোণার জরি। আসরের এক সীমায় সেই তাম্বু সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম। তাহাতে আসরের আলো প্রতিবিম্বিত হইয়া একটী অপূর্ব্ব শোভা দেখাইতেছিল। তাম্বুর কাণাতে যেন শত সহস্র নক্ষত্র ঝলসিতেছিল। সে তাম্বুর মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্য উচ্চ বেদীতে সুন্দর আসন স্থাপিত করা হইয়াছিল। তিনি সেখানে বসিয়া অভিনন্দন পত্র গ্রহণ করেন, এবং সংস্কৃত ও উড়িয়া ভাষার কবিতা শ্রবণ করেন। অনেকে অনুরোধ করাতে আমিও সে ভাষাতে একটী কবিতা লিখিয়াছিলাম। সে কবিতাটি 'উৎকল দর্পন'

কাগজে মুদ্রিত হইয়াছিল। একটু জিদে পড়িয়া সে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার উপর মন্দিরের ভার দেওয়াতে মন্দিরের কার্য্যাদির উন্নতি কল্পে আমি একটি মন্দির কমিটি গঠিত করিয়াছিলাম। তাহাতে শ্রীক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় জমিদার ও মোহন্তগণ সভ্য ছিলেন। একদিন মন্দির কমিটিতে কি একটা বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রস্তাব হয়, এবং একজন উড়িয়া আমলাকে উহা লিখিতে বলি। সে উহা লিখিয়া আনিলে আমি অনুমোদন করি না এবং হাসিয়া বলি—"আচ্ছা বিজ্ঞাপনটী আমি উড়িয়া ভাষায় লিখিতেছি।" সকলে শুনিয়া বিস্মিত হন, কারণ আমি কেবল সম্প্রতি মাত্র শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছি। মোহান্ত নারায়ণ দাস বলেন—'আপনে লিখিতে পারিবে, ত মুই আপনঙ্ক গোটিয়ে পারিতোষিক দিবে।' তখন আমি জগন্নাথদেবের মুখের মত গোলাকৃতি শ্রীঅক্ষর মালা সাজাইয়া সে বিজ্ঞাপনটী লিখি এবং বলি যে আমি উড়িয়া ভাষায় কবিতা লিখিব। মোহান্ত নারায়ণ দাস তাহার জন্ত একটী বাজি রাখেন যে তাহা পারিলে তিনি আমাকে একটা প্রকাণ্ড নিমন্ত্রণ দিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আলো ও আসর সজ্জা দেখিয়া একেবারে ক্ষেপিয়া উঠেন। তাহার পরদিন প্রথম আফিসে আমাকে বলেন যে এ উৎসবের বর্ণনা করিয়া 'ইংলিশম্যান' ও দেশীয় দৈনিক পত্রে পত্র লিখিতে হইবে। আমি আবার ভাবিলাম—ঐগো নাম চায়। বুঝি আমাকে ধরিবার জন্ত একটা ফিকির করিতেছে। আমি বলিলাম—"দু পারিবি না অবধর।" আমি খবরের কাগজে লিখিতে সাহস করি না। তিনি বলিলেন—"ভয় নাই আমি স্বাক্ষর করিয়া দিব।" শেষে "ইংলিশম্যান", 'ডেলি নিউস' ও 'ষ্টেট্স্‌ম্যানে' তিন প্রবন্ধ আমি লিখি, এবং মিরারে বন্ধু মহানন্দ দ্বারা লেখাই। সকল প্রবন্ধ সাহেব স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

এরূপে দিন বেশ কাটিতেছিল। শ্রীক্ষেত্র বড় উৎসবের স্থান। প্রায় প্রত্যেক মাসে একটি উৎসব আছে। আমাদের পঁহুছিবার দুই চারি দিন পরেই কার্ত্তিক পৌর্ণমাসীর উৎসব হয়। তাহাতে জগন্নাথদেবকে রাজবেশে সোণার হস্তপদ ইত্যাদি সংযুক্ত করিয়া সজ্জিত করা হইয়া থাকে। দেখিতে অতিশয় নয়নানন্দকর হইয়া থাকে। তাহার কিছুদিন পরে পদ্মবেশ হয়। শোলার পদ্মের দ্বারা ওই হস্তপদহীন মূর্ত্তি তিনটিকে এমন সুন্দর সজ্জিত করা হয় যে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। তাহার পর গিরিগোবর্দ্ধন বেশ। জগন্নাথের হস্তে একটি কৃত্রিম পর্ব্বত স্থাপন করা হয়। তাহাও দেখিবার যোগ্য।

তাহার পর কালীয়দমন বেশ। আবার জগন্নাথদেবকে হস্তপদে সজ্জিত করিয়া প্রকাণ্ড কালীনাগের ফণার উপর সজ্জিত করা হয়। প্রত্যেক উৎসবেই বহু যাত্রীর সমাগম হয় এবং প্রত্যেক উৎসবেই জগন্নাথ দেবের এক একটী নূতন পিষ্টক ভোগ দেওয়া হয়। স্মরণ হয় Hunter সাহেব বলিয়াছেন মন্দিরে যে সকল মিঠাই হয়, তাহার এক তৃতীয়াংশ পচা ঘি, এক তৃতীয়াংশ পচা চিনি ও আর এক তৃতীয়াংশ ওলাউঠার পরমাণু। প্রকৃত প্রস্তাবেই মন্দিরের বাসী ভোগ ও মিঠাই ওলাউঠাকে শ্রীক্ষেত্রের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়া রাখিয়াছে। "দন্তভাঙ্গা" ইত্যাদি মিঠাই প্রকৃতই দন্তভাঙ্গা। উহারা এক একটী যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তোপের গোলা এবং তোপের গুলির মত ব্যবহার করিলে দেওয়াল ভেদ করিতে পারে। তাহাতে উড়িয়া বামনেরা এ সকল অপূর্ব্ব মিঠাই লুকাইয়া ২।৪ বৎসর রাখিয়া দেয়। মন্দিরে গিয়া এক এক বার বহু অনুসন্ধানের পর আমি গাড়ী গাড়ী মিঠাই ও পর্য্যুসিত অন্ন সমুদ্রে লইয়া ঢালিয়া ফেলিতাম। আমরা ইংরাজি শিক্ষিতেরা উহা ভ্রমেও কখন স্পর্শ করিতাম না। কিন্তু এক দিন আমার সে ভ্রম ঘুচিল।

পুত্রের অন্নপ্রাশনের দিন স্ত্রী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। সমস্ত আহারের বন্দোবস্ত মন্দিরে হইয়াছিল। সেখান হইতে প্রস্তুত করিয়া আনিয়া ব্রাহ্মণেরা আমাদের বাড়ীতে খাইয়া যাইতেছে। আমি আফিস হইতে বাড়ী ফিরিলাম। দেখিলাম কোন গোলযোগ নাই। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সকলেই এক সঙ্গে বসিয়া খাইল, এবং মাটিতে হাত মুছিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। মহাপ্রভুর প্রসাদ—উহা খাইয়া হাত মুখ ধুইতে নাই। এ সাম্যের দৃশ্য, ভারতবর্ষের আর কুত্রাপিও লক্ষিত হয় না। ইহাই শ্রীক্ষেত্রের বিশেষ মাহাত্ম্য। স্ত্রী বলিলেন বড় সুন্দর রান্না করিয়াছে, আমাকে ও মহানন্দকে খাইতে হইবে। আমরা বলিলাম এ উলাউঠার পরমাণু না খাইয়া বরং সমুদ্রে ঝাপ দিয়া মরা ভাল। মহাপ্রভু মাথার উপরে থাকুন, আমরা খাইব না। কিন্তু তিনি কিছুতে ছাড়েন না। বিশেষতঃ আহার্য্যাদি দেখিয়াও বেশ চমৎকার বোধ হইতে লাগিল। স্ত্রীর জিদ ছাড়াইতে না পারিয়া দুজনে খাইতে বসিলাম। মুখে দিয়া দুজনেই অবাক্। কি চমৎকার রান্না। মন্দিরে বিদেশীয় কোন তরকারী, এমন কি বিলাতি আলু পর্য্যন্ত, অপবিত্র বলিয়া রন্ধন করা হয় না। দেশীয় ভাল কুমড়া ইত্যাদিই সম্বল। কিন্তু ডাল হইতে পিষ্টকাদি পর্য্যন্ত যাহা খাইলাম, তাহা এত ভাল লাগিল যে তাহার আস্বাদ এখনও ভুলিতে পারি নাই। বিশেষতঃ ডালের রান্না এমন চমৎকার, ইচ্ছা করে—'পার্শেল' করিয়া যদি আনাইতে পারিতাম। উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা দুটি বিষয়ে সিদ্ধহস্ত—ঠাকুরসজ্জা ও রান্না। ঐত জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি! বিশেষ উৎসবের দিন ছাড়াও প্রত্যহ রাত্রি ৯টার সময় জগন্নাথদেবের যে শৃঙ্গার বেশ হইয়া থাকে তাহা এত সুন্দর যে আমরা বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিতাম।

দেখিতে দেখিতে লোকনাথের মেলা উপস্থিত হইল। যশোহরে

হেডমাষ্টার বাবু তাঁহার একটী উড়িয়া ভৃত্যের উপর রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন—'বেটার মুখ কেমন দেখ।' তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতি স্ত্রী তৎক্ষণাৎ বলিলেন—'তাহার দেশের দেবতার মুখই ঐ, তাহার আর অপরাধ কি?' কিন্তু তাঁহারা পতি পত্নী কখনও যদি শ্রীক্ষেত্রে আসিতেন এবং উৎসবের সময়, বিশেষতঃ এ লোকনাথের মেলার সময়, উৎকলবাসিনীর রূপ দেখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তন করিতেন। লোকনাথ একটি শিবলিঙ্গ বিশেষ। তাঁহার বসতি এক গভীর কূপের গর্ব্তে। কূপটি নির্ঝর বিশেষ। সমস্ত দিন জল সেচনের পর রাত্রে ৮।৯টার সময় লোকনাথের দর্শন লাভ করা যায়। স্থানটি সমুদ্র সৈকতে একটী সুন্দর উপবন। কূপটি একটি মন্দিরের মধ্যে এবং মন্দিরের চারি দিকে বহুদূর ব্যাপিয়া নানাবিধ বৃক্ষের উপবন। আমাদের জন্য সেই উপবনের এক অংশে একটি তাম্বু ফেলা হইয়াছিল, এবং সেখানেই রাত্রির আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমরা সন্ধ্যার পর মেলা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। মরি মরি কি শোভা! সারি সারি প্রদীপ জ্বালাইয়া উৎকলবাসীনীরা মেলা ভূমি ব্যাপিয়া আলোক মালার সম্মুখে বসিয়া জীবন্ত আলোক মালাবৎ শোভা পাইতেছে। কেহ গাইতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে। স্থানে স্থানে পুরুষেরা সংকীর্ত্তন করিয়া মেলাভূমি পরিক্রমণ করিতেছে। অসংখ্য বৃক্ষতলে সহস্র সহস্র আলোক শ্রেণীর শোভা, এবং সে আনন্দোৎসব, যে একবার দেখিয়াছে সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। কবি বলিয়াছেন,—

"উৎকল অঙ্গনা উরু আনন্দ-আলয়।"

তাহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, উৎকলবাসিনীদের বস্ত্র পরিধানের প্রণালী নিবন্ধন তাহাদের এক উরুর অধিকাংশ নয়ন-

গোচর হয়। হলুদ তৈলের অতিরিক্ত সেবনে যদিও অল্প কিছু অতিরিক্ত তৈলাক্ত দেখায়, এবং কিঞ্চিৎ সদ্‌গন্ধও বিস্তার করে, তথাপি উৎকল-রমণীদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। আমরা লোকনাথ দর্শন করিয়া, এবং বহুক্ষণ বড় আনন্দে মেলা ভূমি বেড়াইয়া, আহারের জন্ত তাম্বুতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে ইতিমধ্যেই অভ্যাগত বন্ধুগণ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের সঙ্গে লোকনাথমহিষী বারুণী দেবীর সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি সেকালের পূর্ব্ব বঙ্গীয় ডেপুটি ছিলেন। দেশী মদের ইংরাজি নাম Country Spirit। তিনি একটু অতিরিক্ত মাত্রায় উহা সেবন করিতেন বলিয়া আমি তাঁহার নাম 'হিন্দু-পেট্রিয়েট' রাখিয়াছিলাম। দেখিলাম ইতিমধ্যেই তাঁহার পেট্রিয়টিজমের মাত্রাটা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছে। গীত বাদ্য ও পানাহার আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখি ডেপুটি বাবুটি গান ধরিয়াছেন—

"ও ভাই তিমুরে! ধর্ম্ম রেখরে!
বিধবা রমণী, তারে অন্ন দিওরে!"

তাঁহার 'পেট্রিয়টিজম' বা দেশীয় সুরাভক্তি চরম মাত্রায় উঠিল। তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠে মধুকাণের মৃত্যু সময়ের এই গান ধরিতেন। কিন্তু আজ এ আমোদের মধ্যে তাম্বুর এক কোণা হইতে তাঁহার অর্দ্ধ অচৈতন্ত অবস্থায় ঐ মৃত্যু সঙ্গীত শুনিয়া সকলেই হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। খানিক পরে দেখি তিনি নাই। আমরা খুঁজিতে বাহির হইলাম। দেখি তিনি সৈকতের বালির উপর গড়াইতে গড়াইতে চলিয়াছেন। আমরা যাইয়া তাঁহাকে ধরিলে তিনি বলিলেন—"তোমরা আমাকে ধরিও না। আমি খরপোদা বন্দোবস্তি করিতে যাইতেছি।" খরপোদা নিকটস্থ একটি গ্রামের নাম এবং তিনি বন্দোবস্তির হাকিম

ছিলেন। আমরা তাঁহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে তখন তাঁহার বন্দোবস্তি করিতে যাইবার সময় কি অবস্থা নহে। তিনি বলিলেন—"আমি আমার কলম ভুলিব না।" তিনি কিছুতেই আসিলেন না, সমস্ত রাত্রি সে বালিতে গড়াইতে গড়াইতে খরগোদার বন্দোবস্তি করিলেন।

———o———

পুরী রাজার মোকদ্দমা।

একদিন প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া সমুদ্রতীরে বেড়াইতে যাইতেছিলাম; আরদালি ডাক লইয়া আসিয়া বলিল যে এক ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্ব রাত্রিতে পুরীর রাজা সত্যবাদীর বাবাজিকে খুন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল; সে বাঁচিয়া উঠিয়া হাঁসপাতালে গিয়াছে, এবং সহর তোলপাড় হইতেছে। মহানন্দ এ খবর শুনিয়া এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আর্মষ্ট্রঙ্গ সাহেব অশ্বপৃষ্ঠে নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া যাইতেছেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাতে পদব্রজে হাঁসপাতালে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম একটী দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ প্রৌঢ় সন্ন্যাসী একখানি তক্তপোষের উপর অর্দ্ধ জাগ্রত অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। আমি এমন দীর্ঘ বলিষ্ঠ বীর মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই। ঘটনাটি পরে মোকদ্দমায় যেরূপ প্রমাণিত হইয়াছিল তাহা এই;—বাবাজির আস্তানা সত্যবাদী গ্রামে। তিনি উৎকলবাসী। উড়িয়াদিগের বিশ্বাস যে বাবাজি কেবল হুকুমের দ্বারা সমস্ত রোগ আরাম করিতে পারেন, এবং সমস্ত বিপদ হইতে মানুষকে উদ্ধার করিতে পারেন।

পূর্ব্ব বৎসর রথের সময় রাজবাড়ীতে কয়েকটি লোকের ওলাউঠা হয়। বাবাজি সে সময়ে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছেন শুনিয়া রাণী তাঁহার কাছে লোক পাঠান। বাবাজি তাঁহার ধুনি হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম দিয়া উহা খাওয়াইতে বলেন এবং রোগীদের মধ্যে কত জন বাঁচিবে কত জন মরিবে বলিয়াছেন। ফলেও তাহাই হইয়াছিল। ইহাতে বাবাজির প্রতি রাণীর প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হয়। রাজা রাণীর পোষ্যপুত্র, তাঁহার জন্ম দক্ষিণপথে, তাঁহার বয়স ২৪।২৫ বৎসর মাত্র। তিনি একজন

গণ্ডমূর্খ, এবং সর্ব্বপ্রকার মাদক সেবক। তাহার মধ্যে সিদ্ধি দেবীর সেবা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল। তিনি এক জন বলবান্ যুবক এবং কুস্তিতে নিতান্ত পটু ছিলেন। প্রত্যহ সিদ্ধি খাইয়া বহুক্ষণ কুস্তি করিতেন, এবং সেখান হইতে দুইটা সোটা হাতে বাহির হইয়া সম্মুখে যাহাকে পাইতেন, সে ব্রাহ্মণই হউক, আর ভদ্রলোকই হউক, আর ক্ষুদ্র লোকই হউক, তাহার মাথায় উহা প্রহার করিতেন। সিদ্ধির নেশায় তিনি প্রায়ই ক্ষিপ্তবৎ থাকিতেন। পুরী সহরের যত নরাধম ইতর লোক তাঁহার ইয়ার জুটিয়াছিল। এ সকল অত্যাচার দেখিয়া রাণীর মনে সন্দেহ হইল যে রাজা উন্মাদ হইতেছেন। তিনি সেই জন্য রাজাকে আরোগ্য করিতে বাবাজির কাছে লোক পাঠাইলেন। বাবাজি বলিলেন যে রাজা সিদ্ধি খাইয়া উন্মাদ হইতেছে, এ কোন পীড়া নহে, তিনি কি আরাম করিবেন। তথাপি রাণীর অনুরোধ রক্ষার জন্য তিনি কিঞ্চিৎ ভস্ম এবারও পাঠাইয়া দেন। এই কথা রাজার কাণে গেল, এবং মনে সন্দেহ হইল যে বাবাজির দ্বারা ঔষধ করাইয়া রাণী তাহাকে মারিবার চেষ্টা করাইতেছেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া বাবাজিকে মারিবার জন্য পাল্‌কি করিয়া ছুটেন। তাঁহার পারিষদেরা 'আঠার নালা' হইতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনে, এবং নরাধমেরা মিলিয়া মন্ত্রণা করিয়া রাজবাড়ীতে পীড়া হইয়াছে বলিয়া বাবাজিকে ডাকিয়া পাঠায়। বাবাজি চারিজন লোক সঙ্গে করিয়া সন্ধ্যার পর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলে, সে লোকদিগকে বসাইয়া রাজার জনৈক ভৃত্য বাবাজিকে রাজবাড়ীর এক প্রান্তসীমায় রাজার কুস্তির স্থানে লইয়া যায়। সেইখানে রাজা ও তাঁহার ১৫ জন বলবান পরিচর সজ্জিত ছিল। বাবাজি যাইবামাত্র রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈ তুমি আমাকে আরাম করিলে না?" বাবাজি উত্তর করিলেন—"তুমি দক্ষিণী লোক, সিদ্ধি খাইয়া

তোমার মাথা বিগড়াইতেছে, আমি কি আরাম করিব?" রাজা তখন ক্রোধান্ধ হইয়া বাবাজিকে মারিতে পরিচরদিগকে হুকুম দিলেন। তাহারা ১৫ জন এক সঙ্গে সিংহবিক্রমে বাবাজির উপর পড়িল। বাবাজিও অমিতবিক্রমে ও অদ্ভুত কৌশলে তাহাদিগকে ছাড়াইয়া কুস্তির স্থানের প্রাচীর ডিঙ্গাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রাচীরের গায়ে এরূপ ভাবে লোহার পেরেক পোতা হইয়াছিল যে তাহাতে হাত দেওয়ার যো নাই। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি বৃক্ষ ছিল। বাবাজি তখন সেই বৃক্ষে উঠিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সে বৃক্ষের গায়েও ঐরূপ ভাবে লোহার পেরেক পোতা ছিল, তাহাতেও উঠিতে পারিলেন না। তখন রাজা সুদ্ধ ১৫ জনে আক্রমণ করিয়া নিষ্ঠুরভাবে প্রহারের পর তাঁহাকে ভূতলশায়ী করে। রাজা স্বয়ং তাঁহার বুকের উপর উঠিয়া বসেন এবং পরিচরগণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চাপিয়া ধরে। প্রথমতঃ তাঁহার গুণ জ্ঞান নষ্ট করিবার জন্য মুখে মল মূত্র দেওয়া হয়। এমন সময় এক নরপিশাচ বলে—"মামুনি! এ সব করিলে কি হইবে? শালার প্রস্রাবের পথে শলা মারিয়া দি এবং গুহ্যদ্বারে শোলা ভরিয়া দি।" উড়িয়াদের ইহা একটা প্রচলিত গালি। তখন তাহাই করা হইল এবং শোলা আর সহিতেছে না দেখিয়া তাহার অবশিষ্টাংশে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইল। সেই আগুনে তাহার সেই অঙ্গ সকল দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যন্ত্রণায় হতভাগ্য অজ্ঞান হইয়া পড়িলে সে মরিয়াছে মনে করিয়া কুস্তি ঘরের পশ্চাতে নরক সদৃশ একটি অন্ধ গলিতে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেইখানে বহুক্ষণ পরে তাহার চেতনা হইলে সে হামাগুড়ী দিয়া মন্দিরের সম্মুখের অরুণ স্তম্ভের কাছে উপস্থিত হয়। তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সেইখানে বিটের দুইজন কনেষ্টবল ছিল। তাহারা ইহাকে একজন বিবস্ত্র পাগল মনে

করিয়া তাড়াইয়া দিতেছিল, তখন বাবাজি আপনার পরিচয় দিল, এবং রাজার সিং দরজা হইতে তাহার সঙ্গী ৫ জনকে ডাকিতে বলিল। এই ৬ জন তাহাকে ধরাধরি করিয়া রাজবাড়ীর সম্মুখস্থ থানায় লইয়া গেল, এবং দারগা তাহার এজাহার লইয়া হাঁসপাতালে গিয়া ডাক্তারকে জানাইল। অবস্থা শুনিয়া ডাক্তার তাহাকে জোলাপ দিল এবং যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় অহিফেণ সেবন করাইল। সেই রাত্রিতেই মলের সঙ্গে ৩৫ টুকরা শোলা বাহির হইয়াছিল। প্রাতে আমরা যখন গেলাম তখন অহিফেনের নেশা সত্ত্বেও বাবাজি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, না বসিতে পারিতেছিল, না শুইতে পারিতেছিল। পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট আর্মষ্ট্রঙ্গ। তাঁহার মাথার বিলক্ষণ ছিট ছিল। পুরী জেলা সুদ্ধ তাঁহাকে এক প্রকার উনপঞ্চাশ বলিয়া জানিত। তিনি সে অবস্থায়ই বাবাজির অনাবশ্যক জবানবন্দি লইতে বসিলেন। অহিফেণের নেশা ও যন্ত্রণায় তাহার বাহ্যজ্ঞান এক প্রকার তিরোহিত হইয়াছিল। এক এক প্রশ্ন দারোগা তাহার কাণের উপর পড়িয়া উচ্চৈস্বরে বহুবার জিজ্ঞাসা করিলেও সে এখন এক কথা ঘুমন্ত ভাবে বলিতেছিল এবং কিছুক্ষণ পরে তাহার ঠিক বিপরীত বলিতে-ছিল। আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া এ পাগলামি দেখিতেছিলাম। পুলিস সাহেবের মুখ শুখাইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন যে এ পাগলামির দ্বারা এত বড় গুরুতর মোকদ্দমা সূত্রপাতেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন উপায় কি? আমি বলিলাম এ অবস্থায় বাবাজীর জবানবন্দি লওয়া ভাল হইতেছে না বলিয়া তিনি বলুন। তিনি বলিলেন—"আমি পুলিস কর্ম্মচারী, ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য সম্বন্ধে কেমন করিয়া বলিব। আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং ইনি আপনাকে বেশ মান্য করেন, অতএব আপনি এই পাগলকে কথাটা বুঝাইয়া বলিয়া

আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন।" আমার দুর্বুদ্ধি হইল। আমি আর্মষ্ট্রঙ্গকে সে কথা বলিলাম। সে তখনি চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া সক্রোধে বলিল—"তুমি আমার চেয়ার গ্রহণ করিবে?" আমি অকষ্টবন্ধে পড়িয়া বলিলাম যে মোকদ্দমাটি এই এজাহারের দ্বারা নষ্ট হইবে বলিয়া পুলিস সাহেব আশঙ্কা করিতেছেন। আমাকে এই বাঘের মুখে দেখিয়া পুলিস সাহেবও অশ্বত্থামা হত ইতি গজ ভাবে সভয়ে দুই কথা বলিলেন। পাগল তখন ক্রোধে গর গর করিয়া আরও বেশী বেশী প্রশ্ন করিয়া এজাহার লইতে লাগিল। আমরা তখন মানে মানে সরিয়া পড়িয়া ঘটনা স্থান দেখিতে গেলাম।

শ্রীক্ষেত্রের রাজাদিগের রাজধানী খড়দহ ছিল। শুনিয়াছি সেই-খানে এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। বৃটিশ সিংহ উৎকল অধিকার করিয়া রাজার জন্য মাসিক ২০০০৲ টাকা মাত্র পেন্সন ব্যবস্থা করিলে, রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইয়া রাজা শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী সামান্য বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, উহা কলিকাতার একটী আস্তাবল বিশেষ। তাহার এক কোণাতে একটি খোলার ঘরই কুঠি ঘর। ঘরের ভিত্তি ও সম্মুখের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ বালুকাময়। তাহাতে রাত্রির ঘটনার রক্ত ও অন্যান্য চিহ্ন, এবং গাছে ও প্রাচীরে লোহার পেরেক পোঁতা তখন পর্য্যন্ত ছিল।

মহামতি আর্মষ্ট্রঙ্গ মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ করিলেন এবং তাহার পরেও, এবং বাবাজির অবস্থা আরও শোচনীয় হওয়া সত্ত্বেও, দুইবার জবানবন্দি করিয়া এক অপূর্ব্ব মোকদ্দমা শেসনে প্রেরণ করিলেন। শেসন আদালত কটকে। মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া সেখানে সরকারি উকিল ও কমিশনারের চক্ষুঃস্থির। সরকারি উকিল কমিশনারের কাছে রিপোর্ট করিলেন মোকাদ্দমার অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে উহা

পেসনে কোনমতে টিকিবে না। কমিশনার ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর খড়্গহস্ত হইলেন, এবং মোকদ্দমাটি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতিকূলে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন না কেন তাহার কৈফিয়ত তলব করিলেন। পাগল এদিকে চটিয়া লাল। কমিশনারের বাপান্ত করিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল। উড়িষ্যাময় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বিপদে পড়িলেন আমার বন্ধু পুলিস সাহেব বাহাদুর। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন যে আসামীরা খালাস হইলে সকল বিপদ তাঁহারই হইবে। তখন সমস্ত সিবিল সার্বিস এক দিকে হইয়া একস্বরে বলিবে যে পুলিসের তদন্তের দোষেই মোকদ্দমা নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার আহার নিদ্রা রহিত। তিনি রোজ আমার কাছে আসিয়া কাঁদেন। একদিন তিনি হঠাৎ আমাকে আসিয়া বলিলেন—"আপনাকে এ বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে হইবে। আপনি স্বীকার করুন যে আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন।" আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। তখন তিনি বলিলেন যে গবর্ণমেণ্ট হইতে পর্য্যন্ত এরূপ অস্ত্র বৃষ্টি হইতেছে, যে আর্মষ্ট্রঙ্গ বাহাদুরের বীরত্ব জল হইয়াছে, এবং তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। এ মোকদ্দমা চালাইবার ভার তিনি আমার উপর দিতে চাহেন, আমাকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। আমার চক্ষুঃস্থির। আমি বলিলাম—এই অবস্থায় ভার গ্রহণ করিয়া আমি এই গুরুতর মোকদ্দমা কেমন করিয়া কিনারা করিব। পুলিশ সাহেব তখন আমার হাত দুখানি ধরিলেন, এবং আমার অত্যুক্তি প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে আমি ইতিমধ্যে যেরূপ অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি তাঁহাকে ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে বাঁচাইয়া এ মোকদ্দমার কিনারা করিতে পারিব। তিনি তখন আমাকে টানিয়া পাগলের কাছে লইয়া গেলেন। বলিলেন তিনি আমার প্রতীক্ষায়

বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র পাগল ছুটিয়া আসিয়া এক মহা করমর্দ্দন করিয়া বলিল—"আমি এইমাত্র কমিশনারের কাছে পত্র লিখিলাম যে শেসনে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য আমি আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছি। আপনি দেখিবেন যে মোকদ্দমার অবস্থা খুব ভাল। আমি অতি বিচক্ষণরূপে মোকদ্দমা শেসনে 'কমিট' করিয়াছি। আমি জানি যে আপনার মনস্বিতায় ও বাগ্মিতায় কটকি শালারা অবাক্ হইবে এবং আপনি মোকদ্দমায় জয়ী হইয়া আসিবেন। ইহাতে আপনার ভবিষ্যত উন্নতির পথ আশাতীত রূপে খুলিয়া যাইবে।" পাগল আমার পিট চাপড়াইয়া, মাথা চাপড়াইয়া, এবং নথিটি আমার হাতে দিয়া শটান চলিয়া গেল।

---o---

উদ্যোগ-পর্ব্ব।

আমি এক নিশ্বাসে নথি পড়িলাম। একজন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট যে এরূপ একটি গুরুতর মোকদ্দমা এ ভাবে নষ্ট করিতে পারে তাহা এ নথি না দেখিলে আমি কখনও বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। আমি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। মোকদ্দমার অবস্থা যেরূপ, উহা শেসনে কোনমতেই টিকিবে না, এবং না টিকিলে এ পাগল আমার সর্ব্বনাশ করিবে। অথচ যদি বলি যে মোকদ্দমা আমি চালাইতে পারিব না, তাহা হইলেও সে আমার সর্ব্বনাশ করিবে। দাসত্ব জীবনের এ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া আমি বড় চিন্তাকুল হইলাম। অগ্রসর হইলেও বিপদ, পশ্চাৎপদ হইলেও বিপদ। তাহাতে এইমাত্র দাসত্বের এক মহা ঝটিকা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। এখনও অদৃষ্টাকাশ ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন। ভবিষ্যত উন্নতির আশা লুপ্তপ্রায়। চিন্তাকুল অবস্থায় সমুদ্রের তীরে গিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক বেঞ্চে বসিয়া অনন্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ভাবিলাম। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অস্তগামী রবি সমুদ্রতরঙ্গের উপর ভাসিতেছিল, এবং তরঙ্গরাশি তরল স্বর্ণময় করিতেছিল। সেই শোভা চাহিয়া চাহিয়া আরও বহুক্ষণ ভাবিলাম। এই রবি-কর-মণ্ডিত অনন্ত সিন্ধু যাঁহার লীলা তাঁহাকে বহুবার ডাকিলাম। বলিলাম "দয়াময় তুমি আমাকে এক মহা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া আবার এই বিপদে ফেলিলে?"

যখন দেখিলাম যে অব্যাহতির কোন উপায় নাই, তখন মোকদ্দমার বৃত্তান্তগুলি আবার মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম মোকদ্দমার তদন্তে ম্যাজিষ্ট্রেটের দুটি মহাভুল হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি বাবাজির তিনবার তিনটি জবানবন্দি করিয়াছেন।

তাহার শারীরিক যন্ত্রণার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ১৫ দিন যাবত জীবনের জন্য যুদ্ধ করিয়া মোকদ্দমা শেসনে দেওয়ার পর সে মরিয়া গিয়াছে। অতএব শেসনে তাহার আর জবানবন্দি করাইবার উপায় নাই। অথচ এ তিনটা জবানবন্দিতে অনেক কথা বেশকম হইয়া গিয়াছে। অন্য দিকে তাহার জবানবন্দিই মোকদ্দমার জীবন, কারণ কুস্তি ঘরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার আর কোনও সাক্ষী নাই। থাকিতেও পারে না। অতএব জবানবন্দির বিভিন্নতার জন্যই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইবে। দ্বিতীয়তঃ—রাজা শুদ্ধ ৯ জন আসামি শেসনে অর্পণ করা হইয়াছে। ৮জনের প্রতিকূলে একমাত্র প্রমাণ এই যে বাবাজি তাহাদিগকে শেনাক্ত করিয়াছে। কিন্তু পুলিশ কেমন করিয়া জানিল যে এই ৮ জন লোকই রাজার সঙ্গে ছিল, যে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া বাবাজির সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিল। তাহার কোন প্রমাণ নথিতে নাই। এই দোষেও আসামিরা খালাস হইবে। তখন বুঝিলাম যে এ ছুটি দোষ যদি কোন মতে কাটাইতে পারি তবে মোকদ্দমা টিকিবে। মনে মনে স্থির করিলাম পরদিন হইতে আমি নিজে সমস্ত মোকদ্দমা আর একবার তদন্ত করিয়া কোনও প্রমাণের দ্বারা এই ছুটি দোষ ক্ষালন করিতে পারি কিনা চেষ্টা করিব। সমুদ্রতীর হইতে ফিরিয়া গৃহে আসিয়া দেখি যে একটা হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। স্ত্রী কাঁদিতেছেন। তাঁহাকে ভৃত্যগণ বলিয়াছে যে আমি এ মোকদ্দমা চালাইলে রাজার লোকেরা নিশ্চয় আমাকে খুন করিবে। তিনি বলিলেন আমাকে কোন মতে এ মোকদ্দমা চালাইতে দিবেন না। আমি বলিলাম বেশ কথা, চাকুরি ত্যাগ করিয়া বাড়ী চল। অতঃপরে কা-কথা, আমার পরম সুহৃদ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহানন্দ পর্য্যন্ত মহা ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি সংবাদ শুনিয়াই ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—

না এ মোকদ্দমা কোনমতে ছাড়াইয়া দেওয়াই ভাল। আমি বলিলাম— তাহা ত বুঝি, ছাড়াই কিরূপে? "না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।" দুই বন্ধুতে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পরামর্শ করিলাম, কিন্তু ছাড়াইবার ত কোন পথ পাইলাম না। মহানন্দ শেষে বলিলেন— "এ উৎপাত আমার ঘাড়ে পড়িলে আমি হয় ত চাকরি ছাড়িয়াই পালাইতাম। কিন্তু তোমার যেমন অদ্ভুত শক্তি ও সাহস, তুমি হয় ত ইহার একটা কিনারা করিয়া ফেলিবে।" তিনি চলিয়া গেলেন। আমি দারুণ চিন্তায় রাত্রি কাটাইলাম। কোন দিকে কবাটের শব্দ হইলেই স্ত্রী চম্‌কিয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার ভয় হইতেছিল যে রাজার লোক আমাকে খুন করিতে আসিয়াছে। আমি হাসিতে লাগিলাম। জানি না কেন, আমার মনে কোন ভয় হইতেছিল না।

এই মোকদ্দমা একজন তৈলঙ্গি পুলিশ ইনেস্পেক্টার রামরাও তদন্ত করিয়াছিল। লোকটি খুব চতুর। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আমি তাহাকে ডাকাইলাম। তাহাকে সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল যে ম্যাজিষ্ট্রেট শেষ দুইবার যখন বাবাজীর জবানবন্দি লন, তখন তাহার যন্ত্রণা ও অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছিল যে তাহার একরূপ বাহ্যজ্ঞানই ছিল না। সে মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান হইতেছিল। কি বলিতেছিল তাহাও অনেক সময় বুঝা যাইতেছিল না। তাহার এরূপ মতিভ্রম হইতেছিল যে এখন এক কথা বলিয়া পরক্ষণ তাহা অস্বীকার করিতেছিল, এবং তাহার বিপরীত বলিতেছিল। এই জবানবন্দির সময় ইনেস্পেক্টার, স্বয়ং সিবিল সার্জ্জন ও নেটিব ডাক্তার ছিলেন। তাহার পর সে বলিল যে সে সন্দেহ করিয়া এক একবারে ১০।১২জন রাজার চাকর ও পারিষদদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিতেছিল, এবং বাবাজী তাহাদের মধ্য হইতে দুই তিন জন করিয়া সেনাক্ত

করিতেছিল। এরূপে ঘটনার দুই তিন দিনের মধ্যে সে অবশিষ্ট ৮ জন আসামী সেনাক্ত করিয়াছিল। সে বলিল এই সময় অনেক লোক উপস্থিত থাকিত। আমি তখনই তাঁহার সঙ্গে ছুটিলাম। প্রথমতঃ সিবিল সার্জ্জন ও নেটিব ডাক্তারের জবানবন্দি করিলাম। তাহাতে রামরাওয়ের প্রথম কথা প্রমাণিত হইল। তাহার পর সেনাক্তের সময় যে সকল লোক উপস্থিত ছিল তাহাদের কয়েক জনের জবানবন্দি করিলাম। তাহাদের কথার দ্বারা এবং আংশিক নেটিব ডাক্তারের কথার দ্বারা রামরাওয়ের উল্লিখিত সেনাক্তের বিবরণটিও প্রমাণিত হইল। আমার বুক হইতে একটা পাহাড় নামিয়া গেল। আমি তখন বুঝিতে পারিলাম, যে দুটি দোষের উল্লেখ করিয়াছি তাহা এ সকল নূতন প্রমাণের দ্বারা কাটাইতে পারিব। কিন্তু এই প্রমাণের কথা ম্যাজিষ্ট্রেটকে কিছুই বলিলাম না। বলিলে হয়ত সে আমাকে মারিত। কারণ তাহার তদন্তের আমি এরূপ দোষ বাহির করিতেছি। বরং আমি তাহাকে বলিলাম আমি নথি পড়িয়াছি, মোকদ্দমার অবস্থা খুব ভাল। তাহার আনন্দ দেখে কে? সে পুরী সহর গুলজার করিয়া তুলিল।

কিন্তু আর্মষ্ট্রঙ্গ যেমন পাগল, কমিশনার রেভেন্‌সও (Ravenshaw) তেমনি গোঁয়ার। আমি এ সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছি, এমন সময় তাঁহার পত্র আসিল যে তিনি আমাকে মোকদ্দমা চালাইতে দিবেন না, কটকের পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট 'গ্রীভ' সাহেব মোকদ্দমা সেসনে চালাইবে। পাগল ক্ষেপিয়া আগুন হইল। সে বলিল সে 'কট্‌কি শালাদের' গ্রাহ্য করে না। বলা বাহুল্য এই সুমধুর বিশেষণ রেভেন্‌স বাহাদুরেরও প্রাপ্য ছিল। সে বলিল 'আইনমতে পরিচালক (prosecutor) নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা আমার, কমিশনার কে?

আমি তাহার কথামত ‘গ্রীভ’ কে নিয়োজিত করিব না।’ সে এই মর্ম্মে রেভেন্সকে পরিষ্কার উত্তর লিখিয়া দিল। এবার রেভেন্স জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি লিখিলেন তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তিনি গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন। পাগল পরিষ্কার জবাব দিল—কর। গবর্ণমেণ্ট তখন শ্যামও রাখিলেন, কুলও রাখিলেন। বলিলেন যে আমি ও গ্রীভ দুইজনেই মোকদ্দমা চালাইব। বিচারের দিন উপস্থিত হইলে আমি দলে বলে কটক গিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং প্রথমেই কটকের খ্যাতনামা সরকারি উকিল বাবু হরিবল্লভ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনিও উপরোক্ত দুই দোষ দেখিয়া নিরাশ হইয়া বসিয়াছিলেন। আমার সংগৃহীত নূতন প্রমাণের কথা শুনিয়া তিনিও নাচিয়া উঠিলেন, এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া কমিশনারের কাছে গেলেন। সেই মহাপুরুষ আমাকে দেখিবামাত্র ব্যাঘ্রবৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন—“যদিও গবর্ণমেণ্ট তোমাকেও পরিচালক রাখিতে আদেশ দিয়াছেন, আমি তাহার প্রতিবাদ করিতেছি, তোমাকে মোকদ্দমা চালাইতে দিব না, তুমি কটক ফিরিয়া যাও।” আমি বলিলাম যে আজ্ঞা, আমি আজই প্রত্যাবর্ত্তন করিব। তখন তিনি আমাকে সদয় হইয়া বসিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ হরিবল্লভ বাবু বলিলেন “ইহাকে যদি আপনি ছাড়িয়া দেন তবে এ মোকদ্দমার আসামীরা নিশ্চয় খালাস পাইবে। কারণ এ মোকদ্দমার আভ্যন্তরীণ অবস্থা যাহা, এবং ইহার গুরুতর দোষ সকল সারিবার জন্য ইনি যে সকল নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, আমি কি গ্রীভ সাহেব তাহার কিছুই জানিনা।” তখন রেভেন্স বাহাদুর দমিয়া গেলেন, এবং তা তা করিয়া মাথা চুলকাইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন “ত-ত তবে আপনিও পরিচালক থাকুন। তবে আপনাদের তিন জনের

মধ্যে গ্রীভ সাহেব প্রধান হইবেন।” আমি কটকের উকিল সরকার হইলে উক্ত উকিল সরকারি তখনই রেভেন্‌সকে উপহার দিয়া চলিয়া আসিতাম। হরিবল্লভ বাবুর মুখ ম্লান হইয়া গেল, কিন্তু তখন তিনি আর কিছুই বলিলেন না। আমরা চলিয়া আসিলাম। তাহার পর দিনই রেভেন্‌স বাহাদুর উৎকলে তাঁহার কমিশনরি লীলা উদ্‌যাপন করিয়া স্থানান্তরে বদলি হইয়া গেলেন। তাঁহার স্থলে চট্টগ্রামের সেই তিন মাসের একটিং কমিশনার ‘স্মিথ’ আসিলেন। আমার বুক হইতে আর একটি পাহাড় নামিয়া গেল।

——০——

সেসনের বিচার।

সেসনে বিচার আরম্ভ হইল। প্রথম বিচারের দিন জজকোর্ট লোকে লোকারণ্য। তাহার বিস্তীর্ণ হাতায় পর্য্যন্ত লোক ধরে না,—অনুমান দশ সহস্র উৎকলবাসীর সমাবেশ হইয়াছে। কাণ পাতে সাধ্য কার। যেই জেল হইতে রাজাকে ও অন্য আসামীদিগকে কোর্টের হাতায় আনা হইল, অমনি সে দশ সহস্র কণ্ঠে "জয় জগন্নাথ" ধ্বনিত হইতে লাগিল। সমুদ্রকল্লোলবৎ এরূপ কোলাহল উঠিল যে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জজ কায করিতে পারিলেন না। বাদীর পক্ষে সেই পুলিশ সাহেব, গবর্ণমেণ্ট উকিল ও আমি এবং বিবাদীদের পক্ষে কলিকাতা হইতে দিন ১০০০৲ টাকা ফিসে আগত বিখ্যাত বারিষ্টার মিঃ এভানস্ (Mr. Evans) এবং স্থানীয় সমস্ত উকিল। প্রথম দিন সন্ধ্যার সময়ে নবাগত কমিশনার মিঃ স্মিথ (Smith) আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। লোকারণ্য সাহেব মহলে ভীতি-সঞ্চার করিয়াছিল। তাহাদের ভয় হইয়াছিল যে, উড়িষ্যায় একটা রাষ্ট্র-বিপ্লব হইবে। বিচারের সময় কোর্টে সৈন্য রাখা উচিত কি না, কমিশনার আমার মত চাহিলেন। আমি বলিলাম—"প্রথম দিন এত লোক হইয়াছে বলিয়া আপনারা ভয় পাইবেন না। আমার বোধ হয় উকিলদিগের ইঙ্গিতে এ সকল লোক সংগ্রহ করা হইয়াছে। অন্যথা আমি জানি পুরী জেলার লোকেরা রাজার চরিত্রের জন্য তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। সেখানে মোকদ্দমা বিচারের সময় সামান্য দর্শকের জনতা মাত্র হইত। আমার বোধ হয় কাল হইতে লোক কমিবে।" ফলে তাহাই হইল। তার পর দিন হইতে কাছারি লোকশূন্য হইল।

তা হউক, আমার অবস্থা বড় শঙ্কটাপন্ন হইল। আমি যে দিন কটক গিয়া পৌঁছি, তাহার পর দিনই আমার অনুপস্থিতিতে রাজার

পক্ষের প্রধান উকিল, ইনি রঙ্গলাল বাবুর একজন বন্ধু, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে কোনরূপে বাদীর পক্ষ হইতে সরান যায় কি না তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন।

রঙ্গ। তিনি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, কেমন করিয়া সরিয়া যাইবেন। তাঁহার চাকরি থাক্‌বে কেন?

উকিল। যাহাতে তাঁহাকে আর চাকরি করিতে না হয়, আমরা সেরূপ করিয়া দিব।

রঙ্গ। তোমরা কত টাকা দিবে?

উকিল। তিনি কত হইলে সরিয়া যাইবেন?

রঙ্গ। লাখ্‌ টাকা।

উকিল। আমরা তাহাই দিব।

রঙ্গ। তিনি সরিয়া গেলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আরও দুজন থাকিবে, তাহারা মোকদ্দমা চালাইবে।

উকিল। তাঁহাদের আমরা ভয় করি না। তাঁহারা মোকদ্দমার কিছুই জানেন না। ভয় করি কেবল নবীন বাবুকে, কারণ তিনি যে সকল নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাহার আমরা কিছুই জানি না। সে সকল প্রমাণের দ্বারা মোকদ্দমায় যে যে দোষ আছে তাহা সংশোধিত না হইলে আমরা রাজাকে খালাস করিতে পারিব। নবীন বাবু নিতান্ত সরিয়া না যান, যদি কেবল সে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিবেন না, এবং অন্তরের সহিত মোকদ্দমা চালাইবেন না, বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে তিনি যত টাকা চাহেন আমরা দিব।

রঙ্গ। তোমরা নবীনকে এখনও চিনিতে পার নাই। লাখ্‌ ছাড়িয়া সে দশ লাখেও টলিবার পাত্র নহে। ছোক্‌রা ত নয় যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। খবরদার তুমি আমার কাছে বলিয়াছ ত বলিয়াছ,

তাহার কাছে এরূপ কথা কখনও উল্লেখ করিও না। সে তোমাকে ছাড়িবে না। আমি উকিল সরকার হরিবল্লভ বাবুর বাসায় গিয়াছিলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে রঙ্গলাল বাবু হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তুমি যদি ইচ্ছা কর আজই বড় মানুষ হইয়া চাকরি ছাড়িয়া দিতে পার।" শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তখন তিনি উপরের উপাখ্যান বলিলেন।

এক দিন রঙ্গলাল বাবুর সঙ্গে তাঁহার বন্ধু অন্য এক উকিলের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছি। যাইব বলিয়া রঙ্গলাল বাবু আগে সংবাদ দিয়াছিলেন, আমরা যাইয়া বসিবা মাত্র এক বৃহৎকায় মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম তিনি একজন শিক্ষা-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী এবং রঙ্গলাল বাবুর বন্ধু উকিলের একজন বিশেষ বন্ধু। তিনি এ কথা সে কথার পর পুরী-রাজার মোকদ্দমার গল্প তুলিলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! ভিতরের কথাটা কি? রাজা খামাকা একটা সন্ন্যাসীকে খুন করিবে কেন? তাহার পর দেবীতুল্য পবিত্রা রাণী সম্বন্ধে, অর্থাৎ রাজার মাতা সম্বন্ধে কতকগুলো অকথ্য কথা বলিলেন। দেখিলাম গতিক ভাল নয়, আমি ও রঙ্গলাল বাবু পরস্পরের দিকে চাওয়া চাহি করিয়া উঠিলাম। আমরা সকলে উঠানে বসিয়াছিলাম। যেই আমরা উঠিলাম অমনি ঘর হইতে কয়েক জন উকিল বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমাদের ঘেরিয়া আবার বসিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। আমরা চলিয়া আসিলাম। তাহার কিছুক্ষণ পরে রঙ্গলাল বাবুর উকিল বন্ধুটি আসিলেন, এবং আমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রঙ্গলাল বাবু তাঁহাকে খুব ভর্ৎসনা করিয়া বিদায় দিলেন। তখন রঙ্গলাল বাবু আমাকে বলিলেন যে আমি এক ঘোরতর বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছি। লোকটি তাঁহার

বড় বন্ধু, কিন্তু সে যে এত বড় পাজি তিনি এত দিন টের পান নাই। তাঁহার বাসায় আমাকে লইয়া বড় অন্যায় করিয়াছেন। উকিলেরা কোন ষড়যন্ত্র করিয়া ঘরে লুকাইয়া ছিল। আমি যদি কোন কথা বলিতাম তাহারা এ মোকদ্দমায় রাজার পক্ষে তাহার সাক্ষ্য দিয়া আমাকে ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত করিত।

আর একদিন তদপেক্ষাও শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের আমার একটি সহপাঠী বন্ধুও রাজার পক্ষে উকিল ছিলেন। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। আমি ও রঙ্গলাল বাবু পূর্ব্বের উপাখ্যান বলিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িবেন না। বলিলেন যে আমরা দুজন ভিন্ন তিনি আর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিবেন না। এবং উকিলেরা কোন মতে টের পাইবেন না। তিনি কলেজে আমার একটি বড় বিশেষ বন্ধু ছিলেন। প্রেসিডেন্সীতে যত দিন পড়িয়া ছিলাম দুজন পাশাপাশি বসিতাম, এবং আমি তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম, ও তাঁহাকে বড়ই ভালমানুষ বলিয়া জানিতাম। তিনি এত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন যে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া পারিলাম না।

আহারের সময়ের অল্প পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীতে আমরা গেলাম, এবং কিছুক্ষণ পরেই একটি পাল উকিল এবং সে জলধরবৎ অঙ্গার-পর্ব্বতনিভ বৃহদাকার মনুষ্যটি হুড়মুড় করিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা বুঝিলাম যে গতিক ভাল নয়। তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালী। রসশূন্য ইতর রসিকতার স্রোত খরতরভাবে বহিতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন তাঁহারা না খাইয়া যাইবেন না। কেহ রান্না ঘরে ছুটিলেন, কেহ বেড়াইতে লাগিলেন, ও কাণাকাণি করিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

কেহ বা সুরা-বিজড়িত কণ্ঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীত ধরিলেন। রঙ্গলাল বাবু চুপে চুপে আমাকে বলিলেন যে গতিক ভাল বোধ হইতেছে না, পুলিশে খবর দি। আমি বলিলাম একটু অপেক্ষা করুন দেখি শ্রাদ্ধ কত দূর গড়ায়? তখন তাঁহার সে বন্ধু উকিলটি বলিলেন—"আপনারা কি পরামর্শ করিতেছেন আমি বুঝিতেছি। আমরা একটু আমোদ করিতেছি বলিয়া আমাদের এত ইতর মনে করিবেন না।" যা হোক আমরা চুপ করিয়া রহিলাম, এবং আহারের সময় হইলে তাহাদের সঙ্গে চুপে চুপে আহার করিলাম। বুঝিলাম উকিল হইলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না। তাঁহারাও আমার বন্ধুর নিমন্ত্রিত ছিলেন। আহারের পর আমরা শীঘ্র চলিয়া আসিতেছি এমন সময় সেই 'কালা পাহাড়' আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং অতি রুক্ষভাবে বলিলেন যে আমরা যাইতে পারিব না। তখন অন্য উকিলেরাও আসিয়া ঘেরিলেন, এবং আমরা তাঁহাদের অপমান করিয়া চলিয়া যাইতেছি বলিয়া, এবং আমি পুরী-রাজার নামে মিথ্যা মোকদ্দমা করিতেছি বলিয়া, একটা ঝগড়া উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি শান্ত স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু বুড়া ক্ষেপিয়া উঠিল। বুড়ার শরীর-খানিও সে কালা পাহাড় অপেক্ষা বড় কম নহে, এবং হাতেও একটি ভীষণ যষ্টি ছিল। বুড়া চোক ও যষ্টি ঘুরাইয়া ২।৪টা ধমক দিলে তাঁহারা আমাদের পথ ছাড়িয়া দিলেন। কালা পাহাড়টি আমাকে মারিবার জন্য প্রায় গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের ষড়যন্ত্রও তাহাই ছিল যে আমাকে খুব একচোট প্রহার করিয়া তাঁহাদের পাত্রদাহ এবং হতভাগ্য রাজার অর্থগ্রাস সার্থক করিবেন। কিন্তু রঙ্গলাল বাবুর ক্রোধ ও আমার স্থির ও দৃঢ় ভাব দেখিয়া তাঁহাদের সে রসটুকু ভঙ্গ হইল। আমরা চলিয়া আসিলাম। তখন বোধ হয় তাঁহাদের জ্ঞান

চৈতন্য হইল। রঙ্গলাল বাবুর সে বন্ধু মহাশয় আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া আর এক প্রস্ত ক্ষমার পালা গাহিলেন, এবং যাহাতে এই বিষয়টি কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট বিডন (Beadon) সাহেবের কানে না উঠে তজ্জন্য আমাকে বিশেষ অনুনয় করিলেন। পর দিন প্রাতে রঙ্গলাল বাবু এ বীরত্বের কথা বিডন সাহেবের কাছে লিখিয়া পাঠাইলেন। বিডন আমার রক্ষার জন্য গুপ্ত পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত করিলেন এবং আমাকে বলিলেন তিনি উক্ত মহাপুরুষের ডিপার্টমেণ্টাল শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি ইচ্ছা করিলে তিনি ফৌজদারি অভিযোগও স্থাপন করিবেন। তাহাতে বড় গোলযোগ হইবে এবং বাঙ্গালী জাতির বড় কলঙ্ক ও নীচতা বাহির হইয়া পড়িবে বলিয়া আমি অসম্মত হইলাম।

এ সকল ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইলে রাজার পক্ষীয়েরা অন্যদিকে হাত চালাইলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি বাবাজীর সঙ্গে ৪টি লোক রাজবাড়ীতে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন সমস্ত অস্বীকার করিয়া সাক্ষ্য দিল। আমরা স্তম্ভিত হইলাম। জজ ডিকেনস্‌ও আশ্চর্য্য হইয়া শনৈঃ শনৈঃ আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। সেই তৈলঙ্গি পুলিশ ইনেস্পেক্টার রামরাও এ মোকদ্দমার সাক্ষী ছিল। এবং অন্য সাক্ষীরা তাহার সঙ্গে আসিত। যাহাতে রাজার পক্ষীয়েরা কোন সাক্ষী হাত করিতে না পারে, তাহাকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে আমি বলিয়া দিয়াছিলাম। রামরাও কাছারি হইতে নামিয়াই এ সাক্ষী কিরূপে অন্য পক্ষের হস্তগত হইল তাহার অনুসন্ধানে ছুটিয়াছিল, এবং রাত্রি ১০ টার সময় সে সাক্ষীকে ও আনুষঙ্গিক প্রমাণ লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হইল। তখন দেখা গেল যে পাঁচ শত টাকা নগদ লইয়া সে ঐরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। সে নিজেও তাহা স্বীকার করিল। আমি সে রাত্রিতে বিডন সাহেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিলাম, এবং

তাঁহার আদেশমত পর দিবস প্রাতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন মোকদ্দমার অবস্থা এত ভাল একটি মাত্র সাক্ষী বিগড়াইলে কিছু ক্ষতি হইবে না। অন্য দিকে এ মোকদ্দমাতে সমস্ত উৎকল এরূপ তোলপাড় হইতেছে যে আমরা যদি এ সাক্ষীকে এখন ফৌজদারীতে দি, তা হইলে লোকে বলিবে যে রাজাকে আমরা জিদ করিয়া শাস্তি দেওয়াইতেছি।

আমার সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ, আমার পাগলা ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার আদেশ মতে আমাকে প্রত্যেক দিন কাছারির পর এক দীর্ঘ পত্র লিখিতে হইত, এবং তিনি রোজ আমাকে ২।৩ খানি করিয়া পত্র লিখিতেন। কোন পত্রে বা আমার খুব প্রশংসা থাকিত। আবার তার পর পত্রেই লেখা থাকিত যে মোকদ্দমাটি আমি একেবারে নষ্ট করিয়াছি। কি দারুণ ভাবনাতে যে আমাকে দিন রাত্রি কাটাইতে হইত তাহা বলিতে পারি না। সমস্ত দিন আমাকে সাক্ষীর জবানবন্দি করাইতে ও লিখিতে হইত এবং তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেটের ভাবনা ভাবিতে হইত। যা হোক ১৭ দিনে মোকদ্দমা শেষ হইল, এবং এভানস্ বাহাদুর তাঁহার তর্কের আরম্ভেই আমাকে এ মোকদ্দমা চালাইতে নিয়োজিত করা হইয়াছে বলিয়া আমার ম্যাজিষ্ট্রেটকে খুব একচোট আক্রমণ করিলেন। তিনি একটি সাক্ষীকেও জেরায় লাচার করিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে আমার শিক্ষার ফলে তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু ভগবান জানেন আমি পুরীতে নূতন সাক্ষীদের জবানবন্দি লওয়ার সময় ভিন্ন সাক্ষীদের অন্য কোন দিন চেহারাও দেখি নাই।

জজ রায় লিখিতে ১০ দিন সময় লইয়াছিলেন, এবং রায় প্রকাশ করিবার জন্য একটি দিন স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কমিশনার আমাকে আর এক দিন ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে রাজার যদি

শাস্তি হয় তাহা হইলে হুকুম শুনাইবার দিন কোর্টে সৈন্য রাখা উচিত হইবে কি না? আমি আবার বলিলাম এরূপ একটা হাস্তকর কার্য্য করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তথাপি তাঁহারা এত ভয় পাইয়াছিলেন যে নিরূপিত দিবসের পূর্ব্বদিন, আমি আহার করিয়া শয়ন করিতে যাইতেছি, এমন সময় এক কনেষ্টবল ছুটিয়া আসিয়া বলিল যে, ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব নিজে রাজাকে ও অন্ত আসামীদিগকে কোর্টে হাজির করিয়াছেন, এবং জজ সাহেব আপনাকে ডাকিয়াছেন। আমি ব্যস্ত হইয়া কাপড় পরিয়া যেই রাস্তায় পড়িলাম অমনি কটকময় রব উঠিয়াছে—'দায়মল—দায়মল'। রাজার দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছে।

আমি যখন কাছারীতে পঁহুছিলাম, তখন জজ এজলাসে উত্তেজিতভাবে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন—"নবীন বাবু! আমি রাজার মোকদ্দমায় হুকুম প্রচার করিয়াছি। রাজা এবং তাহার অনুচর ৪ জনের দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছে। অবশিষ্ট অনুচর ৪ জনের সেনাক্তের প্রমাণ সন্তোষজনক নহে বলিয়া আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছি।" আমি বলিলাম—"আদালতের আদেশ আমাদের শিরোধার্য্য।" একথা বলিয়া আমি ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় তিনি আমাকে আবার ডাকিয়া বলিলেন—"আপনি পুরী ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

আমি। উহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কখন সুবিধামত আপনার সাক্ষাৎ পাইব জানিতে পারি কি?

জজ। এখন আমিত আপনার মোকদ্দমার আর বিচারক নহি। আপনার যখন ইচ্ছা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। কাল আটটার সময় আপনার সুবিধা হইবে কি?

আমি। হইবে।

আমি আবার চলিয়া আসিতেছি তিনি আমাকে আবার ডাকিয়া বলিলেন—"আপনার সঙ্গে আমার এখন সাক্ষাৎ হইলে ক্ষতি কি? আপনি আমার খাস কামরায় আসুন।" আমি খাস কামরায় প্রবেশ করিলে তিনি বড় প্রীতির সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন—"এ মোকদ্দমা হাইকোর্টে চালাইবার জন্য আপনাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।"

আমি বলিলাম আমি একটি সদ্যঃপ্রসূত শিশু—আমার প্রথম সন্তান—পুরীর বালির উপর ফেলিয়া আসিয়াছি আজ ১৮ দিন। সেখানে আমার দুটি শিশু ভাই ভিন্ন আর কেহ নাই। আমি নিজেও এ মোকদ্দমায় গুরুতর পরিশ্রম ও চিন্তায় কয়েক দিন হইতে জ্বর ভোগ করিতেছি। অতএব দয়া করিয়া আমাকে অব্যাহতি দিন, এবং হরিবল্লভ বাবুকে কিম্বা পুলিশ সাহেবকে এ কার্য্যে নিয়োজিত করুন।

জজ। তাঁহারা মোকদ্দমার কিছুই জানেন না। কেবল আপনি যে ভাবে বলিয়াছেন তাঁহারা সে ভাবে চালাইয়াছেন মাত্র। অতএব তাঁহাদের পাঠাইয়া কোন ফল হইবে না। কাল রাত্রিতে কমিশনারের সঙ্গে পরামর্শ হইয়া স্থির হইয়াছে যে আপনাকেই যাইতে হইবে। তবে এ মুহূর্ত্তেই আপনার যাওয়ার প্রয়োজন হইবে না। তাহারা আপিল দাখিল করিলে মোকদ্দমার তারিখ পড়িবে। আপনার তখন গেলেই হইবে।

আমি বিষণ্ণভাবে চুপ করিয়া রহিলাম।

জজ। আপনি স্মরণ রাখিবেন যে এ মোকদ্দমায় আপনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং আমিও অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত এ মোকদ্দমার বিচার করিয়াছি ও দশ দিন যাবৎ রায় লিখিয়াছি। যদি উহা রহিত হয়, কেবল আমার পরিশ্রম নহে, আপনারও সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবে। আর আপনি যদি আমার রায় হাইকোর্টে বাহাল

রাখিতে কৃতকার্য্য হন, তবে আপনি যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিবেন, এবং আপনার অশেষ উন্নতি হইবে। অতএব আপনি আর কোন আপত্তি করিবেন না। আমি চিঠি লিখিয়া দিতেছি, আপনি উহা লইয়া এখনই কমিশনারের কাছে যান।

তাহাই হইল।—

কমিশনার স্মিথ সাহেব আমার সঙ্গে যথেষ্ট রসিকতা করিতেন। আমাকে দেখিয়াই উদরের অন্তস্তল হইতে স্তরে স্তরে এক হাসি তুলিয়া বলিলেন—"কেমন! রাজা এক খুন করিয়া অব্যাহতি পায় নাই। এখন তোমাকে যদি খুন করে, তা'হলেও অব্যাহতি পাইবে না।" আমি এ রসিকতার উত্তরে বলিলাম উহা আমার পক্ষে বিশেষ সান্ত্বনার কথা বটে। তখন জজ যাহা আমাকে বলিয়াছিলেন তিনিও সে সকল কথা বলিলেন। আমি আবার আপত্তি করিলাম। তিনিও তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন—"তুমি এখন পুরী ফিরিয়া যাও। হাইকোর্টে মোকদ্দমার তারিখ পড়িলে আমি তোমাকে টেলিগ্রাফ করিব।"

তাঁহার কাছে বিদায় হইয়া বাসায় আসিবামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে টেলিগ্রাম করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধন্যবাদ ও আনন্দপূর্ণ উত্তর পাইলাম। তিনি আরও লিখিলেন যে তিনি কটকের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত তাঁহারা উভয়ে আমার নির্ব্বিঘ্নে পুরী ফিরিবার বন্দোবস্ত না করেন সে পর্য্যন্ত যেন আমি কটক না ছাড়ি। আমি পুরী ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া রহিয়াছি, আর কোথায় পাগল এরূপ টেলিগ্রাম করিয়া আমাকে আটকাইয়া রাখিল। তখনই আবার বিডন সাহেবের এক চিঠি এ মর্ম্মে উপস্থিত হইল যে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইলে তিনি আমাকে রওনা হইবার আদেশ পাঠাইবেন।

তাহার পূর্ব্বে যেন আমি কটক হইতে রওনা না হই। বুড়া রঙ্গলাল বাবুর আনন্দের সীমা নাই। ১৮ দিন যাবৎ ষোড়শোপচারে অতিথি সৎকার করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। বলিলেন—"বেশ হইয়াছে, আর দুটো দিন নাতি ঠাকুরদাদাতে আর এক চোট আমোদ করা যাইবে।" আমি বলিলাম—"তা হউক, কিন্তু আবার যেন সেই উড়ে বাইজী লক্ষ্মী ঠাকুরাণীটির আবির্ভাব না হয়।"

দুদিন পরে সন্ধ্যার পর উদর পূর্ণ বোঝাই করিয়া অতি কষ্টে রঙ্গলাল বাবু হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। হায়! এমন কাব্যপ্রিয়, আমোদ-প্রিয়, সুরসিক, সদাশয় লোক সকল কোথায় গেল! কাটযুড়ী নদী পার হইবার পর খুব মেঘ হইয়া আসিল। আমার পাল্কির চার দিকে সশস্ত্র কনেষ্টবল ছিল। তাহাদের হস্তে বন্দুক, কটিবন্ধে অসি। এমন সময় একজন কনেষ্টবল আমাকে চুপে চুপে বলিল যে রাজার এক জন কর্ম্মচারী বহুতর লোক সঙ্গে আমাদের পশ্চাৎ আসিতেছে। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আমি পাল্কি হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম যে একখানি পাল্কি এবং লাঠি হস্তে বহুতর লোক। আমি সেখানে পাল্কি রাখিয়া অপেক্ষা করিলাম। দেখিলাম তাহারাও পশ্চাতে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মনে একটা খুব সন্দেহ হইল যে গতিক ভাল নহে। তাহারা কে এবং কি জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাহা দেখিয়া আসিতে দুই জন কনেষ্টবল পাঠাইলাম। আর দুজন কনেষ্টবলকে দুটা বন্দুক আওয়াজ করিতে বলিলাম। প্রেরিত কনেষ্টবল ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে আমি অপেক্ষা করিতেছি বলিয়া তাহারা আমার আগে গেলে পাছে আমি অসম্মান মনে করি, সেজন্য আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি তাহাদের চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ পাঠাইলাম, এবং পাশ দিয়া যাইবার সময় পাল্কি-আরোহীকে নামাইয়া

তাহার গ্রাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং কনেষ্টবলদিগকে বলিলাম—"ইহাকে তোমরা বিশেষ করিয়া চিনিয়া লও।" আমার ভাব দেখিয়া এবং অস্ত্রাদি দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে কিছু দূর চলিয়া গেলে আমরা রওনা হইলাম। কনেষ্টবলকে বলিয়া দিলাম তাহাদের গতিবিধি যেন তাহারা বরাবর লক্ষ্য করে, এবং সম্মুখের থানায় পৌঁছিলে যেন আমাকে জাগাইয়া দেয়। তাহারা তাহাই করিল। জাগিয়া দেখিলাম থানার সবইন্‌স্পেক্টর পাল্কির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। সঙ্গীয় কনেষ্টবলেরা বলিল যে, রাজার লোকেরা কিছুদূর আসিয়া রাস্তার পার্শ্বস্থিত একটি গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। আমি সবইন্‌স্পেক্টরকে বলিলাম তাহাদিগকে যদি আমার পশ্চাতে আসিতেছে দেখে, তবে তাহাদিগকে রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত যেন আটক করিয়া রাখে। এবং দুইজন কনেষ্টবল যেন সে গ্রামের দিকে পাঠাইয়া তাহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখে। সবইন্‌স্পেক্টর আমাকে রাত্রিতে যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু স্ত্রী পুত্রকে দেখিবার জন্য তখন আমার এত আগ্রহ যে আমি সে বাধা না শুনিয়া ভগবানের নাম করিয়া চলিলাম। রাত্রিতে আর কোন গোলযোগ হইল না। প্রভাতে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিলাম।

——o——

হাইকোর্ট।

বাসায় পৌঁছিয়া শুনিলাম যে আমার পাগ্‌লা ম্যাজিষ্ট্রেট রোজ দু'বেলা নিজে আসিয়া সে নব-প্রসূত শিশুর এবং পরিবারস্থ সকলের খবর লইয়া যাইতেন। আমার কাছেও রোজ সে খবর লিখিয়া পাঠাইতেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি আনন্দে অধীর। বলিলেন যে তিনি শুনিয়াছিলেন যে রাজার লোকেরা আমাকে পথে আক্রমণ করিবে, সে জন্য তিনি বড় চিন্তিত ছিলেন। আমি পূর্ব্ব সন্ধ্যার ঘটনা তাঁহার কাছে বিবৃত করিলে তিনি চটিয়া লাল হইলেন এবং টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন যে সে লোকগুলাকে ফৌজদারিতে দিবেন এবং তিনি কি রকম Armstrong (নামের অর্থ "দৃঢ়বাহু") তাহাদিগকে দেখাইবেন। আমি তাঁহাকে অনেক বলিয়া কহিয়া থামাইলাম। কটক হইতে আমি জ্বর শুদ্ধ আসিয়াছিলাম। তাহার পর আরও প্রায় পনর দিন সে জ্বরে ভুগিলাম। সে রোগশয্যায় কমিশনারের টেলিগ্রাম আসিল যে আমাকে কলিকাতা যাইতে হইবে। আমি পীড়িত বলিয়া মোকদ্দমার অন্য দিনধার্য্য করাইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনারের নিকট টেলিগ্রাম করিলেন। তদনুসারে অন্য দিন পড়িল এবং তাহার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি আবার সশস্ত্র পুলিস বেষ্টিত হইয়া কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমতই জুনিয়ার গবর্ণমেণ্টের উকিল মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখা করিলাম। তিনি তখন সদ্যস্নাত এবং শ্যাম বর্ণের উপর একখানি মখের 'লুঙ্গি' পরিহিত। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মনোমোহন ঘোষ কি আপনার এক জন বন্ধু ?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"হাঁ, আপনি কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।" তখন তিনি বলিলেন যে সে দিন মনোমোহন

এড্‌ভোকেট জেনারেলের কাছে যাহা বলিলেন তাহাতে তিনি আমার বন্ধু বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। আমি আরও বিস্মিত হইলাম। কন্তু তখন আর কিছু বলিলাম না। আহারের পর হাইকোর্টে গেলাম। এডভোকেট জেনারেল মিঃ পল আমাকে দেখিবামাত্র মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—"তোমার কট্‌কি মত কি আমি জানি না, কিন্তু 'ইংলিশম্যানে' সেসন জজের যে রায় প্রকাশ হইয়াছে আমি তাহা পড়িয়াছি। মোকদ্দমাটি ছাই ভস্ম। উহা হাইকোর্টে কখনও টিকিবে না। আমি নিজেই আসামীদিগকে খালাস দিতে বলিব।" আমি অবাক। আমি আগা গোড়া এ মোকদ্দমাটায় পাগলের পাল্লায় পড়িয়াছিলাম। যেমন ম্যাজিষ্ট্রেট, তেমনি জজ, তেমনি জুনিয়ার উকিল মহাশয়, এবং সকলের সেরা এডভোকেট জেনারেল মিঃ পল সাহেব। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার গলা শুকাইয়া গেল। আমি বলিলাম মোকদ্দমার অবস্থা তিনি কেন মন্দ বলিতেছেন তাহা আমাকে বলিলে তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে বলিব। তিনি পর দিন প্রাতে তাঁহার গৃহে যাইতে আমাকে আদেশ করিলেন।

পরদিন আমি তাঁহার চৌরঙ্গিস্থ সুরম্য হর্ম্ম্যে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তিনি 'ইংলিসম্যান' হইতে সেসনের রায় কাটিয়া লইয়া একখানি বহিতে লাগাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি সে রায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম আগে নথির কাগজ পত্র না দেখিলে রায় বুঝিতে পারিবেন কেন? তিনি বলিলেন নথি পরে পড়িবেন। ব্যবস্থা মন্দ নহে, ঘোড়ার আগে গাড়ী। অনুমান ৫।৭ মিনিট পড়িয়া আমার দিকে চেয়ার ঘুরাইয়া বসিলেন, এবং বলিলেন—"তুমি জান কি আমি একবার হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলাম।" তাহার পর সে জজিয়তির গল্পে সমস্ত সকাল বেলা কাটিয়া গেল, এবং এই

বলিয়া শেষ করিলেন যে গবর্ণমেণ্ট বড় কৃপণ। জজের যেরূপ অল্প বেতন, তাহাতে তাঁহার আস্তাবলের খরচও কুলায় না। তাহার পর আমাকে আবার পর দিন যাইতে বলিয়া বিদায় দিলেন। পর দিন আবার যথাসময়ে উপস্থিত হইলে আবার ৫।৭ মিনিট সেই রায় পড়িয়া আমার দিকে ফিরিয়া বসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি জান কি আমি একবার গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের মেম্বর হইয়াছিলাম, এবং প্রেস আইন সমর্থন করিয়া তোমার দেশবাসীর বড় অপ্রিয় হইয়াছিলাম? কেন এরূপ করিয়াছিলাম তাহা তোমাকে দেখাইতেছি।" এ বলিয়া টেবিলের এক ড্রয়ার খুলিয়া এক রাশি পুরাতন কাগজ বাহির করিলেন। ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া কোন কোন অশ্রুতপূর্ব্ব ও অজ্ঞাত সংবাদ-পত্র সকল কি কি রাজদ্রোহিতার কথা লিখিয়া বৃটিশ রাজ্য উল্টাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সাংঘাতিক উক্তি সকলের সমালোচনায় এ সকাল বেলাও কাটিয়া গেল। তাহার পর দিনও সেরূপ ৫।৭ মিনিট রায় পড়িবার পর বলিলেন—"তুমি আমার ছেলেকে দেখিয়াছ?" তখন সে ছেলের ডাক পড়িল এবং ৬।৭ বৎসরের ছেলের অদ্ভুত গুণপনার কথায় এ সকাল বেলাও কাটিয়া গেল। এরূপে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। আমার বিপদের সীমা নাই। রোজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে টেলিগ্রাম করিতে হইতেছে যে এখনও রায় পড়া শেষ হয় নাই, এবং আমি সময় নষ্ট করিতেছি বলিয়া তিনি বিদ্যুৎপৃষ্ঠে আমাকে ধমক পাঠাইতেছেন। মোকদ্দমার পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে আমি বড় কান্নাকাটা করিলে তিনি রায়টি কোন মতে শেষ করিলেন এবং মাঝে মাঝে আমাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষ করিয়া টেবিলে এক কিল দিয়া বলিলেন—"আমি এখন বুঝিলাম মাষ্টার ডিকেনস্ (Dickens) উপযুক্ত বাপের উপযুক্ত পুত্র।" জজের নাম

ডিকেনস্ এবং তিনি বিখ্যাত উপন্যাস-লেখক ডিকেনসের পুত্র। তিনি রায়টি এমন সুন্দর লিখিয়াছিলেন যেন ঠিক একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। মিঃ পল আজ বলিলেন যে মোকদ্দমার অবস্থা খুব ভাল, কোনও ভয় নাই। কিন্তু নথির একখানি কাগজও দেখিলেন না। পর দিন মোকদ্দমার আপিল আরম্ভ হইল। চিফ জাষ্টিস স্যার রিচার্ড গার্থ এবং স্মরণ হয় জঃ এনস্লি ও জ্যাক্সন আপিল শুনিয়াছিলেন। আসামীদের পক্ষে মিঃ ব্র্যানসন, এভানস্ এবং মনোমোহন ঘোষ এবং গবর্ণমেন্টের পক্ষে কেবলমাত্র মিঃ পল। ব্র্যানসন তিন দিন, এভানস্ এক দিন, এবং মনোমোহন এক দিন মোকদ্দমার তর্ক করিলেন। ব্র্যানসন আরম্ভ করিতেই চিফ জাষ্টিস জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ মোকদ্দমায় রাণীর জবানবন্দি হইয়াছে কি না? ব্র্যানসন সুযোগ দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "হয় নাই। আসামীর পক্ষে ত আর তাঁহার জবানবন্দি হইতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা যে গবর্ণমেন্টের পক্ষেও হয় নাই।" তখন চিফ জাষ্টিস রাঙ্গা টোপে ঢাকা সম্মুখস্থ গ্লাস হইতে কি একটু তরল দ্রব্য পান করিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন—"মফঃস্বলের ম্যাজিষ্ট্রেটদের কার্য্যই এরূপ। ইহারা কখনই সম্পূর্ণ করিয়া কোন মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠায় না।" আমি আশ্চর্য্য হইয়া পল সাহেবের কাণে কাণে বলিলাম যে রাণী রাজার মাতা, অতএব গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে কি বলিয়া জবানবন্দি করাইবেন? বিশেষতঃ এ মোকদ্দমার কিছুই তাঁহার জানিবার সম্ভাবনা নাই। পল সাহেব আমাকে বলিলেন—"গার্থের গতিকই এই। ফুস করিয়া সোডাওয়াটার বোতলের কাকের মত ছুটে। আমি তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে যাইতেছি না। তিনি আপনি ঠাণ্ডা হইবেন।" বাস্তবিক তাহাই হইল। তিনি কিছুক্ষণ চক্ষু নিমীলিত করিয়া ব্র্যানসনের বক্তৃতা শুনিয়া

বলিলেন—"ও মিঃ ব্র্যানসন! রাণী যে রাজার মা, গবর্ণমেণ্ট কেমন করিয়া তাঁহাকে সাক্ষী মানিবেন।" মিঃ পল আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কেমন সোডা-ওয়াটরের বোতল আপনি ঠাণ্ডা হইয়া গেল।"

প্রথম আপিলের দিন টিফিনের সময় আমি বার লাইব্রেরীতে পল সাহেবের কাছে দাঁড়াইয়া আছি, মনোমোহন আমাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া স্নেহের সহিত বলিলেন—"স্ত্রী আক্ষেপ করিতেছিলেন যে তুমি কলিকাতা আসিয়াছ এতদিন, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে একটি বারও যাও নাই। আজ আমাদের সেখানে খাইতে হইবে।" আমি উত্তর করিলাম—"আমি যেরূপ পীড়িত, খাওয়ার ত কথাই নাই, এবং আমার সম্বন্ধে তাঁহার কিছু মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে শুনিয়া সাহস করিয়া যাই নাই।" মনোমোহন তাঁহার সেই বিস্তৃত চক্ষু আরও প্রসারিত করিয়া বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় জুনিয়ার উকিল ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"জানেন কি! সে দিন এডভোকেট জেনারেলের কাছে আপনি ইঁহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, আমি উঁহাকে তাহা বলিয়া দিয়াছি।" মনোমোহন আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"সে কি কথা! আমি কি বলিয়াছিলাম? আপনার চরিত্রই এইরূপ। আপনি এক কথা আর করিয়া লোকের মধ্যে এরূপে ঝগড়া বাধাইয়াছেন।" উকিল মহাশয় চম্পট দিলেন। মনোমোহন আমাকে টানিয়া পল সাহেবের কাছে লইয়া গেলেন এবং সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিলেন। পল সাহেব বলিলেন—"উকিল বাবুটি ঘোরতর মিথ্যাবাদী। আমি মনোমোহনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে এ বড় লোকটি কে, যাহার জন্য হাইকোর্টে এরূপ তোলপাড় করিয়া একটা মোকদ্দমার অন্ত তারিখ লইতে হইতেছে। মনোমোহন তাহার উত্তরে বরং তোমার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

মিঃ এভানস্ জানিতেন যে মিঃ পল নথি দেখিবার পাত্র নহেন। অতএব তিনি নথির প্রতিকূলে একটি গুরুতর কথা তাঁহার তর্কের সময় বলিতেছিলেন। আমি সে কথা মিঃ পলের কাণে পড়িয়া বলিলাম। পল বলিলেন—"কৈ তুমি নথিতে দেখাইতে পার?" আমি নথি উল্টাইয়া সে স্থানটি দেখাইলাম। পল তখন বামহস্তে তাঁহার ললাট হইতে কুঞ্চিত কুন্তলগুচ্ছ সরাইয়া উঠিয়া মিঃ এভান্সের কথার প্রতিবাদ করিলেন। মিঃ এভানস্ তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিবার জন্য বলিলেন যে তিনি ভরসা করেন যে এডভোকেট জেনেরেল নথি দেখিয়া তাঁহার প্রতিবাদ করিতেছেন, কেবল অন্যের কথা শুনিয়া করিতেছেন না। তিনি আমার দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। তিনি জানিতেন যে আমিই তাঁহার পরম শত্রু। সেসন আদালতে আমার প্রতিকূলে আধঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যা হোক পল যখন নথি দেখাইতে চাহিলেন তখন এভানস্ পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন।

মনোমোহন ঘোষ পঞ্চম দিবস বক্তৃতা করিতে উঠিলে জাষ্টিস জ্যাক্সন তাঁহার প্রত্যেক কথায় তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মনোমোহনের চির-মিত্রতা, কারণ মনোমোহন সিবিলিয়ানদের মহাশত্রু, সর্ব্বদা তাঁহাদের কেলেঙ্কারী বাহির করেন। এক স্থলে তিনি মনোমোহনের প্রতি অসার তর্ক করিয়া কোর্টের সময় নষ্ট করিতেছেন বলিয়া দোষারোপ করিলেন। মনোমোহনের মুখ কাল হইয়া গেল, এবং সমস্ত কাউন্সেলগণ স্তম্ভিত হইল। মনোমোহন একটু থতমত খাইয়া স্থির গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন "কাউন্সেলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে সামান্য তৃণটুকু পর্য্যন্ত যদি সে মক্কেলের অনুকূলে পায়, তাহা কোর্টে উপস্থিত করিবে। সার অসার বিচার করিবার ভার কাউনসেলের উপর নহে, কোর্টের উপর।"

মিঃ পল আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ঘোষকে দেখিলেই লুই জ্যাক্‌সন খেঁকি কুকুরের মত খেউ খেউ করিয়া উঠে। যা হোক আজ বেশ জব্দ হইয়াছে।" টিফিনের সময় ঘোষ নিতান্ত কাতর অবস্থায় পলকে বলিলেন—"আপনি দেখিলেন লুই জ্যাক্‌সন আমার প্রতি কিরূপ অন্যায় ব্যবহার করিল।" পল সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"অতি অন্যায়। তুমি উচিত তর্ক করিতেছিলে। আমি বিবাদীদের কাউন্সেল হইলে আমিও ঠিক সেরূপ করিতাম।" হাইকোর্টে আপিল শুনানির সময়ও পল আমাকে প্রত্যহ প্রাতে তাঁহার বাড়ীতে টানিতেন। কাছারির শেষে কোন দিন আমাকে বলিতেন এভানস্, কোন দিন বলিতেন ব্র্যানসন, কোন দিন বা ঘোষ, বড় কঠিন তর্ক বাহির করিয়াছেন, পর দিন প্রাতে আমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে। অথচ পরামর্শের মধ্যে কেবল বাজে কথার গল্প। সে যা হোক ৫ দিনে বিবাদীদের পক্ষে তর্ক শেষ হইল। তখন তিন জজে একটু কাণা কাণি করিয়া চিফ জাষ্টিস পলকে বলিলেন যে রাজা ও দুজন চাকরের সম্বন্ধে পলের কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। অবশিষ্ট দুজন আসামীর সম্বন্ধে যদি তিনি কিছু বলিতে চান তবে বলিতে পারেন। তখন খর্ব্বকায় পল বাহাদুর তাঁহার সম্মুখের অলকগুচ্ছ দক্ষিণ হস্তে ললাট হইতে সরাইয়া উঠিলেন, এবং প্রথমতঃ জজদিগকে তাঁহার পরিশ্রম লাঘব করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদ দিলেন। তারপর অবশিষ্ট বিবাদী দুজন সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলিয়া পরিষ্কার বলিয়া বসিলেন যে তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রতিভূ। কোন নির্দ্দোষী দণ্ডিত হউক ইহা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হইতে পারে না। অতএব জজদের এ দুজন আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে যদি কোনরূপ সন্দেহ থাকে তবে তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে খালাস দিতে বলিতে বাধ্য। তাহার পরদিন

জজেরা সে দুজন আসামীকে খালাস দিয়া রাজা ও অবশিষ্ট দুজনের দণ্ড স্থিরতর রাখিলেন। আমি তাহার পর দিনই শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিলাম, এবং আবার সমস্ত পথ পুলিস পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া পঁহুছিলাম।

—o—

শ্রীশ্রীজগন্নাথের নবযৌবনের মেলা।

কিছু দিন পরেই জগন্নাথের রথ যাত্রা। ৭ দিন মাত্র বাকি থাকিতে ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে ডাকিয়া বলিলেন রথের ভার তিনি আমাকে দিয়াছেন। আমি বিস্মিত হইলাম। বিস্ময়ের প্রথম কারণ রথের ভার তিনি কখনও কোন ডেপুটিকে দিতেন না, নিজের হাতেই রাখিতেন। দ্বিতীয়তঃ জগন্নাথের রথ এক ভীষণ ব্যাপার, প্রত্যেক বৎসর তিনখানি রথ নূতন প্রস্তুত করিতে হয়, এবং পুরাতন রথের দ্বারা সমস্ত বৎসর শবদাহন কার্য্য সম্পাদিত হয়। তাহার মূল্যে রথ নির্ম্মাণের ব্যয় সংকুলিত হয়। আমি তাঁহাকে বলিলাম—৭ দিনের মধ্যে আমি কেমন করিয়া তিন খান রথ নির্ম্মাণ করাইব? তিনি বলিলেন—"বাপ্‌রে বাপ! জগন্নাথ জিউর রথ বন্ধ হইতে পারে না। কার্য্য কঠিন বলিয়াই তোমার উপর ভার দিয়াছি।" আমি উত্তর করিলাম—তাহাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, আমি তাহার ভার লইলাম। আপনি কিন্তু কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন—"করিব না।" আমি তখনই সমস্ত ডিষ্ট্রীক্টের পুলিসের উপর হুকুম-জারি করিলাম যেখানে সূতার মিস্ত্রী পাইবে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া তাহার যন্ত্রাদি সহ পাঠাইয়া দিবে। দেখিতে দেখিতে ৩০০ সূত্রধর সমবেত হইলেন। উড়িয়াদের যেমন হইয়া থাকে,—কত ওজর আপত্তি, কত চীৎকার ফুৎকার, কত কান্না কাটা হইল, তাহার পর কায আরম্ভ হইল। প্রত্যেক কার্য্যের জন্য সময় নিরূপণ করিয়া দিলাম এবং সে সময়ের মধ্যে তাহা শেষ হইয়াছে বলিয়া আমাকে সংবাদ দিবার জন্য পুলিস নিযুক্ত করিয়া দিলাম। ন দিবা ন রাত্র কায চলিতে লাগিল। লোকের মনে ধারণা হইয়াছিল যে রাজা যখন দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন,

তখন আর এবৎসর জগন্নাথের রথও প্রস্তুত হইবে না, রথ যাত্রাও হইবে না। যখন তাহারা দেখিল যে ইন্দ্রজালের মত রথ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল, তখন সহর ভাঙ্গিয়া লোকে এ কৌতুক দেখিতে আসিতে লাগিল, এবং আমার জয়নাদে শ্রীক্ষেত্র পূর্ণ হইল।

আমি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে রাজমাতা যিনি হতভাগ্য রাজাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার কাছে এক প্রকাণ্ড মহাপ্রসাদের ডালি তাঁহার প্রধান আমলার দ্বারা পাঠাইয়া দিয়া এরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"রাজার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা ঘটিয়াছে। এখন হইতে আমি আপনাকে পুত্র বলিয়া জানিব। আপনি এ রাজ সংসার চালাইবেন।" আমিও সেরূপ স্বীকৃত হইয়াছিলাম। তিনি সে অবধি সময় সময় আমাকে নানা বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। স্নান-যাত্রার সময়ে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্ত্তি মন্দিরের প্রাঙ্গণের এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনিয়া স্নান করান হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য এক একটি মূর্ত্তি এক একটি প্রকাণ্ড কাপড়ের বস্তা। তাহার উপর রঙ্গের দ্বারা চিত্রিত। স্নানের সময় কাই ও নানা বর্ণের রঙ্গ ধুইয়া যে জল পড়ে তাহা বহুমূল্য পদার্থের মতন লোকে ঘটী বাটি করিয়া লইয়া যায়, এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের হিন্দু রাজাদিগের কাছে তাহাদের পাণ্ডাদের দ্বারা প্রেরিত হয়। জগন্নাথের বৎসরের মধ্যে এই একদিন স্নান। এ স্নানে তিনি এরূপ ভিজিয়া যান যে রথের সময় পর্য্যন্ত তিন মূর্ত্তিকে মন্দিরের একস্থানে ফেলিয়া রাখা হয়। সে যাবৎ এ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পট প্রদর্শন হইয়া থাকে। সে পটও এক অদ্ভুত জিনিস। খেজুর পাতার বেড়া, তাহাতে ত্রিমূর্ত্তি চিত্রিত। দেবতা তিন জনের যেমন রূপ, তেমনি উড়িয়া চিত্রকর। রথের পূর্ব্ব দিবসের রাত্রিতে মূর্ত্তি তিনটিকে উঠাইয়া আবার তাহাতে বস্তা

বস্তা কাপড় জড়াইয়া এবং তাহার উপর আবার নূতন রঙ্গ দিয়া স্থাপন করা হয় এবং প্রভাতে 'নবযৌবনের-দর্শন' হয়। রাণী মা আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে নবযৌবনের দিবস রথ প্রস্তুত হইয়া তাঁহার সিংহ দ্বারে উপস্থিত হওয়াই শ্রীক্ষেত্রের নিয়ম। অতএব সে দিন যদি আমি তাঁহাকে তিনখানি রথ দেখাইতে পারি তবে তিনি তাঁহার জীবন সার্থক মনে করিবেন, কারণ তিনি এরূপ কখনও দেখেন নাই। আমি বলিয়া পাঠাইলাম তাহাই হইবে। আমার বোধ হয় তাঁহার মনেও আশঙ্কা হইয়াছিল, এ অল্প সময়ের মধ্যে তিনখান রথ প্রস্তুত হইবে না।

মোহন্তগণও আমাকে বলিলেন নবযৌবন-দর্শনের শাস্ত্রোক্ত সময় উষা। আমি যদি উষার সময় তাঁহাদিগকে জগন্নাথ দর্শন করাইতে পারি, তবে তাঁহারা দু হাত তুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, কারণ উষার সময় নবযৌবনের দর্শন তাঁহাদের ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। প্রায়ই মূর্ত্তিত্রয় প্রস্তুত ও চিত্রিত করিতে নবযৌবনের দিন অতিবাহিত হইয়া যায়। আমি তাঁহাদের কাছেও প্রতিশ্রুত হইলাম যে তাহাই হইবে। তাঁহারা উষার সময় জগন্নাথ দেবের দর্শন পাইবেন। বেলা চারটার সময় রথ তিনখানি প্রস্তুত হইল এবং আমি নিজে গিয়া রাণী মাতার বহির্দ্বারে তাহাদের উপস্থিত করিলাম। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আমাকে কত আশীর্ব্বাদ বলিয়া পাঠাইলেন। অন্য দিকে আমার পাগ্‌লা ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া যখন রথ প্রস্তুত দেখি-লেন তাঁহারও আনন্দের সীমা রহিল না। তিনিও আমার কত প্রশংসা করিলেন। আমি তখন রাত্রিতে ত্রিমূর্ত্তির প্রস্তুতের ও চিত্রের পুঙ্খানু-পুঙ্খ ব্যবস্থা করিয়া পুলিস নিযুক্ত করিলাম, এবং সেই তৈলঙ্গি ইন্‌স্পেক্টারের উপর সমস্ত ভার দিলাম। নিজে বরাহুত হইয়া সুহৃদ্‌বর জমীদার লোকনাথ রায়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইলাম এবং রাত্রি ১২টা

পর্য্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে ও আহারে কাটাইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

লোকনাথ বাবুর বাড়ী মন্দিরের খুব নিকট এবং আমার আবাস-স্থান সমুদ্রতীরে, সেখান হইতে প্রায় দু মাইল ব্যবধান। এজন্য এ নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। আমি রাজাকে দ্বীপান্তরিত করিয়া আসিয়াছি বলিয়া উড়িয়ারা আমাকে বাঘের মত ভয় করিত, এবং আমার কথা বিধাতার বাক্যের মত পালন করিত। এত অল্প সময়ে রথ নির্ম্মাণই তাহার প্রমাণ। অতএব রাত্রের ব্যবস্থাও সেরূপই প্রতিপালিত হইবে বলিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু মন্দিরে আসিয়া দেখি কোথাও কাহারও সাড়া শব্দ নাই। সকলই নীরব। কনষ্টবলেরা এক স্থানে বসিয়া গঞ্জিকাদেবীর সেবা করিতেছে। দেবীর সঙ্গে সঙ্গে আমার হস্তের যষ্টিও মস্তকে অধিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এক চোট মার খাইয়া তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়ও কোথায় বসিয়া দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিতেছিলেন। কনেষ্টবল একজন ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলে তিনি আমাকে ক্রোধে অধীর দেখিয়া বলিলেন যে তাঁহার উপর রাগ করিলে কি হইবে, দৈতারা কায করিতে চাহে না। তাহাদের পাঁচ বৎসরের প্রাপ্য রাজার কাছে বাকী আছে। তখন আমি বলিলাম—"তাহারা কোথায় আছে ডাকিয়া আন। এজন্য তুমি কাযটা ফেলিয়া রাখিয়াছ?" জগন্নাথদেব যখন নীলমাধবরূপে বনে লুকায়িত ছিলেন, সে সময়ে তিনি এক সম্প্রদায় অনার্য্য জাতির অধিকারে ছিলেন। ইহাদেরই নাম 'দৈতা'। তাহারা জগন্নাথের আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে পরিগণিত। জগন্নাথ কলেবর ত্যাগ করিলে তাহারা অশৌচ গ্রহণ করে, এবং পুরাতন মূর্ত্তির বক্ষ হইতে অমৃত পদার্থ চোক বান্ধা অবস্থায় বাহির করিয়া নূতন মূর্ত্তির বক্ষে স্থাপন করে। সে অমৃত পদার্থ

কি তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রত্নবিদেরা মনে করেন উহা বুদ্ধদেবের শরীরের অংশ বিশেষ। হিন্দুরা বলেন কালাপাহাড় দারুভূত মূর্ত্তি পোড়াইলে দৈতারা চুরি করিয়া তাহার তিন টুকরা রাখিয়াছিল, এবং তাহাই চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া এখন অমৃত বলিয়া পরিচিত। প্রত্যেক কলেবর পরিবর্ত্তনের সময় শুষ্ক চন্দন ঝাড়িয়া তাহা নূতন চন্দনে চর্চ্চিত করা হয়। পুরাতন চন্দন শুনিয়াছি বহুমূল্য রত্নের মূল্যে বিক্রীত হয়। রথের পূর্ব্বে এ দৈতারাই ত্রিমূর্ত্তিকে নূতন বস্ত্র রাশিতে আবৃত ও চিত্রিত করিয়া থাকে। তাহারা ভিন্ন অন্যে মূর্ত্তিত্রয় স্পর্শ করিতে পারে না। অনার্য্য জাতির সঙ্গে এ সম্পর্কও জগন্নাথদেবের বৌদ্ধত্বের আর এক প্রমাণ।

দৈতারা নানা স্থানে লুকাইয়া বসিয়াছিল। পুলিস কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম দিয়া তাহাদিগকে আমার কাছে উপস্থিত করিল। তাহাদের উপস্থিত প্রাপ্যের জন্য আমি দায়ী হইলে, তাহারা "মামুনির জয় হোক" বলিয়া আনন্দের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিল। অনুমান রাত্রি ৫টার সময় তিন মূর্ত্তি নূতন বস্ত্রে আবৃত ও চিত্রিত হইল। ইতিমধ্যেই দুই এক জন প্রধান পাণ্ডা ও মোহন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভক্তিতে অধীর হইলেন, এবং আমাকে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"এক বৎসরের মধ্যে আর ছুঁইতে পারিবেন না। মহাপ্রভুকে এখন একবার আলিঙ্গন করুন।" হিন্দুদের বিশ্বাস জগন্নাথদেবের এ নবযৌবন যে প্রথম দর্শন করে, এবং তাঁহাকে এ সময় যে আলিঙ্গন করে সে সশরীর স্বর্গে যায়। তাঁহারা জোর করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করাইলেন। অকস্মাৎ আমার হৃদয়েও কি এক ভক্তির উচ্ছাস উঠিল যাহা জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। সমস্ত জগৎ ও আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন কি এক অমৃতে সিক্ত হইল। তাঁহাদের মত আমারও কপোল বহিয়া

অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। ত্রিমূর্ত্তিকে তাহার পর রত্নবেদীতে অধিষ্ঠিত করিয়া স্থানে স্থানে যাত্রীর ভীড় নিবারণের জন্য পুলিস নিয়োজিত করিয়া পূর্ব্বদিক যেমনই উষার প্রথম রাগে রঞ্জিত হইল, অমনি সিংহদ্বার খুলিয়া দিলাম। ইতিমধ্যে প্রায় মোহন্তেরা আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে কতই আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমার হৃদয় কি এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইল। আমি সে পূর্ব্বগগণের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ চিত্রিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। বোধ হইতেছিল যেন এমন পবিত্রা সুন্দরী ও মহিমময়ী উষা আমি আর কখনও দেখি নাই। নবযৌবনের দর্শন আরম্ভ হইল।

রথের সময় অন্যূন লক্ষ যাত্রীর ভীড় হইয়া থাকে। তাহা নিবারণ করিবার জন্য সিংহদ্বারের সম্মুখে একটা বড় বড় গাছের বেড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহার যে একটু পথ থাকে সে পথে এক সময় এক জন লোকের বেশী প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু এক এক সময় যাত্রীগণ এরূপ ক্ষেপিয়া উঠে যে এ বেড়া উড়াইয়া, এবং লোকের ঠেলায় প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের কপাট খুলিয়া ফেলিয়া যাত্রিস্রোতঃ এরূপ ভীমবেগে ছুটে যে সে ভিড়েতেই কখন কখন মানুষ মারা পড়ে। পূর্ব্ববৎসর এ সিংহদ্বারেই নাগা সন্ন্যাসীদিগের পদে দলিত হইয়া ১৪ জন যাত্রী মারা পড়িয়াছিল। লক্ষ যাত্রীর বিশ্বাস জগন্নাথকে যে প্রথম দর্শন করিবে সে সশরীরে স্বর্গে যাইবে। অতএব সকলেই প্রথম দর্শনের জন্য প্রাণপণ করিতে থাকে। মেলা কার্য্যাধ্যক্ষের জন্য এ সময়টি বড়ই সঙ্কটের সময়। আমি নিজে বহুতর পুলিস লইয়া বেড়ার পথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলাম। বেড়ার বাহিরে লক্ষ যাত্রী। 'জয় জগন্নাথ' রবে আকাশ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমার ভয় হইতে লাগিল সে প্রথম বেগেই বেড়া উড়িয়া যাইবে। কিন্তু বেড়ার ভিতরে ও

বাহিরে আমি এরূপভাবে পুলিস সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম যে প্রথম বেগ জগন্নাথদেবের কৃপায় থামাইতে পারিয়াছিলাম। বেলা ৯টা পর্য্যন্ত অবিরল স্রোতে যাত্রী প্রবেশ করিলে পর ভীড় কিছু কমিয়া আসিল। দেখিলাম আমি যে প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলাম তাহা সুচারু রূপে চলিতেছে।

সমস্ত রাত্রি জাগরণে ও দারুণ পরিশ্রম ও চিন্তায় আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। তখন দর্শন-মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের একটি পাগ্‌ড়িদার সিংহে অঙ্গ হেলাইয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। চক্ষের সম্মুখ দিয়া দর্শন-মন্দির হইতে মানবস্রোতঃ বহিয়া যাইতেছে। তাহাদের কত ভাষা, কত পরিচ্ছদ, কত বিচিত্র রূপ, হিমাদ্রি হইতে কুমারিকাবাসী এবং চট্টগ্রাম হইতে গান্ধারবাসী সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি একস্রোতে বহিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি ক্রমান্বয়ে চারিটি মন্দির। সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথম ভোগ-মন্দির, তাহার সংলগ্ন নাট-মন্দির, তাহার সংলগ্ন দর্শন-মন্দির, তাহার সংলগ্ন শ্রীমন্দির। যাত্রিগণ নাট-মন্দিরের পার্শ্বস্থ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া দর্শন-মন্দিরে উপস্থিত হয়। সেখানে একটি বৃহৎ চন্দন কাষ্ঠ দুটি লোহার স্তম্ভের উপর স্থাপিত আছে। যাত্রিগণ এ চন্দন অর্গলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীমন্দিরস্থিত ত্রিমূর্ত্তি দর্শন করে। শ্রীমন্দির দ্বিপ্রহর সময়ও নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন। আলোর মধ্যে পুনাং তেলের মশাল। তাহাতে আলো অপেক্ষা ধূয়া বেশী হইয়া থাকে। যাত্রীগণকে চন্দন অর্গলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে হয়। তাহাও মুহূর্ত্তেকের বেশী সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার সাধ্য নাই। পশ্চাতে যাত্রীস্রোত ঠেলিতেছে, দুই পার্শ্ব হইতে কনেষ্টবল ও মন্দিরের পরিহারিরা (প্রতিহারীরা) চোট পাট করিতেছে। পরিহারিদের হাতে

বেত থাকে, এবং সে বেতের দ্বারা প্রাচীরের গায়ে এমন কৌশলে তাহারা আঘাত করে যে ঠিক বন্দুকের মত শব্দ হয়। অতএব শ্রীক্ষেত্রে গিয়া কেহ লাউ দেখিল কেহ কুমড়া দেখিল বলিয়া যে গল্প শুনা যায়, তাহা অলীক নহে। যাত্রীরা মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়াইয়া সেই ঘোর অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে আর যাহা কিছু দেখুক, জগন্নাথের প্রায় কিছুই দেখিতে পায় না, অথচ ভক্তির এমনি মাহাত্ম্য যে তাহারা উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া করতালি দিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে এবং গলদশ্রুনয়নে ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া বাহ্য জ্ঞানহীন অবস্থায় যেরূপে বাহির হইয়া আসে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহারা স্বয়ং শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়া আসিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিলে পাষাণও দ্রব হয়। আমি নিজে স্তম্ভিত ও আত্মহারা হইয়া গলদশ্রুনয়নে এ দৃশ্য দেখিতেছি এমন সময় একটি ষোড়শ বর্ষীয়া অনিন্দ্যসুন্দরী বিধবা যুবতী পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া পবন-ছিন্ন পুষ্পবল্লরীর মত আমার গলায় পড়িল। তাহার মুখে কেবল একমাত্র কথা—"আমি বড় অভাগিনী, আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি, আমার ভাগ্যে জগন্নাথ দর্শন হইল না। বাবা! তুমি আমাকে জগন্নাথ দর্শন করাও।" তাহার আলুলায়িত কেশরাশি আমার অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার দেবীতুল্য মুখখানি আমার বক্ষের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, এবং তাহার নয়ন জলে আমার বক্ষ ভিজিয়া যাইতেছে। তাহার অঙ্গের বসন পর্য্যন্ত স্খলিত হইয়া গিয়াছে। তাহার কান্নায় আমিও কাঁদিয়া বলিলাম—"তুমি আমার গলা ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া জগন্নাথ দর্শন করাইতেছি।" কিন্তু তাহার বাহ্যজ্ঞান নাই। কেবল মুখে সে এক কথা—"আমি বড় অভাগিনী" একজন কনেষ্টবলকে বলিলে সে আমার গ্রীবার পশ্চাৎ হইতে তাহার

দুই করের মুষ্টি খুলিয়া দিল। আমি তখন তাহাকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং উত্তর দিকে মন্দিরে যাত্রীর প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়া পথ পরিষ্কার হইলে, আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় শ্রীমন্দিরে লইয়া গেলাম। তখন মশালের আলো ভাল করিয়া জ্বালাইয়া দিয়া তাহাকে বলিলাম—"তোমার সম্মুখে জগন্নাথ, তুমি প্রাণ ভরিয়া দর্শন কর।" সে তখন নিদ্রোত্থিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া স্থির অনিমেষ বিস্তৃত নয়নে জগন্নাথের দিকে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া ক্রমে তাহার বাহ্যজ্ঞান হইল, এবং তখন সসম্ভ্রমে অবগুণ্ঠন দিয়া বলিল—"আমি কোথায় আসিয়াছি! ওমা! আমার কি হইবে?" আমি বলিলাম—"তোমার কোনও ভয় নাই। আজ লক্ষ যাত্রীর মধ্যে তোমার মত জগন্নাথদেবের ভক্ত কেহ আসে নাই। তুমি যদি ইচ্ছা কর রত্ন-বেদী প্রদক্ষিণ করিতে পার।" এক জন ব্রাহ্মণের সঙ্গে সে সাতবার বেদী প্রদক্ষিণ করিল, এবং পুনর্ব্বার কিছুক্ষণ অনিমেষ নয়নে জগন্নাথ দর্শন করিল। আমি সে ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি এ জীবনে কখনও ভুলিব না। তখন তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে তাহারা ১১ জন আত্মীয় আত্মীয়াসহ মন্দিরের হাতায় প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার পর তাহার আর কিছুই মনে নাই। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আমার পূর্ব্ব স্থানে ফিরিলাম, এবং তাহাকে আমার পার্শ্বে বসাইয়া রাখিয়া তাহার আত্মীয়গণের অন্বেষণার্থ পুলিশ নিয়োজিত করিলাম। কিছুক্ষণ পরে তাহারা আসিল। যুবতী তাহাদিগকে দেখিয়া, এবং তাহারা যুবতীকে দেখিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং লুটাইয়া লুটাইয়া তাহাদের জাতি রক্ষা করিয়াছি বলিয়া আমার পায়ে পড়িতে লাগিল। সে আর এক পবিত্র দৃশ্য।

তাহারা চলিয়া গেল। আমি সেই সিংহে অবসন্ন মস্তক রাখিয়া

ভাবিতে লাগিলাম এ ব্যাপারটি কি ? একটি অজ্ঞাত কুলশীলা এরূপ ভাবে আসিয়া আমার গলায় পড়িল। তাহার ভয় নাই, লজ্জা নাই, বাহ্যজ্ঞান নাই। রমণী কেবল জগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শনের জন্য যদি এরূপ ভক্তিতে অধীরা ও আত্মহারা হইতে পারে, তবে ব্রজগোপীরা স্বয়ং শ্রীভগবানকে কিশোর-বালকরূপে সম্মুখে পাইয়া রাসের শেষে যে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে, তাঁহার শ্রীমুখ চুম্বন করিবে, এবং তাঁহার দর্শনের জন্য পতি-পুত্র ত্যাগ করিয়া আসিবে তাহা আর বিচিত্র কি ? আমার হৃদয়ে একটী নূতন স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং সেখানেই রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস অঙ্কুরিত হইল। মেলা শেষ হইলে দুপ্রহর সময়ে আমিও আত্মহারা অবস্থায় আবাসে ফিরিলাম।

———o———
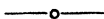
শ্রীক্ষেত্রের রথযাত্রা।

ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অঞ্চলের জন্য শ্রীক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মেলা আছে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা উৎকলবাসীদের, দোল উত্তর পশ্চিমবাসীদের, এবং রথ বাঙ্গালীদের প্রধান মেলা। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের খ্যাতি সমস্ত ভারতব্যাপী। আমি তাহার আর নূতন পরিচয় কি দিব? যাহা চক্ষে দেখিয়াছি তাহাও যে বর্ণনা করিতে পারিব এরূপ শক্তি আমার নাই। স্নানযাত্রা হইতেই যাত্রীর সমাগম আরম্ভ হয়, এবং 'নবযৌবনের' মেলার পূর্ব্ব দিবস তাহার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। রথের সময় সচরাচর লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। কোন বিশেষ পুণ্য-যোগ থাকিলে তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণও হয়। গোবিন্দ দ্বাদশীর মেলাতে পূর্ব্ববৎসর ৩ লক্ষ যাত্রী সমবেত হইয়াছিল। অতএব শ্রীক্ষেত্রের রথের মত এরূপ বৃহৎ সমারোহ সচরাচর প্রতিবৎসর অন্য কোন তীর্থে হয় কিনা সন্দেহ। তাহাতে জগন্নাথদেবের সেবা প্রণালী এত ক্রিয়া বহুল যে তাহাতে রথ যাত্রা সুনির্ব্বাহ করা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার। রাত্রি প্রভাতে আরতি, তাহার পর শয্যাত্যাগ, তাহার পর মুখপ্রক্ষালন, তাহার পর বাল্য-ভোগ, তাহার পর স্নান, তাহার পর বেশবিন্যাস ও দর্পণ দর্শন, তার পর পূজা, তার পর মধ্যাহ্ন 'ধূপ' অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ভোগ। এ ভোগে লক্ষ যাত্রীর, এবং সমস্ত শ্রীক্ষেত্রবাসীর আহারের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ইহাতে সহজে বুঝা যায় যে এ ভোগটি কি বৃহৎ ব্যাপার। ইহার রন্ধনের জন্য এক এক উননে উপর্য্যুপরি ৩০।৪০টি হাঁড়ি সজ্জিত হইয়া থাকে। এরূপ শত শত উনন আছে, এবং রন্ধনের জন্য ছয় শত ব্রাহ্মণ নিয়োজিত আছে। এ ভোগের অন্ন বিক্রয়ের দ্বারা ইহারা সপরিবার প্রতিপালিত হয়, এবং জগন্নাথদেবের সমস্ত

সেবা নির্ব্বাহিত হয়। তদ্ভিন্ন যাত্রীরা রত্নবেদীর উপর যাহা প্রণামী দিয়া থাকে, এবং অনুমান দশ হাজার টাকা আয়ের যে একটি জমিদারি আছে, তাহাই জগন্নাথের নিজস্ব সম্পত্তি। পাণ্ডা মহাশয়দের কৃপায় রত্নবেদীতে যাত্রীরা কদাচিৎ কিছু দিয়া থাকে। এ জন্য বহু যাত্রীর সমাগমেও জগন্নাথদেবের সেবার বড় সচ্ছল অবস্থা নহে। অন্য দিকে পাণ্ডা মহাশয় ও তাঁহাদের গোমস্তারা যাত্রীদিগকে প্রহার করিয়াও তাঁহাদের টেক্স আদায় করিয়া থাকে। একদিন মন্দিরে বেড়াইতে গিয়া এরূপ একটি শোচনীয় ঘটনা আমার চক্ষে পড়ে। দুরাচার পাণ্ডা আমাকে দেখিয়াই পিট্‌টান দেয়। আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া ফৌজদারিতে অর্পণ করিব বলিয়া প্রায় ১ মাস যাবৎ তাহার আহার নিদ্রা বঞ্চিত করিয়াছিলাম। শুনিয়াছি তাহার ফলে আমি যত দিন শ্রীক্ষেত্রে ছিলাম এরূপ অত্যাচার আর হয় নাই।

থাক সে কথা। মধ্যাহ্নে "ধূপের" পর জগন্নাথদেবকে রথে তুলিতে হয়। এ কারণে রথের দিবস শুনিয়াছি জগন্নাথদেবের রথসঞ্চালনও যাত্রীদের ভাগ্যে প্রায় ঘটিয়া উঠে না। তাঁহার রথে উঠিতে উঠিতেই দিন ফুরাইয়া যায়। অতএব মোহন্তরা, বিশিষ্ট যাত্রীরা এবং রাণী স্বয়ং আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে নবযৌবনের যেরূপ সুচারুরূপে উষায় দর্শন হইয়াছে, রথের দিন কিছু বেলা থাকিতে দেবতাদিগকে রথে তুলিয়া দর্শন করাইতে পারিলে তাহারা বড় কৃতজ্ঞ হইবেন। অতএব রথের পূর্ব্ব দিবস রাত্রিতে মন্দিরে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া আমার কার্য্য-প্রণালী স্থির করিয়াছিলাম এবং প্রত্যেক ক্রিয়ার জন্য সময় নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলাম। যেই রাত্রি প্রভাত হইল, অমনি এক কনেষ্টবল আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া বলিল—"জগন্নাথজীকা আরতি হো গেয়া।" তাহার ৫।৭ মিনিট পরে আর একজন আসিয়া সেরূপভাবে

বলিল—"জগন্নাথজীকা শয্যাত্যাগ হো গেয়া।" এরূপে ঠিক কলের মত আমার কার্য্য-প্রণালী চলিতেছে দেখিয়া আমি নিশ্চিন্তে কোর্টে গিয়া একটী খুনি মোকদ্দমা লইয়া বসিয়াছি এমন সময় আমার ক্ষেপারাম ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া আমার এজলাসে উপস্থিত হইলেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"কি তোমার হাতে রথের ভার, আর তুমি এখনও বসিয়া কাছারী করিতেছ।" আমি বলিলাম আপনি ২টার সময় গেলে দেখিবেন যে তিন মূর্ত্তিই আপন আপন রথে বিরাজ করিতেছেন। তিনি বলিলেন—"তুমি পাগল, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা কি ভীষণ ব্যাপার তাহা তুমি জান না। এতক্ষণে হয়ত কয়টা খুন হইয়া গিয়াছে।" তিনি আমার বাম বাহুতে ধরিয়া চেয়ার হইতে টানিয়া তুলিয়া একেবারে রাস্তায় লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমি হাসিতে হাসিতে ঘোটকে আরোহণ করিয়া ছুটিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে বড় 'ডাণ্ডে' গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন মোটে বেলা ১২টা, কিন্তু সত্য সত্যই কি ভীষণ ব্যাপার! যতদূর দেখা যাইতেছে, একটী তরঙ্গিত উদ্বেলিত নর নারী সাগর! সে রাস্তা পার হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করা আমার পক্ষে পর্য্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। বহু কনেষ্টবলের সাহায্যে এবং বহু কষ্টে হাতায় প্রবেশ করিলে দেখিলাম বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে স্থানে স্থানে আমার নিয়োজিত পুলিস ভিন্ন আর যাত্রী বড় প্রবেশ করিতে পারে নাই। পুলিসেরা এবং মন্দিরের পরিচালকেরা অক্ষরে অক্ষরে আমার কার্য্য-প্রণালী প্রতিপালন করিয়াছে। কিন্তু নাট-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সেস্থানে স্ত্রীলোক মাথায় মাথায় লাগিয়াছে। ইন্সপেক্টারের উপর তজ্জন্য রাগ প্রকাশ করিলে সে বলিল—"আমি কি করিব? এ সকলই আপনারা হাকিমদের ও বড় আমলাদের পরিবার ও তাঁহাদের চাক্‌রাণী।" জগন্নাথকে বাহির করিবার পথটুক পর্য্যন্ত নাই। একটু সরিয়া বসিয়া পথ করিয়া

দিতে বলিলে তাহারা কর্ণপাতও করিল না। অগত্যা পুলিসকে হুকুম দিলে তাহারা কোনও মতে একটু সঙ্কীর্ণ পথ করিয়া লইল। দাসীগুলি পর্য্যন্ত পাথর কামড়াইয়া পড়িয়া আছে। কনেষ্টবলেরা মড়ার মত কাঁদে করিয়া বাহির করিল। কিন্তু কি ভক্তির উচ্ছ্বাস! সমস্ত রমণীরা জয় জগন্নাথ বলিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতেছিল। আমি মোজা খুলিয়া ফেলিয়া প্যাণ্টলন গুটাইয়া এবং পরিহারীর বেত একটী হাতে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। বলিয়াছি নাট-মন্দিরের পর দর্শন-মন্দির, তাহার পর শ্রীমন্দির। তাহাতে একমাথা উচ্চ একটী অতি সুন্দর চিক্কণ কৃষ্ণ বেদীর উপর ত্রিমূর্ত্তি অবস্থিত। ইহারই নাম রত্নবেদী, কারণ বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন ইহার উপর স্থাপিত। বেদীর শিরোদেশ হইতে কক্ষতল পর্য্যন্ত তক্তা লাগান হইয়াছে। আমি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম মূর্ত্তি তিনটী ফুলে পত্রে অতিশয় মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়াছে। তিনটীর মাথায় পুষ্পপত্র নির্ম্মিত তিনটী কি মনোহর চূড়া! বহুমূল্য রত্নখচিত চূড়া তাহার কাছে কিছুই নয়। আমার আদেশ পাইবামাত্র দৈতাগণ তিনমূর্ত্তির হাতে কোমরে রক্ত-বস্ত্র মণ্ডিত দড়ি লাগাইল এবং বহুলোকে নীচে হইতে টানিয়া এবং উপর হইতে ঠেলিয়া তক্তার উপর দিয়া একে একে নামাইল। এ প্রকরণের কারণ এই যে মূর্ত্তি এত ভারি যে অন্য কোন প্রকারে নামাইবার সাধ্য নাই। তাহার পর প্রথম জগন্নাথদেবকে টানিয়া হেঁছড়াইয়া লইয়া চলিল। প্রত্যেক টানে মাথার চূড়া কি লীলা করিয়াই দুলিতেছিল। যে একবার সে শোভা দেখিয়াছে সে ভুলিতে পারিবে না। মূর্ত্তি যখন নাট-মন্দির দিয়া চলিতেছিল তখন রমণীগণের হুলুধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ হইল এবং তাহাদের ভক্তি উচ্ছ্বসিত রোদনে প্রস্তরভিত্তি ভিজিয়া উঠিল। সে ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার পাষাণ প্রাণও বিগলিত হইল। আমি একটী অষ্টমবর্ষীয় শিশুর মতন আকুল প্রাণে

কাঁদিতে লাগিলাম। মন্দিরের প্রাঙ্গণে বড় বড় মোহন্ত ও পাণ্ডারা সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও আমাকে বুকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"বাবা! তুমি জগন্নাথদেবের বড় ভক্ত। মহাপ্রভুর তোমার প্রতি বিশেষ কৃপা। তাহা না হইলে আমরা বেলা ১টার সময় জগন্নাথদেবকে রথে যাইতে কখনও দেখি নাই। প্রাঙ্গণও সিংহদ্বার পার হইয়া জগন্নাথদেব যেই বড়ডাণ্ডে উপস্থিত হইলেন, তখন যাহা ঘটিল তাহা বর্ণন করিবার আমার শক্তি নাই। লক্ষ যাত্রী এককণ্ঠে সমুদ্র-গর্জ্জনবৎ 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ দুই বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিল। সেই ভক্তি-সাগর-কল্লোলে শ্রীক্ষেত্র যথার্থই একটী মহা তীর্থ হইয়া উঠিল। যাত্রীগণ ধুলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছিল এবং অশ্রুজলে বালুকারাশি সিক্ত করিতেছিল। এ ভক্তি প্লাবনে মানুষ কখনও ভাসিয়া না গিয়া স্থির থাকিতে পারে না। তীর্থ-মাহাত্ম্য কি এবং তীর্থে গেলেই কেন মানুষের পুণ্য হয়, আমি তখন বুঝিলাম। উচ্ছ্বাসে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে ছিল। আমার ইচ্ছা হইতেছিল যে আমিও যাত্রীদের সঙ্গে বালিতে গড়াগড়ি দিয়া এপতিত দেহ পবিত্র করি এবং এই কঠোর হৃদয় কোমল করি। কিন্তু দারুণ অভিমানের জন্ম পারিতেছিলাম না। আমি এত কাঁদিতে লাগিলাম যে বোধ হইতে লাগিল যেন আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। মোহন্তগণ ও বন্ধুগণ আমাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে হৃদয়ের আবেগ থামাইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলাম। রথ সপ্ত বার প্রদক্ষিণ করাইয়া জগন্নাথদেবকে যেমন তক্তার উপর দিয়া টানিয়া রথে তুলিলাম, অমনি লক্ষ যাত্রীর 'জয় জগন্নাথ' ও 'হরি বোল' রবে শ্রীক্ষেত্র কম্পিত হইয়া উঠিল। এ রথ-প্রদক্ষিণ ও রথারোহণও এক বিষম ব্যাপার। বড় "ডাণ্ডে" বালুকাময় সমুদ্র সৈকতমাত্র। সে বালিরাশির

উপর এতাদৃশ গুরুভার মূর্ত্তি সাতবার টানিয়া প্রদক্ষিণ করান যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। রথের চতুর্দ্দিকে যেন একটী শুষ্ক খাল হইয়া গেল। এরূপে ক্রমে বলদেবের ও সুভদ্রার মূর্ত্তি আনিয়া ও রথ প্রদক্ষিণ করাইয়া তাহাদের আপন আপন রথে তোলা হইল।

তাহার পর রথ টানা। মূর্ত্তি রথে তুলিতে প্রায় ৩টা হইল। যাত্রীগণ বোচ্কা পিঠে বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। জগন্নাথের রথ দুই হাত চলিলেই "রথেচ বামনং দৃষ্টা" হইয়া গেল। অধিকাংশ যাত্রী তখনই বাড়ী ছুটিবে। জগন্নাথের রথে ষোল গাছি দড়ী। রথের চাকাতে করাতের মত এক হাত দেড় হাত লম্বা দাঁতকাটা আছে তাহাতে বালি ভেদ করিয়া চাকা চালিত হয় এবং এ কারণে রথ চালান কঠিন ব্যাপার। তদ্ভিন্ন রথের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড কাঠ ঝুলান থাকে। যাত্রী ছাড়া ক্ষেত্রবাসীগণও নিজে দড়ী ধরিয়া অন্ততঃ এক হাতও জগন্নাথের রথ টানে। তাহাতে রথ এরূপ দ্রুতবেগে ছোটে যে রথের সমক্ষে ঝুলান প্রকাণ্ড কাঠটী ফেলিয়া দিলেও তাহা ডিঙ্গাইয়া গিয়া রথ মানুষের উপর পড়ে এবং তাহাতে সময় সময় মানুষ মারা পড়ে। এ জন্যই শ্রীক্ষেত্রের রথযাত্রা এত ভীষণ ব্যাপার বলিয়া ইউরোপীয়দের কাছে বহুকাল হইতে ঘৃণিত এবং এ জন্যই যাহার উপর রথের ভার থাকে সে কর্ম্মচারীর ঘোরতর বিপদ। আমি এ সকল কথা পূর্ব্বেই পুস্তকে পড়িয়াছিলাম এবং শ্রীক্ষেত্রে গিয়া অবধি শুনিয়াছিলাম। জগন্নাথের রথ যেরূপ সকলে টানিতে চাহে, কিন্তু বলদেব ও সুভদ্রার রথ কেহই টানিতে চাহে না। অতএব প্রতিবৎসর সে দুইখানি রথ টানিয়া লইতে রথযাত্রার প্রায় ৭ দিন সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। আমি আদেশ করিলাম যে বলদেবের ও সুভদ্রার রথ 'গুণ্ডিচা-বাড়ীতে' পৌঁছিলে, তবে জগন্নাথদেবের

রথে দড়ী দিব। ইহাতে যাত্রীদিগের মধ্যে একটা মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। এ কৌশল শুনিয়া অনেকে আবার হাসিয়া আমার চাতুর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রথ টানিবার জন্য জগন্নাথদেবের প্রায় ৩০০০ সহস্র নান্‌কার ভোগী ভৃত্য আছে ইহাদিগকে 'কলা বেঠীয়া' বলে। ইংরাজরাজ্যে অন্যত্র যেরূপ হইয়াছে এখানেও সেরূপ। তাহারা নিষ্কর ভূমি ভোগ করে, কিন্তু রাজার সাধ্য নাই যে তাহাদের আনাইয়া রথ টানাইবেন। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচারীরা এ খবর কেহ রাখিতেন না। আমার একটা কু-অভ্যাস আছে যে এরূপ কোন কার্য্যে নিয়োজিত হইলে তাহার সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া একটী কার্য্য-প্রণালী স্থির করিয়া লই। অতএব আমি পুলিশে আদেশ প্রেরণ করিয়া এই 'কলা বেঠীয়া' মহাশয়দিগের প্রায় ৭০০।৮০০ জনকে রথের সমক্ষে উপস্থিত করাইয়াছিলাম। কাযেই রথ টানাইতে আমার আর বড় কষ্ট পাইতে হয় নাই। আমি প্রথম সুভদ্রার রথে দড়ী দিলাম। ৬ গাছি দড়ী টানিবার জন্য ৬০০ শত লোক নিয়োজিত করিয়া দিলাম। আমি নিজে রথের উপর আসীন। আমি ছাড়াও রথের উপর বহুতর লোক। রথ চলিতে লাগিল। মোহন্তগণ ও যাত্রীগণ আমাকে 'আমানি' ও নানাবিধ ফল খাওয়াইয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। রথের অগ্রভাগে শূন্যে এক অপূর্ব্ব ক্ষুদ্র কাষ্ঠ ঘোটক, তাহার পশ্চাতে সারথি। তাঁহার নাম উড়িয়া ভাষায় 'ডাহুক'। এ 'ডাহুক' মহাশয় 'গীত্য' না গাইলে বেঠীয়ারা কিছুতেই রথ টানে না। তাহার গীত্যও এক অপূর্ব্ব জিনিষ। যত রকমের কুৎসিত গালি আছে তাহা এক ভাণ্ডে ফেলিয়া এবং মন্থন করিয়া এ গীত্যামৃত রচিত। 'ডাহুক' এক এক গীত্য শেষ করিয়া 'কলা বেঠীয়াদের' মা মাসি তুলিয়া গালি দিয়া রথ টানিতে আদেশ করেন, এবং তাহারা সেই গাল খাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া রথ

টানিতে আরম্ভ করে। তাহাতে সময়ে সময়ে ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা আছে। হয়ত রথের সম্মুখের কলা বেঠীয়ারা ডাহুকের মুখের দিকে চাহিয়া খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিতেছে। আর দড়ীর অগ্রভাগে যাহারা আছে তাহারা টান দিয়াছে। ইহার অনিবার্য্য ফলে সম্মুখের লোক গুলি রথের ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যায় এবং সেখানেই হত হয়। আমি এ সকল ভীষণ হত্যা নিবারণের জন্ম রথের দুকোণা হইতে ২টা প্রকাণ্ড দড়ী রাস্তার দুই সীমা পর্য্যন্ত দিয়াছিলাম। উহা কেবল কনেষ্টবলদের হাতে ছিল। ইহার দ্বারা অন্য লোক রথের সম্মুখে আসিবার পথ বন্ধ করিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন রথের দড়ীর মধ্যে মধ্যে কলা বেঠীয়াদের সঙ্গে কনেষ্টবল রাখিয়াছিলাম, এবং আদেশ দিয়াছিলাম যে যতক্ষণ আমি রথ হইতে হুকুম না দিব, ততক্ষণ তাহারা গীত্যের উপর রথ টানিতে পারিবে না। পুলিশদের উপর আরও হুকুম ছিল যে তাহারা নিরন্তর আমার দিকে চাহিয়া থাকিবে এবং আমার ইঙ্গিত মতে রথ টানিবে ও রাখিবে। এরূপ সাবধানতার সহিত রথ চালাইতে লাগিলাম। সে দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সুভদ্রার রথ গুণ্ডিচা বাড়ীতে পৌঁছিল। পর দিন অপরাহ্ণে সেরূপভাবে বলদেবের রথও পৌঁছিল। তৃতীয় দিবস অপরাহ্ণে জগন্নাথদেবের রথে দড়া সন্নিবেশিত করিলে যাত্রী ও ক্ষেত্রবাসী র আসিয়া সে দড়ী ধরিবার জন্ম একটা ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্র উপস্থিত করিল। সে দিন আর কলা বেঠীয়ার আবশ্যক হইল না। ষোল দড়ীতে অনুমান ১৬০০শত লোক ধরিয়া এরূপ বেগে টানিয়া লইল যে ২ঘণ্টার মধ্যে এ রথ গুণ্ডিচা-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। এ রথ চালানই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটজনক, কারণ দড়ীর টান এক দিকে বেশী পড়িলে রথ পথপার্শ্বস্থ কোন বাড়ীতে গিয়া উঠিয়া পড়েন, এবং উহা ভগ্ন না করিলে আর চলিতে পারেন না। এরূপে ২॥ দিনে

৩ খান রথ গুণ্ডিচা-বাড়ীতে পৌছিল। সেখানে আমার জয় জয়কার পড়িয়া গেল, কারণ শ্রীক্ষেত্রের ইতিহাসে এমন সুশৃঙ্খলামতে ও এত শীঘ্র রথ কখনও গুণ্ডিচা-বাড়ীতে যায় নাই।

—o—

গুণ্ডিচা বাড়ী ও ধনীর স্বর্গ।

রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেব যে বাড়ীতে যাইয়া থাকেন তাহার নাম 'গুণ্ডিচা বাড়ী।' উড়িয়া ভাষায় গুণ্ডিচা শব্দের অর্থ কি তাহা জানি না, বোধ হয় বাগান বাড়ী। লোকেরা সচরাচর উহাকে জগন্নাথের শ্বশুর বাড়ী বলিয়া ব্যাখ্যা করে। শ্রীমন্দির হইতে এ বাড়ী অনুমান এক ক্রোশ ব্যবধান। মন্দিরটী অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও বড় সুন্দর। উহা শ্রীমন্দির চতুষ্টয়ের একটী ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং স্থানটী অতি মনোরম। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বৃহৎ পাদপ সমাচ্ছন্ন এবং পশ্চাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। তাহার চারি পাড় প্রস্তরে বাঁধা। বোধ হয় এমন্দির উৎকলের ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতির নির্ম্মিত। রথ এ মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলে তিন মূর্ত্তিকে পূর্ব্ব কথিত প্রকরণে রথ হইতে মন্দিরের বেদীতে স্থাপিত করিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি তিন রথই তৃতীয় দিবসে গুণ্ডিচা-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল। যাত্রীদের ও মোহন্তদের কাছে অশেষ ধন্যবাদ পাইলাম। তাহার কারণ জগন্নাথ যত দিন রথে থাকেন সে কয় দিন খই, চিড়া ইত্যাদি ভাজা জিনিষ মাত্রেরই ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। অন্ন-ভোগ হয় না। কাযেই যাত্রী ও ক্ষেত্রবাসীদের পক্ষে এ কয় দিন অন্ন জোটে না। অতএব রথ পৌঁছিতে যত দেরী হয় তত তাহাদের কষ্ট হয়। শুনিয়াছি এক এক বৎসর ৭ দিনেও রথ গুণ্ডিচা-বাড়ীতে পৌঁছে না এবং জগন্নাথ পথ হইতে শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া যান। কাযেই লোকের কষ্টের সীমা থাকে না।

রথ আসিয়া পৌঁছিবামাত্র গুণ্ডিচা-বাড়ী বৎসরের মধ্যে এ কয় দিন লোকারণ্য হইয়া যায়। যাত্রী ও মোহন্তরা গাছতলায় কাপড়ের আচ্ছাদন টাঙ্গাইয়া এ কয় দিন এখানে বাস করেন এবং অহর্নিশি

সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনের শব্দে গুণ্ডিচা-বাড়ীর উপবন কললায়িত হয়। তখন ইহার এক অপূর্ব্ব শোভা হয়। অন্য সময় নির্জ্জনতা আর এক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শোভা বিকাশ করে। এ কয় দিন মালপো ভোগের বড় ধুম পড়িয়া যায় এবং সময়টী বড় আনন্দে অতিবাহিত হয়। আমি দুই বেলা তত্ত্বাবধানের জন্য যাইতাম এবং আনন্দে উৎসবে হৃদয় চরিতার্থ করিয়া গৃহে ফিরিতাম। এরূপ সুচারুভাবে রথযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমার বাড়ীতে প্রত্যহ কত মহাপ্রসাদের নানা বিচিত্র ভোগপূর্ণ ডালি আসিয়াছিল।

চারি দিন পরে উল্টা রথের পর্ব্ব আসিল। আবার পূর্ব্ববৎ প্রথম দিনে সুভদ্রার, পর দিন বলদেবের রথ শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে নীত হইল। তৃতীয় দিবস ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে জগন্নাথদেবের রথ সেখানে উপস্থিত হইল। এখানে একটু ঘোরাল রকমের রঙ্গ হইয়া থাকে। জগন্নাথের সেবাদাসীগণ—শ্রীক্ষেত্রে তাহাদিগকে 'মাহুরী' বলে—সিংহদ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া জগন্নাথদেব ৭ দিন কোথায় ছিলেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পক্ষ হইতে কৈফিয়ত তলব করেন। লক্ষ্মী ঠাকুরাণীও এ সময় মন্দির হইতে বহির্গতা হইয়া সিংহদ্বারের পার্শ্বে প্রাচীরের উপর বিরাজ করেন। পাণ্ডাগণ জগন্নাথদেবের পক্ষ হইতে মানিনী লক্ষ্মী-দেবীর কাছে এ কৈফিয়ত পেশ করেন যে গরিব বেচারী আর কোথাও যান নাই, কেবল পতিত উদ্ধার করিতে গিয়াছিলেন। তখন মাহুরি ঠাকুরাণীরা জয়দেব ঠাকুরের গীত গোবিন্দ কিছুক্ষণ অপূর্ব্বভাবে গাহিয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দেন। তখন পতিতপাবন ৭ দিবস পতিত উদ্ধার করিয়া স্বমন্দিরে প্রবেশ লাভ করেন। তাঁহাদিগকে রত্নবেদীর উপর স্থাপিত করিবার পর আবার কিছুক্ষণ মাহুরি ঠাকুরাণীরা জয়দেব গোস্বামীর মুণ্ডপাত করেন। সে সঙ্গীত যে একবার

শুনিয়াছে তাহার আর কলিকাতায় উড়িয়াদের ঝগড়া দেখিবার সাধ হইবে না।

মূর্ত্তিত্রয় বেদীস্থ হইলে আমার উপর চারিদিক হইতে আর এক প্রস্থ জয় জয়কার ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল। সকলে মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন এমন সুচারুরূপে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা কখনও সম্পাদিত হয় নাই। এমন কি রাণীমাতা পর্য্যন্ত অন্তঃপুর হইতে তাঁহার আনন্দ ও আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। একদিকে মাহুরিদিগের সে বিচিত্র সঙ্গীত, অন্য দিকে সে বিচিত্র উৎকল ভাষায় আমার অজস্র প্রশংসা ও কোলাকুলির মধ্যে আর এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিল। রথের সময়টি শ্রীক্ষেত্রে ওলাদেবীর আবির্ভাবের একটী বিশেষ সময়—মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলেও চলে। সেজন্য এবং অন্নপ্রাশনের অন্ন উত্থানকারী নানাবিধ গন্ধ সম্বলিত যাত্রীব্যূহ ভেদ করিয়া আমাকে যাতায়াত করিতে হইত বলিয়া একটি ক্ষুদ্র লেভেণ্ডারের শিশি আমার পকেটে থাকিত। কোলা-কুলির ও সাদর অভ্যর্থনার মাত্রার কিঞ্চিৎ আধিক্যবশতঃ উহা আমার পকেট হইতে পাথরের উপর পড়িয়া সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া সৌরভ ছড়াইল। উৎকলবাসীরা গঞ্জিকাদেবীর সেবক, কিন্তু তাঁহারা তস্য সপত্নী সুরাদেবীর ঘোরতর বিদ্বেষী। লক্ষ্মী স্বরস্বতীর কৃপা একসঙ্গে কাহারও প্রতি হয় না। তাহারা দেখিল ভাঙ্গিয়াছে যাহা তাহা এক বিলাতী শিশি এবং গন্ধ যাহা ছুটিয়াছে তাহাও বিলাতী। গঞ্জিকাদেবীর সৌরভের সঙ্গে তাহার বড় সাদৃশ্য নাই। কাযে কাযে তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে উহা তাঁহার সপত্নী সুরাদেবীই হইবে। গঞ্জিকা সেবকদিগের দেব-তার মন্দিরে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ। অতএব আমার যে তখন কি শোচনীয় অবস্থা হইল তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। উড়িয়ারা সকলে নাসিকা আপন আপন তৈল হরিদ্রা মিশ্রিত সুগন্ধযুক্ত বসনের

দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া আমার ধৃষ্টতায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। কেবল মোহন্ত নারায়ণদাস আসিয়া আমাকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি ক্রোধান্ধ গঞ্জিকা সেবকদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে উহা বিলাতী সুরা নহে বিলাতী সুরভি। তখন অনেকে স্বীয় বস্ত্রে সেই নিষিদ্ধ পদার্থটী লাগাইবার জন্য একটা ঠেলাঠেলি মারামারি লাগাইয়া দিলেন এবং আমি এ অবসরে অব্যাহতি লাভ করিয়া ১২ দিবসের ঘোরতর পরিশ্রমে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রথযাত্রা শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

রথ ফুরাইল। ১২ দিবসের চিন্তায় ও পরিশ্রমে শরীর ও মন অবসন্ন। একদিন অপরাহ্নে এ অবস্থায় আমার বাঙ্গলার সম্মুখে সমুদ্রের তীরে একখানি বেঞ্চে বসিয়া অনন্ত সমুদ্রের অনন্ত শোভা ও সান্ধ্য-রবিকরে অনন্ত লহরীর অনন্ত লীলা দেখিতেছি। আমি প্রায়ই প্রভাত ও অপরাহ্ন এবং জ্যোৎস্না রাত্রির অর্দ্ধাংশ সমুদ্র তীরে বেড়াইয়া ও এখানে বসিয়া কাটাইতাম। পার্শ্বে বসিয়া আছেন চট্টগ্রামের প্রধান ধনী ব্যবসায়ী। তাঁহার জন্মস্থান পূর্ব্ব বাঙ্গালা। চট্টগ্রামে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের একটা সামান্য আড়ত বা কারবারের স্থান ছিল। তিনি ১৭।১৮ বৎসর বয়সে তাহার ভার প্রাপ্ত হইয়া চট্টগ্রামে আসেন এবং চট্টগ্রাম স্কুলের এন্‌ট্রেনস্‌ ক্লাসে আমাদের সঙ্গে পড়েন। কি শুভক্ষণে তাঁহার ও আমার সাক্ষাৎ হয়, প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে পরম বন্ধুতা হয়। তিনি দেখিতে খর্ব্বাকায় হইলেও সুন্দর। বিশুদ্ধ গৌর বর্ণ, সুগোল মুখ, সে মুখে সুন্দর হাসি। সেই প্রথম দিনই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই, কি জানি কেন সকল ছাত্রের দিকে চাহিয়াই আমার কাছে আসিয়া বসেন, এবং তখনই আমার সঙ্গে আলাপ করেন। দু'চার কথার পরই উভয়ে উভয়ের দিকে এত আকৃষ্ট হই যে একটার সময়

বিশ্রামের জন্য আধ ঘণ্টা ছুটী হইলে, তিনি আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্কুলের দরওয়ানের ঘরে লইয়া যান এবং তাঁহার জন্য রূপার রেকাবিতে যে জল খাবার প্রস্তুত ছিল, তাহা হইতে সর্ব্বাগ্রে আমার মুখে একটা সন্দেশ তুলিয়া দেন। উভয়ে নানা গল্প করিতে করিতে বড় আনন্দে জল খাবার খাই এবং সেই দিন হইতে পরস্পরের মধ্যে এমন বন্ধুতা হয় যে স্কুলে তিনি প্রায়ই আমার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত থাকিতেন। খেলার সময় আমি খেলিতাম, তিনি দাড়াইয়া তামসা দেখিতেন। আমি যেরূপ খেলা-প্রিয়, তিনি তেমনই সেই বয়সে ব্যবসায়-প্রিয়। আমি চঞ্চল, তিনি শান্ত। তিনি খেলা কাহাকে বলে জানিতেন না। তাঁহার আমোদ আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া কি বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার ব্যবসায়ের গল্প করা। চাউলের কারবার, ডালের কারবার, তেলের কারবার, এরূপে কত কারবারের কথাই বলিতেন এবং আমার মত জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি মত দিব দূরের কথা, ছাই ভস্ম কিছুই বুঝিতাম না! উভয়ের মধ্যে বাল্যকালে এই যে বন্ধুতা হয়, উহা তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সমান ভাবে থাকে। বাল্যকালের বন্ধুতার মত এমন স্থায়ী আর কিছুই বুঝি এ অস্থায়ী জগতে নাই। কয়েক মাস পরে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া আমি কলিকাতায় চলিয়া যাই। তিনি পাশ হইয়াছিলেন কি না স্মরণ নাই। তিনি স্কুল ছাড়িয়া ব্যবসায় প্রবেশ করেন। আমি কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিলে তিনি আমার সঙ্গে প্রায় দেখা করিতে আসিতেন এবং পূর্ব্ববৎ তাঁহার ব্যবসায়ের গল্প করিতেন। আমি যখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া চট্টগ্রামে বদলি হইয়া আসিলাম, তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তখন তিনি কারবারের এতদুর উন্নতি করিয়াছেন, যে তখন তিনি চট্টগ্রামের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী।

এক দিন যে চট্টগ্রামের নদী দেশীয় সদাগরদের স্লুপে (ছোট ছোট জাহাজে) এবং নদীতীর তাহাদের ব্যবসায়ের স্থানে পূর্ণ ছিল, এখন তাহা স্বপ্নবৎ অদৃশ্য হইয়াছে এবং দেশের সমস্ত বাণিজ্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ অধিকার করিয়াছে। তাহাদের প্রতিযোগিতায় দেশীয় বাণিজ্য ও বণিক ধ্বংস হইয়াছে। একমাত্র বন্ধুই তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে ইউরোপীয়ান বণিকেরা তাঁহার প্রতি বড় সুপ্রসন্ন ছিল না। ইহারা এরূপ স্বার্থপর যে তাহাদের বণ্যার মত ধনস্রোত বৃদ্ধির পথে, একটা সামান্য কণ্টকও তাহারা সহ্য করিতে পারে না। তবে বন্ধুবর যেমন অতিশয় চতুর ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন, ব্যবসায়ে তেমনি মন্ত্রসিদ্ধ। তাহাতে বিচক্ষণ প্রৌঢ় লালচাঁদ তাঁহার মন্ত্রী ও অংশী। তথাপি ইউরোপীয় বণিকদের ষড়যন্ত্রে তিনি ঘোরতর বিপদস্থ হইলেন।

সেই সময়ে চট্টগ্রামে একজন ফরাসি বণিক ছিল। তাহার ব্যবসায় সামান্য বলিয়াই হউক কি ফরাসি জাতির প্রকৃতিবশতই হউক সে বাঙ্গালীদের সঙ্গে বড় মিশিত। এক দিন সে শিকারে যাইবার সময়ে তাহার কার্য্যের ভার বন্ধুর হস্তে দিয়া যায়। কোথা হইতে একটা টেলিগ্রাম তাহার নামে আসে, এবং বন্ধু তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার উত্তর দেন। কিন্তু সে উত্তরে তিনি তাহারই নামে লিখিয়া দেন। তাহার স্থলে তিনি দিতেছেন এরূপ লেখেন না। সে ফিরিয়া আসিয়া সে টেলিগ্রামের মুসাবিদা দেখিয়া বলে যে তিনি তাহার নাম জাল করিয়াছেন। তাহাকে ২৫০০০ টাকা না দিলে সে তাঁহার নামে জালিয়াতের নালিস করিবে। যে ধনী তাহার মত ধনের কাঙ্গাল এই পৃথিবীতে আর কেহ নাই। ২৫০০০ টাকা দূরের কথা, ২৫ টাকা দেওয়া বন্ধুর পক্ষে অসম্ভব কার্য্য। তিনি অসম্মত হইলেন। এই সুযোগ

পাইয়া চট্টগ্রামের সমস্ত ইউরোপীয়ান বণিক ও রাজকর্ম্মচারী ষড়যন্ত্র করিয়া বন্ধুর নামে উক্ত জালের জন্য ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থিত করে। বন্ধু আসিয়া কাঁদিয়া আমার গলায় পড়েন। আমার বিষম সমস্যা। এই মাত্র লালচাঁদের সাহায্য করা ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যের জন্য আমি কর্তৃপক্ষীয়দের বিষচক্ষে পড়িয়াছি। লালচাঁদের মোকদ্দমায় তাঁহারা ঘোরতর অপমানিত হইয়া আমার প্রতি ব্যাঘ্রবৎ ক্ষেপিয়া রহিয়াছেন। আমাকে কোনওরূপ ফাঁকে পাইলেই আমাকে গ্রাস করিবেন। এদিকে আমার একজন আবাল্য বন্ধু বিপদগ্রস্ত। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে মোকদ্দমা কিছুই নহে। তিনি নিশ্চয় অব্যাহতি পাইবেন। আমি তখনও পার্শনাল এসিসট্যাণ্ট। যদি কর্তৃপক্ষীয়েরা টের পান—এ কথা ছাপা থাকিবে না—যে আমি তাঁহার সাহায্য করিয়াছি, তবে আমার নিজের বিপদের সীমা থাকিবে না। কিন্তু তিনি কিছুই শুনিলেন না। তিনি আমার পায়ে পড়িতে চাহিয়া বলিলেন—"তুমি আমাকে রক্ষা না করিলে আমার এবার রক্ষা নাই। আমাকে নিশ্চয় সমস্ত ইংরাজ মিলিয়া জেলে দিবে।" তাঁহার মন্ত্রী লালচাঁদও আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন—"আমি আপনার পিতার বয়সী ও পিতার বন্ধু; আমি আপনার পায়ে পড়িতে পারি না। কিন্তু আমাকে যেমন রক্ষা করিয়াছেন, আপনার বন্ধুকেও সেইরূপ রক্ষা করুন! সমস্ত দেশ ইহার শত্রু হইয়াছে।" তাহার কারণ আছে। বন্ধু চট্টগ্রামের প্রধান মহাজন। পূর্ব্বেকার মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, উহা সুপথ হইলেও এখনকার মহাজনেরা যে পথগামী, তাহার তুল্য ঘৃণিত পথ আর দ্বিতীয় নাই। ইহাতে কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়। কাজেই লালচাঁদ ভিন্ন দ্বিতীয় নাই যে বন্ধুর পার্শ্বে দাঁড়াইবে। লালচাঁদও একে আপনার স্বার্থ না দেখিয়া পা ফেলিবার পাত্র নহেন। তাহাতে আপনি প্রাণে

প্রাণে রক্ষা পাইয়া এখন ঘোরতর সাহেব ভীতিগ্রস্ত। আমার সঙ্গে যে কথা কহিতেছেন পাছে কেহ শুনে বরাবর এ দিক সে দিক দেখিতেছেন। বন্ধুর অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভাসিতেছে। কি করিব, আবার বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। সমস্ত চট্টগ্রাম তোলপাড় এবং একটা আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছে। বন্ধুর বিপদে কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী, সকলেই সন্তুষ্ট। সকলের মুখে এক কথা—"বেটার এবার শিক্ষা হইবে। বেটা কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ভিটাশূন্য করিয়াছে।" তাঁহার কোনও রূপ সাহায্য করিতে বন্ধু অবন্ধু সকলেই আমাকে নিষেধ করিল। সকলে বলিল যে ইংরাজেরা ইহার উপর যেরূপ খড়্গাহস্ত হইয়াছে তাঁহার সাহায্য করিলে সে খড়্গ আমার মাথায় পড়িবে। আমিও তাহা জানিতাম। যাহা হউক চট্টগ্রামের একজন প্লিডারের দ্বারা মোকদ্দমা আমি চালাইতে লাগিলাম। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার গৃহে ইহার পরামর্শ চলিতে লাগিল। অন্য দিকে স্বয়ং কমিশনার বণিকদলের সেনাপতি। যদিও আমরা দেখাইলাম যে মোকদ্দমা কিছুই নয়, উক্ত ফরাসি বণিকের নাম স্বাক্ষর করাতে বন্ধুর কোনরূপ কুঅভিসন্ধি ছিল না, এবং তদ্দ্বারা সে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, অতএব এরূপ স্বাক্ষর করা আইনমতে জাল হইতে পারে না, তথাপি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা সেসনে পাঠাইলেন। বন্ধু একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিনরাত্রি রোদন। আশ্চর্য্য যাহার ব্যবসায়ে এত সাহস তাহার বিপদে এত ভয়! এবারও মিষ্টার মনোমোহন ঘোষকে আমি নিযুক্ত করিয়া আনিলাম। বলিয়াছি মোকদ্দমা কিছুই নহে, সেসনে বন্ধু সহজে অব্যাহতি পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আমার গলায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত কৃতজ্ঞতার কথা, তাঁহার জীবন ও জীবনাধিক সম্মান ও সম্পত্তিরক্ষার কথা বলিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে আমার সেই পিতৃব্য মহাশয়কে রক্ষা করিতে গিয়া শেষে আমি এ সকল দেশহিত ও লোকহিতের ফলে ঘোরতর বিপদস্থ হইলাম। বলা বাহুল্য তখন লালচাঁদ কালাচাঁদদের মূর্ত্তিও দেখি নাই। বন্ধুর সঙ্গে কখনও ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ হইলে দুটা শুষ্ক সহানুভূতির কথা বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেন, পাছে তিনি কর্ত্তৃপক্ষীয়দের বিষ চক্ষে পড়েন। হায় রে সংসার! যাহা হউক সে বিপদের পর বদলি হইয়া পুরীতে আসি। এই রথযাত্রার সময়ে বন্ধু এই সুযোগ বুঝিয়া সপরিবার জগন্নাথ দর্শনে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ঠিক পূর্ব্বের মত ব্যবহার করি। এই কয়েক দিন তিনি ছায়ার মত আমার সঙ্গে থাকিয়া অত্যন্ত সম্মান ও সুবিধার সহিত সপরিবার মেলা দর্শন করিতেছেন। এ সময়ে ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজারা আসিলেও এরূপ সম্মান পান না, এবং এরূপ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দর্শন করিতে পারেন না। সমস্ত পুলিস তাঁহার আজ্ঞাবহের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। এ সময়ে পুরীস্থ এক বন্ধুর পুত্রের বিবাহেও তিনি রাজসম্মানে নিমন্ত্রিত হইয়া নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি কাল চলিয়া যাইবেন। অতএব বিদায় লইতে আসিয়া আমাকে গৃহে না পাইয়া সমুদ্রের তীরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ আমার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। আমার ব্যবহারে তাঁহার হৃদয়—এ সম্প্রদায়ের যদি হৃদয় থাকে—যেন একটু স্পর্শ করিয়াছে। তিনি আমার কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া শেষে বলিলেন—"তুমি বড় খর্চ্চি, যাহা পাও তাহাই খরচ কর। এখন হইতে তুমি আমার কাছে তোমার বেতন পাওয়া মাত্র ১০০ টাকা পাঠাইয়া দিবে। আমি আমার টাকার সঙ্গে মহাজনি করিয়া তোমাকে কিছু টাকা করিয়া দিব।" আমি বলিলাম— "তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা ঠিক। যাহা পাই, তাহাই খরচ হইয়া

যায়, কিছুই থাকে না। তাহার কারণ ভগবান আমার স্কন্ধে অনেকগুলি পরিবারের ভার অর্পণ করিয়াছেন। আমি অপব্যয় বড় কিছু করি না। যাহা হউক তুমি যদি আমার এই সাহায্যটুক কর, তবে আমি বড়ই উপকৃত হইব। আমি সংসারে বড়ই নিঃসহায়। ভাইগুলি এখনও শিশু, কখনও যে মানুষ হইবে, সে বিশ্বাসও নাই। খুড়তত ভাইটীও নির্ব্বোধ ও সংসারজ্ঞানহীন, সিকি পয়সার সাহায্য করে এমন এ জগতে আমার কেহ নাই।" আমি কথাগুলি এরূপ হৃদয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সহিত বলিলাম যে তাঁহার প্রাণ যেন আরও দ্রব হইল। উভয়ে কিছুক্ষণ আপন আপন হৃদয়ের আবেগে নীরবে সিন্ধু পানে চাহিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার ছায়ায় সমুদ্রের দৃশ্য কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণই হইয়াছে। সেই গাম্ভীর্য্যের ছায়া যেন আমার হৃদয়েও পড়িয়াছে। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"তোমার মত এই হৃদয় চট্টগ্রামে কাহার আছে? এখনকার দিনে তোমার বড় লোকেরা পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে অন্ন দিতেছে না। আর তুমি এতগুলি দরিদ্র পরিবার প্রতিপালন করিতেছ। কাজেই কিছু থাকে না। যাহা হউক এ অতি সামান্য সাহায্য। আমি তোমার এ সাহায্য করিব।" উভয়ে বাল্যকালের মত গলাগলি করিয়া উভয়ের কাছে, সেই সমুদ্র সৈকতে বিদায় হইলাম। ইহার কিছু কাল পরে স্ত্রীর হাতে কিছু টাকা হইলে, আমি বন্ধুবরের কাছে তাঁহার প্রতিশ্রুতিমতে উহা তাঁহার কাছে পাঠাইতে চাহিলাম। তাঁহার উত্তর পাইয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহার কারবারের অবস্থা শোচনীয়। মহাজনিতে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। অতএব আমার টাকা লইয়া তিনি মহাজনি করিতে স্বীকৃত নহেন, কারণ টাকা মারা যাইতে পারে!! বলা বাহুল্য কথাগুলি ছলনামাত্র। তখন তাঁহার কারবার সমুদ্রমুখী

নদীস্রোতের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল এবং তিনি জমিদারীর পর জমিদারী জলের মূল্যে মহাজনির ফাঁদে ফেলিয়া কিনিতেছিলেন। হা সংসার!! আমি কেবল তাঁহার আশৈশব বন্ধু নহি। তাঁহার ঘোরতর বিপদের দিনে আত্ম-বলিদান দিয়া কেবল তাঁহাকে রক্ষা করি নাই, কেবল শ্রীক্ষেত্রে তাঁহাকে রাজ-সম্মান প্রদান করি নাই, চট্টগ্রামে সাত বৎসর চাকরী করিবার সময় এমন বিষয় নাই, তিনি আমার পরামর্শ লইতেন না, এমন দিন নাই আমার দ্বারা তাঁহার কিছু না কিছু কার্য্য করিয়া লইতেন না। তাঁহার কত দরখাস্ত, কত গুরুতর চিঠি পত্র লিখিয়া দিয়াছি। কত বিষয়ে কত প্রকার যথাসাধ্য তাঁহার উপকার করিয়াছি। কোনও দিন প্রতিদান চাহি নাই। তিনি অযাচিত এই সামান্য সাহায্যটুকু করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও এরূপে তাঁহার সামান্য স্বার্থের ক্ষতি হইবে বলিয়া তীর্থস্থানের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন। আমি বিদেশে জীবন অতিবাহিত করাতে সময়ে সময়ে আমার নির্ব্বোধ ভ্রাতাদের কল্যাণে তাঁহার কাছে টাকা ধার করিতে হইয়াছে। এ টাকার তিনি এক পয়সা সুদ কখনও ছাড়েন নাই। কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া লইয়াছেন। খৃষ্ট এ জন্যই বুঝি বলিয়াছেন—"উট সূচের ছিদ্র দিয়া যাইবে তাহাও সম্ভব, তথাপি ধনী স্বর্গে যাইতে পারিবে না।"

গরুড় সংবাদ।

শ্রীক্ষেত্রে সে সময়ে একজন 'পেন্‌সেন' প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি একটী অপূর্ব্ব জীব। শুনিয়াছি কর্ম্মে থাকিতেও পাঁচ রকমে বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ৩০০ কি ৪০০ শত টাকা পেনসেন পাইতেন। ইহাও পূর্ণ মাত্রায় সঞ্চিত হইত। তিনি সেখানে একজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাহাতে এবং মোহন্ত হইতে প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু আদায় করিয়া তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে পর্য্যন্ত সম্পর্ক ছিল না। স্ত্রীকে মাত্র তার পিত্রালয়ে ১০৲ টাকা করিয়া পেন্‌সেন পাঠাইতেন। এরূপ পাপিষ্ঠ বলিয়া শুনিয়াছি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র তাঁহার সঞ্চিত অর্থের এক পয়সাও স্পর্শ করিতেন না। খর্ব্বাকৃতি, তৈলাক্ত, মসৃণ মূর্ত্তি। দেখিলেই বোধ হইত যেন কবিকঙ্কণের মূর্ত্তিমান ভাড়ুদত্ত। তাঁহার শ্রীক্ষেত্রবাসের উদ্দেশ্য ছিল জগন্নাথদেবের সেবা নহে, ম্যাজিষ্ট্রেটের সেবা। শুনিয়াছি যাবজ্জীবন সাহেব সেবাই তাঁহার ব্যবসায় ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট মফঃস্বল হইতে আসিবেন। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিদাঘ মধ্যাহ্নে রবিকরে প্রতপ্ত বালুকা সৈকতে রাস্তার পার্শ্বে ঘণ্টার গরুড়ের মত করযোড়ে দণ্ডায়মান আছেন। এ জন্য তাঁহার নাম আমি গরুড় রাখিয়াছিলাম। তাহার পর হইতে শ্রীক্ষেত্রে তিনি এই নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের রায় বাহাদুর অপেক্ষা কি এই উপাধিটী মন্দ? অধিকাংশ রায় বাহাদুর রাজা মহারাজা বাহাদুরইত এইরূপ গরুড়। তাঁহার এ তপস্যার উদ্দেশ্য আর কিছু নহে। কেবল ম্যাজিষ্ট্রেট অশ্বারোহণে যাইবার সময় তিনি ধনুকাকারে একটী সেলাম দিবেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া একটী কথা কহিবেন। অতএব বলা

বাহুল্য ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার বেশ একটুক ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি প্রায়ই তাহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাহাতেও তাঁহার বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন হইত। কারণ উড়িয়াদের কাছে তিনি বলিতেন সাহেব তাঁহার হাতের পুতুল। তিনি যাহা বলেন সাহেব তাহাই করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের প্রভুরা সর্ব্বত্র এরূপ সৎপাত্রেরই হাতের পুতুল। তাহাদিগকে বশীভূত করিবার এরূপ গরুড়ত্বই অমোঘ অস্ত্র। এই এক শিক্ষার অভাবেই এ দাসত্ব জীবনে কত দুর্গতিই ভোগ করিলাম।

আমি শ্রীক্ষেত্রে প্রথমতঃ ইঁহার অভিভাবকত্বেই উপস্থিত হই। তিনি আমাকে করায়ত্ত করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত কৌশল বিস্তার করেন। আমিও তাহাতে কথঞ্চিৎ মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু এক মুহূর্ত্তে আমার সে মোহ ঘুচিল। একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার বাসায় বসিয়া আছি, একটী উড়ে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"আমি মোকদ্দমা হারিলাম, আমার টাকাগুলো ফেরৎ দিন।" আমি পার্শ্বে বসিয়াছি, গরুড় মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি তাহাকে বলিতেছিলেন—"যা! যা! এখন নয়; আর এক সময়।" তাহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য চাকর ডাকিতে লাগিলেন। উঠিয়া যাইবার সময় আমি দেখিলাম যে সে সেদিন বেঞ্চের এক মোকদ্দমার আসামী ছিল। গরুড় তাহাকে খালাস দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা না শুনিয়া অন্য এক অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে একমত হইয়া তাহাকে শাস্তি দিয়াছিলাম। আমি গরুড়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ লোকটী সে আসামী না? এ কি টাকা ফেরত চাহিতেছিল?" তিনি তথমত খাইয়া বলিলেন—"তুমি নূতন আসিয়াছ। শ্রীক্ষেত্রের লোক যে কত দুষ্টামি জানে তাহা কি বলিব।" আসল

কথাটি কি আমি বুঝিলাম, এবং পরদিন স্থানীয় বন্ধু লোকনাথ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম যে উহাই গরুড়ের উপজীবিকা, এবং তাহা ছাড়া কোন মোহন্ত হইতে তাহার মাসের চাল, কোন মোহন্ত হইতে দাল, ঘোড়ার দানা ইত্যাদি সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য মাসিক বৃত্তির স্বরূপ আদায় করিয়া থাকেন। তিনি নারীজাতিকে ঘৃণা করিতেন, কাজে কাজেই অন্তরূপেও তাঁহার চরিত্র পশুবৎ ঘৃণিত। আমি সেই দিন হইতে আর তাঁহার দ্বার স্পর্শ করিতাম না। এবং তিনিও তাহা বুঝিয়া সে দিন হইতে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই একটী বিষয় বলিতেছি।

মন্দিরের কার্য্যাবলীর উন্নতির জন্য আমি একটী কমিটি গঠিত করিয়াছিলাম। তাহাতে এ নরাধম এবং কয়েকজন শ্রীক্ষেত্রের অগ্রণী মোহন্ত ও জমিদার সভ্য ছিলেন। একদিন আমরা কি একটা গুরুতর বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সেই খাণ্ডেশ্বরীপ্রিয় 'পেট্রিয়ট্' ডেপুটী মহাশয় উপস্থিত হইয়া তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষায় ইতর রসিকতা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"You are fond of craking jokes in season and out of season" অর্থ—"আপনি সময় অসময় না বুঝিয়া রসিকতা করেন।" তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চলিয়া গেলেন এবং তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গরুড় ছুটিলেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় মহানন্দ আমার বাসায় আসিয়া বলিল—"তুমি ডেপুটি——বাবুকে কি অপমান করিয়াছ? গরুড় তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতেছিল এবং বলিতেছিল—'নবীন বাবু তোমার অপমান করেন নাই। আমার অপমান করিয়াছেন।' ডেপুটী বাবুটী যে ভারি চটিয়াছেন।" আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"কে?

আমি তাহাদিগের তো কোন অপমান করি নাই।" মহানন্দ বলিল—"দুটিই ভয়ানক লোক, অতএব ডেপুটী বাবুর বাসায় গিয়া ব্যাপারখানি কি জানিয়া আসা ভাল।" তখন আমরা দুই জনেই ধাম্মেশ্বরীবল্লভের আড্ডায় উপস্থিত হইলাম। সুসৌরভে বুঝিলাম যে ইতিমধ্যেই তিনি দেবীর অধরসুধা দুই এক পাত্র টানিয়াছেন। মহানন্দ কথা তুলিলে তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমি বুড়া হাবরা, লেখাপড়া কিছুই জানি না, আপনারা অতি বর লোক, B A পাশ কর্ছেন, আমাকে তো গাইল দিতে পারেনই।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"আমি আপনাকে কি গালি দিয়াছি?" তিনি উত্তর করিলেন—"গাল দেওয়ার বাকী রাকছেন আর কি? আমাকে cracked অর্থাৎ fool ডাকছেন।" মহানন্দ উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। তিনি ভারি চটিলেন এবং বলিলেন—"তুমি যে হাঁস্ দিলা?" তখন মহানন্দ বলিলেন—তিনিত আপনাকে cracked বলেন নাই, cracking jokes বলেছেন।"

তিনি—হেইডা আবার কি?

ম—Cracking Joke মানে ঠাট্টা করা।

তিনি—ওইত গোল লাগাইছেন। আমি তো তা জানি না। আমিত আপনারগো মত বি, এ, এম এ পাশ করি নাই।

ম—এখনত জান্‌লেন। তবে আর বিরক্ত হবার কথা কিছু নাই।

তিনি—কিন্তু একটা গোল লাগ্‌ছে। বোধ হয় গরুড় এতক্ষণে এ কথা আরমষ্ট্রঙ্গ সাহেবের কাণে তুল্‌ছে।

মহানন্দের মুখ মলিন হইয়া উঠিল। আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। আমি তখনই উঠিলাম। তখন ধাম্মেশ্বর মহাশয় আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"গোস্বা হবেন না, যা হবার তাত হইছে, এখন যাতে এটা মিটে তাই করুন।" মহানন্দ বলিল—"আপনি

সকালে আরমষ্ট্রঙ্গের কাছে এক পত্র লিখুন যে আপনার বুঝিতে ভুল হইয়াছিল।" তিনি তখন তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে পত্র লিখিয়া আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু পর দিন সমস্ত প্রাতঃকাল গেল, তাঁহার কোন সাড়া শব্দ নাই। কাছারিতে আসিয়া তিনি মহানন্দকে বলিলেন যে গরুড় বলে যে আমি এরূপ লিখিলে সাহেব মনে করিবে যে আমি ইংরাজী Grammarটাও (ব্যাকরণটা) জানি না। এমন সময় Armstrong হইতে আমার কাছে এক চিঠি আসিয়া উপস্থিত যে তিনি শুনিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছেন আমি প্রকাশ্য সভায় ডেপুটি মহাশয়কে cracked ডাকিয়া অপমান করিয়াছি। আমি তখন তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া লিখিলাম। সাহেবও আমার উত্তর পাইয়া উচ্চ হাসি হাসিলেন এবং আমার পত্রখানি ডেপুটী বাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার 'গ্রামারের' অজ্ঞতা আমি সাহেবের কাছে এরূপে বিদিত করিয়াছি বলিয়া তিনি আমার উপর এরূপ চটিলেন যে আমার গ্রামারজ্ঞ মুখ আর তিনি কখনও দর্শন করেন নাই। পরে শুনিলাম যে গরুড় আরমষ্ট্রঙ্গকে এ কথাটি পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন এবং সাহেবকে বুঝাইয়াছিলেন যে পুরী রাজার মোকদ্দমায় তিনি আমাকে এত বাড়াইয়াছেন বলিয়া আমি মানুষকে মানুষ জ্ঞান করিতেছি না এবং এত বড় একটা বুড়া ডেপুটির অপমান করিয়াছি।

সুহৃদ্বর লোক নাথ রায় তাঁহার পুত্রের বিবাহে আমাকে কার্য্যাধক্ষ করেন। জগন্নাথদেবের মন্দিরের পার্শ্বে একটি বিস্তৃত বিতানে আর একটী সুন্দর আসর নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম এবং গঞ্জাম ও কলিকাতা হইতে ভাল ভাল গায়িকা ও নর্ত্তকী আনাইয়াছিলাম। কলিকাতার গায়িকা ও নর্ত্তকীরা এ অঞ্চলে আর কখনও আসে নাই। স্মরণ হয় সাত দিন ব্যাপিয়া পুরী সহর নৃত্যগীতে ও নানাবিধ আমোদে পূর্ণ ছিল। সেই

আসর ও নৃত্যগীত লইয়া সমস্ত পুরী জেলায় একটা হুলুস্থুল পড়িয়াছিল। একদিন 'বড় ডাণ্ডের' পার্শ্বে একজন ডেপুটীর বাসায় বসিয়া আছি, আর কয়েকটী উড়ে রাস্তা দিয়া গাইতে গাইতে বলিতেছে,—"নবীন বাবু কলিকাতা ঠু জোড়ে মাইকিনা আনুছন্তি। আর ছে মানে গাউন্তি—আয়লো অলি! কুসুম তুলি, ভরিয়ে ডালা। এ কোন্ যো!" অর্থ নবীন বাবু কলিকাতা হইতে দুটি নর্ত্তকী আনাইয়াছেন, আর তারা গায়—আয়লো অলি ইত্যাদি—এ আবার কি?" এক রাত্রিতে আর্মষ্ট্রঙ্গ ও অন্যান্য সাহেব-দিগের নিমন্ত্রণ ছিল। উনপঞ্চাশ আর্মষ্ট্রঙ্গ বিলক্ষণ সুরেশ্বরীর সেবা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহাতে নটেশ্বরীদিগের নৃত্যে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া যে ফুলের মালা তাঁহার গলায় দেওয়া হইয়াছিল, নাচিতে নাচিতে যেই নর্ত্তকীরা তাঁহার সম্মুখে আসিল, তিনি সে মালা খুলিয়া তাহাদের একজনের গলায় পরাইয়া দিলেন, আর প্রায় ৫০০০ হাজার উড়িয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তিনি কিছু অপ্রতিভ হইয়া আমার হাতে আর এক ছড়া মালা দিয়া বলিলেন—"তুমি এ মালা অন্য নর্ত্তকীকে দিবে।" নর্ত্তকীরা যখন আবার নাচিতে নাচিতে আমাদের কাছে আসিল আমি তদনুসারে 'By order' বা হুকুম বলিয়া সে মালা দ্বিতীয়ার গলায় পরাইয়া দিলাম। সম্প্রতি পার্শন্তাল এসিসট্যান্টের পদ হইতে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছি, কাজেই 'বাই অর্ডারটী' আমার বেশ অভ্যাস ছিল। এবার স্বয়ং সাহেব পর্য্যন্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে 'নব যৌবনের' মেলা উপস্থিত। বলিয়াছি সিংহ দ্বারের ভীড় থামিলে আমি দর্শন দ্বারের দক্ষিণ ধারে সিঁড়ির উপর বসিয়া ছিলাম, এমন সময় পদ্মনাভ ঘুঁটিয়া শ্রীক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা আসিয়া আমাকে বলিল যে কলিকাতার নর্ত্তকীদিগকে রাজার কর্ম্মচারীরা

গুরুতররূপে প্রহার করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। আমি সিংহদ্বারের দিকে চলিলাম এবং যাইতে যাইতে দেখিলাম ২।৩টি বৃদ্ধা রমণী পথের ধারে পড়িয়া কাঁদিতেছে, এবং কনষ্টেবলগণ তাহাদিগকে ধমকাইতেছে। আমাকে দেখিয়া তাহারা সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের চিহ্ন দেখাইল এবং কাঁদিতে লাগিল। কনষ্টেবলেরা বলিল কে মারিয়াছে তাহারা কিছুই জানে না। সিংহদ্বারে পৌঁছিলে দেখিলাম সে নর্ত্তকী দুটীও সেরূপ অবস্থায় বাহিরে কাঁদিতেছে এবং তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সিংহদ্বারে পুলিস কর্ম্মচারীর সঙ্গে রাজার একটী বাঙ্গালী কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া আছেন। আমি তাঁহাকে একটী পাকা বদমাইস বলিয়া জানিতাম। বুঝিলাম তাঁহার সঙ্গে পুলিস প্রভুরা যোগ দিয়া এ নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোকদিগের উপর এরূপ অত্যাচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন মন্দিরে বেশ্যার প্রবেশ নিষিদ্ধ বলিয়া তাহাদের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। মারিয়াছে কে তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। এ গোলমাল শুনিয়া মন্দিরস্থ সমস্ত পাণ্ডা, মোহন্ত ও লোকনাথ বাবু প্রভৃতি বড় বড় জমিদার ও ভদ্রলোক একত্রিত হইলেন। তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিলেন কলিকাতা হইতে প্রকাশ্য বেশ্যারা আসিয়াও সর্ব্বদা জগন্নাথ দর্শন করিয়া যাইয়া থাকে। ইহাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করা হইয়াছে। তখন আমি উহাদের প্রবেশ করিতে দিলাম এবং তাহাদের পাণ্ডা পদ্মনাভকে এ অত্যাচারের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন তাহারা শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া অবধি তাঁহার বাড়ীতে আছে এবং রাজার ও পুলিসের কর্ম্মচারীদের বহু চেষ্টাতেও তাহারা তীর্থস্থানে বেশ্যাবৃত্তি করিতে অস্বীকৃতা হইয়াছিল। সে কারণে তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবে বলিয়া ইহারা এত দিন ধমকাইয়াছিল। কিন্তু পদ্মনাভের ক্ষমতাধীন তাহারা রহিয়াছে বলিয়া এতদিন তাহাদের কিছু করিতে পারে

নাই। তাহারা সর্ব্বদা পদ্মনাভের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করিয়া গিয়াছে। আজ এ গোলযোগের সময়ে সুবিধা পাইয়া তাহাদিগকে ও পদ্মনাভের গোমস্তাকে এরূপ প্রহার করিয়াছে। যখন অত্যাচারীরা দেখিল যে তাহারা ঘোরতর বিপদস্থ হইবে, তখন গরুড়ের কাছে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠাইয়া দিল। তিনিও দেখিলেন যে আর এক সুযোগ জুটিয়াছে। পরে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে শুনিয়াছিলাম যে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে বাড়াইয়াছেন বলিয়া আমার এতদূর স্পর্দ্ধা হইয়াছে যে রাজার কর্ম্মচারী ও পুলিসকে প্রহার করিয়া আমি কতকগুলি বেশ্যাকে মন্দিরে প্রবেশ করাইয়া জগন্নাথদেবকে পতিত করিয়াছি এবং সমস্ত শ্রীক্ষেত্র তাহাতে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আমি বাসায় ফিরেলেই ম্যাজিষ্ট্রেট উপরোক্ত মর্ম্মে আমাকে পত্র লিখিয়া কৈফিয়ত তলব করিলেন। আমি যাহা ঘটিয়াছিল তাহা লিখিয়া দিলাম। তিনি উল্লিখিত মোহন্ত প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে গরুড় সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। গরুড় এবারও পরাজিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে যথেচ্ছা গালি দিয়া আমার কাছে একরূপ ক্ষমা চাহিলেন।

চিল্কা উপসাগরের ধারে লোকনাথ বাবুর লবণ প্রস্তুতের কারখানা ছিল। একজন হেড্ কনষ্টেবল তাঁহার লবণ মাপিয়া বেশী পাইয়াছে বলিয়া ৩০০ মণ লবণ বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীর প্রতিকূলে এক ফৌজদারীর মোকদ্দমা উপস্থিত করে। উহা আমার কাছে বিচারের জন্য অর্পিত হয়। বিচারে প্রমাণিত হইল যে যদিও এ ঘোরতর বর্ষার সময় সামান্য আচ্ছাদনে গরুর গাড়ীতে করিয়া, এবং দুই তিনটী নদী পার করিয়া ঐ লবণ ৩০ মাইল পথ আনা হইয়াছে তথাপি মফঃস্বলে যত মণ বেশী হইয়াছিল শ্রীক্ষেত্রে ওজন করাতে তাহার অপেক্ষা

আরও বেশী হইয়াছে। কাজেই বৃষ্টিতে ও নদী পার করিতে যাহা ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করিতে গিয়া মাত্রাটা হেড কনষ্টেবল বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বিবাদীদের পক্ষে পরিষ্কার প্রমাণ উপস্থিত করিল যে হেড কনেষ্টবলের অতিরিক্ত দক্ষিণা দিতে বিবাদী অসম্মত হওয়াতে এ মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে। আমি বিবাদীকে অব্যাহতি দিয়া হেড কনষ্টেবলের প্রতিকূলে রায় প্রকাশ করিলাম। গরুড় ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রিয় পাত্র বলিয়া জেলাময় রাষ্ট্র। হেড কনেষ্টবল তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল এবং উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করিলে তাহার শিক্ষামতে সে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারির পথে দণ্ডবৎ হইয়া বালির উপর পড়িয়া রহিল। পুরীতে এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। বাসা হইতে কাছারি যাইবার সময় প্রত্যহ হাকিমগণ দেখিতে পাইবেন যে সে দিন যে সকল মোকদ্দমা হইবে তাহার বাদী প্রতিবাদী ঠিক ঢেকীর মত তাঁহার কাছারির পথে দুই পার্শ্বে বালির উপর প্রচণ্ড রৌদ্রে পড়িয়া আছে এবং সমুদ্রের প্রচণ্ড বাতাসে তাহাদের গায়ের উপর একটা বালির স্তর বাঁধিয়া দিয়াছে। তাহারা এরূপ কৌতুককর ভাবে এক একবার হাকিম আসিতেছেন কিনা মাথা তুলিয়া রাস্তার দিকে দেখে এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইলে এরূপভাবে বালিতে ললাট ঘসিতে থাকে যে তাহা দেখিলে পুতুলও না হাসিয়া থাকিতে পারে না। ম্যাজিষ্ট্রেট আফিসে আসিবার সময় পুলিসের পোষাক পরা ঢেকী একটী বালির উপর পড়িয়া আছে দেখিয়া দাঁড়াইলেন এবং সে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার বুটবিমণ্ডিত চরণ দুখানির উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া কান্দিয়া গরুড়ের শিক্ষামতে বলিতে লাগিল যে লোকনাথ বাবুর বন্ধু বলিয়া আমি ৩০০ মণ বিক্করা লবণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি এবং তাহার বিরুদ্ধে রায় লিখিয়াছি। বলা বাহুল্য গরুড় সে সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে গিয়া তাঁহার চরণে যথেষ্ট তৈল মর্দ্দন

করিয়াছে। সে তাঁহাকে মহারাণী ডাকিত এবং তিনি আনন্দে অধীর হইতেন। এখন সে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিল এবং ঠিক সে সময় বলিল যে শ্রীক্ষেত্রময় রাষ্ট্র যে লোকনাথ বাবুর খাতিরে আমি প্রকৃতই বড় অবিচার করিয়াছি, এবং সেই হেতু কনেষ্টবলটীর মত সাধু পুরুষ তিনি পুলিসে কখনও দেখেন নাই। যে ক্ষেপা ম্যাজিষ্ট্রেট পুরী রাজার মোকদ্দমার পর আমার অত্যুক্তি প্রশংসা করিয়া রিপোর্টের পর রিপোর্ট করিয়াছিলেন এবং যিনি লোকের কাছে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন যে আমাকে হাইকোর্টের জজ করিলে আমার যোগ্যতার পুরস্কার হয়। এ ষড়যন্ত্রে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। এজন্ত শাস্ত্রকার বলিয়াছেন ‘অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোপি ভয়ঙ্করঃ।’ তিনি কাছারিতে আসিয়া অমনি তাঁহার পেস্কারকে পাঠাইয়া দিয়া আমি কেন সে মোকদ্দমা ছাড়িয়া দিয়াছি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি স্থিরভাবে বলিলাম যে তাহা আমার রায়ে লেখা আছে। তৎক্ষণাৎ নথি তলব হইল এবং কমিশনারের কাছে আমার প্রতিকূলে এক দীর্ঘ রিপোর্ট গেল যে এ অবিচারের প্রতিকূলে হাইকোর্টে আপিল করা হউক। কমিশনার স্মিথ সাহেব এরূপ রিপোর্টে টলিবার পাত্র নহেন। তিনি তাহার উত্তরে লিখিলেন, যে আমি যদি অবিচার করিয়া থাকি নথিতে তাহার কোন প্রমাণ নাই। অতএব তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তখন পাগল ক্ষেপিয়া লিগাল রিমেমব্রান্সের কাছে সেরূপ আমার প্রতিকূলে এক দীর্ঘ রিপোর্ট করিল। তিনিও একটু রসিকতা করিয়া উত্তর দিলেন—হাইকোর্টে এরূপ মোকদ্দমার মোসন করা আমার কার্য্য নহে। ম্যাজিষ্ট্রেট অন্ত কাউনসেলের চেষ্টা করুন। এ উত্তর পাইয়া পাগল পূর্ণমাত্রায় ক্ষেপিয়া উঠিল। সে যাহাকে তাহাকে বলিতে লাগিল —দেখ এ বেটা গভর্ণমেণ্টের ৩০০০ টাকা মাহিনা খাইতেছে। আর

আমি তাহার কাছে গভর্ণমেণ্টের এমন একটী ক্ষতিজনক মোকদ্দমা পাঠাইলাম, আর সে আমাকে ঠাট্টা করিয়া উত্তর দিয়াছে। এবার গরুড়ের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। ক্ষেপারাম এরূপ অপ্রতিভ হইয়া আমার উপর দ্বিগুণ ক্ষেপিয়া উঠিল।

—o—

শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ।

যখন এরূপ মেঘ-গর্জ্জন হইতেছিল সে সময়ে একদিন সহরের মধ্যে কোন নিমন্ত্রণ হইতে সমুদ্র-সৈকতে বাসায় ফিরিয়া আসিলে রাত্রি এগারটার সময় ভৃত্য আমার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি দাদা অখিল বাবুর লেখা। খুলিয়া দেখিলাম তিনি লিখিয়াছেন যে আমি মাদারিপুর সব্‌ডিভিসনে বদলি হইয়াছি। এই অকস্মাৎ বদলির সংবাদ পাইয়া আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। হায় রে মানুষের আশা! তাহার একদিন পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রের প্রধান জমীদার চৌধুরী বিশ্বনাথ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইবে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে লোকনাথ বাবু আমার জন্য যে বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন আমি সে বাড়ী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দিলাম কেন? আমি বলিলাম ম্যাজিষ্ট্রেট বাড়ী চাহিলে আমি কেমন করিয়া রাখিব? তখন কথায় কথায় বাড়ীর কষ্টের কথা তুলিলে তিনি বলিলেন যে আমার জন্য তিনি একটা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন এবং আমাকে তাহার সম্পূর্ণ ভার দিলেন। আমি তখন কাছারির নিকটে একটি ছোট ঘরে ছিলাম। তাহার পশ্চাতে নিমকমহালের সময়ের একটি অতি সুন্দর বাংলার পাকা ভিত্তি ও কতক কতক দেয়াল ছিল। আমি তাঁহাকে লইয়া সে স্থানটি দেখাইলাম। স্থানটী তাঁহারও মনোনীত হইল। তখন দুই জনে অনুমান করিলাম যে তিন চারি হাজার টাকাতে একটি সুন্দর বাংলা হইবে। তিনি আমাকে বলিলেন যে আপাততঃ কার্য্যারম্ভ করিবার জন্য তিনি ২।১ দিন মধ্যে এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন এবং অবশিষ্ট টাকা আবশ্যকমত পাঠাইবেন। তিনি আরও বলিলেন যে আমার বড় কষ্ট

হইতেছে। অতএব টাকা কিছু বেশী খরচ হইলেও বাড়ীটি শীঘ্র প্রস্তুত করাইয়া আমি সে বাড়ীতে গেলে তিনি বড় সুখী হইবেন। বৃদ্ধের স্নেহে ও সহানুভূতিতে আমার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল এবং বোধ হইল যে আমার কোন পিতৃব্য আসিয়া আমার প্রতি এত দয়া প্রকাশ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে লোকনাথ বাবু আসিলেন। দুজনে বসিয়া তখন বাড়ীর নক্সা ও এষ্টিমেট প্রস্তুত করিয়া দেখিলাম যে, তিন হাজার টাকাতে বেশ সুন্দর বাংলা হইবে। লোকনাথ বাবু বলিলেন যে তিনি দুমাসের মধ্যে উহা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন। আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। অনন্ত সমুদ্রতীরে এরূপ একখানি সুন্দর গৃহে থাকিতে পারিব, এ কল্পনায় আমি সমস্ত দিন কাটাইয়া নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম এবং উহা ভাবিতে ভাবিতে অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় বাসায় ফিরিয়াছিলাম। আর তখনই এ পত্র পাইলাম! তাই বলিতেছিলাম—হায় মানুষের আশা! কিন্তু আমি এ সংবাদ চাপিয়া রাখিলাম। রাত্রি প্রভাত হইলে চৌধুরী বিশ্বনাথের লোক ১০০০ হাজার টাকা লইয়া উপস্থিত। সে দিনের ডাকেই ম্যাজিষ্ট্রেট সেক্রেটারী হইতে বদলির সংবাদ এবং আমাকে শীঘ্র ছাড়িয়া দিবার জন্য আদেশ পাইলেন। তখন বদলির সংবাদ পুরীময় ছড়াইয়া পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে আমার গৃহ বন্ধু বান্ধবে পূর্ণ হইল। এমন কি গরুড়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের সঙ্গে তিনিও আমার স্থানান্তরে বদলির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"এমন যোগ্য লোক শ্রীক্ষেত্রে আর আসে নাই, আসিবেও না।" কিছুক্ষণ পরে চৌধুরী বিশ্বনাথও আসিলেন। তিনি আমাকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি বাড়ীখানি প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহাকে জিদ করিতে লাগিলাম এবং লোকনাথ বাবুর উপর ভার দিতে বলিলাম। বৃদ্ধ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"আমি

তোমারই জন্য বাড়ী প্রস্তুত করাইতে চাহিয়াছিলাম। তুমি চলিলে, আমি বাড়ী কাহার জন্য প্রস্তুত করিব? তোমাকে দেখিয়া অবধি তোমার প্রতি আমার যেরূপ স্নেহ হইয়াছিল, আমার আপন সন্তানের প্রতিও সেরূপ স্নেহ কখনও হয় নাই।" তিনি তাহার পর আমার কতই প্রশংসা করিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কথা তাঁহার সরল হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে বহির্গত হইতেছিল। আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম যে ঐ দিকে বসিয়া গরুড়, আর এ দিকে নারায়ণ। বৃদ্ধের সে স্নেহস্মৃতিতে আজও আমার চক্ষু সজল হইতেছে।

এ অকস্মাৎ বদলিতে আমি নিজেও বড় দুঃখিত হইয়াছিলাম। শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া প্রথমেই ভ্রাতৃশোকে বজ্রাহত হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহার পর যে সাত মাস মাত্র সেখানে ছিলাম তাহা যেরূপ শারীরিক ও মানসিক সুখ শান্তিতে কাটাইতেছিলাম, সেরূপ এ জীবনে আর বড় পাই নাই। শ্রীক্ষেত্রকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম ও শ্রদ্ধা করিতাম। রাজাকে দ্বীপান্তরিত করিয়াছিলাম বলিয়া সরলপ্রকৃতি উড়িয়ারা আমাকে যেরূপ এক দিকে বাঘের মত ভয় করিত, সেরূপ অন্যদিকে একটা কৃষ্ণ বিষ্ণু মনে করিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের ধারণা হইয়াছিল যে শ্রীক্ষেত্রে আমার জীবন নিরাপদ নহে। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন রাজার পক্ষীয়েরা আমাকে নিশ্চয় খুন করিবে। পরে শুনিয়াছিলাম উহাই আমার অকস্মাৎ বদলির কারণ। কিন্তু আমার ক্ষেপা প্রভুর ধারণা অন্যরূপ হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইল যে তিনি সেই লবণের মোকদ্দমা লইয়া গোলযোগ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি সেক্রেটারীর কাছে পত্র লিখিয়া আপন ইচ্ছায় বদলি হইয়াছি। পাগল অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া সেক্রেটারীর চিঠি হস্তে একেবারে আমার এজলাসে আসিয়া উপস্থিত। রাগে গর গর করিয়া

বলিল—"আমি তোমাকে যেরূপ বাড়াইয়াছিলাম, তুমি আমাকে সেরূপ প্রতিদান দিয়াছ! আমি জানি বাঙ্গালী বাবুরা বদলি হইবার ফিকির বেশ জানে।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম যে আমার বদলির বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমার কথা তাঁহার বিশ্বাস না হয়, তিনি সেক্রেটারী ককরেল সাহেবের কাছে পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন। তখন তিনি একটু নরম হইলেন এবং আর কিছু না বলিয়া আমাকে জব্দ করিবার জন্য বলিলেন—"আপনি বদলি হইয়াছেন ভালই হইয়াছে। আমি এখনই চার্জ লইব।" আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম— "আমি এখন চার্জ দিয়া কি করিব? আমার কটক হইতে 'বেণ্ডি' গাড়ী আনাইতে ও যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে অন্ততঃ সাত দিন সময় আবশ্যক হইবে।" তিনি বলিলেন তিনি সে সব কথা কিছু শুনিবেন না, তখনই চার্জ লইবেন। আমি বলিলাম তাহা তিনি নিতান্ত লইলে আমি কি করিব। তবে আমি সাত দিনের মধ্যে রওনা হইতে পারিব না বলিয়া সেক্রেটারীর নিকট টেলিগ্রাফ করিব। তখন কি ভাবিয়া সাত দিন সময় দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি এদিকে কটক হইতে গাড়ী আনাইয়া লইলাম এবং সমস্ত বন্দোবস্ত করিলাম। তিনি তখন বলিয়া বসিলেন যে আমাকে যাইতে দিবেন না, কারণ আমার স্থানে অন্য অফিসার তখন পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম এবং আমার যে কত ক্ষতি হইবে তাহা অনেক করিয়া বুঝাইলাম। কিন্তু তিনি কিছুই শুনিলেন না। ঠিক এমন সময়ে ককরেল সাহেব হইতে আমি রওনা হইয়াছি কি না, না হইয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ রওনা হইতে এক টেলিগ্রাফ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি আবার ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"আমি এই মুহূর্ত্তে চার্জ লইব।" আমি একটু মজা করিয়া বলিলাম আমি গাড়ী ফেরত দিয়াছি এবং সমস্ত বন্দোবস্ত রহিত করি-

য়াছি। আমি তৎক্ষণাৎ কি প্রকারে রওনা হইব এবং একটু ধমক দিয়া বলিলাম এ সমস্ত অবস্থা মিঃ কক্‌রেলকে জানাইতে আমি পত্র লিখিতে বসিয়াছি। তখন তিনি বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন এবং বলিলেন যে তিনি পুলিস পাঠাইয়া গাড়ী ফিরাইয়া আনাইবেন এবং সে দিন রওনা হইতে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য আমি গাড়ী বিদায় করি নাই। পরদিনই যাওয়ার স্থির করিলাম। প্রাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিদায় হইতে গেলাম। তিনি আমাকে বড়ই সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং অনেক হিতোপদেশ দিয়া বলিলেন যে আমি এখন সবডিভিসনে যাইতেছি। সেখানে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র পাইব। তবে মাদারিপুর ভয়ানক স্থান বলিয়া তিনি শুনিয়াছেন। সেখানে এত তেজের সহিত কায করিলে আমি বিপদস্থ হইব। তিনি এত তেজ কোন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর দেখেন নাই। সর্ব্বশেষ আমার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে যে সম্প্রতি কিছু অপ্রীতি হইয়াছিল তাহা ভুলিয়া যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া পরম সমাদরে বিদায় দিলেন।

এ কয় দিন যাবৎ রাণী হইতে সামান্য রাস্তার লোকটি পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রবাসীরা আমার প্রতি কি যে স্নেহ প্রকাশ করিতেছিল তাহা বলিতে পারি না। এত স্থান হইতে নানাবিধ মহাপ্রসাদের ডালি আসিতেছিল যে ঘরে রাখিবার স্থান হইতেছিল না। তাহা ছাড়া মোহন্তদের মঠ হইতে সকালে বিকালে গৃহ-প্রাঙ্গণ 'আনজানে' (একপ্রকার শিবিকা) পরিপূর্ণ থাকিত এবং কোন্ মঠে যাইব তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি হইত। এরূপ সপ্তাহ যাবৎ সকালে, বিকালে মধ্যাহ্নে তিন তিন মঠে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছিলাম। মোহন্তদের সে সরল সমাদর, সে প্রাণভরা অভ্যর্থনা, এবং অজস্র আশীর্ব্বাদে আমার

চক্ষু সজল হইত। তাঁহাদের চক্ষেও জল আসিত। প্রত্যেকে আমাকে সজলনেত্রে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে আমি আবার শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইব। রাণীমাতাও আতিথ্য গ্রহণ করাইয়া অন্তরালে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"আপনি ত চলিলেন, এখন আমার উপায় কি হইবে? আপনি যতদিন ছিলেন আমি সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম।" আমি তাঁহার একমাত্র পালিত পুত্রকে দ্বীপান্তরিত করিয়াছি, অথচ আমার প্রতি তাঁহার এই স্নেহ!! ইহা কি অপার্থিব নহে? আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া অনেক সান্ত্বনা দিয়া চলিয়া আসিলাম। সেই বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী বিশ্বনাথ চৌধুরী যিনি আমার জন্য আর একটি গৃহ প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে বিদায় হইতে গেলে তিনি আমার গলায় পড়িয়া একটি শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলেন।

সাত দিন যাবৎ গৃহে গৃহে মঠে মঠে এ দৃশ্য অভিনীত হইবার পর আমি নিশীথ সময়ে গৃহ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। ইহারা সকলেই কাঁদিতেছিল। আমরাও কাঁদিতে কাঁদিতে মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। সেখানেও এত রাত্রিতে আর এত লোকের জনতা। ইঁহারা সকলেই শ্রীক্ষেত্রের মোহন্ত ও ভদ্রলোক। জগন্নাথদেবের চরণারবিন্দ এ জীবনের মত দর্শন করিয়া যখন আমারা সিংহদ্বারে ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিতেছিলাম, সে সময়ে আর একবার রোদনের রোল উত্থিত হইল। মোহন্তরা ও অন্য বন্ধুরা প্রত্যেকে আমাকে বক্ষে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমিও ইঁহাদের স্নেহ-উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া এত কাঁদিতেছিলাম যে আমার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল। আমি 'বেণ্ডি' গাড়ীতে উঠিবার পরও তাঁহারা কিছুতেই আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না। প্রায় ৪০০।৫০০ শত লোক

সে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে আমার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। আমি আবার গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। স্ত্রী, শাশুড়ী এবং ভাই দুটী গাড়ীতে রহিল। তাঁহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে আঠার নালার পোল পর্য্যন্ত আসিলেন এবং আমি অনেক করিয়া বলাতে অধিকাংশ লোক গলদশ্রুনয়নে এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইহাদের মধ্যে সে নরাধম পৃষ্ঠদংশক ঘৃণিতবৃত্তি গরুড়ও ছিল এবং সে এখানেও কাঁদিয়া বলিতেছিল যে এমন লোক আর পুরীতে আসিবে না। ইহার পরও প্রায় শতাবধি লোক আমার গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তিন মাইল পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সেখানে আর এক করুণ দৃশ্য অভিনয় করিয়া তাহারা গৃহে ফিরিল। আমি পুণ্যক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র হইতে একটী দারুণ শোক এবং শত শত স্নেহ ও সুখস্মৃতি বক্ষে লইয়া এ জীবনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। যে শ্রীক্ষেত্র দর্শন করে নাই তাহার জীবন বৃথা। আমি পাপী, কয়েকটী তীর্থ দর্শন করিয়াছি, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ হৃদয়-দ্রবকরী ভক্তির ক্রীড়া দেখিয়াছি, এমন আর কোথায়ও দেখি নাই। উৎকলের ইতিহাস লেখক খ্যাতনামা হাণ্টার সাহেব বলিয়াছেন জাজপুর হইতে চিল্কা পর্য্যন্ত উৎকলের প্রত্যেক ইঞ্চি ভূমি পবিত্র। সে কথা ঠিক।

ভুবনেশ্বর।

বেলা সাতটা আটটার সময় আমরা ভুবনেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। কটক শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা হইতে, স্মরণ হয়, ভুবনেশ্বর অনুমান এক মাইল ব্যবধান। প্রভাত হইতে উহার মন্দিরের উচ্চ চূড়াবলি দেখিয়া প্রাণ আকুল হইয়াছিল। সে অল্প পথ বাহিয়া আমরা দেখিতে দেখিতে ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইলাম। হাণ্টার কৃত উড়িষ্যার ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম যে এক সময় ভুবনেশ্বরে অনুমান সাত শত মন্দির ছিল। এখন সে সকল স্বপ্নের কথা। ভারতের হিন্দুরাজ্যের সঙ্গে সে সকল স্বপ্নও ভোর হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের সে গৌরব এখন না থাকিলেও, এখনও বহু মন্দির আছে যাহা দেখিলে মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়। চারি তীর প্রস্তরে বাঁধা সুনীল সুধাপূর্ণ মনোহর একটি মহা সরোবর। তাহার চারি তীরে আয়ত পথ এবং পথের পার্শ্বে বহুবিধ মন্দির। শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ চারিটি মন্দির শৃঙ্খলে গাঁথা, ভুবনেশ্বরেও তদ্রূপ। তবে ভুবনেশ্বরের মন্দিরাবলী শ্রীক্ষেত্রের মন্দির অপেক্ষা বহু পুরাতন, এবং ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যেরূপ কারুকার্য্য আছে শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরে তাহা নাই। কৃষ্ণ কঠিন প্রস্তরের এরূপ সূক্ষ্ম সূচ্যাঙ্কতবৎ কারুকার্য্য গগণস্পর্শী মন্দিরাবলীর বিপুল অঙ্গ সমাচ্ছন্ন করিয়া আছে যে তাহা দেখিলে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। মন্দিরের কোণায় কোণায় নাগ কন্যাদিগের ব্রেকেট্। অধোভাগ সর্পকক্ষা হইতে রমণী মূর্ত্তি, এবং মস্তকোপরি প্রসারিত বহুফণা। কি সর্প এবং কি রমণী-মূর্ত্তি, কি মন্দিরের অন্য কারুকার্য্য সকল, এরূপ অদ্ভুত শিল্প-কৌশলে প্রস্তরে নির্ম্মিত, এক্ষণকার কোন দক্ষ ইউরোপীয় শিল্পী তাহা গঠন করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। এরূপ এক মন্দির, দুই মন্দির নহে, এখনও

বহু মন্দির কালের করাঘাতে বিকৃত হইয়া ভারতের অতীত শিল্প-গৌরবের নীরব সাক্ষীর মত দাঁড়াইয়া আছে। হাণ্টার বলিয়াছেন এরূপ এক একটি মন্দির লক্ষ টাকার কমে, এবং বহু বর্ষের শ্রম ভিন্ন প্রস্তুত হইতে পারে নাই। আর এইরূপ সাত শত মন্দির কেবল এই স্থানেই ছিল। হায় ভারতের সেই দিন। সেই সম্পত্তি ও সেই শিল্পী কোথায় গেল? একথা মনে করিয়া স্থানে স্থানে অশ্রুপাত করিয়াছিলাম। উৎকলে পঞ্চক্ষেত্র। প্রথম যমক্ষেত্র বৈতরণী তীরে; দ্বিতীয় শক্তিক্ষেত্র যাজপুরে। তৃতীয় অর্কক্ষেত্র কণারকে। চতুর্থ শিবক্ষেত্র ভুবনেশ্বরে। পঞ্চম বিষ্ণুক্ষেত্র বা শ্রীক্ষেত্র পুরুষোত্তমে। অতএব বলা বাহুল্য যে ভুবনেশ্বরে অধিকাংশ মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত; স্বয়ং ভুবনেশ্বরও শিবলিঙ্গ। তবে লিঙ্গের আকৃতি অনেকটা কল্পনাসাপেক্ষ। এক সময় এ সকল যে বৌদ্ধ মন্দির ছিল, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেক শিবলিঙ্গই বুদ্ধদেবের 'বৈভা' মাত্র। একটি মন্দিরে একটি নির্ঝর হইতে সলিল নির্গত হইয়া ও শিবলিঙ্গকে প্রক্ষালন করিয়া মন্দিরের বহির্ভাগে নাতিপ্রশস্ত চতুষ্কোণ একটি কুণ্ডে পতিত হইতেছে। কুণ্ডটি জলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, এবং জলের বর্ণ ঈষৎ দুগ্ধনিভ। কুণ্ডে দুই শ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরবেদী সলিল মধ্যে বিরাজ করিতেছে। শুনিলাম এক সময়ে এ সকল আসনে ঋষিরা আসীন হইয়া তপস্যা করিতেন। কুণ্ডের চারিদিকে বিশাল বৃক্ষাবলি শোভা পাইতেছে এবং কুণ্ডকে ছায়া দান করিতেছে। স্থানটি এরূপ মনোহর, নির্জ্জন ও শান্তিপ্রদ যে উহা দেখিলেই একটি প্রকৃত তপস্যার স্থান বলিয়া মনে হয়।

সেখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে খ্যাতনামা 'খণ্ডগিরি'। এ ব্যবধানটি যদিও এখন সমতল, তথাপি উহা সম্যক প্রস্তরময়। কেহ যেন প্রস্তর কাটিয়া সমস্ত স্থানটি সমতল করিয়াছে। প্রবাদ এ অঞ্চল

ব্যাপিয়া খণ্ডগিরির মত শৈল পর্ব্বতমালা এক সময়ে ছিল এবং সে সকল পর্ব্বত কাটিয়া তাহার প্রস্তরে ভুবনেশ্বরের এবং বহুদূরস্থিত কনারকের ও শ্রীক্ষেত্রের মন্দির সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। এখান হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড কেমন করিয়া যে এতদূর নীত হইয়াছিল তাহা মনে হইলে প্রকৃতই এ সকল মন্দির বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান হয়। খণ্ডগিরির পাদমূলে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম আছে। তাহাতে তখন একটি সন্ন্যাসী ছিলেন। আমরা তাঁহার আশ্রমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, এবং সেখানে পাল্কি রাখিয়া খণ্ডগিরি আরোহণ করিলাম, তাহার 'গুহা' প্রস্তরকক্ষ সকল দেখিতে লাগিলাম। বাবাজী নিজে পথ-প্রদর্শক এবং বেহারারা সঙ্গে ছিল। এ পর্ব্বতটি নৈবিদ্যের মধ্যস্থিত সন্দেশের মত একক বলিয়া ইহার নাম খণ্ডগিরি। চারিদিকে ইহার নিকটে অন্য কোন পর্ব্বত নাই। এ বিশাল পর্ব্বতের কঠিন শৈলাঙ্গ কাটিয়া এরূপ সুন্দর সুন্দর একতল ও দ্বিতল কক্ষ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে যে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। এরূপ শত শত কক্ষ। সমস্ত পর্ব্বতটী যেন মধুমক্ষিকার চক্রের মত শোভা পাইতেছে। কক্ষের প্রাচীর এরূপ মসৃণ করিয়া কাটা যে তাহাতে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে। একটি প্রাচীর যেন এক একটি বৃহৎ নীল দর্পণ। এক এক কক্ষে নানাবিধ মূর্ত্তি প্রাচীরের অঙ্গে কাটা রহিয়াছে। এ সকল কক্ষ হইতে ভুবনেশ্বরের মন্দিরমালার শোভা এবং চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বিভক্ত গ্রামাবলীর ও সজ্জিত শ্যাম শস্যক্ষেত্রের শোভা অনির্ব্বচনীয়। ত্রিশ বৎসরের কথা। সকল মনে পড়িতেছে না। তবে এই মাত্র মনে পড়িতেছে যেন কি এক স্বপ্ন রাজ্য দেখিতেছিলাম। যাঁহারা এ সকল কক্ষ কঠিন পর্ব্বতের অভ্যন্তরে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ইহাতে বসিয়া ধ্যান করিতেন এবং বুদ্ধদেবের অপূর্ব্ব লীলা

কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহারা আজ কোথায়? অতীতের এ সকল অদ্ভুত কীর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের নির্ব্বাক্ ভাষায় সে কীর্ত্তিগাথা শুনিয়া আমি আত্মহারাবৎ ভুবনেশ্বরে ফিরিলাম, এবং সেখানে আহার করিয়া অপরাহ্ণে কটকাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ভুবনেশ্বরের পূর্ব্বদিকে সরকারি রাস্তা হইতে কিছু ব্যবধানে সমুদ্রতীরে অর্কক্ষেত্র বা 'কণারক'। পুরী অবস্থিতিকালে আমি একবার 'কণারক' দেখিতে গিয়াছিলাম। কণারক সূর্য্যক্ষেত্র,—সুবিস্তৃত সমুদ্র তীরভূমি। সূর্য্যদেবের রথ এক চক্র বিশিষ্ট। এজন্য প্রবাদ এরূপ, কণারকের প্রস্তর মন্দির একটি চক্রের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার শিরোদেশে একটি প্রকাণ্ড চুম্বক পাথর ছিল। এবং চক্র হইতে চারি-দিকে লোহার সিক্ উঠিয়া উক্ত প্রস্তরে সংযোজিত হইয়াছিল এবং এইরূপে মন্দির একটি চক্রের উপর রক্ষিত হইয়াছিল। আর এক প্রবাদ এরূপ যে সমুদ্র পথে অর্ণবযান সকল যাইবার সময় এ চুম্বকের দ্বারা আকর্ষিত হইত এবং তীরে পতিত হইয়া ধ্বংস হইত। এজন্য মুসলমান অধিকারের সময় চুম্বক পাথর অপসারিত করা হয় এবং সেই সঙ্গে মন্দির বালকের ক্রীড়নকের মত ভাঙ্গিয়া পড়ে। এখনও যেরূপ প্রস্তর স্তূপ পড়িয়া আছে তাহাতে বোধ হয় এ মন্দিরও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মত সমুন্নত ও কারুকার্য্যসম্পন্ন ছিল। এ মন্দিরও যেন প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের উপর প্রস্তরখণ্ড মাত্র স্থাপিত হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। কোনরূপ যোড়াই বা আস্তর ছিল না. এ মন্দিরের হাতায়ও চারি দ্বার। এক দ্বারে শ্রীক্ষেত্রের সে অদ্ভুত পাগড়ী-ধারী সিংহ। অন্য দ্বারে এক-খানি প্রস্তরে নির্ম্মিত দুইটি জীবন্ত হস্তী। তৃতীয় দ্বারে একখানি প্রস্তর নির্ম্মিত একটি জীবন্ত অশ্ব এবং তাহার পৃষ্ঠে ভর করিয়া দণ্ডায়মান একজন বীর পুরুষ। চতুর্থ দ্বারে কি ছিল আমার মনে নাই। সম্মুখে

সিংহদ্বারের উপর একখানি প্রস্তরে নবগ্রহের মূর্ত্তি অতি সুন্দররূপে খোদিত ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বাষ্পীয় কলের সাহায্যে সে প্রস্তরখণ্ড কলিকাতায় আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্দির হইতে অনুমান দুই শত হাত মাত্র আনিয়া আর আনিতে পারেন নাই। তাহার পর প্রস্তর খানি চিরিয়া কেবল গ্রহাঙ্কিত দিকটা আনিতে চাহিয়াছিলেন। খানিক দূর কাটিয়া সে সংকল্পও ত্যাগ করিয়াছিলেন! শুনিয়াছি তাহার পর কাটা শেষ করিয়া কেবল সে দিকটা কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। বিস্ময়ের কথা এই যে এরূপ বিশাল প্রস্তরখণ্ড মন্দির-নির্ম্মিতারা কোথা হইতে আনিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের শৈলমালা ভিন্ন আর অন্য কোন শৈলশ্রেণী কণারকের নিকটে নাই। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সমক্ষে শিল্পকরের বিস্ময়ের স্বরূপ যে অরুণ-স্তম্ভ আছে, উহা এ কণারকের মন্দিরের সিংহ-দ্বারের সমক্ষে ছিল এবং শ্রীক্ষেত্রের ভোগ-মন্দিরও শুনিয়াছি কণারকের মন্দিরের প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ভোগ-মন্দিরের প্রস্তরে যেরূপ কারু কার্য্য জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের অন্য অংশে তাহা নাই। হায়! ভারতের সেই দিন, সেই শিল্পকর, সেই দেব-ভক্তি, সে অধ্যবসায় কোথায় গেল? তাহারা আর কি ফিরিবে না?

মাদারিপুর যাত্রা।

কটক হইতে চাঁদবালি পর্য্যন্ত যে 'কেনেল' বা কাটা খাল আছে, তাহাতে 'কেনেল ষ্টিমার' খুলিয়াছিল। ছোট 'ষ্টিমলঞ্চ' ও তাহার পশ্চাতে একখানি 'বজরা'। আমরা 'বেণ্ডি' গাড়ি হইতে নামিয়া সেই বজরাখানিতে উঠিলাম। উহা আমি সম্যক ভাড়া করিয়াছিলাম। উৎকলের 'কেনেল' এক অপূর্ব্ব কাণ্ড। পূর্ব্বে বলিয়াছি ক্রোশব্যাপি-মহানদীতে এক প্রস্তরের বাঁদ নির্ম্মিত হইয়া তাহার বিশাল জলপ্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়াছে; এবং সে রুদ্ধ সলিলরাশি উৎকল ব্যাপিয়া কেনেলে কেনেলে চাঁদবালি পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে। কেনেলের স্থানে স্থানে দৃঢ় কপাট (Lock) আছে, এবং সে কপাটের দ্বারা জল রুদ্ধ করা হইয়াছে। কপাটের একদিক হইতে অন্য দিকের জল বহু হস্ত উর্দ্ধে বা নিম্নে। ষ্টিমলঞ্চ কপাটের কাছে আসিলে কপাট খুলিয়া দেওয়া হয়, এবং জলরাশি ভৈরব গর্জ্জনে ছুটিয়া অন্য দিকের জলপ্রপাতের মত পড়িতে থাকে। যখন দুই দিকের জল সমান হয়, তখন ষ্টিমলঞ্চ কপাট পার হইয়া অন্তদিকে যায়। তখন আবার কপাট বন্ধ করিয়া জল অবরোধ করা হয় এবং অবরুদ্ধ জল আবার বাড়িতে থাকে। এরূপে প্রত্যেক কপাট পার হইতে হয়। সেই দৃশ্য অতীব মনোহর এবং বিস্ময়কর এবং দেখিলে গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। এ সকল 'কেনেল' হইতে জল ক্ষেত্রে পরিচালিত হইয়া সমস্ত উৎকল শস্যশ্যামলা হয়। 'কেনেল' দিয়া লঞ্চে ভ্রমণ বড়ই আনন্দদায়ক। লঞ্চখানি সমস্ত কেনেল ব্যাপিয়া চলে। বোধ হয় যেন হাত বাড়াইলে দুইদিকের কূল ধরা যায়। কপাট হইতে চাঁদবালি যাওয়ার সময় স্মরণ হয় এক কপাট হইতে অন্য কপাটে ক্রমশঃ নামিয়া যাইতে হয়। ঠিক যেন লঞ্চ

খানি জলের এক সিঁড়ি হইতে অন্য সিঁড়িতে নামিয়া যাইতেছে। চাঁদবালি হইতে ফিরিবার সময় তদ্রূপ কপাটের পর কপাট ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিয়া আকূলপূরিত মহানদীতীরস্থ কটকে উপস্থিত হয়। চাঁদবালিতে পৌঁছিয়া লঞ্চ ছাড়ি, এবং সমুদ্রগামী ষ্টিমারে উঠিয়া পরদিন কলিকাতা পৌঁছি।

মাদারিপুর ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত। ফরিদপুরের উপবিভাগ। শুনিলাম ঢাকার কমিশনর মিঃ পিকক্ (Peacock) সে সময় কলিকাতায় আছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি বলিলেন যে মাদারিপুরের অবস্থা বড় শোচনীয়। তিন বৎসর যাবৎ কোটালিপাড়ার পুলিসের নাকের নীচে হাঙ্গামা ও খুন হইতেছে, কিন্তু একটি আসামীও বিচারে আসে নাই। সেজন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের কাছে মাদারিপুরের জন্য একজন বিশেষ দক্ষ কর্ম্মচারী চাহিয়াছিলেন, এবং তিনি আশা করেন যে, গবর্ণমেণ্ট যে উপযুক্ত লোক নির্দ্ধারিত করিয়াছেন আমি তাহা প্রমাণ করিতে পারিব। তাহার পর কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মাদারিপুরের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন বড় বিষম স্থান, তাঁহার একজন বন্ধু সেখানে সবডিভিসনাল অফিসার হইয়া গিয়া মার খাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নৌকা টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া তাঁহার বিরাট শরীরের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। একজন বলবান হিন্দুস্থানি দেহরক্ষক ও অস্ত্র ছাড়া মাদারিপুরে গৃহের বাহির হইতে তিনি আমাকে বিশেষরূপে নিষেধ করিলেন। কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ রেলে গিয়া, মাদারিপুর হইতে আমার জন্য যে নৌকা আসিয়াছিল তাহাতে আরোহণ করিলাম। আশ্বিন মাস, বিশালকলেবরা পদ্মার তরঙ্গ-শোভা দেখিতে দেখিতে ফরিদপুরে পৌঁছিলাম, এবং ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ জেফ্রির

সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। জেফ্রি দেখিতে একটি অতি সুন্দর পুরুষ। মুখে সদাশয়তাপূর্ণ সুন্দর হাসি, এবং আলাপ শিষ্টাচারও সদাশয়তাব্যঞ্জক। তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াই একটি ভাল লোক বলিয়া বোধ হইল। এ প্রথম দর্শনে তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছিল তাহার ব্যত্যয় পরেও ঘটে নাই। তিনি আমাকে বলিলেন—"আপনি যে কি ভয়ঙ্কর সবডিভিসনের ভার পাইয়াছেন, তাহা বোধ হয় জানেন না। তা হইলে আপনি এতদিন বিলম্ব করিয়া আসিতেন না। মেকলিতে বাঙ্গালীর বর্ণনা পড়িয়াছেন? মহিষের যেরূপ শৃঙ্গ, মধুমক্ষিকার যেরূপ হুল, গ্রীক কবিদের মতে স্ত্রীলোকের যেরূপ সৌন্দর্য্য—তদ্রূপ বরিশালের লোকের পক্ষে বজ্জাতি। এবং সে বরিশালের হৃদয় মাদারিপুর। উহা পূর্ব্বে সে জেলার অন্তর্গতই ছিল। এখন উহার চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছে। কোটালিপাড়ায় হাঙ্গামার পর হাঙ্গামা ও খুনের পর খুন হইতেছে। পালঙ্গে রুদ্রকরের চক্রবর্ত্তীরা এক পত্তনি জাল করিয়া তাহাদের এক খুড়তত ভ্রাতাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। আমি তাহাদিগকে সেসনে দিয়াছি। সবরেজিষ্ট্রারের মোকদ্দমা আপনাকে বিচার করিতে হইবে।" তিনি এ মোকদ্দমার কথা এবং সবডিভিসনের অবস্থা যেরূপ ঘোরাল বর্ণে চিত্রিত করিলেন আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

এ সকল আশঙ্কা বুকে করিয়া ফরিদপুর হইতে নৌকা খুলিলাম, এবং পদ্মার অবর্ণনীয় শোভা দর্শন করিতে করিতে এবং অবর্ণনীয় ইলিশ মাছের আস্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে মাদারিপুর চলিলাম। কিন্তু নৌকায় কিছুদূর যাইতে না যাইতেই স্ত্রীর কম্প দিয়া ভয়ানক জ্বর আসিল এবং ক্রমে তিনি জ্বরে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। শিশু পুত্রটি কাঁদিতে লাগিল। সঙ্গে বৃদ্ধা শাশুড়ি ও দুই শিশু ভ্রাতা। যত দুর

চক্ষে দেখা যায় পদ্মার তরঙ্গিত জলরাশি এবং যতদূর শুনা যায় তাহার ঘোর কল্লোল ও তরঙ্গভঙ্গ। মহা বিপদে পড়িলাম, কেবল শ্রীভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। নদীবক্ষে এরূপ একদিন একরাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রত্যূষে মাদারিপুরে উপস্থিত হইলাম। সর্ব্বাগ্রে ডাক্তার বাবু, তাহার পর এডিসন্যাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলেন। তাঁহাদের কাছে শুনিলাম এ জলপ্লাবিত স্থানে পাল্কী পাওয়া যায় না। বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। নদীর ঘাট হইতে সবডিভিসন গৃহ তিন চারি শত হস্ত ব্যবধান হইবে। বাবুদের মুখে শুনিলাম যে, ভদ্রলোকের পরিবারেরা চলন্ত মশারির দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া ঘাট হইতে বাসা-বাটীতে উঠেন। মশারির চার কোণাতে চার জন লোক ধরিয়া চলিতে থাকে এবং তাহার ভিতর পরিবারেরা চলেন। এ মশারি-পর্য্যটনের কথা শুনিয়া আমি সে বিপদের সময়ও না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্ত্রীর তখন জ্ঞান হইয়াছে; আমি তাঁহাকে বলিলাম যে এরূপ মশারি-সমাবৃতা হইয়া না গিয়া শাল আলোয়ানে জড়িতা হইয়া যাওয়া বরং ভাল। ভদ্রলোকেরা সরিয়া গেলেন। শাশুড়ী স্ত্রীকে জড়াইয়া ধরিয়া সব-ডিভিসন গৃহে লইয়া গেলেন। গৃহের অবস্থা দেখিয়া আমার চক্ষুঃস্থির হইল। একতল পাকা বাড়ী। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরাজ প্রায় একমাস হইল এডিসন্যাল ডেপুটী বাবুর হাতে চার্জ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যাইবার সময় কালা বাঙ্গালী আসিতেছে শুনিয়া মাটি হইতে ফুলের চারাগুলা পর্য্যন্ত তুলিয়া বিতরণ করিয়া গিয়াছেন এবং সে অবধি সবডিভিসন গৃহ বিরাট রাজার গো-গৃহে পরিণত হইয়াছে। একজন ভদ্রলোক সপরিবারে আসিতেছেন বলিয়া এডিসনাল বাবু জানিতেন, তথাপি তিনি গৃহখানির প্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করেন নাই। শুনিলাম তাঁহাকে সবডিভিসনের ভার না দেওয়াতে তিনি কিছু মনঃক্ষুন্ন হইয়াছেন

এবং এরূপে সে শোক নিবারণ করিয়াছেন। গৃহ-উপকরণের মধ্যে একখানি 'রাইটিং' টেবিল মাত্র আছে। একটি স্থান পরিষ্কার করিয়া স্ত্রীকে শোয়াইয়া রাখিলাম এবং গৃহ পরিষ্কার করাইতে লাগিলাম। সে দিন এ কার্য্যে কাটিয়া গেল। সে দিনই কার্য্য-ভার গ্রহণ করিলাম।

মাদারিপুর স্থানটী দেখিতে সুন্দর। অনন্ত বিস্তৃত পদ্মার শাখা আড়িয়ালখাঁ পদ্মারই মত বিস্তৃত। তাহাতে একটি ক্ষুদ্র নদ পড়িয়াছে তাহার নাম কুমার। এ কুমার ও আড়িয়ালখাঁর সঙ্গমস্থলে মাদারিপুর অবস্থিত। সবডিভিসন গৃহের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, তাহার অপর পারে কুমার-তীরবাহী মাদারিপুরের এক মাত্র রাজপথ এবং তাহার অপর পার্শ্বে কুমারের প্রশস্ত বাঁধা ঘাট এবং ঘাটের দুই পার্শ্বে নদতীরে ঝাউশ্রেণী। ফলতঃ স্থানটী দেখিতে বড় সুন্দর। দেখিয়া প্রাণে বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিলাম। তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না।

পরদিন প্রাতে 'মাদারিপুর হিতৈষী সভা' (Patriotic Association) হইতে এক বিচিত্র বেনামা পত্র ডাকে পাইলাম। তাহাতে লেখা আছে যে উক্ত সভা স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে অশেষ তর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উহা ভারতবর্ষের উপযোগী নহে। অতএব মশারি ছাড়া স্ত্রীকে নৌকা হইতে উঠান সভার মতে আমার বড়ই গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। তাহার জন্য সভার এক বিশেষ অধিবেশনে আমার উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি করিয়া এক 'রেজলিউসন' (উহার মাথামুণ্ডু বাঙ্গালা কি জানি না) পাশ হইয়াছে, আমি একজন বিখ্যাত কবি বলিয়া সভা মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়াছেন এবং উচ্চজাতি বলিয়া আমার জন্য এ উচ্চ শূলের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সবে মাত্র মাদারিপুরে পা দিয়াছি, তাহাতে এ বেনামা ব্রহ্মাস্ত্র। মনে মনে স্থির করিলাম আমাকে প্রথমেই একটু হাত দেখাইতে হইবে। পত্রখানি পড়া শেষ হইয়াছে, এমন সময় ডাক্তার বাবু

আসিলেন। তাঁহাকে খামটি দেখাইয়া লেখাটি চিনেন কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ ঠাওরাইয়া দেখিয়া বলিলেন যে স্থানীয় এক জন বড় মোক্তারের একটী ছেলে B. A. পড়িতেছে উহা তাহারই লেখা বোধ হইতেছে।

আমি। আপনি কেমন করিয়া চিনিলেন?

তিনি। সে আমাকে সময় সময় পত্র লিখিয়া থাকে।

আমি। তাহার লেখা পত্র আপনার কাছে আছে কি?

তিনি। আমি পত্র রাখি না, বোধ হয় নাই।

আমি। সে এখন কোথায়?

তিনি। কলেজ বন্ধ, সে এখন মাদারিপুরে আছে। আপনার কাছে কি লিখিয়াছে?

আমি। কিছু না, আপনি তাহার কাছে তাহার বি, এ, পাঠ্য সাহিত্য বহিখানি চাহিয়া একখানি পত্র লিখুন।

তিনি পত্র লিখিলেন। আমি তাঁহার ডিস্পেনসারির চাকরকে ডাকিয়া আনিয়া পত্রখানি তাহার দ্বারা পাঠাইলাম। আমার আরদালি পাঠাইলাম না। সে তৎক্ষণাৎ পত্রের উত্তর দিয়াছে যে বহিখানি তাহার সঙ্গে নাই। বাড়ীতে আছে। ডাক্তার বাবুর বিশেষ প্রয়োজন হইলে আনাইয়া দিতে পারে। আমি দেখিলাম আমার কাছে যে চিঠি আসিয়াছিল, সে কাগজ, সে লেফাফা, সে কালি, এবং সে লেখা। আমি চিঠিখানি রাখিলাম। ডাক্তার বাবু কিছু বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি আফিসে গিয়া আসন গ্রহণ করিয়াই মোক্তারদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। বলিলাম যে মাদারিপুরের বড়ই দুর্নাম, কিন্তু আমি সে কলঙ্ক মুহূর্তের জন্যও হৃদয়ে স্থান দিব না। আমি তাঁহাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করিব। ভরসা

করি তাঁহারাও তাহাই করিবেন। মোক্তারেরা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন যে আমার বিখ্যাত নাম, তাঁহারা আমাকে পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের কাছে কোন অভদ্র ব্যবহার আমি পাইব না। আমি বলিলাম আমি ইতিমধ্যেই কিঞ্চিত পুষ্প চন্দন পাইয়াছি। তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। আমি পত্রখানি পাঠ করিয়া শুনাইয়া বলিলাম যে আমি প্রমান পাইয়াছি যে একজন প্রধান মোক্তারের পুত্রের এ কীর্ত্তি। তৎক্ষণাৎ সে মোক্তরটী দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমার পুত্র ভিন্ন অন্য কোন মোক্তারের পুত্র ইংরাজি জানে না। ধর্ম্মাবতার মোটে কাল আসিয়াছেন, অতএব জানেন না যে আমি কিঞ্চিত স্বাধীনচেতা বলিয়া আমার অনেক শত্রু। বোধ হয় তাহারা কেহ ধর্ম্মাবতারকে বলিয়াছে যে এ জঘন্য পত্র আমার পুত্রের লেখা। আমার পুত্রের কিরূপ চরিত্র তাহা সকলেই জানেন। আমার কাছে তাহার হাতের লেখা আছে আমি আনিয়া দেখাইতেছি।" এ বলিয়া তিনি তাঁহার গৃহে ছুটিয়া গিয়া একখানি নোটবুক আনিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি নোটবুকখানি খুলিয়াই একটু হাসিলাম। আর একজন বড় মোক্তার উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ধর্ম্মাবতার হাসিলেন যে।" আমি ধীরে উত্তর করিলাম—"এ নোট বহিখানির প্রথম পৃষ্ঠাতেই সে বেনামা চিঠির মুসাবিদা আছে।" তখন নোট বহি-দাতা মোক্তারটি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে সকলে ধরাধরি করিয়া নদীর তীরে লইয়া গেলেন। মাথায় জল দিতে জ্ঞান হইল, তখন তিনি আমাকে বলিলেন—"আমি যে ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতাম বোধ হয় আপনি বিশ্বাস করেন না। তবে আমি যখন এরূপ কুলাঙ্গারের পিতা, তখন আমিও অপরাধী। আপনি পিতা পুত্র দুজনকেই এক সঙ্গে জেলে দেন।" আমি বলিলাম—"আপনি এখন

বাসায় যান, স্থির হউন, সে সকল কথা পরে হইবে।" তাঁহাকে কয়েকজন মোক্তার ধরাধরি করিয়া বাসায় লইয়া গেলেন।

সেদিন হইতে মাদারিপুর সবডিভিসন ব্যাপিয়া একটা হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল। সকলের মুখে একই কথা যে মাদারিপুরে এতদিনে ইহার উপযুক্ত হাকিম আসিয়াছে। এই যে লোকের মনে মহাভীতি সঞ্চার হইয়া গেল, ইহাতেই আমার মাদারিপুর সুশাসনের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

পরে জানিলাম মোক্তারটী মাদারিপুরের সর্ব্ব প্রধান মোক্তার এবং তাঁহার পুত্রও একটি 'তুখড়' ছেলে। অতএব এরূপ কৌশলে মাদারিপুরে পা দিয়াই তাঁহাদের ধরিয়া ফেলিয়াছি, ইহাতে লোকের মনে যুগপৎ ভক্তি ও ভয়ের সঞ্চার হইল। সে মোক্তারটি বড় 'দেমাকি', স্পষ্টবাদী ও স্বাধীনচেতা বলিয়া বাস্তবিক সকলেই তাঁহার শত্রু। কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিলে এডিসনাল ডেপুটী, মুন্সেফ, পুলিশ ইনস্পেক্টার ডাক্তার সকলেই আমার উপর পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন যে এ সুযোগ যেন না ছাড়ি এবং পিতা পুত্র উভয়কে ফৌজদারিতে দিয়া জব্দ করি। আমি মনে মনে প্রথম হইতে যদিও অন্যরূপ কার্য্য স্থির করিয়াছি, তথাপি তাঁহাদের অনুরোধ স্বীকার করিলাম। কাযেই সবডিভিসনময় রাষ্ট্র হইল যে পিতা পুত্র ফৌজদারিতে পড়িবে। তাহারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। এরূপে সাত দিন চলিয়া গেল, আমি কিছুই করিলাম না। বাঘে খাওয়ার অপেক্ষা খাইবার ভয় অধিক। সাত দিন পরে পূজার বন্ধ। বন্ধের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময়ে সে মোক্তারটী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন এবং গলবস্ত্র হইয়া আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন—"সাত দিন পিতা পুত্র অন্নজল গ্রহণ করি নাই, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হইতেছে না, লোকে কতরূপ কথা প্রচার করিতেছে এবং কত টিট্‌কারি দিতেছে। সে যন্ত্রণা সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক। তাহারা বলিতেছে পূজার সময় বাড়ীতে ওয়ারেণ্ট পাঠাইয়া পিতা পুত্রকে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইবে। সেরূপ অপমান অপেক্ষা বরং এখন জেলে দেওয়া ভাল। আমি আমার পুত্রকে আনিয়া হাজির করিয়া দিতেছি।"

এতাদৃশ প্রৌঢ় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রোদনে আমার হৃদয় আর্দ্র হইল। আমি বলিলাম—"আপনার কোন ভয় নাই। আপনি আপনার পুত্র-সহ বাড়ীতে যাইয়া পূজার উৎসব করুন, আমি পূজার বন্ধের মধ্যে কিছুই করিব না।" আমার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পূজার বন্ধ কাটিয়া গেল। পুত্র কলিকাতায় যাইয়া আমার কাছে করুণাভিক্ষাপূর্ণ একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। পিতা রোজ গলবস্ত্র হইয়া একবার আমার কাছে আসিয়া চক্ষের জল ফেলিতেন এবং আর বিলম্ব না করিয়া যাহা আমার ইচ্ছা হয় করিতে বলিতেন। এরূপে আরও একমাস চলিয়া গেল। তাহার পর এক দিন সমস্ত মোক্তার দলবলে কোর্টে কাঁদাকাটী করিতে লাগিলেন। সে মোক্তারটীর এমন শোচনীয় চেহারা হইয়াছিল যে এখন তাঁহার শত্রুদেরও তাঁহার প্রতি দয়া হইল। তখন ডেপুটী বাবুরা পর্য্যন্ত বলিলেন যে ফৌজদারিতে দেওয়া অপেক্ষা তাহার বেশী শাস্তি হইয়াছে। তথাপি তাঁহারা এখনও তাহাকে ফৌজদারীতে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। আমি সে দিন কোর্টে বলিলাম যে আমি ইহাদিগকে ফৌজদারিতে দিব না, তবে বেনামা চিঠিখানি কলেজের অধ্যক্ষের কাছে পাঠাইব। মোক্তারটী হাহারব করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন ছেলেটীকে যাবজ্জীবনের জন্য নষ্ট না করিয়া বরং যত দিন ইচ্ছা জেলে দেওয়া ভাল। আমি আর কিছু বলিলাম না।

এ দুর্ভাবনায় আবার তাহাদের কয়েক দিন চলিয়া গেল। একদিন

সন্ধ্যার পর পিতা পুত্র উভয়ে আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি উভয়কে সস্নেহে তুলিয়া বসিতে আসন দিলাম। এবং ছেলেটীকে খুব স্নেহের সহিত উপদেশ দিলাম। আমি যত আদর দেখাইতেছি পিতা পুত্র তত বেশী কাঁদিতেছে। আমি সর্ব্বশেষে ছেলেটীকে বলিলাম—"তোমরা কি পাগল? তোমাদের কোন অনিষ্ঠ করিবার ইচ্ছা আমার থাকিলে আমি এত দিন কি কিছু করিতাম না? আমি কিছুই করিব না। তুমি মনের আনন্দে গিয়া পড়া শুনা কর এবং খুব ভাল ছেলে হইবার চেষ্টা কর। তুমি যখন বাড়ী আসিবে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমি তোমাকে আমার ছোট ভাইটীর মত আদর করিব।" সে এবার আত্মহারাবৎ আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে একটী কথাও তাহার মুখে বাহির হইল না। তাহার পিতার অবস্থাও তদ্রূপ হইল। সেই দৃশ্য অপার্থিব, পবিত্র, শান্তিপ্রদ। মানুষ এরূপ শিক্ষার পথ ছাড়িয়া কেন যে কেবল কঠোর দণ্ডের দ্বারা শাসন করিতে চাহে আমি বুঝিতে পারি না। সে ছেলে তাহার পর আমার সঙ্গে বরাবর সাক্ষাৎ করিত। সে বড় ভাল ছেলে। আজ সে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তাহার ভাগ্যবান পিতা এখনও জীবিত কি না জানি না। আমি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম।

——০——

মাদারিপুরের অবস্থা।

যদিও মাদারিপুর একটী প্রাচীন সবডিভিসন, তথাপি ইহার অবস্থা বড় শোচনীয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি মিউনিসিপালিটী আছে, তাহার পরিচয় কেবল একটী মাত্র নদীতীরবাহী পাকা রাস্তা। কিন্তু তাহাতেও বাহির হইয়া দুই পা বেড়াইবার যো নাই। চারি দিক হইতে দুর্গন্ধ আসিয়া নাসিকা পূর্ণ করিয়া তোলে। স্থানটি ইউক্লিডের সরলরেখা-বিশেষ। ঐ পাকা রাস্তার এক পার্শ্বে কুমার নদ, অন্য পার্শ্বে উকিল মোক্তার প্রভৃতির বাসাশ্রেণী। প্রত্যেক বাসার পার্শ্বে একটি গর্ত্ত, তাহাতে পচা জল, তাহার এক পার্শ্বে পায়খানা এবং তাহাতে এক শতাব্দীর সঞ্চিত মলরাশি। তাহার দুর্গন্ধে কোন দিকে নাক বাহির করিবার সাধ্য নাই। এ রাস্তার এক প্রান্তে কুমার ও আড়িয়ালখাঁর মোহানায় একটি খুব বড় হাট এবং ব্যবসায়ীদের বৃহৎ বৃহৎ বাঁশের ঘর, হোগলা পাতার বেড়া। তাহার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ১২ মাস ভিজা থাকে। পাকা ঘরের মধ্যে কেবল সবডিভিসনাল অফিসারের গৃহ। আমার প্রথম ভাবনা হইল এ দুর্গন্ধের হাত হইতে কিরূপে উদ্ধারলাভ করিব। আমার ঘরের সম্মুখে একটি ছোট পুকুর, তাহার জলের গন্ধে গৃহে পর্য্যন্ত থাকা কষ্টকর বোধ হইল। সর্ব্বপ্রথম একটি তাল গাছের নল তৈয়ার করিয়া ঐ পুকুরের সঙ্গে নদীর যোগ করিয়া দিলাম। তাহাতে দেখিতে দেখিতে পুকুরের জল ভাল হইয়া উঠিল এবং মাদারিপুরে আমার কবি-কল্পনার বাহবা পড়িয়া গেল। তাহার পর গোয়ালন্দের সবডিভিসনাল অফিসারের কাছে পত্র লিখিয়া তিন জন মেথর আনাইলাম এবং বিজ্ঞাপন দিলাম যে সকলের বাসার পায়খানা প্রত্যহ পরিস্কার করিতে হইবে, না করিলে দণ্ডবিধি মতে তাহার জন্য দণ্ডিত হইতে হইবে। যদি কেহ মেথর

চাহেন আমি মেথর এ নিয়মে যোগাইব—প্রত্যহ পরিষ্কারের জন্য মাসে ১৲ টাকা, এক দিন অন্তর ৷৷০ আনা, সপ্তাহে দুদিনের জন্য ।০ আনা। বিজ্ঞাপন বাহির হইবামাত্রই একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল এবং আমার প্রতিকূলে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে মাদারিপুরবাসীর এক দীর্ঘ আবেদন পত্র যাইয়া উপস্থিত হইল যে আমি তাঁহাদের আজীবন সঞ্চিত ধন হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছি। দরখাস্ত আমার কাছে রিপোর্টের জন্য আসিল। ম্যাজিষ্ট্রেট জেফ্রি সাহেবের এক দীর্ঘ ডেমি-অফিসিয়াল পত্রও আসিল। তিনি লিখিয়াছেন যে মাদারিপুর দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপালিটী, তাহাতে বাই-ল অর্থাৎ উপনিয়ম প্রচলিত করিয়া স্থান পরিষ্কার করাইবার আমার কোন অধিকার নাই। তিনি আমার উদ্দেশ্যের খুব প্রশংসা করিয়াছেন, তবে কার্যটী আইনবিরুদ্ধ এবং মাদারিপুর বড় ভয়ানক স্থান বলিয়া আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আমি আমার রিপোর্টে লিখিলাম যে আমি কোন উপনিয়ম প্রচারিত করি নাই। কেবল পায়খানা পরিষ্কার রাখিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরূপ নোটীস জারি করিয়াছি মাত্র, এবং আমি নিজে তিন জন মেথর নিযুক্ত করিয়াছি। যাহারা আমার ভৃত্যের দ্বারা কার্য্য করাইতে চাহে, তাহাদের আমার নিয়মানুসারে বেতন দিতে হইবে। ডেমি-অফিসিয়াল চিঠিতেও এ সকল কথা আরও বিস্তারিত লিখিলাম। শুনিলাম তিনি আমার রিপোর্ট পাইয়া এক উচ্চ হাসি হাসিয়াছিলেন এবং মাদারিপুরবাসী উকিল মোক্তারদিগকে আমার রিপোর্টের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"বড় চতুর লোক। ইহাকে ধরা বড় কঠিন ব্যাপার।"

মাদারিপুরের আন্দোলন থামিয়া গেল এবং ক্রমে ক্রমে সপ্তাহে দুই দিন পরিষ্কার করাইবার জন্য আমার কাছে দরখাস্ত পড়িতে

লাগিল। আমি তাহাই গ্রহণ করিলাম। কিছু দিন পরে সকলে বলিতে লাগিলেন যে তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে চাহেন। আর চারি গণ্ডা পয়সা বেশী বইত নয়, উহা তাঁহারা দিবেন। আর কিছু দিন পরে, যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তাঁহারা বলিলেন যে আর আট গণ্ডা পয়সা বেশী বইত নয় তাঁহারা এক টাকা করিয়া দিবেন যেন প্রত্যহ পরিষ্কার হয়। তখন আমাকে আবার মেথর গোয়ালন্দ হইতে আনাইতে হইল এবং দেখিতে দেখিতে সকলেই দৈনিক পরিষ্কারের জন্য খুনাখুনি করিতে লাগিলেন। এখন আমার প্রতিশোধের পালা। আমি বলিলাম আমি এত মেথর কোথায় পাইব। আর তাঁহারা যখন এত নারাজ হইয়া আমার উপর অমৃতরাশি বর্ষণ করিয়াছেন, তখন আমি এ কার্য্য ছাড়িয়া দিব। ইহার পর আমার বাহাদুরি দেখে কে ? তখন জনে জনে আমার খোসামুদি করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, এ যে কি আরাম তাঁহারা পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছেন কি নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

তাহার পর হাটটিতে হাত দিলাম। উহার সমস্ত স্থানে প্রায় এক ফুট কাদা, কেন্দ্রস্থলে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। তাহার জল এরূপ দূষিত যে উহা কতখানি সবুজ বর্ণ কাদা বলিলেও চলে। গন্ধের জন্য তাহার পাড়ে দাঁড়াইবার সাধ্য নাই। হাটের মালিক এক ঘর ব্রাহ্মণ জমীদার। দেবতাদের ডাকাইয়া অনেক করিরা বুঝাইয়া বলিলাম যে যখন তাঁহারা এ হাট হইতে বৎসর অনুমান তিন হাজার টাকা পাইতেছেন, তখন পুষ্করিণীটার পঙ্কোদ্ধার করিয়া এবং হাটে খোয়া ঢালিয়া দিয়া স্থানটি হাটের উপযোগী করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। মাদারিপুরের লোক, হাড় অস্থি পর্য্যন্ত পাকা। তাঁহারা পরিষ্কার উত্তর দিলেন হাটের এ অবস্থা তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক, তাঁহারা গরীব ব্রাহ্মণ, হাটের উন্নতির জন্য তাঁহারা এক পয়সাও খরচ

করিতে পারিবেন না।' আমার সমস্ত কথা তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তাঁহারা যে এরূপ জবাব দিবেন তাহার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম এবং তাহার প্রতিকারের পথও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। ঢাকা জেলার স্বনামখ্যাত লোজঙ্গের ধনী পালদিগের একটি কাছারি-বাড়ী মাদারিপুরে ছিল এবং তাহার একটি বিস্তৃত হাতা ছিল। আমি তথনই কাছারির বৃদ্ধ নায়েবকে ডাকাইয়া আনিলাম।

আমি। আপনার কাছারি বাড়ীর হাতায় আমি একটি হাট বসাইতে চাহি, যদি আপনি আমার সাহায্য করেন।

তিনি। আমি ধর্ম্মাবতারের তাঁবেদার, যাহা আদেশ করিবেন তাহাই করিব। সাহায্য কি কথা, একটি হাটের জন্য আমার মনিবেরা দশ বিশ হাজার টাকাও অকাতরে খরচ করিবেন।

আমি। বেশ কথা। আপনি আগামী হাটবারের দিন সকাল হইতে ঢোল পিটাইয়া দিবেন যে আপনার কাছারিতে হাট বসিবে। বৃদ্ধ তথন অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল এবং বলিল ধর্ম্মাবতার তাহাতে কি ফল হইবে? আমি হাসিয়া বলিলাম তিনি সে দিনই তাহা দেখিবেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া পুলিস ইন্‌স্পেক্টারকে ডাকাইয়া আমার কার্য্যপ্রণালী স্থির করিলাম। কাদার জন্য লোক হাটে বসিতে পারে না। এ বর্ষার সময় সকলেই মিউনিসিপাল রাস্তার উপর বসে। উহা আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমি ইন্‌স্পেক্টারকে বলিলাম আগামী হাটের দিন রাস্তার উপর কনষ্টেবল মোতায়ন রাখিতে হইবে, যেন কেহ সেখানে বসিতে না পারে এবং যে যে জল ও স্থল পথে লোক হাটে আসে, সেখানে দূরে দূরে কনষ্টেবল মোতায়ন রাখিয়া লোকদিগকে পালের কাছারীর হাটে যাইতে বলিয়া দিতে হইবে। হাটবার দিন সকাল হইতে পালের ঢোল বাজিতে লাগিল এবং মাদারিপুরের

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে ব্যাপারখানা কি? আমি স্থির গম্ভীর-ভাবে কাছারিতে বসিয়া কাজ করিতেছি এমন সময় সেই দেবতা দুজন দূর হইতে দোহাই দিতে দিতে আসিয়া এজলাসের উপর হাত বাড়াইয়া আমার পা ধরিতে চাহিতেছেন। আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম—"সে কি ঠাকুর! তোমরা ব্রাহ্মণ হইয়া এ কি করিতেছ।" তাহারা এজলাসের রেলে মাথা কুটিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! লোজঙ্গ পালের নায়েব আমাদের সাত পুরুষের হাট ভাঙ্গিয়া দিল, আমাদের সর্ব্বনাশ করিল।"

আমি। সে কি কথা?

তাহারা। আমাদের হাটে একটি লোকও নাই। সমস্ত লোক পালের কাছারির হাতায় গিয়া বসিয়াছে।

আমি। আমি কি করিব! তোমরা সামান্য ব্রাহ্মণ। তোমরাই আমাকে গ্রাহ্য কর না। পালেরা ধনকুবের, তাহারা কি আমার কথা শুনিবে? তোমরা আইনমতে তাহাদের সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়া তাহাদের হাট ভাঙ্গাইয়া দেও। আমার ইহাতে কোন অধিকার নাই।

তাহারা। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের খুব আক্কেল হইয়াছে। আপনি নায়েবকে ডাকাইয়া দুটি কথা বলিলেই তাহারা হাট ছাড়িয়া দিবে। আর আমাদের যাহা আদেশ করেন, তাহাই করিব।

তখন আমি বৃদ্ধ নায়েবকে ডাকাইলাম। সে আমার পূর্ব্ব শিক্ষামতে বলিল—"লোকেরা আপনি গিয়া আমাদের হাতায় বসিতেছে, কাদার জন্য হাটে বসিতে পারে না। আমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিব কেন? যখন হাট একবার বসিয়াছে আমার মনিবেরা ইহার জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। প্রিভি কাউনসেল পর্য্যন্ত না লড়িয়া আমরা ছাড়িব না।"

আমি ঠাকুরদের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"শুনিলে ত বাপু, লক্ষ টাকা!! এখন আমি ইহাতে আর কি করিব? তখন তাহারা ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং সে বৃদ্ধ নায়েবকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—"দোহাই হাকিমের! দোহাই নায়েব বাবুর! এ গরীব বামনদের সর্ব্বনাশ করিও না!" আমি তখন কোর্টের কনষ্টেবলকে ইঙ্গিত করাতে সে যাইয়া বলিল—"ঠাকুর কোর্টে আর গোলমাল করিও না, চলিয়া যাও।" তখন তাহারা মরাকান্না কাঁদিতে কাঁদিতে নদীর তীরে বসিয়া কেবল "দোহাই ধর্ম্মাবতারের!" বলিতে লাগিল। এরূপে সপ্তাহ চলিয়া গেল, রোজ এ অভিনয়। শেষে মোক্তারেরা সকলে দল বাঁধিয়া বলিল যে দেবতাদের আচ্ছা শিক্ষা হইয়াছে, তাহাদের সাত দিন সময় দিলে তাহারা হাটের পুকুর কাটাইয়া পাকা ঘাট বাঁধিয়া দিবে এবং যাহাতে বিন্দুমাত্র কাদা না হয় তাহা করিয়া দিবে। আমি বলিলাম—"ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।' আগে তাহারা সেরূপ কার্য্য করুক, তখন ইহার কোনরূপ প্রতিবিধান করা যাইতে পারে কি না চেষ্টা করা যাইবে। তবে অবস্থা এখন বড় গুরুতর হইয়াছে। শুনিয়াছ পালদের লক্ষ টাকা।" দেখিতে দেখিতে হাট পাকা হইল এবং পুকুরও কাটান হইল। আমি তখন পালেদের নায়েবকে ডাকাইয়া অন্য দিকে কল টিপিলাম। সে লোকটি বড় ভাল ছিল। সে বলিল—"ব্রাহ্মণদের বাস্তবিকই সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব ধর্ম্মাবতার যদি হাট আবার সেখানে উঠাইয়া লইতে চাহেন আমার তাহাতে আপত্তি নাই।" আমি তাহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দিলাম এবং এ সাহায্যের জন্য যাহাতে পালদের অন্যরূপে সুবিধা হয়, অথচ মাদারিপুরের উন্নতি হয় সেরূপ আর একটি প্রস্তাব করিলাম।

——o— —

আল্লার ঢিল।

পালঙ্গ থানার অধীনে কোনও একটি গ্রামে একটি ব্রাহ্মণ জমীদার-পরিবার ছিলেন। তাঁহারা তিন সহোদর, জ্যেষ্ঠ শিষ্ট শান্ত, মধ্যম মধ্যম প্রকারের লোক এবং কনিষ্ঠ এতদূর অত্যাচারী যে তিনি সে অঞ্চলে কংসাবতার বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইহাদের একটি খুড়তত ভ্রাতা ছিল। সে তাঁহাদের জমীদারির অর্দ্ধাংশের অধিকারী, কিন্তু সে এরূপ নিরীহ ভাল মানুষ যে সে জমীদারি হইতে কিছুই পায় না। তাহার গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্ত সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। দীর্ঘকাল স্বীয় সম্পত্তি হইতে এরূপে প্রবঞ্চিত হইয়া সে শেষে 'ফরাজি'দিগের অধিনায়ক বিখ্যাত দুধুমিয়ার পুত্র নোয়া মিয়ার কাছে তাহার অর্দ্ধাংশ 'পত্তনি' দিতে প্রস্তাব করিল। নোয়ামিয়ার কথা পরে লিখিব। এখানে এ পর্য্যন্ত বলিলেই চলিবে যে সে অঞ্চলের মুসলমান প্রজা সমস্তই তাহার শিষ্য ও ধর্ম্মশাসনাধীন বলিয়া তাহার এত দূর প্রভুত্ব ও এরূপ অকথ্য অত্যাচার ছিল যে উক্ত 'পত্তনির' প্রস্তাবে স্বয়ং কংসাবতারের হৃৎকম্প হইল। সে দিনে দিনে তাহাদের তিন ভ্রাতার নামে এককালে পত্তনি লিখিয়া তাহা পালঙ্গ সবরেজেষ্টারী আফিসে গভীর রাত্রিতে রেজেষ্টারি করাইয়া লইল। কিছু দিন পরে এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহার খুড়তত ভাই হাহাকার করিয়া রেজিষ্টারী আফিসে গিয়া সে দলিলের নকল লইয়া ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রার সহৃদয় জেফ্রি বাহাদুরের কাছে নালিস করে। তিনি স্বয়ং তাহা তদন্ত করিয়া কংসাবতারকে সেসনে অর্পণ করিয়াছেন এবং সবরেজিষ্ট্রারের নামে মোকদ্দমা স্থাপন করিয়া বিচারার্থ সবডিভিসনাল আফিসারকে দিয়াছেন। তিনি এই ইতিহাস আমাকে মাদারিপুর আসিবার সময় ডাকিয়া বলিলেন যে সে মোকদ্দমা

আমাকে বিচার করিতে হইবে এবং যাহাতে চক্রবর্ত্তীদের অত্যাচার নিবারণ হয় তাহার চেষ্টা আমাকে বিশেষরূপে করিতে হইবে।

আমি মাদারিপুরে আসিয়া সবরেজিষ্ট্রারকে সেসনে অর্পণ করিলাম। উভয় মোকদ্দমা এক সঙ্গে বিচার হইল এবং আশ্চর্য্যের বিষয় উভয় মোকদ্দমাতেই বিবাদী অব্যাহতি পাইল। সমস্ত সবডিভিসন বিচারের ফলে স্তম্ভিত হইল এবং সাধারণ লোকে এই সিদ্ধান্ত করিল যে জেফ্রি সাহেবের সঙ্গে জজের মনোবাদ এ বিচার-বিভ্রাটের কারণ। কংসাবতার গৃহে ফিরিয়া সে অঞ্চলে অরাজকতা আরম্ভ করিল। প্রত্যহ তিন ভ্রাতার প্রতিকূলে নালিস হইতে লাগিল, এবং তাহাদের শাস্তি হইলেই জজ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। অবস্থা ভয়ানক হইয়া উঠিল। আমিও, এক মোকদ্দমায় অব্যাহতি হইলে, দ্বিতীয় মোকদ্দমায় তাহাদিগকে জেল দিতে লাগিলাম। কনিষ্ঠের কার্য্যে লিপ্ত হইয়া অপর ভ্রাতা দুজনও সময়ে সময়ে জেলে যাইতেছিলেন। এক মোকদ্দমায় খালাস হইলে তাহাদিগকে জেলের দ্বার পর্য্যন্ত মুক্তি দিয়া, অন্য মোকদ্দমায় গ্রেপ্তার করিয়া আবার জেলে দিতে লাগিলাম। এরূপ কঠোরভাবে প্রায় ছয় মাস তাহাদিগকে শাসন করিলাম। কিন্তু একে একে সকল মোকদ্দমায় জজ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন তাহারা তাহাদের খুড়তত ভ্রাতার জমীদারি কাছারিতে এক প্রকাণ্ড কালী পূজা করিল এবং ঢাকা হইতে বাই খেমটা আনিয়া তিন দিন যাবৎ ঘোরতর উৎসব করিল। ইহার অর্থ, সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট যে তাহাদের কিছুই করিতে পারিল না তাহা ঘোষণা করা ও তাঁহাকে অপদস্থ করা। উৎসবান্তে তাঁহার একজন অত্যাচারী গোমস্তা ও এক পেয়াদা খাজনা উশুলের জন্য রাখিয়া বিজয়ী যোদ্ধার মত মহা আড়ম্বরে গৃহে ফিরিলেন। গোমস্তা প্রজাদের

গরু বাছুর প্রকাণ্ড নিলাম করিয়া খাজনা উশুল করিতে লাগিল এবং নানাবিধ অসহনীয় অত্যাচার করিতে লাগিল। প্রজারা বুঝিল যে সবডিভিসনাল অফিসার তাহাদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারিল না। তখন তাহারা শাসনভার আপনার হস্তে লইল। চতুর ও সাবধান গোমস্তা ডাঙ্গার কাছারিতে না থাকিয়া নৌকায় থাকিত। এক দিন পালঙ্গ থানাতে সংবাদ আসিল যে নৌকা সহিত গোমস্তা ও পেয়াদাদিগের চিহ্নমাত্র পাওয়া যাইতেছে না। পুলিস তদন্তে গেলে মুসলমান প্রজাগণ—মাদারিপুর অঞ্চলে মুসলমানই প্রজা—একবাক্যে বলিল যে গোমস্তাকে তাহারা দেখেও নাই। 'আল্লার ঢিলে' তাহাকে লইয়া গিয়াছে। তখন আর বুঝিবার বাকী রহিল না যে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া নৌকাসহ মেঘনায় লইয়া প্রজারা ডুবাইয়া দিয়াছে। তখন প্রজারা রাষ্ট্র করিল যে জেলার ও উপবিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট যখন চক্রবর্ত্তীদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিল না, তখন তাহারা তিন ভ্রাতাকে খুন করিয়া তিন জন ফাঁসিতে গিয়া দেশ রক্ষা করিবে। চক্রবর্ত্তীরা তখন বুঝিলেন যে "বীরত্ব অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ" (Discretion is the better part of valour.)। তাঁহারা রাবণের পরিবার লইয়া, এবং ভদ্রাসন বাড়ী শূন্য করিয়া প্রাণভয়ে ফরিদপুরে পলায়ন করিলেন এবং সরকারি উকীল তারানাথ বাবুর আশ্রয় গ্রহন করিলেন।

আমি মাদারিপুর যাইবার কিছু দিন পূর্ব্বে পূর্ণ রায় নামক এক জন ভূম্যধিকারীকে প্রজাগণ রাত্রিতে নৌকায় আক্রমণ করিয়া পশুবৎ হত্যা করিয়াছিল। তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর পক্ষে জমীদারি কোর্টে আনা হইয়াছিল এবং স্বয়ং জেফ্রি ও তারানাথ পিতার শোচনীয় হত্যার দরুণ শিশুকে বড় ভালবাসিতেন। তাহার ষ্টেট চক্রবর্ত্তীদের কাছে গুরুতররূপে ঋণী ছিল। তারানাথ তাঁহাদের সাহায্য

করিবেন বলিয়া একটা সামান্য সম্পত্তি তাঁহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া লইলেন। তাহার পর জেফ্রি সাহেবকে সে কথা বলিয়া হাত করিয়া তাহাদিগকে তাঁহার সমক্ষে লইয়া গেলেন। তাঁহারা জেফ্রির চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থার ও নির্ব্বাসনের কথা বলিলেন। তাহার পর দিন আমি জেফ্রি সাহেবের এক ডেমি-অফিসিয়াল (অর্দ্ধ সরকারি) পত্র পাইলাম। তাহার মর্ম্ম—"চক্রবর্ত্তীদের যথেষ্ট শাসন হইয়াছে। এখন আর Giving a dog a bad name and then hanging him (কুকুরকে দুর্ণাম দিয়া ফাঁসি দেওয়া) নীতিতে কার্য্য করা ভাল নহে।" আমি দেখিলাম তাঁহার ইহাদের প্রতি দয়া হইয়াছে। ইহার কয়েক দিন পরে তিনি তাহাদের সঙ্গে করিয়া মাদারিপুরে আসিলেন। আমি সাক্ষাৎ করিতে গেলে আমাকে উপরোক্ত মর্ম্মে চক্রবর্ত্তীদের জন্য সুপারিস করিলেন, এবং গোমস্তা পেয়াদা খুন মোকদ্দমাটার প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম—"শুনিয়াছি পূর্ণ রায়ের মোকদ্দমায় ব্যারিষ্টার মনোমোহন এ অঞ্চলের প্রজাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে যদি খুন করে তবে যেন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখে না। তাহারা এবার সে উপদেশমতে কার্য্য করিয়াছে, অতএব খুন প্রমাণ করা বিধাতা পুরুষেরও সাধ্য নাই। তবে চক্রবর্ত্তীরা যদি আর অত্যাচার করিবে না বলিয়া তাঁহার ও আমার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করে, তবে তাহারা বাড়ী চলিয়া যাউক, কেহ তাহাদের যেন কেশ স্পর্শ না করে আমি তাহা করিব। জেফ্রি তাহাদিগকে ডাকাইলেন। তাহারা তাঁহার বজরায় আমার হাতে পৈতা জড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে তাহারা ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোনও কার্য্য করিবে না। আমি তখন তাহাদিগকে বাড়ী যাইতে বলিলাম। তাহারা সঙ্গে একজন সব্ইন্স্পেক্টার ও

পুলিস চাহিল। আমি বলিলাম আমি একটি চৌকিদারও তাহাদের সঙ্গে দিব না। তাহারা তখন গলদশ্রুনয়নে জেফ্রি সাহেবের কাছে বিদায় চাহিয়া বলিল—"হুজুর! আমাদের সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ।" তাহারা চলিয়া গেলে জেফ্রি আমাকে বলিলেন—"আপনি কি অন্যায় সাহস করিতেছেন না?" আমি গর্ব্বিতভাবে উত্তর দিলাম—"আমাদের হুকুমকে যদি লোকে ভয় না করে, তবে পুলিসকে কি ভয় করিবে? আমি ইহাদের সঙ্গে অজ্ঞাতভাবে পুলিস পাঠাইব কিন্তু সে কথা ইহারা কি অন্য লোক জানিবে না। লোকে জানিবে যে ইহারা কেবল আমাদের হুকুমের জোরে বাড়ী গেল।" আমি কাছারিতে গিয়া উভয় পক্ষের মোক্তারদিগকে ডাকিয়া এবং প্রজাদের মোক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—"চক্রবর্ত্তীরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর তাহারা প্রজার উৎপীড়ন করিবে না। আমি তাহাদিগকে বাড়ী যাইতে আদেশ দিয়াছি। তুমি জান, আমি এত দিন প্রজাদের জন্য কত কি করিয়াছি, কিন্তু এখন প্রজারা যদি তাহাদের ছায়াও স্পর্শ করে, তবে আমি তাহাদের প্রতিকূলে যাইব।" মোক্তার বলিল যে, সে প্রজাদের সংবাদ দিবে। তাহারা আমার আদেশের কখনও অন্যথাচরণ করিবে না।

তাহার কয়েকদিন পরে আমি সেই কালীপূজার ও নৃত্যগীতের রঙ্গভূমি কাছারিতে গিয়া শিবির স্থাপন করিলাম। প্রথমে চক্রবর্ত্তীদের খুড়তত ভাইকে ডাকিয়া বলিলাম—"তোমার সন্তানাদি নাই। তুমি এরূপ সরলপ্রকৃতির লোক যে তোমার দ্বারা জমীদারি শাসন অসম্ভব। অতএব তুমি চক্রবর্ত্তীদের এখন একটা প্রকৃত 'পত্তনি' দেও।" সে তাহাতে সম্মত হইয়া বলিল, যে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলে সে সমস্ত সম্পত্তি ভ্রাতাদিগকে দিয়া কাশী চলিয়া যাইবে। সে তাহার সম্পূর্ণ ভার আমার হস্তে দিল। চক্রবর্ত্তীদের

ডাকাইয়া আমি তদ্রূপ 'পত্তনি' সম্পাদিত করিয়া তাহাদের খুড়তত ভ্রাতাকে সস্ত্রীক কাশীযাত্রা করাইয়া দিলাম। চক্রবর্ত্তীরা কেবল এক আপত্তি করিল যে প্রজারা যেরূপ বিদ্রোহী হইয়াছে,তাহাদিগকে খাজনা দিবে না। আমি তাহাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া প্রজাদের দলপতি-গণকে ডাকাইলাম। দেখিলাম চক্রবর্ত্তীরা কিছু অতিরিক্ত নিরিখে খাজানা চাহিতেছিল। কিন্তু সে খুনের কিছুই কিনারা হইল না দেখিয়া, এবং চক্রবর্ত্তীদের পলায়ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, প্রজাদের এত সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল যে আমার স্থিরীকৃত নিরিখেও তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিল না। তখন আমাদের যে অমোঘ অস্ত্র আছে তাহা ত্যাগ করিলাম। এই বিদ্রোহের দলপতিগণকে Special constable (বিশেষ কনেষ্টবল) নিযুক্ত করিয়া আদেশ দিলাম যে তাহারা প্রত্যহ সেখান হইতে পালঙ্গের থানায় শান্তি রক্ষার সংবাদ দিবে, সেখান হইতে সেই সংবাদ মাদারিপুরে অতিরিক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে লইয়া যাইবে, এবং তাহার পর আমার শিবিরে সংবাদ লইয়া আসিবে। তাহাদিগকে পোষাক দেওয়া হইল। Baton (বেটন) দেওয়া হইল। আমার তাঁবুর সম্মুখে সে 'বেটন' বুকে লাগাইয়া দাঁড়াইত। এক দিন একজন মোক্তার তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে সে উহা রাত্রিতেও বুকের উপর রাখিয়া শুইয়া থাকে, কারণ উহা মাটিতে রাখিলেও নাকি জরিমানা হয়। এরূপ দিন কয়েক কনষ্টেবলি করিবার পর তাহাদের রোখ থামিল। তাহারা বুঝিল যে কেবল চক্রবর্ত্তীদের নহে, তাহাদের শাসন করিবারও অস্ত্র আছে। তখন সমস্ত প্রজা সেই নিরিখ স্বীকার করিল এবং আনন্দে বন্দোবস্তি করিল। তখন জমীদার প্রজার মধ্যে সেই সম্প্রীতি, এবং আমার প্রতি উভয়ের কৃতজ্ঞতা দেখিয়া আমার হৃদয়ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সমস্ত বন্দোবস্তি রেজেষ্টারী করাইয়া দিয়া আমি শিবির

উঠাইয়া মাদারিপুরে ফিরিলাম। জেফ্রি সাহেবকে সমস্ত সংবাদ অবগত করাইলে, তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়া ও প্রীতি প্রকাশ করিয়া দীর্ঘ পত্র লিখিলেন।

—০—

নোয়ামিয়া।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে নোয়ামিয়া স্বনামখ্যাত দুধু মিয়ার পুত্র এবং 'ফরাজি' মুসলমানদের অধিনায়ক। তাহার নামে স্বয়ং কংসাসুর চক্রবর্ত্তী যে ভীত হইয়া জাল পর্য্যন্ত করিয়াছিল তাহাতে তাহার পরাক্রম প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের, বিশেষতঃ ফরিদপুর অঞ্চলের প্রজা অধিকাংশই 'ফরাজি' মুসলমান। নোয়ামিয়ার মুখের কথা তাহাদের পক্ষে বেদ। এমন ধর্ম্মগুরুর দাসত্ব অন্য কোনও জাতিতে নাই। এ অঞ্চলে নোয়ামিয়া ইংরাজ রাজ্যের উপর এক প্রকার আপনার রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামে তাহার এক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও পেয়াদা নিয়োজিত ছিল, এবং ইহাদের দ্বারা সে ফরাজিদিগকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত রাখিত। গ্রামের কোনও বিবাদ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি ভিন্ন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইতে পারিত না। অগ্রে তাহার কাছে বিচার হইত এবং সে অনুমতি দিলে ইংরাজ পুলিসে কি বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত হইত। ইহার অন্যথা কেহ করিলে তাহাকে ধর্ম্মচ্যুত 'কাফের' হইতে হইত। ইহার ফলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে পক্ষ অবলম্বন করিত সে পক্ষ মিথ্যা হইলেও প্রমাণিত হইত। তাহার আদেশমত লোকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিত, এবং সে যাহার বিপক্ষে যাইত তাহার অভিযোগ সত্য হইলেও শত পুলিসে কি বিচারকে চেষ্টা করিয়াও বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাইত না। পূর্ব্ব অধ্যায়ের 'আল্লার ঢিলের' দ্বারা খুন তাহার একটি জলন্ত প্রমাণ। এরূপে মাদারিপুরের বিচারকার্য্য একরূপ হাস্যকর ব্যাপার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের লীলা হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু তাহা নহে। বিচারালয়ে বহুব্যয়ে যদি কোন সম্পত্তি কেহ ডিক্রী পাইল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহার প্রতিকূলে গেলে, তাহার সাধ্য

নাই যে সেই সম্পত্তির নিকটে যাইবে। মাদারিপুর যে এত গুরুতর হাঙ্গামা খুনের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, এই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ তাহার একটি প্রধান কারণ। অথচ ইহারা ঠিক যেন আয়নার ছবি। ধরিবার যো নাই। ধরিবে কি, তাহাদের ও তাহাদের পেয়াদাদের নাম পর্য্যন্ত গ্রামের কেহ প্রাণান্তে প্রকাশ করিবে না। যাহাদের সর্ব্বনাশ করিত, তাহারা পর্য্যন্ত নোয়ামিয়ার ভয়ে ইহাদের নাম প্রকাশ করিত না। কারণ তাহা হইলে গ্রামান্তরে পলাইয়া গিয়াও রক্ষা নাই। সেখানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহার প্রতিশোধ লইবে। এরূপ অবস্থায় কোন কোন প্রজা দেশত্যাগী হইয়া অন্যদেশে চলিয়া যাইত, তথাপি তাহার ধর্ম্মগুরুর প্রতিকূলতা করিত না।

আমি সব্‌ডিভিসনের ভার লইয়া নোয়ামিয়ার শাসনের গল্প শুনিয়াছিলাম, এবং চক্রবর্ত্তীদের মোকদ্দমায় তাহার প্রমাণও পাইলাম। কিন্তু তাহাকে দণ্ডবিধি কি কার্য্যবিধির দ্বারা স্পর্শ করিবারও যো নাই। কারণ, আইন প্রমাণের অধীন। নোয়ামিয়ার কার্য্যাবলী প্রমাণের বাহির। তাহার প্রতিকূলে কে প্রমাণ দিবে? পুলিস এই বলিয়া কবুল জবাব দিত। আমি তখন বুঝিলাম যে, তাহাকে শাসন করা দণ্ডবিধি কি কার্য্যবিধির কার্য্য নহে। ইহার জন্য অন্য বিধি অবলম্বন করিতে হইবে। মাদারিপুর শাসন কার্য্যে বিধাতা আমাকে অনেক সময় সাহায্য করিয়াছেন, অনেক সময় আমার জীবন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছেন। হঠাৎ একদিন এক পুলিস রিপোর্ট আসিল যে পশ্চিম অঞ্চলের জোয়ানপুর হইতে এক মৌলবী আসিয়া নোয়ামিয়ার প্রতিকূল মত প্রচার করিতেছে। স্মরণ হয়, তর্কের বিষয় এরূপ একটি কি ছিল—নোয়ামিয়াদের মতে যেখানে মুসলমান রাজ্য নাই, সেখানে "জুম্মা নেমাজ" অসিদ্ধ। জোয়ানপুরের মৌলবীর মতে মুসলমান রাজ্য হউক,

আর অন্ত রাজ্যই হউক, রাজা যেখানে আছে সেখানে জুম্মা নেমাজ সিদ্ধ। পুলিস রিপোর্ট করিয়াছে যে এই বিতণ্ডা এত ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছে যে তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিবিধান না করিলে সমস্ত সব্ডিভিসনে ঘোরতর হাঙ্গামা খুন আরম্ভ হইবে। এমন কি পরের শুক্রবার একদল নেমাজ পড়িতে গেলে, অন্যদল তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে এবং প্রত্যেক মস্‌জিদ্ নররক্তে প্লাবিত হইবে। বিষম সঙ্কট। এখন প্রচলিত শাসনপ্রণালী অনুসারে দুই মৌলবীকে তলব দিয়া যেন শান্তিরক্ষার জামিন মোচলকা লইলাম। কিন্তু তাহাদের মতের ত আর জামিন মোচলকা লওয়া যাইতে পারে না। মতকে ত আর পুলিস কি ওয়ারেণ্টের দ্বারা গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে না। ভূগর্ভস্থ বিবরবাসী দীনহীন রুশোর একটি মত হইতে ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়াছিল। ফরাসী-সম্রাট তাঁহার সমস্ত শক্তি সঞ্চালিত করিয়াও তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না। বরং তাহার প্রথম সূচনায় তাঁহারই শিরশ্ছেদ ঘটিল। অনেক চিন্তা করিয়া আমি পুলিসের দ্বারা উভয়ের নিকট এক আদেশ প্রেরণ করিলাম যে পরের রবিবার মাদারিপুরে মুসলমানদের একটি মহতী সভা আহূত হইবে। মৌলবীরা অশান্তির কার্য্য করিয়া দণ্ডিত না হইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আপন আপন মত সমর্থন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করুন। এই কৌশলে যুদ্ধ স্থগিত হইল, এবং উভয় মৌলবী বহুসংখ্যক 'কেতাব' ও অনুচর সঙ্গে করিয়া নিরূপিত সময়ে সভায় উপনীত হইলেন। এক প্রকাণ্ড সামিয়ানাতলে ফরিদপুর অঞ্চলের সমস্ত আকক্ষ-চুম্বিত-শ্মশ্রু মৌলবীগণ বড় বড় 'মুড়াচ্ছা' বাঁধিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। আমাদের শ্রাদ্ধ সভায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের যেরূপ পণ্ড বাক্‌বিতণ্ডায় মেদিনী কম্পিত হইয়া থাকে আমি তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলাম। আমি অগ্রেই জানিয়াছিলাম যে এই জুম্মা যুদ্ধের শেষ নাই।

অতএব যুদ্ধ ১০টার সময় আরম্ভ করাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তে সমস্তদিন দিবানিদ্রায় কাটাইলাম। ইন্‌স্‌পেক্টরকে বলিয়া দিলাম যে তিনি যেন পাঁচটার সময় রক্তউষ্ণীশধারী অনুচরগণ সমভিব্যাহারে সশস্ত্র বীরবেশে সভায় উপস্থিত হন। নিদ্রান্তে পাঁচটার সময়ে গিয়া দেখিলাম সব-ডিভিসন ভাঙ্গিয়া যেন সমস্ত কাছাবিহীন বিরাটমূর্ত্তি ফরাজিগণ সমবেত হইয়াছে। মোলবীযুগলকে আমি সভার দুই বিপরীত প্রান্তে বসাইয়া-ছিলাম। এখন দেখিলাম, তাঁহারা পশ্চাৎদেশ ঘর্ষণ করিতে করিতে প্রায় সম্মুখীন হইয়াছেন, এবং আর কিছু বিলম্ব করিলে বিতণ্ডা ঘন বিলোড়িত জিহ্বা ও ঘন আন্দোলিত শ্মশ্রুজাল হইতে বাহু চতুষ্টয়ে সঞ্চালিত হইবে; এবং তখন প্রায় পাঁচ সহস্র মুসলমানের সেখানে একটা "করবল্লা" হইবে। আমি কিছুক্ষণ অতিশয় গম্ভীরভাবে সেই কণ্ঠ-তালু ও মূর্দ্ধা হইতে অপূর্ব্বরূপে উচ্চারিত আরব্য শব্দাবলি শ্রবণ করিয়া তাহাদের অপরিজ্ঞাত অর্থে আপ্যায়িত হইয়া বলিলাম—"আপনারা উভয়ে বিখ্যাত মৌলবি, (তাঁহারা উভয়ে প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেলাম করিলেন)—আপনাদের এই তর্ক আজ যে শেষ হইবে বোধ হইতেছে না। কারণ বিষয় বড় গুরুতর।—(তাঁহারা উঠিয়া আবার আমাকে সুপ্রসন্নভাবে সেলাম করিলেন)—বেলাও শেষ হইয়া আসিয়াছে। আপনারা ক্লান্ত হইয়াছেন। অতএব আজ সভা ভঙ্গ হউক। সুবিধা-মতে আর একদিন বিচার হইবে।" সমবেত মুসলমান মৌলবী ও ভদ্র-মণ্ডলীর পিত্তও অজ্ঞাত আরব্য ভাষার ৭ ঘণ্টাবাহী প্রবাহে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারাও আমার প্রস্তাবে সায় দিলেন। তখন আমার পূর্ব্ব সঙ্কেত মত আমি নোয়ামিয়াকে ও তাঁহার শত শত সহচরকে সঙ্গে করিয়া উত্তরমুখে চলিলাম। ইন্‌স্পেক্‌টার অন্য মৌলবী ও তস্য শত শত সহচরকে সঙ্গে করিয়া দক্ষিণমুখে গেলেন। আমি নোয়ামিয়াকে

বলিলাম যে, তিনি যেন সেদিন আর দক্ষিণমুখ না যান। কারণ এ অঞ্চলে তাঁহার অশেষ সম্মান। যদি সেই বিদেশীয় মৌলবীর সঙ্গে দেখা হয়, এবং সে তাঁহাকে কোনরূপ কটু কথা বলে, তবে তাঁহার লাক টাকার সম্মান নষ্ট হইবে। তিনি বলিলেন, আমার কথা ঠিক। সেই 'নাদান' (অজ্ঞানী) মৌলবী যে দিকে গিয়াছে, সে দিকে তিনি যাইবেন না। তবে আর একদিন সভা হইলে, তিনি নিশ্চয় তাহাকে পরাজিত করিবেন। পূর্ব্ব rehearsal (শিক্ষা) মতে ইন্‌স্পেকটারও অন্য মৌলবীকে ঠিক এরূপ বলিলেন, এবং সেই মৌলবীও এরূপ সায় দিয়া—বিশেষতঃ সে বিদেশীয়—অন্য দিকে ছুটিল। পরদিন সমস্ত সব্‌ডিভিসন রাষ্ট্র হইয়া গেল যে নোয়ামিয়া হারিয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাও আমার পূর্ব্ব তালিমের ফল।

নোয়ামিয়া তাহার পরদিন বুক কুটিতে কুটিতে আমার কাছে সহচর-শূন্যভাবে উপস্থিত। "হাম্ এক দমছে বরবাত গেয়া। হামারা লাখো রূপেয়াকা ইজ্জত গেয়া।"—ইত্যাদি শোকসূচক বাক্যাবলি উদ্গীরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে জেলে দিলেও তিনি বোধ হয় এত কাতর হইতেন না। অতএব পেনেল কোডের উপরেও দণ্ড আছে। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"এ কি কথা! এমন কথা কে রাষ্ট্র করিল?" তিনি গলদশ্রুনয়নে বলিলেন—যে উহা সেই 'দুষমন্' মৌলবির কায। অতএব এ জনরব মিথ্যা বলিয়া পুলিসের দ্বারা রাষ্ট্র না করাইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে। ইহা অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যু ভাল। আমি বলিলাম—উত্তম কথা। তিনি যদি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন, আমিও তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিব। আমি তখন তাঁহাকে খুব বাড়াইয়া বলিলাম—"আমি আপনার এ অঞ্চলে অমোঘ প্রভুত্বের ও আপনার শাসন-প্রণালীর কথা সকলই অবগত হইয়াছি। আমি

আপনার শাসনের প্রতিকূলতা করিব না। আসুন উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া কায করি। আমি আপনার সাহায্য করিব, আপনি আমার সাহায্য করিবেন। প্রথম কথা, আপনি আমাকে গোপনে আপনার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও পেয়াদাদের এক তালিকা দি'বেন। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের বলিয়া দিবেন যেন তাহারা ধর্ম্মতঃ কার্য্য করে। যে সকল মোকদ্দমা আপোষে হইতে পারে তাহারা সে সকল মোকদ্দমা আপোষ করিয়া দিবার জন্য আমি নিজে তাহাদের কাছে সেরূপ মোকদ্দমা পাঠাইব। তাহাদের মধ্যে কেহ যদি অন্যায় কার্য্য করে, কাহারও প্রতি আমার সন্দেহ হয়, তাহাদের কাহারও এলাকায় শান্তিভঙ্গের কার্য্য হয়, আপনি তাহাদের পদচ্যুত করিবেন। তৃতীয়তঃ যাহারা 'জুম্মা নেমাজ' করিতে চা'হে আপনি তাহাদের কোনরূপ ক্ষতি করিবেন না। আপনি কোরান স্পর্শ করিয়া আমার এই অনুরোধ ধর্ম্মতঃ রক্ষা করিবেন বলিয়া বলুন, আমি আপনার বিপক্ষতা না করিয়া যাহাতে আপনার প্রতিপত্তি আরও বর্দ্ধিত হয়, তাহা করিব ; এবং এ জনরবের তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিব। তিনি তাঁহার বজরা হইতে কোরান আনাইয়া অতিশয় সন্তুষ্টির সহিত এ প্রতিজ্ঞা করিলেন। এবং আমার অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"এতদিনে মাদারিপুরে এক জন বিচক্ষণ লোক আসিয়াছে। অতঃপর আমার কোন কার্য্যে অপ্রীত হইবার আপনি কোনও কারণ পাইবেন না। আমি ঠিক আপনার একজন তাঁবেদারের মত কার্য্য করিব।" আমি যে দুই বৎসর মাদারিপুরে ছিলাম, তিনি এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। আমার মাদারিপুর সুশাসনের ইহাই একটি নিগূঢ় তত্ত্ব। যে ডেপুটিরা বিশ্বাস করেন যে কেবল বেত পিটিলে ও মেয়াদ দিলে শাসন হয়, তাঁহারা এ উপাখ্যান পাঠ করিয়া মত পরিবর্ত্তন করিবেন কি ? জেফ্রি সাহেব

"জুম্মা যুদ্ধের" সংবাদ পাইয়া মহা ব্যস্ত হইয়া আমার কাছে রিপোর্ট চাহিয়াছিলেন। তিনি আমাকে পরে বলিয়াছিলেন যে আমার রিপোর্ট পাইয়া তিনি যেরূপ হাসিয়াছিলেন, এরূপ আর কখনও হাসেন নাই।

—o—
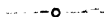
পুত্রশোক।

শ্রীক্ষেত্রে আমার প্রথম পুত্র জন্মিয়াছিল। আমার বিবাহ হয় ইংরাজী ১৮৬৫ সালে এবং প্রথম সন্তান হয় ১৮৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। সমুদ্রতীরে বালির উপর জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলাম 'নীরেন্দ্র'। চট্টগ্রামের ষড়যন্ত্রকারীদের কৃপায় এবং গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আমাকে যে চাঁদবালি হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত ১২০ মাইল পথ ডাকের পাল্কিতে যাইতে হইয়াছিল তাহার ফলে, এবং হতভাগ্য নিবারণের মৃত্যুতে স্ত্রী যে হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন তাহার ফলে, শিশুর যকৃৎ জন্মাবধি ভাল কার্য্য করিত না। শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রের বাতাস শিশুদের পক্ষে বড়ই উপকারী। সে জন্ত শ্রীক্ষেত্রে থাকিতে তাহা বড় অনুভব করি নাই। কলিকাতা হইয়া মাদারিপুর আসিতে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ খুড়তত ভাই অখিল বাবু তাহা টের পাইয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম সন্তান। আমি কি স্ত্রী সন্তান পালন সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। তাহার পালনের ভার সম্যকরূপে আমার শাশুড়ীর হস্তে ছিল। তিনি অবশ্য তাহার যথেষ্ট যত্ন করিতেন, কিন্তু দিন রাত্রি ভাবিতেন তাঁহার বাড়ী হইল না, তাঁহার পুত্রের বিবাহ হইল না, ইত্যাদি। শিশু দেখিতে এত বৃহৎ ও বলিষ্ঠ ছিল যে ফরিদপুরের পুলিস সাহেব তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে আমার দশ মাসের শিশু তাঁহার ২॥০ বৎসরের শিশুর অপেক্ষা বড়। দশ মাসের শিশু কাহারও কোলে থাকিতে চাহিত না। আপনি হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে ভালবাসিত, এবং গুণ গুণ করিয়া গান করিতে চেষ্টা করিত। আমি লিখিতে বসিয়াছি, সে চুপে চুপে আসিয়া আমার চেয়ারের পশ্চাৎ দিক

ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইত। আমি টের পাইয়া ফিরিয়া দেখিলে সে ঈষৎ হাসিয়া—সে হাসি যেন স্বর্গের জ্যোতিঃ—অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িত। আমার সাড়া পাইলে, শিস্ শুনিলে, সে যেখানে থাকুক সেখান হইতে ছুটিয়া আসিত, এবং যতক্ষণ আমি গৃহে থাকিতাম আমার নিকটে থাকিয়া, আমাকে কাযে বিব্রত দেখিলে খেলা করিত। অন্যথা আমার কোলে উঠিয়া বসিত। তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ই বড় গম্ভীর ছিল। একটুক ঠোঁট ফাঁক করিয়া ঈষৎ হাসিত। কিছু ধরিতে যাইতেছে, কি কিছু মুখে দিতে যাইতেছে, আমি "খোকা কি কচ্ছিস্?"—বলিলে অপ্রতিভ হইয়া মাথা হেট্ করিত। সমস্ত দিন কোনও সাড়া শব্দ নাই, খেলিয়া বেড়াইতেছে; কেবল শেষ রাত্রিতে চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিত এবং বাহ্যে করিতে অত্যন্ত বেগ দিত। তাহাতে প্রত্যহ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইত। শাশুড়ীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—"তোমার ছেলে এমন সেয়ানা শীতকালে একটুক শৌচের জল লাগিলে কাঁদিয়া উঠে।" আমি কিছুই বুঝিতাম না। তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা ছিল। স্ত্রী মাদারিপুর যাইবার পথেই পীড়িত হইয়া পড়েন। অতএব ডাক্তার তাঁহার স্তন্য-পান শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব মাতৃস্তন্য তাহাকে বড় বেশী দেওয়া হইত না। তাহাতে তাহার জন্মাবধি উদরপূর্ত্তিও হইত না। সে তাহা ছাড়া বোতলকে বোতল 'ফিডিং বটল্' ভরা দুধ খাইত। শেষ রাত্রিতেও ক্ষুধায় কাঁদিত বলিয়া শাশুড়ি দুধ রাখিয়া দিতেন এবং এই বাসি দুধে তাহার যকৃৎ দিন দিন রুগ্ন হইয়া পড়ে। আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতাম না। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই শাশুড়ী উপরোক্ত উত্তর দিয়া নীরব করিতেন।

আগষ্ট মাসে মাদারিপুরের কার্য্যভার গ্রহণ করি। কমিশনার, পিকক্ ও ম্যাজিষ্ট্রেট জেক্সি উভয়েই কোটালিপাড়ার শোচনীয় অবস্থা বলিয়াছিলেন। অতএব নভেম্বর মাসে মফঃস্বলে বাহির হইতেই প্রথম কোটালিপাড়া গেলাম। কোটালিপাড়া থানায় যাইতে "বাঘিয়া" নামক একটি প্রকাণ্ড "বিল" পার হইতে হয়। উহা স্মরণ হয় প্রায় এক প্রহরের পাড়ি। বিলের উপর দাম হইয়া তাহার উপর গরু মহিষ চরিতেছে। এমন কি স্থানে স্থানে গাছ উঠিয়াছে, গ্রাম পর্য্যন্ত বসিয়াছে। একটা খাল সেই বিল ভেদ করিয়া গিয়াছে। তাহা দিয়া নৌকা যাতায়াত করে। তাহার জল দুর্গন্ধ ও বর্ণ দোয়াতের কালি। কোটালিপাড়ার একজন মোক্তার বলিল যে বিলের মধ্য দিয়া আর একটা খাল আছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া দিলে আমি যে খালে গিয়াছি তাহা অপেক্ষা সোজা রাস্তা হইবে, এবং লোকের ও বাণিজ্যের অশেষ সুবিধা হইবে। আমি এরূপ কাযই চাহি। ফিরিবার সময় প্রাতে তাহার সঙ্গে ছপ্পরশূন্য এক খানি ছোট ডিঙ্গিতে উঠিলাম এবং সমস্ত প্রাতঃকালটা সেই ডিঙ্গিতে রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বিপ্রহর সময়ে বিলের মধ্যে এক স্থলে আমার নৌকাতে গিয়া উঠিলাম। ভদ্রলোক আমাকে বলিয়াছিলেন সে স্থানে আমার বজরা গিয়া থাকিলে, তিনি দুই ঘণ্টার মধ্যে আমাকে সেখানে গিয়া তুলিয়া দিবেন। পঁহুছিলাম প্রায় ছয় ঘণ্টা পরে। বলা বাহুল্য তাঁহার কথাতে খাল সম্বন্ধেও সেরূপ সত্য পাই নাই। নৌকাতে উঠিয়া শরীর কেমন অসুস্থ অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল। সন্ধ্যা হইলে নৌকার ছাদে উঠিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম এবং দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে মাদারিপুরে পৌঁছিয়া দেখিলাম স্ত্রী জ্বরে প্রায় অচেতন। শিশুপুত্র সেইরূপ রোদন করিতেছে। উত্তরও

সেইরূপ পাইলাম। স্ত্রী চেতনা পাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার স্তনে দুধ মাত্র নাই। শিশু কি খাইবে? তাই কাঁদে। একজন দুগ্ধ-ধাত্রী চেষ্টা করা উচিত। কিছু খাইবার প্রবৃত্তি আমার হইল না। শুইলাম, ভাল নিদ্রা হইল না। প্রভাতে অতিরিক্ত ডেপুটি, ডাক্তার ও ইন্‌স্পেক্‌টার আসিয়া ডাকিতেছেন। আমি শয্যা হইতে উঠিয়া যাইতে অমনি ঘুরিয়া গিয়া দেয়ালের উপর পড়িলাম। আমার বোধ হইতে লাগিল যেন ঘোরতর ভূমিকম্প হইতেছে এবং কাণে ঘোরতর ঝটিকার শব্দ শুনা যাইতেছে। আমি অতি কষ্টে 'হলে' গেলাম এবং তাঁহাদিগকে আমার অবস্থার কথা বলিলাম। তাঁহারা হাসিলেন, ডেপুটি বাবু বলিলেন কোটালিপাড়ার ভূতে আমাকে পাইয়াছে। ডাক্তার বলিলেন—অম্বল, একটুক সোডা খাইলেই সারিবে। সারা দূরে থাকুক তাহার উপর একরূপ মন্দ মন্দ জ্বর হইয়া আমি মাদারিপুরে সমস্ত অবস্থান কাল এরূপ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে সকল প্রকার চিকিৎসা এলোপথী, শাস্ত্রপথী, হৈমপথী সকলই জবাব দিয়াছিলেন। প্রায় কোর্টে যাইতে পারিতাম না। বাড়ীতে বসিয়া কোর্ট করিতাম, এবং এরূপ শয্যাশায়ী অবস্থাতেই আমি সেই ভয়ানক স্থান মাদারিপুর লৌহ-হস্তে শাসন করিয়াছিলাম।

একদিন প্রাতে কায শেষ করিয়া স্নানকক্ষে যাইতেছি বারাণ্ডায় শিশুর বাহ্যে দেখিলাম ভয়ানক বিকৃত। তাহাকে কোলে তুলিয়া দেখিলাম তাহার উদর কেমন শক্ত শক্ত লাগিতেছে। ডাক্তারকে ডাকাইলাম। তিনি বরাবর শিশুকে দেখিতেছিলেন, তিনি বলিলেন আমি কোটালিপাড়া থাকিতে তিনি টের পাইয়াছেন যে তাহার যকৃত রোগ হইয়াছে। তাহার ঔষধ দিতেছেন। ভয় নাই। শাশুড়ী তখনও বলিলেন,—"কিছুই না। ছেলে পিলের এরূপ হইয়া থাকে।" কিন্তু ইহার

কিছুদিন পূর্ব্বে মাদারিপুরের একজন বিখ্যাত কবিরাজ এক মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে আসিয়াছিলেন। ঘরে কোর্ট করিতেছি। শিশু কাছে খেলিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ শিশু কি আপনার? ইহার কোনও অসুখ আছে কি?" আমি বলিয়াছিলাম —না। সে বলিয়াছিল—"না থাকিলেই ভাল।" ডাক্তারের চিকিৎসায় শিশুর দিন দিন অবস্থা খারাপ হইতেছে দেখিয়া এবং সেই কবিরাজের কথা স্মরণ করিয়া আমার বড় সন্দেহ হইল। আমি তাহাকে ডাকাইলাম। সে বলিল যে সে যখন দেখিয়াছিল তখনই শিশুর যকৃত রোগের বর্দ্ধিত অবস্থা। উহা এখন এক প্রকার দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কবিরাজ জাতিতে নাপিত। তাহার শাস্ত্রজ্ঞান কিছুই নাই। কিন্তু ৭০ বৎসরের উপর বয়স। আজীবন চিকিৎসক। এবং সব্‌ডিভিসনে তাহার অসাধারণ প্রতিপত্তি। নেটিব ডাক্তার পর্য্যন্ত চিকিৎসার ভার তাহার হস্তে দিতে বলিলেন। সে বড় অনিচ্ছায় সম্মত হইল এবং পিতা পুত্র উভয়েরই চিকিৎসা করিতে লাগিল। তাহার চিকিৎসায় আমার এক কর্ণ হইতে সেই ঝটিকানাদ দূরীভূত হইল, এবং মস্তক ঘূর্ণনেরও অনেক উপশম হইল। শিশুরও কিছু উপশম হইল। আমরা উভয়ে এরূপ পীড়িত শুনিয়া বহুকষ্টে চট্টগ্রাম হইতে আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু স্বনামখ্যাত কবিরাজ তারাচরণ আসিয়াছিলেন। তিনিও বলিলেন যে প্রাচীন চিকিৎসক ভাল চিকিৎসা করিতেছে। তিনি তাহার উপর হাত দিবেন না।

একদিন প্রাতে আমি গৃহের আফিসকক্ষে বসিয়া আছি। কবিরাজ তারাচরণও বসিয়া আছেন। সেই বৃদ্ধ কবিরাজ শিশুকে দেখিয়া আসিয়া আমাকে বড় আনন্দের সহিত বলিল—"কর্ত্তা! আর ভয় নাই। শিশুর অবস্থা আজ খুব ভাল। রোগ এখন আমার মুঠের

ভিতর।" সংবাদ শুনিয়া তারাচরণ গিয়াও দেখিয়া আসিয়া তাঁহার কথা সমর্থন করিলেন। আমাদের সকলের আর আনন্দের সীমা নাই। হা হত বিধাতঃ! কবিরাজেরা বুঝিতে পারেন নাই, শিশুর অবস্থার এ উন্নতি নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের সমধিক প্রোজ্জ্বলতা মাত্র। বহুদিন পরে আমার রুগ্ন শরীরেও যেন নূতন জীবন সঞ্চারিত হইল। বড় আনন্দে আমি ও তারাচরণ একসঙ্গে আহার করিতে বসিলাম। পার্শ্বে শিশুর দোলা। সে নিদ্রা যাইতেছিল। সে আমার কণ্ঠশব্দ শুনিয়াই জাগিয়া দোলায় উঠিয়া বসিল এবং আমার দিকে চাহিয়া কেমন কাতর ঈষৎ হাসি হাসিল। আমি আদর করিয়া "খোকা" বলিয়া ডাকিলে সে আমার কাছে আসিতে দুই ক্ষুদ্র বাহু প্রসারিত করিল। আমি বলিলাম—"তারা! তাহাকে দুটো ভাত দিব কি?" তারাচরণ বলিলেন—"আজ ভাল আছে; দেও।" এত রোগেও সে এখনও এরূপ সবল যে দোলার দড়ি ধরিয়া উঠিয়া লাফাইয়া পড়িতে যাইতেছে। তারাচরণ বলিলেন—"বা! খোকা!" আমাকে বলিলেন—"ওর শরীরে এখনও বেশ সামর্থ্য আছে। কোনও ভয় নাই।" স্ত্রী দোলা হইতে তুলিয়া তাহাকে আমার কোলে দিলেন। আমার প্রথম সন্তানকে—সেই সোণার পুতুলকে—আমি এই জীবনের মত শেষবার কোলে লইলাম। আমি তাহার মুখে ভাত দিতে যাইতেছি—সে মুখ খুলিয়াছে—অমনি দাঁতের গোড়ায় রক্ত দেখিয়া বলিলাম—"তারা! তাহার দাঁতের গোড়ায় রক্ত দেখা যাইতেছে কেন?" "কি! রক্ত দেখা যাইতেছে"—বলিয়া তারাচরণ চমকিয়া উঠিলেন। শিশু অমনি তাহার অনিন্দ্যসুন্দর ঈষৎ হাসিযুক্ত ক্ষুদ্র মুখখানি আমার বক্ষের উপর হেলাইয়া ফেলিল। বাছা আমার আর সে মুখ তুলিল না। "ওমা! খোকার এমন করিয়া মাথা হেলিয়া পড়িল কেন"—স্ত্রী চীৎকার ছাড়িয়া

কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি তাহাকে পাগলিনীর মত কোলে লইলেন। আমার বলিষ্ঠ শিশু নীরেন এ জীবনের জন্য মহাপাপী আমার বুক শূন্য করিয়া আমার অঙ্কচ্যুত হইল। তাহার পর আর কি হইল আমার স্মরণ নাই। আমার যখন চৈতন্য হইল—বেলা প্রায় ৪টা। গৃহ লোকে ও রোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ। স্ত্রী উন্মাদিনীর মত আমাকে ডাকিতেছেন এবং বলিতেছেন—"ওরে! আমার নীরেনকে আমার কোল থেকে কেড়ে নেয়! ওরে হতভাগ্য! একবার জন্মের মত দেখে যাও।" তারাচরণ আমাকে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন—"একবার এ দিকে আইস।" তিনি আমাকে হলে লইয়া ধরিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই জনের অশ্রু ধারায় বহিতে লাগিল। সম্মুখে শিশু যেন মার অঙ্কে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। পশ্চিমের অস্তাবলম্বী সূর্য্যকিরণে তাহার সেই নিদ্রিত কুসুমনিভ মূর্ত্তি অলৌকিক প্রভায় আলোকিত করিয়া স্ত্রীর অঙ্কে যেন সুবর্ণ-জ্যোতিঃ বর্ষণ করিতেছে। সেই অপার্থিব আলোকে যেন আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সেই মৃত শিশু শায়িত পত্নীর অঙ্ক চিত্রিত করিয়া দিল। সাতাইশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজও সেই চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। আজ দরবিগলিত এই অশ্রুধারার মধ্যেও সেই চিত্র প্রত্যক্ষ করিতেছি। মুহূর্ত্তমাত্র আমার প্রথম শিশুকে এ পৃথিবীতে শেষ দেখা দেখিলাম। তারাচরণ আমায় ধরিয়া আফিস-কক্ষে লইয়া গেলেন। আমি আবার অচেতন হইয়া পড়িলাম। পরে শুনিলাম, আমার ছোট ভাই বালক প্রাণকুমার অচেতনপ্রায় স্ত্রীর অঙ্ক হইতে মৃত শিশুকে কাড়িয়া লইয়া তাহাকে সমাধিস্থ করে। তাহার সমাধির উপর আমি মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলাম——

"বাছারে! যন্ত্রণা তোর করিলি নির্ব্বাণ,
জ্বালি পিতা মাতা বুকে চিতা অনির্ব্বাণ।"

সে অনির্ব্বাণ চিতা ২৭ বৎসর সমান ভাবে জ্বলিয়াছে। ২৭ বৎসর তাহাতে এরূপে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছি। কই, নিবে নাই, জীবন থাকিতে নিবিবে না। সমাধিতে লইবার সময় একজন ভৃত্য তাহার এক হাতের একটা সোণার বালা খুলিয়া লইয়াছিল। শোকে পাগলপ্রায় শিশু ভ্রাতা তাহার অন্য হাতের বালা খুলিতে দিল না। উহা তাহার সঙ্গে সমাধিতে গিয়াছে। সেই বালার বিশদ সুবর্ণ বর্ণের সঙ্গে শিশুর বর্ণ মিশিয়া যাইত। মানব জীবন এমনই প্রহেলিকা যে ধাতুময় বালাটা এখনও আছে,—উহাই আমার প্রাণাধিক "নীরেনের" পৃথিবীতে এক মাত্র চিহ্ন—আর সেই বালা যাহার, সেই নন্দন-প্রসূন—সে কোথায়? না আর কাঁদিব না। সে আমার স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতার অঙ্কে ত্রিদিবে রক্ষিত হইয়াছে। এত পবিত্র, এত সুন্দর, এমন শিশু এই কর্কশ পৃথিবীতে থাকিতে পারে না। শাস্ত্রকার এরূপ শিশুর সমাধির ব্যবস্থা করিয়া উচিত কার্য্য করিয়াছেন। এরূপ শিশুও যোগী, এত অল্প সময় তাহারা এ পাপপূর্ণ পৃথিবীতে থাকে যে শ্রীভগবানের সঙ্গে তাহাদের বিয়োগ হইতে পারে না। ইহারা যোগ-ভ্রষ্ট। যোগ পূর্ণ করিতে বুঝি কয়েক দিবসের জন্য এ পাপ-পূর্ণ পৃথিবীতে আসিয়া কর্ম্মফলের ছায়া কাটাইয়া যায়। কেন আসে, কেন যায়, হা ভগবান! তুমিই জান। তোমার লীলা আমি ক্ষুদ্র জীব কি বুঝিব?

—"ওই সর্ব্ব-শোক-নিবারণ
দাঁড়াইয়া নারায়ণ শান্তি-প্রস্রবণ!
শান্তির ত্রিদিব বুকে, পুত্রে সমর্পিয়া সুখে,
করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ,
গাব কৃষ্ণ নাম সুখে জুড়াব জীবন।"

দাসত্ব রাক্ষসি! হৃদয়ের রক্ত মাংসে নির্ম্মিত তিনটী স্নেহ পুতুল তুই এরূপে হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইয়া গ্রাস করিয়াছিস্।

"একে একে ভেসে গেল স্নেহের-পুতুল।
দূর "সুরনদ" তীরে,
নিদ্রা যায় একটি রে!
দ্বিতীয় আমার সেই দুঃখ-"নিবারণ—"
নিদ্রা যায় 'স্বর্গ-দ্বারে',
অনন্ত জলধিপারে!
সেই তীর-জাত ক্ষুদ্র "নীরেন্দ্র"-প্রসূন
পদ্মায় ভাসিয়া গেল পবিত্র কুসুম!

আজ এই রাক্ষসীর রজত পাশ কাটিতে বসিয়াছি। নারায়ণ! হৃদয়ে বল দেও! ক্ষণ-স্থায়ী নির্ব্বাণোন্মুখ অবশিষ্ট জীবন তোমার লীলা ধ্যান করিয়া কাটাইতে দেও।

—o—

অপূর্ব্ব বিবাহ।

জগৎ বড় নিষ্ঠুর। জাগতিক যন্ত্রও বুঝি লৌহ-যন্ত্রের মত হৃদয় শূন্য। তুমি শোকে বজ্রাহত। কিন্তু তোমার জন্য জগতের কিছুই বসিয়া থাকিবে না। যে সন্ধ্যায় আমার শিশুটিকে হারাইলাম, সে নিশি পূর্ণিমা। আমার গৃহে ক্ষুদ্র আলোকটি নিবিয়া গিয়াছে। গৃহ অন্ধকার। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় যে চন্দ্র উঠিল বুঝি এত বড় চন্দ্র কখনও উঠে নাই। পরদিন প্রাতে যে সূর্য্য উঠিল, এমন উজ্জ্বল রবিও বুঝি কখনও উঠে নাই। বুঝি আমার হৃদয় ঘোর কালিমাময় ছিল বলিয়া তুলনায় জগতের সকলই দ্বিগুণ উজ্জ্বল বোধ হইতে-ছিল। শুধু জাগতিক কার্য্য বলিয়া নহে, মানবিক কোন কার্য্যও আমার জন্য বন্ধ রহিল না। বাণবিদ্ধ কপোতের মত ছট্‌ফট্ করিয়া তিন দিন কাটাইলাম। চতুর্থ দিন কোর্ট সব্‌ইন্‌স্পেক্টার আসিয়া বলিল একটা গুরুতর পুলিসের মোকদ্দমা আসিয়াছে। এত গুরুতর যে অতিরিক্ত ডেপুটি বাবু তাহা নিজে না করিয়া আমার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। আর মুলতবি রাখিলে মোকদ্দমা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বন্ধুরাও বলিলেন—কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে শোকের তীব্রতা উপশমিত হইবে। অশ্রুজল মুছিয়া হৃদয়ের ক্ষত চাপিয়া রাখিয়া, গৃহের আফিস-কক্ষে সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিলাম। সম্মুখে একটি অসামান্য রূপসী চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা উপস্থিত হইল। সে কুলিন ব্রাহ্মণ-কন্যা। সেই বাদিনী। তাহার অভিযোগ—সে তাহার কনিষ্ঠা ভাগিনীর সঙ্গে তাহাদের কুটীরের সম্মুখে প্রাতে উঠানে বসিয়া লেখা পড়া করিতেছিল। এমন সময়ে বিবাদী ৫০ জন লাটিয়াল সহ তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

বিবাদী সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণ হইলেও অকুলীন এবং তাহার বয়স ৬০ বৎসরের কাছাকাছি। সে নব যুবতীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বাদিনীর পিতা নিতান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইলেও উপরোক্ত কারণে বিবাহে অসম্মত হইয়াছিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। চিল যেরূপ পায়রার শাবক লইয়া যায়, সে ৫০ জন লাটিয়ালের দ্বারা তাহাকে বলপূর্ব্বক অনুমান ১০ মাইল পথ লইয়া গিয়া একেবারে বিবাহ-বেদীতে উপস্থিত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ বিবাহের মন্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলে চতুরা ও প্রখরা বালিকা অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিয়া সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আপনারা কাহার সঙ্গে আমার বিবাহ করাইতেছেন? চাটুয্যা (বিবাদী) আমার ধর্ম্মতঃ পিতা।" ব্রাহ্মণগণ তখন রাম! রাম! বলিয়া চলিয়া গেলেন, এবং বিবাহও সেখানে শেষ হইল। তখন বালিকা বিবাদীর নীলকণ্ঠের বিষ হইয়া পড়িল। এ চতুরাকে রাখা অসাধ্য। ছাড়িয়া দিলেও বিপদ। তাহাকে ৭ দিবস যাবৎ নীল কুঠীর কয়েদির মত স্থানে স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এবং বহু অর্থের বহু সুখের প্রলোভন দেখাইয়াছিল। কিন্তু গর্ব্বিতা বালিকা তাহা তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়াছিল। তাহার পিতা পুলিসে নালিশ করিলে পুলিসকে হাত করিয়া বিবাদী এক রাত্রিতে তাহাকে একটা মাঠের মাঝে ব্যাঘ্র-গ্রাস-ভ্রষ্ট শিকারের মত রাখিয়া যায় এবং সঙ্কেত মতে পুলিস তাহাকে সেখানে পায়।

ঘটনা-বাহুল্যপূর্ণ তাহার এজাহার লিখিতেই সমস্ত দিন গেল। সে ত এজাহার দিতেছিল না, একটি দলিতফণা ফণিনী যেন ক্ষোভে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বিষ উদ্গীরণ করিতেছিল। তাহার দুই আরক্ত আয়ত নয়ন হইতে অনর্গল বারি ধারা পড়িতেছিল। এবং সে বারিপূর্ণ

বিশাল নয়ন হইতে যেন বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল। সমস্ত কক্ষ নীরব। আমলা, উকিল, মোক্তার তাহার অদ্ভুত উপাখ্যান, গর্ব্বিত ভাব ও তেজস্বিনী বুদ্ধির ক্রীড়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। বালিকা এজাহার শেষ করিয়া বলিল যে পুলিস যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, উহা তাহার মোকদ্দমাই নহে এবং যে সাক্ষী আসিয়াছে তাহা তাহার সাক্ষীও নহে। ধনী ব্রাহ্মণ বিবাদীর কাছে বিশেষ দক্ষিণা পাইয়া একটা মোকদ্দমা গড়িয়া উপস্থিত করিয়াছে। যদি আমি নিজে তদন্ত করিতে যাই, কিম্বা বিশ্বাসী একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টার পাঠাই, তাহাকে যে পথে লইয়া গিয়াছিল, যে যে স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সে সকলেরই চিহ্ন রাখিয়াছে, সকলই দেখাইয়া দিতে পারিবে। এবং তাহার সকল কথা প্রমাণ করিতে পারিবে। আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"আপনার শাসনে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খাইতেছে। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যা, আমার প্রতি যে এরূপ ঘোরতর অত্যাচার হইয়াছে, তাহার কি বিচার হইবে না? আপনি পুত্রশোকাতুর না হইলে, ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়াও আপনার পায়ে পড়িয়া আপনাকে তদন্তে লইয়া যাইতাম।"

আমি মহা সঙ্কটে পড়িলাম। একদিকে পুত্রশোক। অন্য দিকে এ ঘোরতর অত্যাচার। পুলিসের সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়াও বুঝিলাম বালিকার আশঙ্কা অমূলক নহে। যাহাতে বিবাদী অনায়াসে অব্যাহতি পায়, পুলিস কিছু গুরুতররূপে দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া এ ভাবেই মোকদ্দমাটা চালান দিয়াছে। কেবল বালিকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও তেজস্বিতার ভয়েই যেন চালান দিয়াছে, এবং যাহা তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে তাহার যেন ব্যতিক্রম না করে তৎসম্বন্ধে তাহাকে খুব শাসাইয়া দিয়াছে। বালিকা সে সকল কথা পুলিসের মুখের উপর ক্রোধে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল। ভাল মন্দ কিছু না বলিয়া মোকদ্দমাটী পর

দিবসের জন্য স্থগিত রাখিয়া সন্ধ্যার পর দ্বিতীয় ডেপুটি বাবুকে উহার তদন্তে যাইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন যে যাইতে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু তিনি গেলে কিছুই করিতে পারিবেন না। আমি নিজে না গেলে কিছুই হইবে না। আমি একখানি বজরা নৌকা নিজ হইতে মাস হিসাবে ভাড়া করিয়া মাদারিপুর ঘাটে বাঁধা রাখিতাম। আমার মাদারিপুর শাসনের এই নৌকাটি প্রধান সহায় ছিল। কোনও মোকদ্দমা তদন্তে সন্দেহ হইলে, কোনও আসন্ন ঘটনার সংবাদ পাইলে, আমি আমার আবকারীর পেয়াদা কালাচাঁদকে বলিলে—সে নিজে এক-জন দক্ষ মাঝি—সে মাল্লা জোঠাইয়া আনিত, এবং আমি অজ্ঞাতভাবে রাত্রিতে রওনা হইয়া ঘটনার স্থানে গিয়া অকস্মাৎ উপস্থিত হইতাম। ইহার দ্বারা অনেক পুলিস তদন্তের রসভঙ্গ হইত এবং এরূপে অনেক গুরুতর ঘটনা অঙ্কুরে নিবারিত হইত। রাত্রি ৯ টার সময় আমার এক জন আরদালি পাঠাইয়া বালিকাকে ও তাহার পিতাকে আনাইলাম এবং তাহাদিগকে নৌকাতে উঠিতে বলিলাম। ব্রাহ্মণ তাহার কুলীনত্বের এক দীর্ঘ কাহিনী আরম্ভ করিল কিন্তু প্রখরবুদ্ধি বালিকা তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল—"তুমি কেন এরূপ করিতেছ? হাকিমের সঙ্গে যাইব, তাহাতে ভয় কি?" তখন পিতা কন্যা নৌকায় উঠিল। তাহাদের বৈঠক কামরায় শুইতে বলিয়া আমি শয়নকক্ষে শুইতে গেলাম। নৌকা খুলিয়া উত্তরমুখে যাইতে মাঝিকে হুকুম দিলাম। আমি কোথায় যাইব মাঝিকেও বলিতাম না। মাদারিপুর ছাড়িয়া গেলে বালিকাকে কুমারনদীর যে ঘাটে পার করিয়া লইয়াছিল, সেই ঘাটে নৌকা রাখিতে বলিলাম। তখন বালিকা তাহার বাপকে চুপে চুপে বলিতে লাগিল—"কেমন, দেখিলে, হাকিম এ পুত্রশোক বুকে লইয়া আমার মোকদ্দমার তদন্ত করিতে চলিয়াছেন।" সে কাঁদিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণ আমাকে

লম্বা চওড়া আশীর্ব্বাদ করিল। তাহার পর তাহারা নিদ্রা গেল। আমার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না; অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিলাম। প্রভাতে সেই ঘাটে পঁহুছিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—সেই ঘাট পার করিয়া তাহাকে লইয়াছিল। সে বলিল—"অদূরে একটা কালীবাড়ী আছে। চাটুয্যা সেখানে আমার পাল্কী রাখিয়া কালীর কাছে গলবস্ত্র হইয়া তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইলে জোড়া মহিষ দিয়া পূজা মানস করিয়াছিল। আপনি আসুন, আমি আপনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি।" আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে যথার্থই একটা কালীবাড়ীতে লইয়া উপস্থিত করিল। তাহার পর তাহাকে কোন দিকে লইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া একটা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। এক এক বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং সে বাড়ী নহে বলিয়া আর এক বাড়ীতে আমাকে লইয়া যাইতে লাগিল। একটা বাড়ী শেষে চিহ্নিত করিলে দেখিলাম সমস্ত পুরুষ পলায়ন করিয়াছে। একটা বৃদ্ধা মাত্র আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে সকল কথা অস্বীকার করিল। তখন বালিকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের ছোট বৌ যে আমাকে ঐ জায়গায় স্নান করাইয়া দিয়াছিল—সে কোথায়?" বৃদ্ধা তাহার চতুরতা বুঝিতে না পারিয়া বলিল সে তাহার বাপের বাড়ী গিয়াছে। তখন বালিকা বলিল—"তুমি আমাকে না বলিয়াছিলে—'বাছা! কেন কাঁদিতেছ, রাজরাণীর মত পরম সুখে থাকিবে।' আর এখন হাকিমের কাছে বুড়া হইয়া মিথ্যা কথা বলিতেছ যে আমাকে দেখ নাই?" তখন বুড়ী কাঁদিয়া আমার পায়ের উপর পড়িয়া বলিল—"বাবা! গুরু ও জমীদার আসিয়াছিল। তাই জায়গা না দিয়া পারি নাই। তুমি আমার নির্দ্দোষী ছেলেদের রক্ষা কর।" আমি রক্ষা করিব বলিয়া

প্রতিশ্রুত হইলে, বুড়ী আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা জবানবন্দী দিল। পরে পুত্রেরা আসিয়াও সাক্ষ্য দিল।

বালিকা তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছিল যে এক বাড়ীতে একটি বউ তাহাকে বলিয়াছিল বিবাদী তাহাকে আর লুকাইয়া না রাখিয়া একেবারে কাশী পাঠাইয়া দিবে। বালিকা তাহাতে ভীত না হইয়া বলিয়াছিল যে তাহার শরীর কাশী পাঠাইলে তাহার মন ত বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। সে লেখাপড়া জানে সে হাকিমের কাছে পত্র লিখিয়া সংবাদ দিবে। তাহাতে বউটি তাহার কলিকাতাবাসী স্বামীর একখানি পত্র আনিয়া পড়িতে দিলে বালিকা বলিয়াছিল—"বউ! আমি আজ কয়দিন পর্য্যন্ত কিছুই খাই নাই। আমার মন বড় অস্থির। আমি যাইবার সময় তোমার পত্র পড়িয়া দিয়া যাইব।" আমি তাহা শুনিয়া বালিকা কি লেখাপড়া জানে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল যে লেখাপড়া জানে না। কেবল অক্ষর লিখিতে শিখিতেছিল। তবে লেখা পড়া জানি বলিলে যদি ভয়েতে আসামীরা তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, সে জন্য মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সে আরও বলিয়াছিল যে সেই পত্রখানি সে সেই বাড়ীর বেড়াতে গুজিয়া রাখিয়াছে। সেই বাড়ীতে সে আমাকে লইয়া গেল। যখন বাড়ীর লোকেরা সকল কথা অস্বীকার করিল, তখন বালিকা চুপে চুপে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে ডাকিল, এবং আমি গেলে আমাকে সে পত্রখানি বেড়া হইতে আনিয়া দিল। তখন বাড়ীর লোকেরা অপ্রতিভ হইয়া সকল কথা স্বীকার করিল। কোন কোন গ্রামে গিয়া কোন্ বাড়ীতে তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, রাত্রিতে আসা যাওয়ার দরুণ বাহির হইতে চিনিতে না পারিয়া সে কখন বা ভিখারিণী কখন বা বৈরাগিণী বলিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখিয়া আসিয়া আমাকে নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে লইয়া গেল। সর্ব্বশেষে

এক গ্রামে যাইতে যাইতে পথে বলিল—"আমার জবানবন্দীতে যে বলিয়াছি যে এক বাড়ীতে একটা পশ্চিম (কলিকাতা) অঞ্চলের স্ত্রীলোক আছে, এটা সেই গ্রাম।" গ্রামে প্রবেশ করিয়া এরূপ কোনও স্ত্রীলোক কোনও বাড়ীতে আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে গ্রামবাসীরা আমাকে একটা বাড়ী দেখাইয়া দিল। তাহার সম্মুখে আমরা দলে বলে উপস্থিত হইলে এক মুক্তকেশী ঘোরারাবা, মহারৌদ্রী, তাড়কা রাক্ষসী মূর্ত্তি বহির্গত হইল। তাহার হস্তে এক প্রকাণ্ড ঝাঁটা। তাহাকে দেখিবামাত্র বালিকা ভীতা হইয়া আমার কাছে আসিয়া সভয়ে বলিল—"এই সেই পশ্চিমা মাগি।" অমনি সে গর্জ্জন করিয়া বলিল—"কে রে মাগি তুই যে পশ্চিমা মাগীকে দেখাইয়া দিতে আসিয়াছিস্। আয় দেখি একবার বুকের পাটাটা এই ঝাঁটার চোটে দেখি।" কনেষ্টবলেরা গর্জ্জিয়া বলিল—"মাগি! মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্। সম্মুখে হাকিম!" সে তখন—"রেখে দে তোর হাকিম! কত হাকিম আমি দেখেছি"—বলিয়া কলিকাতা অঞ্চলের অভিধান বহির্ভূত গালিরাশি বর্ষণ করিতে করিতে তাহার শতমুখী মহাস্ত্র যেরূপ আন্দোলিত করিতে লাগিল, তাহাতে বালিকার মুখ শুকাইয়া গেল, এবং সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাড়কা এরূপ দন্ত ঘর্ষণ করিয়া তাহার কোঠরস্থ রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় ঘুরাইতেছে যেন সে সত্য সত্যই বালিকার রক্তপান করিবে। আমি তখন গর্জ্জন করিয়া তাহার চুলে ধরিয়া টানিয়া তাহাকে একেবারে আমার নৌকার কাছে লইয়া যাইতে আদেশ করিলাম। সে কনেষ্টবল দুজনের সঙ্গে এক পালা যুদ্ধ করিয়া কেশধৃতা হইয়া এবং আরও উচ্চ অঙ্গের গালি বর্ষণ করিয়া ও লাট বেলাট দেবতা অপদেবতাদের দোহাই দিয়া রঙ্গভূমি হইতে অপসৃতা হইল। শুনিলাম যে নিজেও অপদেবতার স্বরূপ বহুদিন হইল গৃহস্বামীর সঙ্গে কলিকাতা

হইতে এই গ্রামে আভির্ভূতা হইয়াছে। এ রৌদ্র-রসের অভিনয়ের ফলে বাড়ীর লোকরা সকলেই বালিকার কথামত সাক্ষী দিল। তদন্ত শেষ করিয়া আমিও মধ্যাহ্নে নৌকায় ফিরিলাম। তখন তাড়কার আর সেই "ঝগড়ার ঝড়ের আকার" নাই। এখন শান্তমূর্ত্তি। আমার পায় পড়িয়া চক্ষু অন্য রকমে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ক্ষমা চাহিল, এবং বালিকাকে কত স্নেহ সম্ভাষণ করিল। আমি তাহাকে অব্যাহতি দিয়া মাদারিপুর ফিরিলাম, এবং এ সকল নূতন সাক্ষীর প্রমাণ লইয়া মোকদ্দমা সেসনে অর্পণ করিলাম। বালিকার রূপের ও বুদ্ধিমত্তার গল্পে সমস্ত জেলা তোলপাড় হইল। রূপের এমনি মহত্ব যে প্রৌঢ় সেসন জজ তাহাকে তাঁহার নিজ আসনের পার্শ্বে চেয়ারে বসাইয়া তাহার জবানবন্দি লইয়াছিলেন। মাদারিপুরের একজন সব্‌ডেপুটি বলিত যে ভেক লইলেও যদি তাহাকে বিবাহ করা যায় তবে সে ভেক লইতে প্রস্তুত। সেসনের বিচারে স্মরণ হয়, চাটুয্যা ও তাঁহার সহচরবর্গের পাঁচ বৎসর করিয়া এ অপূর্ব্ব বিবাহের বাসরবাসের আদেশ হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে আর একদল আসামী ধৃত হইয়া চালান আসিল। আমি খ্যাতনামা মেঘনার তীরস্থ শিবিরে এ মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিয়াছি। সম্মুখে দিগন্তব্যাপিনী অনন্ত সলিলরাশি-বাহিনী মেঘনা আকাশখণ্ডের মত বিস্তৃতা। বর্ষার সময় কীর্ত্তিনাশা ও মেঘনার যে সৃষ্টিসংহারকারিণী উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুলা ও ঘোর ঘূর্ণন-ভীষণা মূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছি, যে কর্ণভেদী ঘোর গর্জ্জন শুনিয়া গিয়াছি, আজ সেই মূর্ত্তি নাই। আশৈশব কীর্ত্তিনাশা ও মেঘনার ধ্বংসকরী কাহিনী শুনিয়া, এবং রাজা রাজবল্লভের রাজনগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিবার জন্য বর্ষার প্রারম্ভে একবার এ অঞ্চলে আসিয়াছিলাম। তখন রাজবল্লভের সেই ঐতিহাসিক রাজনগরের চিহ্ন মাত্র নাই। যে

একুশ রত্নের চূড়া হইতে ঢাকা নগর দেখা যাইত, তাহা তখন গল্পে পরিণত হইয়াছে। কেবল 'রাজ-সাগর' দীর্ঘিকার একটা কোণা মাত্র ছিল। আমি তাহার পর্ব্বতপ্রতিম উচ্চ পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে কীর্ত্তিনাশার সেই সংহারকারিণী বর্ষা-বিভীষণা মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। বর্ষান্তে গিয়া তাহার ত চিহ্নও দেখিলাম না। তদ্ভিন্ন স্থানটির যে রূপান্তর দেখিলাম, তাহা নিজ চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না। যেখানে সরোবর দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন সমভূমি, যেখানে গ্রাম দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন নদী, যেখানে জনাকীর্ণ বাজার দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন নদীগর্ভস্থ অমল ধবল সৈকতভূমি। কিন্তু এখন কীর্ত্তিনাশার কি মেঘনার আর সেই ভীষণা মূর্ত্তি নাই। এখন আবার শিবির সম্মুখে সুনীল অনন্তব্যাপী স্ফটিক খণ্ডের মত মেঘনা পড়িয়া রহিয়াছে। সলিলরাশি অমৃতরাশির মত টল্ টল্ করিতেছে। শীতানিলে মৃদু মৃদু হিল্লোল তুলিয়া মধ্যাহ্ন রবিকরে কি মধুর লীলা করিয়া হাসিতেছে। আমি এক একবার আত্মহারা হইয়া মেঘনায় সেই অবর্ণনীয়া শান্ত-শীতলা শোভা দেখিতেছি, এবং সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতেছি। কি আশ্চর্য্য! বালিকা যে সকল আসামীর নাম পূর্ব্বে বলিয়াছিল, এবং যে জন্য পুলিস আমার আদেশমতে তাহাদিগকে চালান দিয়াছে, আজ সে তাহাদের অধিকাংশকে চিনে না, তাহাদের নাম কখনও আমার কাছে বলে নাই বলিয়া অম্লান মুখে আমার মুখের উপর মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে! তাহার সেই পিতা-পুঙ্গব মর্কটের মত তাহার পশ্চাতে মোক্তারদের সঙ্গে সতরঞ্চির উপর বসিয়া আছে। আমি যত জিদ্ করিয়া বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—"তুমি পূর্ব্বের জবানবন্দীতে আমার কাছে ও সেসনে ইহাদের নাম কর নাই?"—সে ততই অধোমুখে গম্ভীর স্থির ধীর ভাবে বলিতেছে—"না।

করি নাই।" আমি কলম রাখিয়া এক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম। আমলা, মোক্তার ও দর্শকমণ্ডলী কিশোরী বালিকার এই অসামান্য সাহসে ও দৃঢ় মিথ্যাবাদে স্তম্ভিত, নীরব! কেবল শীতানিল-চুম্বিতা মেঘনার তর তর শব্দ। কেবল দুরস্থ নদীবেষ্টিত সৈকতে রাজহংস ও জলবিহারী পাখীদের শব্দ, এবং মধ্যে মধ্যে নদী-বাহী তরণীর ক্ষেপণীর শব্দ মাত্র শুনা যাইতেছিল। আমি বুঝিলাম যে পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সুযোগ বুঝিয়া আপনার কন্যার প্রতি এতাদৃশ অত্যাচার অর্থ-প্রলোভনে ভুলিয়া তাহাকে এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে শিক্ষা দিয়াছে। আমি তখন বাদিনীকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ফৌজ-দারীতে অভিযুক্ত হইবে না কেন কারণ দেখাইতে জামিন তলব করিয়া মোকদ্দমা স্থগিত রাখিলাম। আদেশ শুনিবামাত্র সে বজ্রাহতাবৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তাহার পিতা ও মোক্তারগণ তাহাকে ধরাধরি করিরা মেঘনার তীরে লইয়া গিয়া তাহার মুখে ও চোখে জল সেচন করিলে সে চৈতন্য লাভ করিয়া দলিতফণা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া তাহার পাপিষ্ঠ পিতাকে বলিতে লাগিল—"এখন টাকা লইয়া ঘরে যাও। মেয়ে জেলখানায় চলিল। এ ভদ্র লোক পুত্রশোক বুকে লইয়া আমার মোকদ্দমা তদন্ত করিয়াছিল, আর আজ তাঁহার সাক্ষাতে আমি লজ্জা-হীনার মত মিথ্যা কথা বলিলাম। আমি এখন তাঁহার কাছে গিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিব।" মোক্তার ও আমলাগণ ফিরিয়া আসিয়া আমাকে এ সকল কথা বলিল, এবং বলিল—"ধর্ম্মাবতার! একবার যাইয়া তাহার মূর্ত্তিখানি দেখুন। কি অদ্ভুত মেয়ে! এ পাপিষ্ঠের ঘরে কেমন করিয়া এমন মেয়ে জন্মিল?"

পর দিবস প্রাতে আমি মেঘনার তীরে বেড়াইতেছি, হঠাৎ পার্শ্বস্থিত ঝোপ হইতে কি একটা বাহির হইয়া আমার সম্মুখীন হইল। মাদারি-

পুরের মত স্থান। আমাকে জীবন হাতে লইয়া কায করিতে হইতেছিল। আমি মনে করিলাম কেহ আমাকে গোপনে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। আমি চীৎকার ছাড়িয়া পশ্চাৎ সরিয়া পড়িলাম। তখন "আমি হতভাগিনী!" বলিয়া বালিকা আমার পায়ের উপর পড়িল। আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম—"অবশ্য তোমার মহাপুরুষ পিতা কোথায়ও লুকাইয়া আছেন। ইহা তাঁহারই ষড়যন্ত্র।" তখন পাপিষ্ঠ আর একটা ঝোপ হইতে তাহার শ্রীমূর্ত্তি খানি বাহির করিয়া কৃত্রিম ক্রন্দন করিয়া বলিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! যে শাস্তি দিতে হয় আমাকে দিন। মেয়ের কোন দোষ নাই। মেয়েকে আজ হইতে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম।" তাহার প্রতি ক্রোধে অগ্নি বর্ষণ করিয়া এবং সজোরে বালিকার হাত হইতে পা ছাড়াইয়া শিবিরে ফিরিলাম। পিতা ও কন্যা নিত্য শিবিরের অদূরে বসিয়া রোদন করিত। মোক্তার আমলা সকলে ধরিয়া পড়িলে তাহাকে অব্যাহতি দিয়া এই আসামীদিগকেও সেসনে প্রেরণ করিলাম, এবং তাহাদেরও শাস্তি হইয়া গেল। হাইকোর্টেও সমস্ত আসামীর দণ্ড স্থিরতর রহিল।

কিছুদিন পরে কলিকাতায় গিয়া দেখি ব্রাহ্মণ মহাশয় হাইকোর্টের উকিল আমার পিতৃব্যভ্রাতার কক্ষ আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে সেখানে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তখন শুনিলাম যে হাইকোর্টের উকিলদের মধ্যে আমার রায় পড়িয়া একটা তোলপাড় উঠিয়াছে। মেয়েটির বিবাহের জন্য তাঁহারা চাঁদা তুলিয়া ৬০০।৭০০ টাকা ব্রাহ্মণকে দিয়াছেন। তদ্দ্বারা তাহার বিবাহ হইয়াছিল। ভরসা করি এ অসামান্য রূপবতী ও প্রত্যুৎপন্নমতি রমণী এখন পতি-পুত্র লইয়া সুখে আছে।

——০——

একটা খুন।

প্রথম পালা।

মাদারিপুরের পালঙ্গ থানার অধীনে একটা সামান্য গ্রাম লইয়া জনৈক স্থানীয় মুসলমান জমীদারের সঙ্গে স্থানান্তরবাসী একজন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ খ্যাতনামা শ্বেতাঙ্গ জমীদারের কিছুদিন হইতে বিবাদ চলিতে-ছিল। হঠাৎ একদিন পালঙ্গ থানায় সাহেবের পক্ষে এজাহার হইল যে স্থানীয় জমীদারের লাঠিয়ালগণ তাঁহার কাছারী চড়াও করিয়া হাঙ্গামা করিয়া একজনকে খুন করিয়াছে, এবং তাঁহার কাছারি ভাঙ্গিয়া ফেলি-য়াছে। তখনও আমি পুত্রশোকে অভিভূত। আমি বড় গ্রাহ্য করিলাম না। কিছুদিন পরে ঢাকার কমিশনারের পার্শন্যাল এসিস্‌টেণ্ট বাবুর এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন এ মোকদ্দমার তদন্তে পুলিস বড়ই অত্যাচার করিয়াছে। আমার একবার স্বয়ং গিয়া তদন্ত করা উচিত। সে গ্রামের নিকট উক্ত বাবুর পৈত্রিক বাড়ী এবং তিনি আমার একজন পিতৃবন্ধু। আমি তাঁহাকে পিতার মত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম। তিনি আমাদের ডেপুটি সম্প্রদায়েও একজন প্রাচীন, খ্যাতনামা, বিচক্ষণ ও চতুর ব্যক্তি। পত্রখানি পাইয়া আমি প্রথম একটুক হাসিলাম। আমি আমার খুড়াকে মিথ্যা মোকদ্দমা হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক পত্র লিখিয়া চট্টগ্রামে সে ঘোরতর বিপদে পড়িয়াছিলাম। অন্ততঃ গবর্ণমেণ্ট উহা উপলক্ষ করিয়া আমার সেই সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। সে সময় অনেকে আমাকে বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সেরূপ পত্র লেখার জন্য ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। তাই পত্রখানি পাইয়া একটুক হাসিলাম। ইহাঁর অপেক্ষা চতুর ও সাবধান লোক আমাদের সার্ভিসে নাই। এরূপ

পত্র আরও অন্যান্য বিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারী হইতেও যথেষ্ট পাইয়াছি। আমি সে নন্দিভৃঙ্গিদের মত স্বার্থপর বন্ধুদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক নরাধম হইলে ইহাঁর ও অনেক লোকের আমার অধিক সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারিতাম। কিন্তু মানুষের রক্ত যাহার শরীরে আছে সে কি এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে? আমি তাঁহার পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, এবং তল্লিখিত বিষয়ে কি কর্ত্তব্য ভাবিতে ছিলাম। এমন সময়ে কাননগো মহাশয়, সে অঞ্চলে কোনও কার্য্য উপলক্ষে গিয়া, ফিরিয়া আসিয়া একদিন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। সঙ্গে অতিরিক্ত ডেপুটি মহাশয়ও ছিলেন। কাননগোও আমাকে বলিলেন যে আমার একবার সে অঞ্চলে যাওয়া উচিত; কারণ পুলিস উক্ত মোকদ্দমা লইয়া লোকের উপর বড়ই উৎপীড়ন করিতেছে। অতিরিক্ত বাবুও এরূপ শুনিয়াছেন বলিয়া বলিলেন। আমি রোগ ও শোকগ্রস্ত বলিয়া তাঁহাকে যাইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন যে ইন্স্পেক্টার ও তিনি এক সঙ্গে পুলিসের চাকরি করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ আত্মীয়তা। তিনি চক্ষুলজ্জা কাটাইতে পারিবেন না। অতএব তাঁহার যাওয়াতে বিশেষ ফল হইবে না। তিনি বলিলেন যে ইন্স্পেক্টার বড় সরল প্রকৃতির লোক। সে জন্য অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের শাসনে রাখিতে পারে না। সম্ভবতঃ এ কারণে এরূপ কথা শুনা যাইতেছে। আমিও ইন্স্পেক্টারকে একজন ভাল লোক বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। মোকদ্দমার অবস্থা কি তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে একবার মাদারিপুর আসিতে লিখিলাম। তিনি উত্তরে লিখিলেন যে তাঁহার তদন্ত শেষ হইয়াছে। তিনি শীঘ্র আসিতেছেন। সে সময়ে মুসলমান জমীদারের পক্ষীয় কয়েকজন আসামীও চালান আসিল। আমি তাহাদের তাঁহার বিশেষ প্রার্থনা-

মতে, বিশেষতঃ হাঙ্গামা খুনের অভিযুক্ত বলিয়া, হাজতে দিলাম। ইন্‌স্পেক্টার কয়েকদিন পরে আসিলেন। তিনি বলিলেন পদ্মার উত্তর পারের একজন সাক্ষীর জবানবন্দীর অপেক্ষায় তিনি 'এ' ফারম্ দিতে পারিতেছেন না। তাহার পর সাক্ষী আজ আসিবে, কাল আসিবে, বলিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। এ দিকে আসামীগণ হাজতে পচিতেছে। আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল। আর এক দিন তিনি হঠাৎ আসিয়া বলিলেন যে মোকদ্দমার সাক্ষীসকল উপস্থিত। তাহাদের সেই দিনই জবানবন্দী করা আবশ্যক, কিন্তু 'এ' ফারম্ দিলে বিবাদীর পক্ষ সাক্ষীদের নাম টের পাইয়া তাহাদিগকে বিগড়াইবে। অতএব 'এ' ফারম তাঁহার হাতে রাখিয়াছেন। পরে নথীভুক্ত করিবেন। আমার কেমন সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল। যাহা হউক আমি সাক্ষীদের জবানবন্দী লইলাম। মুসলমান জমীদারটির পতিত অবস্থা। তাহার পক্ষে মোকদ্দমার তদ্বিরও ভাল হইতেছিল না। তথাপি মোকদ্দমাটি আমার কাছে বড়ই সন্দেহজনক বোধ হইল। তাহাতে কই, পদ্মার উত্তর পারের সাক্ষী একটিও দেখিলাম না। ইন্‌স্পেক্টার বলিলেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি কিছু না বলিয়া মোকদ্দমাটির অন্য এক তারিখ দিয়া রাখিলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমার মাদারিপুর শাসনের প্রধান উপকরণ স্বরূপ একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া ঘাটে বাঁধা রাখিতাম। রাত্রিতে আমি অজ্ঞাতসারে মাদারিপুর হইতে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে ঘটনা স্থলে গিয়া পঁহুছিলাম। সেখানে গিয়া তদন্ত করাতে যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। শুনিলাম সে অঞ্চলে এমন একটি লোক আছে যে তাহার অসাধ্য কোনও পাপ নাই। আমি তাহার নাম গোপন করিয়া তাহাকে সয়তান কাজি বলিব। তাহার

ব্যবসা—দুই জমীদারের মধ্যে বিবাদ হইলে সে এক পক্ষে অতিরিক্ত বেতন ও পুরস্কার প্রতিশ্রুতিতে চাকরি গ্রহণ করে, হাঙ্গামা করে, খুন করে, গৃহ দাহ করে, জাল করে, সেসনে সোপর্দ্দ হয় এবং সেখান হইতে খালাস হইয়া আইসে। সে এমন চতুর ও মোকদ্দমাবাজ, কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে দণ্ডিত করিবে। এ মহাপুরুষ সম্প্রতি সাহেবকে গ্রামটি দখল করাইয়া দিবে বলিয়া চাকরি লইয়াছে। একখানি সামান্য কুড়িয়া তুলিয়া তাহার নাম দিয়াছিল কাছারী। থানা হাত করিয়া, অপর পক্ষের দ্বারা শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনার ছলনায় কনেষ্টবল আনাইয়াছিল। এরূপ কনেষ্টবল মোতায়ন করিতে আমি পুলিসকে বারম্বার নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলাম। এ সকল আয়োজন করিয়া, এবং কনেষ্টবলদের হাত করিয়া, স্থানীয় জমীদারের কাছারী লুট করিয়া তাহা ধ্বংস করিয়াছে, তাহার পক্ষীয় লাঠিয়াল একজনকে খুন করিয়াছে, তাহার পর তাহার নিজ কাছারী ভাঙ্গিয়া এবং হত ব্যক্তির আত্মীয়গণকে বশীভূত করিয়া তাহাকে তাহার নিজ পক্ষের চাকর সাজাইয়া, এই মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। যদিও বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, তথাপি অপর পক্ষ যেখানে হাঙ্গামা আরম্ভ হওয়া বলে সেখানে, ও তাহার কাছারীর স্থানে স্থানে, তখনও রক্তের দাগ আছে। আমি আরও শুনিলাম যে সাহেবের পক্ষে অন্য স্থানের একজন খ্যাতনামা উকিলের একটি মোহরের আসিয়া বরাবর তদন্তের সময় উপস্থিত ছিল। সে মুক্তহস্তে রজতচন্দ্র পুলিসের উপর বৃষ্টি করিয়া ইন্‌স্পেক্টারের সঙ্গে মাদারিপুর চলিয়া গিয়াছে। চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের নর নারীর উপর মিথ্যা সাক্ষ্য তদন্তের জন্য যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে শুনিলাম তাহা আর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেই সয়তান তাহার দলসহ নিকটে এক বাড়ীতে আছে জানিতে পারিয়া আমি তখনই তাহাকে সদলে

গ্রেপ্তার করিয়া মাদারিপুর হাজতে প্রেরণ করি। তাহার মূর্ত্তিটি এরূপ ভীষণ কুটীল, যে দেখিলেই বোধ হয় এমন ভয়ানক জীব বুঝি পশু জগতেও দুর্লভ।

মাদারিপুরে ফিরিয়া গিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম যে সে উকিলের মোহরেরটি তখনও একজন মুনসেফির উকিলের বাসায় আছে। আমি তাহাকে ডাকাইলাম। সে এক ছাতা বগলে করিয়া, আমার গৃহস্থিত আফিস কক্ষের দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। সে পূর্ব্ববঙ্গবাসীর ক্রোধ-রুক্ষ কণ্ঠে বলিল—"আপনি নাকি আমাকে ডাকৃছন্?" তাহার রহস্যজনক মূর্ত্তি ও ক্রোধ দেখিয়া আমার একটুক তামাসা করিতে ইচ্ছা হইল। আমি অতিশয় বিনীতকণ্ঠে বলিলাম—হাঁ।

সে। ক্যান্? আমার বরো দরকার আছে। কি জন্যে ডাকৃছেন শীঘ্র কন্।

আমি। সে কি? ঘোড়ায় চ'ড়ে আসলেন না কি? ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক এসেছেন, বসুন, তামাক খান। এ উগ্রমূর্ত্তি কেন?

সে। আপ্নি ঠাট্টা কর্‌বার্ লাগ্‌ছেন। আমি তবে যাই।

আমি। না, যাইবেন না, বসুন।

সে। ক্যান্? আপনি আমায় জোর্ কইরা রাখ্‌বেন্ না কি?

আমি। যদি তাহা করি?

সে। আপনার এমন ক্ষমতা আছে না হি?

আমি। সে কথা পরে বুঝা যাবে। এখন যেখানে আছ সেখানে দাঁড়াইয়া থাক।

সে। ক্যান্? আমি কর্‌ছি কি? আপনি এ সব্ ডিভিসন্‌টা রাবণের রাজ্য কর্‌ছেন? আমার উপরও জুলুম কর্‌বেন না কি? আমি যাই।

আমি। তবে রাবণের রাজ্যের নমুনা দেখ। এক পা সরবে, এই আরদালি তোমাকে কাণে ধরিয়া রাখ্‌বে।

আমি গর্জ্জন করিয়া একথা বলিলে সে কাঁদিয়া ফেলিল—"মশয়! মশয়! আমি বিখ্যাত উকিল-বাবুর মোহরের। আমি কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। আমার বেইজ্জত কর্‌বেন না। আমি আপ্‌নি বসি।

আমি। আমিও তাই বলি। তুমি এত বড় একজন উকিলের মোহরের, কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। সে জন্যই ত তোমার সঙ্গে একটুক আলাপ কর্‌তে ডেকেছি, এবং ভদ্রলোকের মত বস্‌তে বল্‌ছি। তা তুমি নিজে বেইজ্জত হ'লে আমি কি করবো?

ব্রাহ্মণ তখন কম্পিত কলেবরে পার্শ্বে একটা টুলের উপর বসিল। আমি তখন তাহাকে তন্ন তন্ন করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। পুলিসকে ঘুষ দেওয়া ভিন্ন সকল কথাই সে স্বীকার করিল। তাহার পর অনেক অনিচ্ছায় বলিল তাহার সঙ্গে একটা হাত বাক্‌স মাত্র আছে। আমি মাদারিপুরস্থ উকিলের বাসা হইতে সে বাক্‌সটী আনাইলাম।

আমি। বাক্‌সটী খোল!

সে। ক্যান্‌?

আমি। বাক্‌সে কি আছে দেখ্‌বো।

সে। এও আপনার ক্ষমতা আছে নাহি?

আমি। তুমি একজন বড় উকিলের মোহরের। সে কথা পরে বুঝিয়া লইও।

সে। বাক্সে আমার ঔষধ আছে? আপনি দেখ্যা কর্‌বেন কি?

আমি। আমিও রোগী। দেখি যদি কিছু ভাল ঔষধ পাই।

সে। মশয়! আপ্‌নি আবার ঠাট্টা কর্‌বার লাগ্‌ছেন। আমি বাক্‌স খোলমু না। আপনার যা খুসি করুন।

আমি তখন একজন আরদালিকে বলিলাম—"মার লাথি।" মহাপুরুষ তখন চীৎকার করিয়া বলিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! বাক্সে শিবলিঙ্গ আছে। আমি খুল্যা দি!" আমি হাসিয়া উঠিলাম। সে কাঁপিতে কাঁপিতে ব্যস্ত হইয়া বাক্স খুলিয়া এক তাড়া কাগজ দ্রুত হস্তে সরাইয়া লইয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিল।

আমি। ও গুলা কি?

সে। আমার গোপনীয় পত্র।

আমি। আমি দেখ্‌বো।

সে। গোপনীয় পত্রও আপনি দ্যাখ্‌বেন? য্যাও কি আপনার ক্ষমতা আছে?

আমি। কি বালাই! গোপনীয় ব'লেই ত দেখতে চাচ্ছি। ক্ষমতার কথা আর বার বার কেন?

সে। না। আমাকে কাইট্টা ফেল্যেও আমি দিমু না।

আমি তখন আবার আরদালিকে বলিলাম—"এ কুলীন বামনের সন্তানটাকে কিছু দক্ষিণা দিয়া কাগজগুলি কাড়িয়া লও।" সে আবার চীৎকার ছাড়িয়া বলিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! এত জুলুম কর্‌বেন্ না। আমি সত্য সত্যই কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান।" আরদালি কাগজ কাড়িয়া লইয়া আমার হাতে দিলে, সে ছুটিয়া আমার পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমি সত্য সত্যই কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। আমি মিথ্যা বল্‌ছি না। আমি আপনার 'পলাশির যুদ্ধ' পড়্‌ছি। আমার সাত পুরুষেও কেহ চাকরি করে নাই। আমাকে বধ কর্‌বেন না। ব্রহ্মহত্যা কর্‌বেন না। দোহাই আপনার! আপনি একজন বিখ্যাত লোক। আপনার বড় দয়া ও ক্ষমতা বলে শুন্‌ছি।" ব্রাহ্মণকে আমি হাতে ধরিয়া তুলিয়া বসাইলাম। সে কাঁদিতে কাঁদিতে

পূর্ব্ববৎ কত কাকুতি করিতে লাগিল। আমি ইত্যবসরে কাগজগুলি পড়িতে লাগিলাম। বিস্ময়কর ব্যাপার!

তাহার একটা জমা খরচ পাইলাম। তাহাতে সব্ ইনস্‌পেক্টরের নামে ৮০০৲, হেড্ কনেষ্টবলের নামে ৭০০৲, কনেষ্টবল্‌দের নামে ১০০।১৫০।২০০, সর্ব্বশেষে ইন্‌স্পেক্টারের নামে ১০০০৲ টাকা লেখা আছে। অন্য কাগজগুলি এই ঘুষ সম্বন্ধীয় পত্র। সে উকিলের পিতা তখন তাঁহার মাদারিপুরস্থ বাড়ীতে ছিলেন। প্রথম প্রথম ঘুষের টাকা সে উকিলের ব্যবসা-স্থান হইতে তাঁহার কাছে আসিয়াছে, এবং তিনি পত্রের দ্বারা মোহরেরের কাছে ঘটনা-স্থানে পাঠাইয়াছেন। সে সকল টাকা নিম্ন পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে দিয়া সে শেষে ইন্‌স্পেক্টারের জন্য ১০০০৲ টাকা চাহিয়া পাঠায়। তাহাতে উকিল মহাশয় তাহাকে এ মর্ম্মে লেখেন যে—"তোমাকে এ পর্য্যন্ত অনেক টাকা পাঠান হইয়াছে। আর অধিক টাকা পুলিসকে দেওয়া যাইতে পারে না। তুমি যে লিখিয়াছ নবীন বাবু এই ইন্‌স্পেক্টারকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন এবং সে যেরূপ বলে তিনি সেরূপ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন, তাহা এখনকার দিনে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ নবীন বাবু একজন খ্যাতনামা ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্। তিনি যেরূপ মাদারিপুর শাসিত করিয়া তুলিয়াছেন এমন আর কেহ পারে নাই। তবে তুমি যখন বার বার লিখিতেছ যে আর ১০০০৲ টাকা না দিলে ইন্‌স্পেক্টার 'এ' ফারম্ দিতেছেন না, তখন এ পত্রে ১০০০ টাকার নোট পাঠান হইল।"

আমার পত্র পড়া শেষ হইলে ব্রাহ্মণ আবার "দোহাই আপনার! ব্রহ্মহত্যা কর্‌বেন না!" বলিয়া আমার পায়ে পড়িতে যাইতেছিল ও কাঁদিতেছিল। আমি বলিলাম—"তুমি ত এখন বুঝিলে যে আর চালাকি করিলে চলিবে না। তুমি উকিলের মোহরের। তুমি একটা খুনী

মোকদ্দমায় যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে তোমার কিরূপ শাস্তি হইবে, তাহাও তুমি বুঝিতে পারিতেছ। কিন্তু তুমি যদি এখন সকল কথা খুলিয়া বল, তবে আমি তোমাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিব।" ব্রাহ্মণ তখন শপথ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা স্বীকার করিয়া জবানবন্দী দিল। চতুর উকিল ঘুষের জন্য পাঠাইতেছেন বলিয়া নোটের নম্বর পত্রে দেন নাই। বুঝিলাম যে তাহার কোনও অনুসন্ধান চলিবে না। আমি তখনই পোষ্ট আফিসে গিয়া দেখিলাম যে দিন রেজিষ্টারী হইয়া এ চিঠিখানি মাদারিপুর পঁহুছিয়াছে, সে দিনই ইন্‌স্পেক্টার আমাকে মোকদ্দমার সাক্ষী উপস্থিত আছে বলিয়া বিচার আরম্ভ করিতে বলিয়াছিলেন। সমস্ত পত্রের নকল তখনই ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ফরিদপুর পাঠাইলাম। প্রাতে ডাকে পালঙ্গ থানার সমস্ত পুলিস ও ইন্‌স্পেক্টারের পদচ্যুতির আদেশ আসিল। পালা আরও ঘনাইয়া উঠিল।

——o——

ঐ

দ্বিতীয় পালা।

উকিল মহাশয়ের পিতার লিখিত যে সকল পত্র ছিল, তাহা সেনাক্ত করিবার জন্য, এবং পুলিস রহস্য আরও উদ্ভেদ করিবার জন্য তাঁহাকে তলব দিলাম। তিনি পাশ কাটাইতে অনেক চেষ্টা করিয়া শেষে উপস্থিত হইলেন। ইনি একজন স্বনামখ্যাত পুরুষ। তিনি যাবজ্জীবন উক্ত সাহেবের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। লোকে বলিত যে তাঁহার যাহা সম্পত্তি তাহা নর-রক্তে গঠিত। তাঁহার সাহেব তখনকার নীলকর সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান মানুষ কি বুঝিবে? সমল সলিলেই কমল ফুটে; অন্ধকার খনিগর্ভে সমুজ্জ্বল মণি জন্মে। কর্ম্মচারী মহাশয়ের দুই পুত্রই দুটি রত্ন। প্রথমটি পিতার কার্য্যে ব্যথিত হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। তিনি এ বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার পূর্ব্ব কীর্ত্তির অপলাপ করিলেন না। স্বহস্ত লিখিত পত্রাবলি পর্য্যন্ত অস্বীকার করিলেন। আমি তখন মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য ১৯৩ ধারা মতে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইবেন না কেন, কারণ দর্শাইবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে জামিনেতে রাখিলাম। পত্রগুলি যে তাঁহার হাতের লেখা তাহা বলা বাহুল্য পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইল। তিনি তখন বুঝিলেন যে গতিক ভাল নহে। আমিও সঙ্কটে পড়িলাম। তাঁহার অশীতি বর্ষ বয়স। যদি ফৌজদারীতে অর্পণ করি তবে তাঁহাকে কারাগার প্রাপ্ত হইতে হইবে। পুত্র দুজন দেশ-বিখ্যাত লোক। তাঁহাদেরও কি শোচনীয় অবস্থা হইবে? অতএব মোকদ্দমার তারিখের পর তারিখ দিতে লাগিলাম। তিনিও তারিখে তারিখে হাজির হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন

করিতে লাগিলেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আর এক দিন বড়ই অনুতপ্ত হৃদয়ে গলদশ্রুনয়নে বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার! আমি এ জীবনে অনেক পাপ করিয়াছি। আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন তাহা সকলই সত্য। এ কয়েক দিনের দুশ্চিন্তায়, যন্ত্রণায় ও অপমানে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। একবার আমার এ বয়সের দিকে এবং পুত্রদের দিকে, চাহিয়া আমাকে অব্যাহতি দেন। তাহাদের মুখে কালি দিবেন না। ঘাটে নৌকা প্রস্তুত। অব্যাহতি পাওয়া মাত্র, আমি আর বাড়ী যাইব না। এখান হইতে কাশীধাম যাত্রা করিব।" আমার হৃদয় কাতর হইল। আমি তখন তাঁহাকে অব্যাহতি দিলাম। তিনি সত্য সত্যই আমার কাছারি হইতেই কাশী যাত্রা করিলেন।

তখন সেই সয়তান কাজি আর এক খেলা খেলিল। সে জেল হইতে আমার কাছে এক পত্র এই মর্ম্মে লিখিল—"আপনি একজন বিচক্ষণ নিরপেক্ষ হাকিম! এ মোকদ্দমায় আপনার কোনও পক্ষাপক্ষ নাই। কেবল যে প্রকৃত অপরাধী তাহাকে দণ্ড দেওয়াই আপনার উদ্দেশ্য। আপনি যদি আমাকে পাঁচ মিনিট কাল আপনার কুঠীতে গিয়া গোপনে সাক্ষাৎ করিতে দেন, তবে আমি এমন সকল প্রমাণ আপনাকে দিতে পারিব যে কে প্রকৃত দোষী আপনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবেন।" আমি ভাবিলাম ব্যাপার খানা কি? অতিরিক্ত ডেপুটি বাবু ও ডাক্তার প্রভৃতি সকলে তাহার পত্রমতে কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সে কি কথা বলিবে, কি প্রমাণ দিবে, তাহা জানিবার জন্য আমার বড় কুতূহল হইল। আমি সে দিন অপরাহ্নে জেলে গিয়া তাহাকে বলিলাম যে প্রহরী ছাড়া তাহাকে আমি জেল হইতে কেমন করিয়া লইব? সে বলিল একজন আরদালি পাঠাইয়া

লইলেই হইল। আমি অস্বীকার করিলাম, কারণ তাহা জেল নিয়মের বিপরীত কার্য্য হইবে। তখন সে বলিল যে প্রহরীরা লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহারা আমার সঙ্গে তাহার কথা কহিবার সময়ে দূরে থাকিবে। যেন তাহারা কোনও কথা শুনিতে না পারে। শুনিলে তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। আমি মনে করিলাম সে আমার কুঠী হইতে পালাইবার একটা ষড়যন্ত্র করিতেছে। আমার গৃহের আফিস কক্ষের দুই দিকের ছোট কক্ষে কয়েকজন বলবান কনেষ্টবল লুকাইয়া রাখিয়া আমি তাহাকে আনিতে একজন আরদালি পাঠাইলাম। ২ জন প্রহরী তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। সে দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার! ইহাদিগকে সরিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করুন।" আমি তাহা করিলাম। তাহারা সরিয়া গেলে সে বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখের টেবিলের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিতে যাইতেছিল, আমি চক্ষুর নিমিষে চেয়ার ঠেলিয়া ফেলিয়া সরিয়া গেলাম। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে, আমার ডেপুটি লীলা সে দিনই শেষ হইত। আমার চীৎকার ও চেয়ারের পতন শব্দ শুনিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে কনেষ্টবলগণ ও বাহির হইতে আরদালি ও প্রহরীগণ ছুটিয়া আসিয়া ব্যাঘ্রবৎ তাহার উপর পড়িল। সে তাহাদের সঙ্গে একক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। আমি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া কাঁপিতে ছিলাম। হল-কক্ষে স্ত্রী ও ভৃত্যগণ ছুটিয়া আসিয়া হতজ্ঞানের মত দাঁড়াইয়া রহিল। স্ত্রী চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া আমাকে সে কক্ষে যাইতে ডাকিতে লাগিলেন। গুরুতর প্রহারের পর কনেষ্টবল ও প্রহরীগণ তাহাকে ভূতলে পতিত করিয়া তাহার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া তাহাকে আবার জেলে লইয়া চলিল। ইতিমধ্যে চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া

আসিয়া গৃহ ও হাতা লোকারণ্য হইল। সকলে আমাকে এরূপ দুঃসাহসের কার্য্যের জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। আমি তখন এ দৃশ্য মনে করিয়া হাসিতে লাগিলাম। স্ত্রী অন্য কক্ষে ভূমিলুণ্ঠিতা হইয়া দেবতাদের পূজা মানস করিতে লাগিলেন। কি বিপদ হইতে যে শ্রীভগবান রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা মনে হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প হয়। দুরাচার তাহার পর হইতে যত দিন জেলে ছিল, রোজ আমাকে তীব্র ভাষায় গালি দিয়া এক এক দরখাস্ত জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, হাইকোর্ট ও গবর্ণমেণ্টে পাঠাইত।

মোকাদ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। সে নিজে সাক্ষীদের জেরা করিতে লাগিল। দেখিলাম দণ্ডবিধি, কার্য্যবিধি ও প্রমাণের আইন তাহার কণ্ঠস্থ। সে এত মোকদ্দমায় পড়িয়া উদ্ধার লাভ করিয়াছে, যে সে একজন দক্ষ উকিলের মত মোকদ্দমা চালাইতে লাগিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন যে জেলের রেজেষ্টারী ও নিয়মাবলিও তাহার মুখস্থ। আমি ঘটনার স্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ যে সকল সাক্ষী সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহাদের জবানবন্দীতে প্রমাণিত হইল যে কাজি কনেষ্টবল ও লাঠিয়াল লইয়া মুসলমান জমীদারের কাছারি লুঠ ও ধ্বংস করিতে যাইতে সে কাছারির পক্ষের লাঠিয়ালগণের সঙ্গে কাছারির সম্মুখে একটা ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহারা পরাস্ত হইয়া কাছারিতে পলায়ন করিলে সেখানে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হয়, এবং সেখানে কাছারির লাঠিয়াল একজন খুন হয়। তখন সে পক্ষের লাঠিয়াল মৃত ব্যক্তিকে ফেলিয়া পলায়ন করে। কাজি তখন সে কাছারির চিহ্নমাত্র লোপ করিয়া মৃত ব্যক্তিকে তাহার কাছারিতে লইয়া গিয়া এবং সে তাহার কর্ম্মচারী বলিয়া সাক্ষী দিতে তাহার আত্মীয় স্বজনকে হস্তগত করিয়া পুলিসে এজাহার দিয়াছিল। আমি বাহম হাঙ্গামা (mutual rioting)

অপরাধে উভয় পক্ষকে সেসনে অর্পণ করিলাম, এবং কাজিকে হাতকড়ি দিয়া ও শৃঙ্খলিত করিয়া সে দিনই ফরিদপুর পাঠাইলাম। সে যে কয়দিন মাদারিপুরে ছিল, মাদারিপুরের জেল অধ্যক্ষ ডাক্তার বাবুর আহার নিদ্রা ছিল না। কোন দিন কোন দিক দিয়া পলায়ন করে এ ভয়ে ডাক্তার ও প্রহরীগণ শশব্যস্ত ছিল। সে সমস্ত পদচ্যুত পুলিস-কর্ম্মচারী ও কনেষ্টবলকে সাফাই সাক্ষী মানিল, এবং বলা বাহুল্য যাহাতে মোকদ্দমা নষ্ট হয় তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

আর মানিয়াছিল সাক্ষী অতিরিক্ত ডেপুটি ও কাননগো বাবুকে। আমি শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। ডেপুটি বাবু কিছু কাল পরে সেসনে সাক্ষী দিতে যাইবার সময় আমার সব্‌ডিভিসন গৃহে একবেলা আহার করিয়া যান। তিনি ইতিমধ্যে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। আসামীরা কেন তাঁহাকে সাক্ষী মানিয়াছে তাহা আমি কিছু জানি কি না, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম আমি কিছুই জানি না। তিনি বলিলেন—"ইন্‌স্পেক্টার আমার আশৈশব বন্ধু। তাই সে মনে করিয়াছে যে আমি তাহার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিব।" আমি কিছুদিন হইতে ইঁহার চরিত্রে কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়াছিলাম। আমি কোনও উত্তর দিলাম না। কিন্তু ইহাঁকে ও তাঁহার বন্ধু কাননগোকে সে সয়তান কিসের সাক্ষী মান্য করিয়াছে, আমিও বুঝিতে পারি নাই।

তাহার ২।৩ দিন পরে ফরিদপুরের উকিল সরকারের পত্র পাইয়া আমি বজ্রাহত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে উপরোক্ত দুই মহোদয় সাক্ষ্য দিয়াছেন যে তাঁহারা আমার কোর্টে মোকদ্দমার বিচারের সময় একদিন সন্ধ্যার পর আমার গৃহে বেড়াইতে আসিয়া দেখেন যে আমি কয়েকজন লোকের সহিত গোপনে এই মোকদ্দমার কথা বলিতেছি। বিবাদীর উকিল তখন বাদীর পক্ষের সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিলে

বলিয়াছেন যে, সে সকল লোকের সঙ্গেই কথা কহিতেছিলাম। সাক্ষ্য এরূপ ভাবে দিয়াছিলেন যে তাহাতে পরিষ্কার বোধ হয় আমি সন্ধ্যার পর গোপনে গৃহে বসিয়া সাক্ষীদিগকে 'তালিম' দিতেছিলাম। বুঝিলাম আমার প্রতিকূলে একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্র হইয়াছে, এবং তাহার ফলে আমার একটা ঘোরতর বিপদ উপস্থিত। উকিল সরকার মহাশয়ও তাহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ডেপুটিপুঙ্গব ফিরিবার পথে আর আমার গৃহে পদার্পণ করেন নাই।

—o—
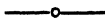
ঐ

তৃতীয় পালা।

সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি ঘোরতর দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত করিলাম। সমস্ত মাদারিপুরে এমন কেহ নাই যে এ মহা বিপদের সময় পরামর্শ করি। নিঃসহায় হইয়া কেবল সেই বিপদভঞ্জনকে ডাকিতে লাগিলাম। আর ডাকিতে লাগিলাম আমার নির্ভীক পিতৃদেবকে। তাঁহার মহা-বাক্য স্মরণ করিলাম—"মস্কিল গির্‌নেসে হাস্‌কে উড়ানা"—বিপদে পড়িলে হাসিয়া উড়াইবে। হৃদয়ে সাহস বাঁধিলাম। "পাপ নাই শরীরে যমেরে কিবা ভয়?" জীবনের অন্যান্য বিপদের সময় যেরূপ সাহসে হৃদয় শিলাসম দৃঢ় করিয়াছিলাম, এবারও তাহা করিলাম। রাত্রিতে আমার স্মরণ হইল এ মোকদ্দমা আমার কাছে বিচারের সময়ে আমি কাননগোকে শিবচরে কোনও একটা বিশেষ কার্য্যে পাঠাইয়া-ছিলাম। তাঁহাকে সেখানে সে কার্য্যে বহুদিন থাকিতে হইয়াছিল। প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া কাননগোর ডায়ারী আফিস হইতে আনাইয়া দেখিলাম যে সেই দিন সন্ধ্যার পর তিনি ও ডেপুটী বাবু একসঙ্গে আসিয়া সাক্ষীদিগকে শিক্ষা দিতে আমাকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া সেসনে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন সেই দিন ও তাহার বহুদিন অগ্রে ও পরে তিনি তাঁহার নিজের ডায়ারি মতে শিবচরে ছিলেন। শিবচর থানা মাদারিপুর হইতে স্মরণ হয়, প্রায় ৩০ মাইল। কিন্তু তিনি যেখানে ছিলেন তাহা থানা হইতেও দূর। আমি সে দিনের ডাকেই মর্ম্মান্তিক মনোবেদনাপূর্ণ এক পত্র ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া এ ডায়ারি তাহার সঙ্গে পাঠাইলাম। আমি লিখিলাম যে কাননগো ও ডেপুটী বাবু তাঁহাদের বন্ধু ইন্‌স্পেক্টারের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন, এই

ডায়ারিই তাহার অকাট্য প্রমাণ। ডেপুটি বাবুর অন্য কথা যদি ম্যাজিষ্ট্রেট বিশ্বাস করেন তথাপি তিনি যে বলিয়াছেন কাননগোর সঙ্গে আসিয়া আমাকে সাক্ষীদিগকে শিক্ষা দিতে দেখিয়াছেন, অন্ততঃ সে কথাও এ ডায়ারির দ্বারা মিথ্যা সাব্যস্ত হইতেছে। আমি উভয়ের প্রতিকূলে দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারা মতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগ স্থাপন করিবার জন্য অনুমতি চাহিলাম। আরও আমার কাছে এ গুরুতর বিষয়ের কৈফিয়ত চাহিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম।

সহৃদয় জেফ্রি আমার পত্র পাওয়া মাত্র কাননগোকে কোর্টে তলব দিয়া তাঁহার ডায়ারি শুনাইয়া, এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার কারণ কি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বজ্রাহতবৎ চুপ করিয়া থাকেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে তখনই পদচ্যুত করিয়া তাঁহার প্রতিকূলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার মোকদ্দমা স্থাপন করিবার জন্য কমিশনারের কাছে রিপোর্ট করিতেছেন বলেন। এ আদেশ শুনিয়া কাননগো সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। পরদিন জেফ্রি আমাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে এ সকল কথা লেখা থাকে। তিনি বলেন সেসনে মোকদ্দমা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ডেপুটি বাবুর প্রতিকূলে কিছু করা যাইতে পারে না। তিনি সকল কথা কমিশনারকে লিখিয়াছেন। আমাকে আরও লিখিয়াছেন যে আমার উপর তাঁহার এতদূর বিশ্বাস আছে, যে তিনি আমার কাছে কোনও কৈফিয়ত তলব করিবেন না। তিনি বুঝিয়াছেন যে উভয়ে ইন্‌স্পেক্টারের খাতিরে ঘোরতর মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন। কমিশনারও তাঁহার কার্য্য অনুমোদন করিয়া লিখিলেন যে ডেপুটি বাবুর প্রতিকূলে মিথ্যা সাক্ষ্যের অভিযোগ উপস্থিত করা শাসন বিভাগের পক্ষে একটি গুরুতর কলঙ্কের কথা হইবে। অতএব উহা আপাততঃ স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য।

সেসনের বিচার শেষ হইলে জজ রায় প্রকাশ করিবার জন্য কয়েকদিন

সময় লইলেন। সময়ান্তে রায় প্রকাশিত হইল। রায় ত নহে, উহা আমার প্রতিকূলে একটা প্রকাণ্ড ভিন্দিপাল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পত্নীদের মধ্যে মনোবাদ হওয়াতে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়ের মধ্যে একটুক বিশেষ রকম বিদ্বেষ সঞ্চারিত হইয়াছিল। জজ প্রায় প্রতি মোকদ্দমায়ই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন যে ফরিদপুরের শাসন-কার্য্য বড়ই নিন্দনীয়ভাবে চলিতেছে। এই প্রকাণ্ড রায়ে সেই বিদ্বেষ একেবারে সপ্তমে উঠিয়াছিল। উহাতে আদ্যোপান্ত আমার প্রতি তীব্র আক্রমণ ছিল। বলা বাহুল্য যে তিনি কাননগো ও ডেপুটিপুঙ্গবের সাক্ষ্যের প্রত্যেক অক্ষর বিশ্বাস করিয়াছেন এবং উপস্থিত মোকদ্দমা সম্পূর্ণ-রূপে আমার সৃষ্টি সাব্যস্ত করিয়া আসামীদিগকে অব্যাহতি দিয়াছেন। ততোধিক ইন্‌স্পেক্টার যে মোকদ্দমা চালান দিয়াছিলেন তাহাই সত্য সাব্যস্ত করিয়া উহার আসামীদিগকে আপনার কাছে আপনি 'কমিট' করিয়া তাহাদের বিচারের জন্য তলব দিয়াছেন। শুনিলাম যে উকিল মহাশয়ের পিতার আমি কাশীযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, তিনি সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বয়ং ফরিদপুরে থাকিয়া এবং অনুমান ৪০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া ডেপুটিবাবুদের মত বহুতর সাক্ষী আমার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে ঋণগ্রস্ত একজন প্রধান জমীদার এ পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে তিনি জনরব শুনিয়াছিলেন যে এ মোকদ্দমার তদন্তের সময়ে স্ত্রীলোকদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার হইয়াছিল। যখন সরকারী উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন এই অত্যাচার পুলিসের কি আমার তদন্তের সময়ে হইয়া-ছিল, তখন তিনি বলিলেন—"তাহা বলিতে পারি না।" এরূপ উভয়ের দ্বারা ধর্ম্মটুক রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহার দ্বারা ঋণ শোধের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। জজ এ সকল জনরব পর্য্যন্ত আমাকে

বিপদস্থ করিবার জন্য প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমি রোগ ও শোকগ্রস্থ ছিলাম বলিয়া ঘটনার স্থানে কেবল ২।৩ ঘণ্টামাত্র ছিলাম। স্থানটিতেও একবার পরিক্রমণ মাত্র করিয়া নৌকাতে বসিয়া গ্রামবাসী কয়েকজন লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া মাত্র চলিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাতে মোকদ্দমার যে সূত্র পাইয়াছিলাম, তাহার অনুসরণ করিয়া মাদারিপুরে অবশিষ্ট তদন্ত করিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে পুলিস কি অন্য কোনও কর্ম্মচারীমাত্র ঘটনাস্থলে ছিল না। থাকিবার কথাও নহে, কারণ যখন স্বয়ং ইন্‌স্পেক্টার-প্রমুখ পুলিস তদন্তের প্রতিকূলে আমি তদন্ত করিতে গিয়াছিলাম, তখন পুলিস সঙ্গে থাকিলে আমার তদন্ত সম্বন্ধে ঘোরতর বিঘ্ন হইত।

আমি বড় শঙ্কটে পড়িলাম। একদিকে ম্যাজিষ্ট্রেট দৃঢ়ভাবে লিখিয়াছেন তিনি জজের রায়ের একটি অক্ষরও বিশ্বাস করেন নাই, এবং আমার কাছে একটি অক্ষরও কৈফিয়ত চাহিবেন না। অন্য দিকে আমি নিশ্চয় দেখিতেছি যে ইন্‌স্পেক্টার এ রায়ের নকল লইয়া তাঁহার চাকরি পাইবার আপিলের দরখাস্তের সঙ্গে উহা গবর্ণমেণ্টে দাখিল করিবেন, এবং আমি তাহাতে ঘোরতর বিপদস্থ হইব। ফরিদপুরের পুলিস সাহেব মিঃ বার্চ্চ (Mr. Birch) আমার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এমন কি তিনি আমার পরামর্শ না লইয়া জেলার পুলিস সম্বন্ধে কোনও গুরুতর কার্য্য করিতেন না। উক্ত আপিল সম্বন্ধে ভবিষ্যতে রিপোর্ট লিখিবার জন্য আমার কাছে জজের রায় সম্বন্ধে আমার মন্তব্য চাহিতে আমি তাঁহাকে পত্র লিখিলাম, তিনিও তদ্রূপ করিলেন। তখন আমি জজের প্রত্যেক কথা প্রত্যেক সিদ্ধান্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া এক মন্তব্য পাঠাইলাম। তিনি সে মন্তব্য পাইয়া ইন্‌স্পেক্টারকে সস্‌পেণ্ড অবস্থা হইতে পদচ্যুত করিবার জন্য রিপোর্ট করিলেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে সেই জজ মহোদয় স্থানান্তরিত হইলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত জজ ইন্‌স্পেক্টারের পরিচালিত মোকাদ্দমার বিচার করিলেন। আসামীর পক্ষে আমাকে সাক্ষী মানিয়া এই মোকদ্দমা আমি সেসনে 'কমিট' (অর্পণ) করিয়াছি কি না আসামীদের উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অস্বীকার করিলাম। কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কমিট না করিলে কোনও মোকদ্দমা জজের বিচার করিবার আইনতঃ অধিকার নাই। জজ তথাপি এ মোকদ্দমা বিচার করিলেন, এবং আসামীদিগকে দণ্ডিত করিয়া রায়ে লিখিলেন যে 'আমার রায় একটি পুস্তকালয় বিশেষ। যদিও আমি প্রকৃত ঘটনা কি হইয়াছিল তাহা জানিবার জন্য অশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলাম, তথাপি আমার সমস্ত সিদ্ধান্তে আমি ভ্রান্ত হইয়াছিলাম'। এই আসামীরা স্থানীয় দরিদ্র জমীদারের লোক এবং নিজেরাও দরিদ্র লোক। তাহারা হাইকোর্টে একটা "জেল আপিল" মাত্র করিয়াছিল। একজন উকিল দেওয়ার তাহাদের, কি তাহাদের জমীদারের শক্তি ছিল না। কিন্তু তখন হাইকোর্টের জজেরা বড় বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। মোকদ্দমার গুরুত্ব ও দীর্ঘ ইতিহাস দেখিয়া তাঁহারা উহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিয়া জজের উপরোক্ত আইনের ভ্রান্তিও অন্যান্য বহুতর কারণ নিবন্ধন আসামীদিগকে পরিষ্কার অব্যাহতি দিলেন। তাঁহাদের রায়ে আমার রায় সম্বন্ধে জজের উপরোক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া লিখিলেন—"জজের রায়ের এ অংশ পাঠ করিয়া আমাদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় পাঠ করিতে কুতূহল জন্মিল। আমরা সেই দীর্ঘ রায় পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। আমরা দেখিলাম যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত মোকদ্দমার সমস্ত বিষয় বিচার করিয়াছেন, এবং অকাট্য তর্কের ও প্রমাণের দ্বারা তাঁহার সমস্ত সিদ্ধান্ত

স্থাপিত করিয়াছেন। জজ এ সকল সিদ্ধান্ত অবিশ্বাস করিবার জন্য একটি মাত্র তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন,—তিনি সে সকল সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করেন না! কেন করেন না, তাহার কিছুমাত্র কারণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।" এরূপে জজ আমার জন্য যে টুপী প্রস্তুত করিয়াছিলেন হাইকোর্ট উহা তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিয়াছেন। হাইকোর্ট আসামী-দিগকে অব্যাহতি দিবার সময়ে আরও বলিয়াছিলেন—"যে মোকদ্দমা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 'কমিট' করিয়াছিলেন, উহা যদি আমাদের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিত, তবে আমরা অনুরূপ আদেশ প্রচার করিতাম।" অর্থাৎ উভয় পক্ষ হাঙ্গামা করিয়াছে বলিয়া উভয় পক্ষকে দণ্ডিত করিতেন।

হাইকোর্টের রায় পাঠ করিয়া আমি ভূতলে প্রণত হইয়া বিপদ-ভঞ্জনের চরণারবিন্দে গলদশ্রুনয়নে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার উপহার দিলাম। ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল চলিয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল পরে যেন আমার নিশ্বাস পড়িল। আমার হৃদয় হইতে একটা গুরুতর পাষাণ নামিল। আমি এরূপ ষড়যন্ত্রে পড়িয়া এরূপ বিপদস্থ হইয়াছিলাম যে আমার চাকরি যদি পণ্যদ্রব্য হইত তবে সিকি পয়সা দিয়াও তাহা কেহ কিনিত না। পরামর্শ করিব, এমন একটি লোক মাদারিপুরে ছিল না। অবশ্য মাদারিপুর সব্‌ডিভিসনের আপামর সাধারণের কাছে আমার অসামান্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করিলে আমার পদগৌরবের লাঘব হইবে, এবং ভয় প্রকাশ পাইবে, বলিয়া কাহারও সঙ্গে কোনও বিষয়ের পরামর্শ করিতাম না। এমন কি, কাহারও কাছে কখনও বিন্দুমাত্রও আশঙ্কার ভাব প্রকাশ করিতাম না। সমস্ত বিপদের সময়ে আমার মুখের স্বাভাবিক প্রসন্নতার একটি রেখা, এবং হৃদয়ের অতুল সাহসের ছায়ামাত্র ব্যতিক্রম হইয়াছিল না। সর্ব্বদা পিতৃদেবের ভরসাপূর্ণ মহাবাক্য স্মরণ রাখিতাম—

"মস্কিল গের্‌নেসে হাস্‌কে উড়ানা"—"বিপদে পড়িলে দিবে হাসি উড়াইয়া।"

রোগে শোকে ও বিপদে শরীর ও মন উভয় অবসন্ন। বিপদ-মেঘ-মুক্ত হইয়া দুই মাসের ছুটীর প্রার্থনা করিলাম।

—o—
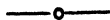
মেঘে বিদ্যুৎ।

যখন আমি এই খুন মোকদ্দমার ন্যায্য বিচার করিতে গিয়া এরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছি, সে সময়ে আমার অন্য বন্ধুরা, যাহাদিগকে আমি লৌহদণ্ডে রোগশয্যা হইতে শাসন করিতেছিলাম, নীরব ছিলেন না। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে এই তাঁহাদের প্রতিহিংসার সময়। অতএব প্রত্যেক দিনের ডাকে তাঁহারা ২।৪ খানি দরখাস্ত আমার প্রতিকূলে গবর্ণমেণ্ট, কমিশনার ও জজের কাছে দাখিল করিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার অনুকূল জানিয়া তাঁহার কাছে বড় বেশী দাখিল হইত না। প্রত্যেক দিনের ডাকে আমার কাছে ২।৪ খানি করিয়া কৈফিয়তের জন্য আসিত। কারামুক্ত জমীদার, কর্ম্মচ্যুত পুলিস কর্ম্মচারী ও অন্য রকমের বদমায়েস প্রায় ৪০।৫০ জন এরূপ বন্ধু ফরিদপুরে সংগৃহীত হইয়া আমার প্রতিকূলে এ সকল তীক্ষ্ণাস্ত্র ত্যাগ করিতেছিলেন। যখন মাথার উপর আবার এরূপে বিপদ জীমূতমন্দ্রে গর্জ্জন করিতেছিল, একদিন ঢাকার কমিশনারের পার্শন্যাল্ এসিষ্ট্যাণ্ট বাবু হইতে আর এক পত্র পাইলাম যে নূতন কমিশনর মিঃ পেলু (Pellew) আমার প্রতিকূলে অনুমান ১৫০ দরখাস্ত লইয়া স্থানীয় তদন্তের জন্য মাদারিপুর আসিতেছেন। আমার ও তাঁহার প্রতি কমিশনারের মনের ভাব ভাল নহে। উক্ত ইংরাজ জমীদারের ইংরাজ কার্য্যাধ্যক্ষ কমিশনারকে বুঝাইয়াছেন যে উক্ত বাবুর বাড়ী উক্ত খুনের ঘটনার স্থানের নিকট। তিনি উক্ত স্থানীয় জমীদারের ভূসম্পত্তি বন্ধক পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার অনুরোধে আমি ইংরাজ জমীদারের প্রতিকূলতা করিতেছি। ইহাতে কমিশনারের মন বিষাক্ত হইয়াছে। এতকালের পুরাতন পার্শন্যাল্ এসিষ্ট্যাণ্ট বাবু এ কারণে এক বৎসরের ফার্লো লইয়া সরিয়া পড়িতেছেন,

এবং আমাকে অতিশয় সতর্কতার সহিত কমিশনারের তদন্ত সময়ে আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এইত পত্রের মর্ম্ম! বিপদের উপর বিপদ! অন্য দিকে শুনিলাম, এ সংবাদ কমিশনার দরখাস্তকারী-গণকে জানাইয়াছেন, এবং তাঁহারা পালে পালে মাদাদিপুরে আসিয়া লোকের কাছে বলিতেছেন যে এবার আমার আর উদ্ধার নাই। আমার মনেও কতক সেরূপ আশঙ্কা হইল। তবে জানিতাম যে আমি সুশাসনের কার্য্য ভিন্ন অন্য কোনও পাপ করি নাই। আমার হৃদয় নির্ম্মল স্বচ্ছ আকাশের মত পরিষ্কার। অতএব সেই বিঘ্নহারীর দিকে মাত্র চাহিয়া রহিলাম। হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্রজাহিতে দুষ্ট দমনের জন্য আমি যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য অন্ততঃ তাঁহার কাছে দণ্ডিত হইব না।

কমিশনার পিকক্ সাহেব ইতিমধ্যে স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছেন। তিনি আমাকে ও উক্ত এসিষ্ট্যাণ্ট বাবুকে বেশ জানিতেন, এবং আমাদের প্রতি তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস ছিল। তাঁহার সময়ে সে জন্য আমি বড় নির্ভয়ে কার্য্য করিতেছিলাম। কিন্তু এই খুন মোকদ্দমার আরম্ভ হইতেই মিঃ পেলু (Pellew) সাহেব কমিশনার হইয়াছেন। ইহাঁর সঙ্গে আমার কি উক্ত বাবুর পূর্ব্বে বিশেষ পরিচয় মাত্র ছিল না। কাযেই তাঁহার মন সহজে বিষাক্ত হইয়াছে। তাঁহার ষ্টীমার আসিয়া মাদারিপুরের ঘাটে লাগিল। দেখিলাম সঙ্গে আমার বন্ধু পুলিস সাহেব (Mr Birch) আসিয়াছেন। তাঁহার মুখ প্রসন্ন দেখিয়া আমার সাহস বৃদ্ধি হইল। আমি আরও জানিতাম যে কমিশনার ফরিদপুর হইয়া আসিতেছেন। সহৃদয় জেক্রি অবশ্য তাঁহাকে আমার অনুকূলে কিঞ্চিৎ বলিয়া থাকিবেন। সেরূপ ইঙ্গিত-পূর্ণ এক পত্রও জেক্রি হইতে সেই প্রাতে পাইয়াছিলাম। তাহাতেও অনেক সাহস পাইয়া-

ছিলাম। সার্ভিসের মধ্যেও আমি একজন বিষম সাহসী (Dare devil) প্রকৃতির লোক বলিয়া পরিচিত। কোনও দিন কোনও গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি দেখিয়া বড় ভীত হইয়া পরিধেয় বস্ত্রে অকর্ম্ম করি নাই। তবে চাণক্য-দেবের নীতি অনুসারে আমি তাঁহাদের হইতে চির দিন শত হস্ত দূরে থাকিতাম। নিতান্ত দায়গ্রস্ত না হইলে কখন তাঁহাদিগকে 'respect' (সম্মান) দিতে যাই নাই। মিঃ পেলু দেখিতে একটি সরল দীর্ঘ যষ্টি বিশেষ। তিনি ষ্টীমার হইতে ঘাটে অবতীর্ণ হইয়া কোমরে দুই হাত দিয়া পা দুখানি ফাঁক করিয়া একটি প্রসারিত কোম্পাশের মত দাঁড়াইলেন। আমি অভিবাদন করিলে 'Well' ('ভাল') বলিয়া চুপ করিয়া আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি এরূপে আমার রূপ দর্শনে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম—আপনি কি এখনই আফিস পরিদর্শন করিবেন? তিনি বলিলেন—আমি আফিস পরিদর্শন করিতে তত আসি নাই যত তোমাকে পরিদর্শন করিতে আসিয়াছি। এই পরিহাস বাক্য শুনিয়া আমার হৃদয় ভাসিয়া উঠিল। দেখিলাম তিনি ও বার্চ্চ উভয়ে হাসিতেছেন। আমিও সেই হাসিতে যোগদান করিয়া পরিহাস-কণ্ঠে বলিলাম—আমিত জীবন্ত (Large as life) আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান। আপনি যথা অভিরুচি এই বিনীত ভৃত্যকে পরিদর্শন করিতে পারেন। তখন তাঁহারা দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন। সেই হাসিতে নদীতীরস্থ সমবেত আমলা, মোক্তার ও দর্শকমণ্ডলীর মুখ প্রসন্ন হইল। ইহাদের মনেও আমার জন্য ঘোরতর আশঙ্কা ছিল। বলিয়াছি মাদারিপুরের দুষ্ট লোক ভিন্ন আর সকলেরই কাছে আমি বড় প্রিয় ছিলাম। কমিশনার তখন কাছারির দিকে চলিলেন এবং বাহিরে দাঁড়াইলেন। বার্চ্চ বলিলেন—"আপনি যে সকল মিউনিসিপ্যাল উন্নতি করিয়াছেন তাহা কমিশনারকে দেখান না

কেন ?” তখন বেলা ৪টা। আমি বলিলাম—কিছুদূর হাঁটিতে হইবে। এখন বেশ রৌদ্র, অতএব কমিশনারের কষ্ট হইবে। পেলু বলিলেন যে তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না। তখন সেই রৌদ্রে তিনি সর্ব্বপ্রথম মাদারিপুরের সেই ঐতিহাসিক হাটের ও বাজারের স্থান দেখিতে গেলেন, এবং আমি যাহা যাহা করিয়াছি দেখিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইলেন। বার্চ্চ আমাকে বলিলেন—“তুমি এ নরককে উদ্ধার করিয়া এমন একটা সুন্দর স্থান কেমন করিয়া এত শীঘ্র করিলে ? তুমি কি যাদুকর ?” উভয়ে হাসিলেন। সেইখান হইতে ফিরিবার সময়ে পালদের কাছারির সম্মুখে আসিয়া, এবং তাহার বিস্তৃত হাতা দেখিয়া কমিশনার জিজ্ঞাসা করিলেন—এ স্থানটি কি ? আমি বলিলাম—পালদের কাছারি। তখন তিনি একটু ঈষৎ হাসিয়া আমাকে বলিলেন—“আপনি আমাকে সরলভাবে বলিবেন কি ? আপনি সত্য সত্যই কি এখানে একটা প্রতিযোগী হাট স্থাপিত করিয়াছিলেন ?” আমিও ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম—সত্য সত্যই করিয়াছিলাম, এবং তাহার সেই অপূর্ব্ব উপাখ্যান সংক্ষেপে সরলভাবে বলিলাম। তিনি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কুমার নদীতে পড়িবার উপক্রম হইলেন। আমি বুঝিলাম ঔষধ ধরিয়াছে, আর ভয় নাই।

তাহার পর তাঁহারা আসিয়া আমার গৃহের সম্মুখের পুষ্করিণীর ঘাটে বসিলেন। কমিশনার বার্চ্চকে গোপনে কি বলিলেন। বার্চ্চ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে বসিয়া ‘পেগ’ লইলে (সুরাপান করিলে) আমার কোনও আপত্তি আছে কিনা ? আমি বলিলাম কিছুমাত্র না। (You are quite welcome) তখন ষ্টিমার হইতে উপকরণ সকল আসিলে তাঁহারা কিঞ্চিৎ পান করিলেন। আমি ঘাটের অপর দিকের বেঞ্চে বসিলাম। কমিশনার তখন একে একে আমার প্রতিকূলে যে

যে দরখাস্ত পড়িয়াছে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত। আমিও একে একে আমার কৈফিয়ত কয়েকটি বিষয়ের দিয়া শেষে আমার পিতৃরক্ত ধমনীতে উত্তেজিত করিয়া আবেগের সহিত বলিলাম—"আমার প্রতিকূলে আপনার কাছে এত আবেদন পড়িয়াছে যে প্রত্যেকটীর স্বতন্ত্র কৈফিয়ত দিতে গেলে আপনার মূল্যবান্ সময় নষ্ট হইবে। আমাকেও বোধ হয় আপনি তত সময় দিতে পারিবেন না। আমি মোটের উপর একটা কথা বলিতে চাহি। আমি যখন মাদারিপুরে আসি, কলিকাতায় আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ পিককের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে বলেন যে মাদারিপুরে তিন বৎসর যাবৎ পুলিসের নাকের উপর হাঙ্গামা খুন হইতেছে, অথচ একটারও কিনারা হয় নাই। অতএব গবর্ণমেণ্টের কাছে তিনি একজন বিশেষ দক্ষ কর্ম্মচারী চাহিয়াছিলেন। আমাকে কার্য্যের দ্বারা দেখাইতে হইবে যে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি তদনুসারে লৌহহস্তে মাদারিপুর শাসন করিতেছি, এবং পিকক্ সাহেব আমার সকল কার্য্যে পৃষ্ঠপোষণ করিতেছিলেন। আপনি যদি এরূপ শাসন অনুমোদন না করেন, তাহা বলুন আমি একজন মামুলী ডেপুটির (Routine Deputy Magistrate) মত কার্য্য করিব। কিন্তু তাহা হইলে আপনি আমাকে এ সবডিভিসনের শান্তির কি মঙ্গলের জন্য দায়ী করিতে পারিবেন না।" বার্চ্চ আমার এরূপ সাহস ও গর্ব্ব-পূর্ণ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু মিঃ পেলূ আসন হইতে আবেগের সহিত উঠিয়া আমার কর মর্দ্দন করিয়া বলিলেন—"আমি ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্ববাঙ্গলায় কখনও কায করি নাই। আপনি যে কি ভয়ানক সবডিভিসনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি

তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। অতএব আমি দুঃখিত হইতেছি যে আপনার যেরূপ পৃষ্ঠপোষণ করা উচিত আমি এত দিন সেরূপ করি নাই। এখন হইতে আপনি আমাকে আপনার ষোলআনা পৃষ্ঠপোষক পাইবেন।” মেঘে বিদ্যুৎ ঝলসিল। মেঘ কাটিয়া গেল। আমি আবার বিপদ-ভঞ্জনকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলাম।

তাহার পর অনেক গল্প হইল। ক্রমে রাত্রি হইল। বার্চ্চ বলিলেন যে ষ্টিমারে স্থান বড় সঙ্কীর্ণ। ঘাটে বসিয়া তাঁহাদের আহার করিতে আমার কোনও আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, ঘাটে বসিয়া খাইবেন কেন? আমার ঘরে Dining Room (আহার কক্ষ) আছে। তাঁহারা সেখানে আহার করিতে পারেন। মিঃ পেলু—এ গৃহে আপনার পরিবার আছেন না? আমি—আছেন। পেলু—তিনি হয়ত অসুবিধা মনে করিবেন। আমি—কিছু মাত্র না। বরং তিনি অনুগৃহীত হইবেন। তখন সেই কক্ষ মার্জ্জিত করিয়া দিলে তাঁহারা আহার করিতে বসিলেন, এবং আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন। আহারের পরও গল্প করিতে করিতে প্রায় রাত্রি ১১টা হইল। আমার ছুটীর কথা তুলিয়া পেলু বলিলেন—“আমি আপনাকে এখন মাদারিপুর হইতে ছাড়িতে পারিব না। আমার বড় সন্দেহ যে অন্য কেহ এ দুরন্ত সবডিভিসন এরূপ দক্ষতার সহিত শাসন করিতে পারিবে। দিবসে আপনাকে দারুণ পরিশ্রম করিতে হয় এবং রাত্রিতে পরদিন দুষ্ট লোকদের দরখাস্তের কি কৈফিয়ত দিবেন তাহা ভাবিতে হয়। ইহাতেই আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। আপনি ইচ্ছা করিলে আমি কিছু কালের জন্য নারায়ণগঞ্জে, কি কুমিল্লাতে আপনাকে লইয়া যাইব। কিম্বা ফরিদপুরে গিয়া কিছুকাল আপনি বিশ্রাম করুন। আপনাকে কোনও কার্য্য না দিতে আমি মিঃ জেফ্রিকে

লিখিব। অনুমান দুই মাস এরূপে অন্য স্থানে বিশ্রাম করিলে আপনার স্বাস্থ্য ভাল হইবে।” তাঁহার এরূপ অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ-বাক্যে আমার চক্ষু সজল হইল। আমি বলিলাম—আমি এ অনুগ্রহ-বাক্যের কি উত্তর দিব? যখন আপনি আমার প্রতি এত দয়া প্রকাশ করিতেছেন, এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও আমাকে এত অনুগ্রহ করেন, তখন আমার এ স্থান ছাড়িয়া যাইবার কোনও কারণ নাই। তবে ডাক্তার বলিতেছেন মাদারিপুর ভিজা (damp) জায়গা বলিয়া আমার লঘু জ্বর (low fever) ছাড়িতেছে না। ঢাকা ডিভিসন সর্ব্বত্র ভিজা স্থান। অন্য কোথায় গিয়া কিছু দিন না থাকিলে যে শরীর সারিবে সম্ভাবনা কম। তিনি কোনও উত্তর না দিয়া ষ্টিমারে যাইতে উঠিলেন। নদীর ঘাটে আমাকে খুব সস্নেহ কর-মর্দ্দন করিয়া বলিলেন—“আপনি যদি প্রতিশ্রুত হন যে বদলির চেষ্টা করিবেন না, আবার এখানে আসিয়া আপনি যেরূপ সুশাসন করিয়াছেন তাহা স্থায়ী করিয়া যাইবেন, তবে আমি আপনাকে দুই মাসের ছুটী দিতে অনুরোধ করিব। আমি স্বীকৃত হইয়া বলিলাম—যে যদি আমার শরীর কিঞ্চিৎ মাত্রও সারে, আমি আনন্দের সহিত ফিরিয়া আসিব। তিনি ষ্টিমারে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতে চলিয়া গেলেন। মাদারিপুরব্যাপী একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল, এবং যাঁহারা আমার ফাঁসি দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ফরিদপুরে ফিরিলেন।

তাহার পর পার্শ্বস্থাল এসিষ্ট্যাণ্ট মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—“তুমি কি পেলু সাহেবকে কোনও রূপ যাদু করিয়াছ? মাদারিপুর হইতে ফিরিয়া অবধি তাঁহার মুখে তোমার প্রশংসা ধরে না। তিনি তোমাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া

বহু পৃষ্ঠাব্যাপী এক পরিদর্শন বিজ্ঞাপনী লিখিয়াছেন।" যথাসময়ে জেফ্রি সাহেবের নিজের এক আনন্দব্যঞ্জক (Congratulatory) পত্র-সহ সেই বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইলাম। কিছুদিন পরে ছুটীও মঞ্জুর হইল। আমি দেশে আসিয়া পুত্রের অন্নপ্রাশন সমারোহে নির্ব্বাহ করিলাম।

—o—

একটি অপূর্ব্ব জীব।

আমি পেলু সাহেবকে ঐরূপ বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে কলিকাতায় গিয়া একবার বদলির চেষ্টা করিব। তদনুসারে চিফ্‌সেক্রেটারী পূর্ব্ব পরিচিত কক্‌রেল (Cockrell) সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি কার্ডের পিঠে লিখিয়া দিলেন—"অবসর নাই!" বড় বিস্মিত হইলাম, কারণ মিঃ কক্‌রেল পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাকে একটুক সুদৃষ্টিতে দেখিতেন। নিরাশ হইয়া হেড এসিষ্ট্যাণ্টের দরবারে গেলাম। তিনি বলিলেন কমিশনার ও কালেক্টর উভয়ে আমার কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়া আমাকে আবার মাদারিপুর ফেরত পাঠাইতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং নিতান্ত আমাকে না পাঠাইলে একজন বিশেষ দক্ষ ইংরাজ জইণ্ট পাঠাইতে লিখিয়াছেন; অন্যথা কেহ মাদারিপুর আমার মত সুশাসিত করিতে পারিবে না। এ কারণেই আমাকে বদলি করিতে পারিবেন না বলিয়া মিঃ কক্‌রেল দেখা করেন নাই। ছুটী শেষ হইলে বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় আমি আবার কক্‌রেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি এবার দর্শন দিলেন, কিন্তু তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র বলিলেন—"আমি তোমাকে এরূপ সুস্থ দেখিয়া বড় সুখী হইলাম।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—সুস্থ! তিনি বলিলেন—"পুরী যাইবার সময়ে তোমাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা ঢের ভাল। মোট কথা আমি তোমাকে বদলি করিতে পারিতেছি না। কমিশনার ম্যাজিষ্ট্রেট দুজনেই তোমাকে বিশেষরূপে চান। তুমি এরূপ ভাল কায করিতে পারিবে বলিয়া আমি তোমাকে মাদারিপুরে পাঠাইয়াছিলাম। তুমি আমার

নির্ব্বাচনের সার্থকতা করিয়াছ। কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়ে তোমার কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। আমি বড় সুখী হইয়াছি যে তুমি এরূপ দুরন্ত সব্‌ডিভিসনকে এত অল্প সময়ে গরম করিয়া তুলিয়াছ। (You have warmed up such a rascally Subdivision)"। আমি বলিলাম—কিন্তু সব্‌ডিভিসনও আমাকে warm up (গরম) করিয়া তুলিয়াছে। পুত্রটি গিয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে আমার স্বাস্থ্যও গিয়াছে। যাহা হউক আমি বদলির জন্য আসি নাই। আমি কার্য্যের অক্ষম হইলে আপনি আমাকে বদলি করিতে বাধ্য হইবেন। চট্টগ্রামে আমার যে সর্ব্বনাশ আপনার হাতে হইয়াছিল আপনি জানেন। যদি আমি পুরী ও চট্টগ্রামে এরূপ ভাল কার্য্য করিয়া থাকি, আমি 'প্রোমোশন'টি পাইব কি? তিনি বলিলেন, দেখিবেন। দেখিয়াও ছিলেন, ইহার কিছু দিন পরে ৪০০ টাকা গ্রেডে প্রমোশন পাই।

মাদারিপুরে ফিরিয়া চলিলাম। শিবচর থানার নিকটে নৌকা পৌঁছিবামাত্র দেখিলাম বহুলোক আমার প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং সেখান হইতে আমার প্রত্যাবর্ত্তনে নদীর দুই দিকে আনন্দের রব শুনিতে শুনিতে চলিলাম। লোকেরা বলিতেছিল যে আমার স্থানে যিনি আসিয়াছেন তিনি একটি অপূর্ব্ব জীব। দুই মাসের মধ্যেই তিনি সকলকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালার লোক। মাদারিপুরের এলেকায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন আছেন, এবং তাঁহাদের কেহ কেহ আমার শাসন হস্তের মধুর পরিচয় পাইয়াছিলেন। কাযে কাযেই তিনি ফরিদপুর থাকিতেই আমার একজন ঘোরতর বিদ্বেষী বলিয়া আমি শুনিয়াছিলাম। তাঁহার বিদ্বেষের প্রধান কারণ যে জেফ্রি আমাকে এত অনুগ্রহ করেন। ডেপুটি পুঙ্গবদের

মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুগ্রহ একটা পরস্পর বিদ্বেষের প্রধান কারণ। তিনি প্রকাশ্য লোকের কাছে বলিতেন—"ফরিদপুরের প্রকৃত ম্যাজিষ্ট্রেট নবীন বাবু। তাঁহার কাছে প্রত্যহ মিঃ জেফ্রির এক 'ডেমি অফিসিয়াল' পত্র যায়, এবং তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোনও কার্য্যই করেন না।" বলা বাহুল্য কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মাদারিপুরের অসংশ্লিষ্ট কোন কথাই জেফ্রি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন না। যাহা হউক এই মহাপুরুষ আমার স্থলাভিসিক্ত হইয়া আসিয়া বেলা ১১টা হইতে চার্জ্জ লইতে আরম্ভ করেন। চারিটার পূর্ব্বে তাহা শেষ হইবে মনে করিয়া আমি পরিবারকে নৌকায় উঠাইয়া রাখি। কিন্তু নিজ হস্তে এক এক খান করিয়া ষ্ট্যাম্প ও একটা একটা করিয়া পয়সা পর্য্যন্ত গণিতে যখন রাত্রি ১০টা হইল, তখন আমাকে বলিলেন—"মশয়! আর একটা দিন থাক্যা যান্। বড় রাত্রি হলো।" আমি বলিলাম—"পরিবার নৌকায় উঠিয়াছেন। আমার শরীর পীড়িত। আমি কেমন করিয়া কোথায় থাকিব। রাত্রি যতই হউক না আপনি চার্জ্জ লওয়া শেষ করুন।" তথাপি নির্দ্দয়ভাবে ভদ্রলোক আমাকে রাত্রি ১২ কি ১টা পর্য্যন্ত কাছারিতে বসাইয়া রাখিল। সেই গভীর রাত্রিতে চার্জ্জসিট্ দস্তখত করিয়া ঘাটে গিয়া দেখি বহুতর লোক সেই নিশীথ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আমার বিদায়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং ডেপুটি জীবটির উপর পুষ্প বর্ষণ করিতেছিল। আমি তখনই নৌকা খুলিলাম, কারণ চার্জ্জ দিয়া কোথায় মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা করা আমার নীতিবিরুদ্ধ ছিল।

ফিরিবার সময়ে আমার নৌকা সন্ধ্যার সময় যেই কুমার নদে প্রবেশ করিতে লাগিল, অমনি পালে পালে, সব্ ডেপুটি, ডাক্তার, উকিল, মোক্তার ও আমলাগণ আমার নৌকায় উঠিতে লাগিলেন।

নৌকায় আর স্থান হয় না। তাঁহাদের সকলের মুখেই ডেপুটিটির কীর্ত্তি শুনিতে লাগিলাম। শুনিলাম আমার নিন্দা তাঁহার আর মুখে ধরে না। কোর্টে বসিয়াও আমার প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের অভিধানবহির্ভূত রসিকতা বর্ষণ করিয়াছেন। শুনিলাম তাঁহার মুখে 'হালা' (শালা) কথা সর্ব্বদা বিরাজিত। অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছায় এ মধুর কুটুম্বিতা সর্ব্বত্র বর্ষণ করেন। পোষ্ট আফিসের সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন, আর বলিতেছেন—"পোষ্ট আফিস হালারা সব চোর।" শুনিয়া পোষ্ট মাষ্টার চটিয়া লাল। কাছারিতে বসিয়াও মোক্তার হালা, সাক্ষী হালা, আমলা হালা,—এরূপ সকলকে 'হালা' বলিয়া আপ্যায়িত করিতেন। তবে বলা উচিত, ভদ্রলোক ইচ্ছা করিয়া এরূপ করিত না। 'হালা' উঁহার একটা 'লব্ধ' হইয়া গিয়াছিল। শুনিলাম আমার অপেক্ষা লোকপ্রিয় হইবার জন্য তিনি সব-ডিভিসনগৃহে প্রত্যেক শনিবার নিমন্ত্রণ দিয়াছেন। তবে তাহা সকল সময়ে আপন ব্যয়ে হয় নাই। আমলা মোক্তারেরাও ডেপুটি বাবুর নিমন্ত্রণের বদল দেওয়ার জন্য তাঁহার কাছে চাঁদা করিয়া টাকা পাঠাইত। তিনি শুনিয়াছিলেন আমি কোথায়ও যাই না, কাহারও সঙ্গে মিশি না। মনে করিয়াছিলেন তিনি এরূপ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সকলের সঙ্গে মিশিলে সহজে আমার অপেক্ষা অধিকতর লোক-প্রিয় হইবেন। তবে নিজের টাকা দিয়া তাঁহার ঘরে নিমন্ত্রণ লাভ, ও তাহার উপর সেই কুটুম্বিতা বর্ষণ। ফল তাঁহার আশার বিপরীত হইয়াছিল। শেষ শনিবারের নিমন্ত্রণে আমি ফিরিয়া আসিতেছি, নৌকা পাঠাইতে লিখিয়াছি, শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"এই শেষ খায়্যা গ্যালেন। আর এ ঘরে খাবেন না।" তখনই একটি আমলা তাঁহাকে শুনাইয়া নেপথ্যে বলিল—"আমাদের খায়্যা কায নাই। এখন তুমি গেলেই বাঁচি।" শুনিলাম, তিনি এই চক্ষু উন্মীলক স্বগত উক্তি শুনিয়া

বাস্তবিকই চক্ষু উন্মীলিত করিয়া হাঁ করিয়া এই কৃতঘ্নের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। বোধ হয় মনে মনে বলিতেছিলেন—"এত ননী ছানা খাওয়াইলাম, তবু ত পোষ মানলে না।" আমার ছুটীর একদিন বাকী ছিল। কিন্তু নৌকায় সমাগত সকলেই জিদ্ করিতে লাগিলেন যে আমাকে পরদিনই চার্জ্জ লইতে হইবে। কেন? তাঁহারা বলিলেন—"অনেক মোকদ্দমার হুকুম দিবার ও রায় লিখিবার বাকী আছে। কাল চার্জ্জ লইলে বেটা জব্দ হইয়া যাইবে।" আমার চার্জ্জ লইতে আমাকে তিনি কিরূপ কষ্ট দিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাও স্মরণ করাইয়া দিলেন। আমি বলিলাম—দেখা যাইবে।

আমি ইতিমধ্যে সমাগত সব ডেপুটি জ্ঞানের গৃহে সপরিবারে অতিথি হইলাম। সন্ধ্যার পর সেখানে সেই অপূর্ব্ব জীবটি উপস্থিত হইয়া আমার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন—"আমি ফরিদপুরে হুন্ছিলাম, আপনি লোকের বড় অপ্রিয়। কিন্তু এয়ানে আস্যা তার ঠিক বিপরীত দ্যাখলাম্। এয়ানে হক্কলে আপনাকে দেবতার মত পূজা করে।" আমি বলিলাম—"আমি প্রশংসা কি অপ্রশংসার জন্য কোনও কায করি না। যাহা কর্ত্তব্য মনে করি তাহাই করি।" তিনি—"আপনি অতি বর লোক। আপনার য্যামন নাম, ত্যামন কায দ্যাখ্লাম।" এরূপে খোসামুদির গোলাপী সরবতে আমার মেজাজটা ঠাণ্ডা ও মোলায়েম করিয়া কাযের কথা তুলিলেন—"আপনি একটা দিন আগে আসলেন্ ক্যান্?" আমি—"পদ্মার পথ। তাই একটা দিন হাতে রাখিয়া আসিলাম।" তিনি—"কিন্তু মশয়! আমি যে বর বিপদে পর্লাম।" কেন? তিনি—"বুরা চুরা মানুষ, বুঝেন না? কিছু কায বাকী আছে।" তখন আমার হাত দুহাতে ধরিয়া বলিলেন—মশয়! আমাকে একটা দিন ক্ষমা কর্তে হবে। আপনি কাল

চার্জ টা নেবেন না।" ভদ্রলোকের কাতরতা দেখিয়া আমি সম্মত হইলাম। সব ডেপুটি ও উপস্থিত ভদ্রলোকেরা সকলে আমার উপর চটিলেন। তারপর ডেপুটি মহাশয় আমাকে সে রাত্রিতে আহারের নিমন্ত্রণ করিলে সব্‌ডেপুটি বলিলেন—"তাহা হবে না। আমার এখানে খাওয়া প্রস্তুত।" পরদিন প্রাতে তিনি ছাড়িলেন না। কই মাছের ঝোল দিয়া প্রাতে এক অপূর্ব্ব নিমন্ত্রণ খাইয়া তিনি যেরূপ নিমন্ত্রণ দিতেন তাহার নমুনা পাইলাম। পরদিন যথাসময়ে আমি চার্জ্জ লইতে গেলাম। চার্জ্জ লওয়া বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা আছে। দুই ঘণ্টার মধ্যে কায শেষ করিয়া আমি এজলাসে গেলাম। তিনি তখনও সে সকল বকেয়া রায় লিখিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আপনি আস্‌লেন যে?" উত্তর—চার্জ্জ লওয়া হইয়াছে। তিনি হাঁ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সব ঠিক পাইছেন ত? উত্তর—না। "না আ আ আ!"—তিনি যেন বজ্রাহত হইলেন। উঠিয়া ট্রেজারিতে গিয়া হেড ক্লার্কের কাছে শুনিলেন যে ষ্ট্যাম্প, সিকি, দুয়ানি কিছুরই তহবিল হিসাবের সঙ্গে মিলিতেছে না। তিনি সেখানে বসিয়া পড়িলেন। আমিও পশ্চাৎ গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"মশয়! এ সব হালারা চোর। আপনি ক্যামন কর্‌্যা এ হালাদেরে নিয়া কায করেন?" হেড্‌ক্লার্ক বড় ভাল মানুষ। সে কাঁদ কাঁদ ভাবে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু নাজির ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল—"আমরা ত হালা আছিই। আমাদের কাছে কৈফিয়ত তলব কর্‌লে আমরা বলিব, কোথায় ৩টার সময় ট্রেজারির কায বন্ধ করা একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের হুকুম, আর কোথায় রাত্রি ১০।১১ টার সময় ট্রেজারিতে আসিয়া ষ্ট্যাম্প নিজের হাতে গণিয়া বাহির করিতেন, এবং সিকি দুয়ানির থলেতে হাত দিয়া

"এডা কি! এডা কি!" বলিয়া মুঠে মুঠে তুলিয়া দেখিতেন। তাহাতে দু একখান কোথায় পড়িয়া গিয়া থাকিবে।" ডেপুটি এবার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, আর বলিলেন—"ও হালারা! তোঁ গো কি এই ধর্ম্ম?" রুদ্ধ হাসিতে আমার বুক ফাটিতেছিল। তাঁহাদিগকে এ প্রহসনের মধ্যে রাখিয়া আমি গৃহে চলিয়া গেলাম। স্ত্রী এতক্ষণে সেখানে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। সব ডেপুটি প্রভৃতি আসিয়া জুটিলেন। সমস্ত মাদারিপুরে একটা হাসির তরঙ্গ উঠিল। এবং উক্ত প্রহসন দেখিতে কাছারির চারিদিকে লোক দাঁড়াইল।

সন্ধ্যার পর ডেপুটি বাবু আমার কাছে আসিলেন। আজ মাটি হইতেও মাটি। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং আজ আরও অতিরিক্ত মাত্রায় আমার প্রশংসা করিয়া আমাকে বলিলেন—"মশয়! আপনি অত বর লোক। এ বুড়াডাকে মারবেন না।" সব ডেপুটিকে বলিলেন—"জ্ঞান বাবু! তুমিও আমার জন্য একটু সুপারিস্ কর।" তিনি বলিলেন—"আপনি চার্জ্জ লইবার সময়ে এ ভদ্রলোককে যে কষ্ট দিয়াছিলেন তাহা মনে আছে কি? আমি কেমন করিয়া এখন তাঁহার কাছে সুপারিস্ করি?" ডেপুটি বাবু—"ও হালার অ! তুমিও আমার পেছনে লাগলে!"—বলিয়া আবার কাঁদিয়া আমাকে বলিলেন—"আমার কি উপায় করবেন্ বলুন। আপনি কি কালেক্টরের কাছে রিপোর্ট করবেন্?" ভদ্রলোকের অবস্থা দেখিয়া আমার দয়া হইল। আমি এতক্ষণ অভিনয় মাত্র করিতেছিলাম। আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম—"আপনি কি পাগল? কি করিতে হইবে তাহাও কি আমায় বলিয়া দিতে হইবে? আপনি হিসাব ও তহবিল আর একবার দেখুন। হয়ত আমার গণনাতে ভুল হইতেও ত পারে। আপনি গণিয়া দেখিয়া ঠিক আছে বলিলে আমি চার্জ পত্র দস্তখত করিয়া দিব। এরূপ একটা বিষয়

কালেক্টারের কাছে রিপোর্ট করিয়া কি একজন অফিসার আর একজন অফিসারের সর্ব্বনাশ করিতে পারে ?" তিনি আমার ইঙ্গিত বুঝিলেন, এবং দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া উঠিয়া গেলেন। রাত্রি ১০টার সময়ে আসিয়া বলিলেন সব ঠিক হইয়াছে। হেডক্লার্ক বলিল কতক তহবিল পূরণ, এবং কতক হিসাবের ভুল সংশোধন করিয়া ঠিক করা হইয়াছে। আমি চার্জ পত্র স্বাক্ষর করিয়া এ অপূর্ব্ব জীবটিবে অব্যাহতি দিলাম। বলা বাহুল্য যে ইহার পর ফরিদপুরে ফিরিয়া গিয়া অবধি তিনি আমার অজস্র প্রশংসা করিলেন। খৃষ্টের মহাবাক্য ঠিক—Love thine enemies. Love thou that despitefully use thee (শত্রুকে ভালবাস। যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষভাবে ব্যবহার করে তাহাদিগকেও ভালবাস)।

———০———

কবির অভ্যর্থনা।

সেই শীতের সময়ে একদিন রাজনগরে শিবিরে বসিয়া আছি। এমন সময়ে ঢাকার কমিশনার পেলু সাহেবের এক অর্দ্ধ-সরকারী পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—"আপনার সঙ্গে কোনও বিশেষ বিষয়ের পরামর্শ আছে। অতএব এ পত্র পাওয়া মাত্র আপনি ঢাকায় আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।" আমি পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন রাজধানী ঢাকা নগরে উপস্থিত হইয়া আমার বাল-সুহৃদ্ চন্দ্রকুমারের সঙ্গে রহিলাম। পার্শন্যাল এসিস্ট্যাণ্ট অভয় বাবু অবসর লইয়া ঢাকায় আছেন। অক্ষয় বাবু তখন তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত। তাঁহার সঙ্গে থাকিতে অভয় বাবু জিদ্ করিলেন। আমি তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র ও আমার বাল-সুহৃদের সঙ্গে থাকা অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিলাম। কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন যে ইন্স্পেক্টার গবর্ণমেণ্টে তাঁহার চাকরির জন্য আপিল করিয়া আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তিনি সেই আপিল সম্বন্ধে যে রিপোর্ট লিখিয়াছেন তাহা আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। তাহার পর বলিলেন—"আপনি বোধ হয় ঢাকায় আর কখনও আসেন নাই। অতএব দুই দিন থাকিয়া ঢাকা দেখিয়া যাইতে আপনার বিশেষ আপত্তি না হইতে পারে। বিশেষতঃ আমি শুনিতেছি আপনি একজন বাঙ্গালার প্রধান কবি বলিয়া ঢাকাবাসীরা আপনার অভ্যর্থনা করিতে চাহে। অতএব আপনি দুই দিন ঢাকায় থাকুন, এবং এ রিপোর্টের যদি কোনও অংশ পরিবর্ত্তন করা উচিত মনে করেন, বেশ সাবধানে পড়িয়া উহার পরিবর্ত্তন করিয়া আমার কাছে পরশু দিন লইয়া আসিবেন। তখন দুই জনে আবার উহা বিবেচনা করিব।" এখন এই ফ্রেজার-ফুলারি দিনে কোনও কমিশনার একজন

বাঙ্গালী অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত এরূপ ব্যবহার করা বোধ হয় ঘোরতর দুর্ব্বলতার কথা মনে করিবেন। আমি দেখিলাম, আমি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বার্চ্চের কাছে জজের রায়ের উপর যে টিপ্পনি পাঠাইয়াছিলাম, তিনি তাহা তাঁহার রিপোর্টের নানা স্থানে উদ্ধৃত করিয়া জজের রায় উড়াইয়া দিয়াছেন। আমি সত্য সত্যই কমিশনারের রিপোর্টের ২।১ জায়গা পরিবর্ত্তন করিলাম। এখন এ কথা কোনও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বিশ্বাসই করিবেন না, কমিশনার সে সকল পরিবর্ত্তনের একটি অক্ষর মাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া তাঁহার রিপোর্টভুক্ত করিয়া দিলেন। ইহার পর শুনিয়াছিলাম ইন্স্পেক্টার সবইন্‌স্পেক্টারের পদে ডিগ্রেড হইয়া চাকরি পাইয়াছিলেন। পালঙ্গ থানার আর পুলিস কর্ম্মচারী কেহ কর্ম্ম পান নাই। তাঁহাদের পদচ্যুতির আদেশ শেষ পর্য্যন্ত স্থিরতর ছিল।

ঢাকায় দুই দিন ছিলাম। ঢাকা দেখিয়া কিছুমাত্র সুখী হইতে পারি নাই। দেখিবার বড় কিছুই ছিল না। রাস্তাগুলি অতিশয় সঙ্কীর্ণ, এবং এত সেঁতসেঁতে ও দুর্গন্ধময় যে দুটি দিন মাত্র থাকিতে আমার কষ্ট বোধ হইয়াছিল। শ্রীমতী বুড়ী গঙ্গা দেবীকে দেখিয়া আমার হাসি পাইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গবাসী গামলায় করিয়া বুড়ী গঙ্গা পার হয় বলিয়া দীনবন্ধু যে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। তখন বসন্তকাল। শ্রীমতীর কলেবর এত সঙ্কীর্ণ যে তখন তাঁহাকে অতিক্রম করিবার জন্য গামলারও প্রয়োজন ছিল না। তবে ঢাকা পূর্ব্ব রাজধানী-স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিতা, এবং ভদ্রস্থান। এত শিক্ষিত ও সুসম্পন্ন লোক পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোনও নগরে নাই। ঢাকার বিশ্রাম গৃহ (Recreation Room) একটি বৃহৎ হল। এই স্থলে অভ্যর্থনার জন্য সন্ধ্যার পর উপস্থিত হইয়া

দেখিলাম যে বহুতর ভদ্র লোক সমবেত হইয়াছেন। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত আরও বহুতর সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। ইঁহারা সকলে আমার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন আমি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলাম। আমার কেবল—'অবকাশরঞ্জিনী'র প্রথম ভাগ ও 'পলাশির যুদ্ধ' মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন বান্ধবে ও বঙ্গদর্শনে আরও কতকগুলি খণ্ড কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি ভদ্রলোক কয়েকটি সুন্দর গান হারমোনিয়াম্-সংযোগে গাইয়াছিলেন। তাঁহার মধুর কণ্ঠে 'যমুনালহরী' গীত প্রথম শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সে আনন্দের মধ্যেও এই গীত যেন হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কি এক নিশ্বাস তুলিয়াছিল; কি এক গাম্ভীর্য্য ঢালিয়াছিল। আমাকে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলী চলিয়া গেলে তখনকার ঢাকার সবজজ গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়, অভয় বাবু ও অক্ষয় বাবু প্রমুখ কতিপয় পূজনীয় ব্যক্তি ও বন্ধু আমার কবিতার আবৃত্তি শুনিতে চাহিলেন। কি আবৃত্তি করিয়াছিলাম মনে পড়ে না। গঙ্গাচরণ বাবু আমার আলাপে ও আবৃত্তিতে পূর্ব্ববঙ্গের গন্ধ না পাইয়া বড় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তাহার পর কিছুক্ষণ সাহিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনার, এবং গঙ্গাচরণ বাবুর নানাবিধ সরস গল্পের পর সভা ভঙ্গ হইল। অভয় বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সহোদরসম প্রাণকুমার—আজ উভয়ে ইহলোক হইতে তিরোহিত—তাঁহার নৌকায় আমাকে ও তাঁহার অন্য বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 'বজরা' নৌকা বুড়ী গঙ্গার তীরলগ্ন ছিল। নৌকায় যাইতে একটা অতিশয় সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলি দিয়া যাইতে হইয়াছিল; সঙ্গে আলোক মাত্র ছিল না। আমাকে একজন হাত ধরিয়া অন্ধের মত লইয়া যাইতেছিলেন। নৃত্য গীতে ও পান আহারে

অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়ে সেই অন্ধকার গলিতে ঢাকার একজন খ্যাতনামা উকিল সুরাদেবীর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সেবায় চঞ্চল হইয়া এরূপভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, ও আমার রূপগুণের সমালোচনা করিতে লাগিলেন যে আমার পক্ষে উহা বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। চন্দ্রকুমারের গৃহে পঁহুছিয়া যখন পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে গেলাম, তখন দেখিলাম আমার ঘড়ী ও চেন নাই। চন্দ্রকুমারকে সে কথা বলিলে সে হাসিয়া বলিল যে উকিল মহাশয় তামাসা করিয়া লইয়া গিয়াছেন। প্রাতে পাওয়া যাইবে। আমি কখনও বহুমূল্য ঘড়ী ব্যবহার করি না। ঐ যে ইংরাজী কথটা আছে—

"He that keeps a watch has two things to do.
To pocket his watch, and watch his pocket too."

তবে চেনটি আমার পক্ষে অমূল্য। যে একটি রমণী-রত্নের বন্ধুত্বে আমার জীবনের প্রথম ভাগ প্রোদ্ভাসিত ছিল, এই চেনটি তাঁহারই কুন্তলে নির্ম্মিত ও তাঁহারই স্নেহে মণ্ডিত। অতএব উকিল মহাশয়ের এরূপ রসিকতায় আমি তাঁহার উপর আরও বিরক্ত হইলাম। রাত্রিতে আমার ভাল নিদ্রা হইল না। প্রত্যুষে উঠিয়া চন্দ্রকুমারের দ্বারায় তাঁহার কাছে পত্র লেখাইয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। উত্তর আসিল—বহুক্ষণ পরে—যে তিনি লন নাই। আমার হৃদয়ে যেন শলাকা বিদ্ধ হইল। আহারান্তে মুখ প্রক্ষালন করিবার সময়ে নদীতে পড়িয়াছে সন্দেহ করিয়া প্রাণকুমার সেখানে অন্বেষণ করিতে গেলেন। নদীতে তখন সামান্ত একটুক জল ছিল। তাহাতে জলের নিম্নের বালি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। প্রাণকুমার বলিলেন তথাপি তিনি চারিদিকের বালি পর্য্যন্ত উল্টাইয়াছেন। সেখানে পড়িলে অবশ্র

পাইতেন। আমিও জানিতাম যে সেখানে পড়া অসম্ভব। তখন সকলে সিদ্ধান্ত করিলেন যে উকিল মহাশয় মাতলামি করিয়া একজন সদ্যঃ পরিচিত লোকের সঙ্গে এরূপ রসিকতা করিয়াছেন বলিয়া সঙ্কোচ করিয়া দিতেছেন না, কিম্বা তিনি সেই মাতাল অবস্থায় ঘড়ী চেন কোথায় ফেলিয়া দিয়াছেন। মাতাল কখনও প্রাণান্তে কোনও কার্য্যের দ্বারা মাতাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে চাহে না। এ কথার আলোচনা হইতেছে, এমন সময়ে কয়েকটি ভদ্রলোক আসিয়া আমার চেনটির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া উহা দেখিতে চাহিলেন। আমি অভ্যর্থনা সভায় কেবল সাদা ধুতি চাদর ও সাদা কোট লইয়া গিয়াছিলাম। আমি দেখিতেছিলাম যে সেই অমল কৌমুদী-ধবল কোটের উপর নিবিড় ভ্রমর-কৃষ্ণ চেনের শোভা অনেকেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। এমন কি অনেকে কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া উহা ধরিয়া দেখাইয়াছিলেন। এ ভদ্রলোকদের কি উত্তর দিব? আমি চন্দ্র-কুমার ও প্রাণকুমার চাওয়া চাওই করিতে লাগিলাম। শেষে অগত্যা তাঁহাদিগের কাছে আসল কথা চাপা রাখিয়া বলিলাম যে উহা প্রাণ-কুমারের বোট হইতে আসিতে অন্ধকারে হারান গিয়াছে। শুনিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের এক জন—নব্য ডেপুটি—ও নিমন্ত্রিত ছিলেন, তিনি জানিতেন যে উহা যেরূপে কোটে লাগান ছিল, পড়িতে পারে না, এবং নিমন্ত্রণের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমি প্রকৃতিস্থ ছিলাম। পান কার্য্যটা আমি কখনও এ জীবনে দোষে পরিণত করি নাই। তিনি কথাটা প্রথম উপহাস বলিয়া চেনটি দেখিতে পিড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন। শেষে উহা সত্য সত্যই হারান গিয়াছে শুনিয়া বড় দুঃখ প্রকাশ করিলেন, এবং কিরূপে সেরূপ চেন নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে আমার কাছে তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। ঢাকায়

এ অপূর্ব্ব রসিকতায় আমি এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম যে ঢাকার এত আনন্দ ও অভ্যর্থনা আমার কাছে ঘোরতর মনস্তাপে পরিণত হইল।

সেই প্রাতে আমার অধ্যয়ন-জীবনের সুহৃদ এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি 'মধ্য বিধান' ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ ঢাকায় আসিয়াছিলেন। আমি শিবনাথের ব্রাহ্ম শাস্ত্রী-মূর্ত্তি আর কখন দেখি নাই। আমার ইচ্ছা হইল বালকের মত ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলায় পড়ি। কিন্তু তিনি আমাকে ব্রাহ্মধরণের এক নমস্কার করিলেন। আমি তাহার অনুকরণ করিয়া ঋণ পরিশোধ করিলাম। তিনি তাঁহার চির-প্রসন্ন ও স্নেহপূর্ণ-মুখে হাসিয়া বলিলেন—"কলেজে পড়িবার সময়ে দুজনেই কবিতা লিখিতাম। কিন্তু আজ আপনিই বা কোথায়, আর আমিই বা কোথায়?" আমি যেন কথাটা বুঝিলাম না, বলিলাম—উভয়ে ঢাকায় চন্দ্রকুমারের বাসায়। তিনি হাসিয়া বলিলেন—তাহা নহে, আজ আপনি কে আর আমি কে? আমি বলিলাম—"আপনি ধর্ম্ম জগতের উপাচার্য্য। আর আমি বৃটিশ ধর্ম্মাধিকরণের বা অধর্ম্ম জগতের ডেপুটি! আপনি প্রচারক, আমি বিচারক। আপনি জীবন সমর্পণ করিয়াছেন ধর্ম্মে, আমি দাসত্বে। আপনার নিত্যকর্ম্ম্য পুণ্যের আলোচনা, আমার নিত্যকর্ম্ম্য পাপের সমালোচনা। আপনি অনুসরণ করেন পুণ্যাত্মাদের, আর আমি করি পাপীদের।" তিনি আবার উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আপনি খুব contrast (তারতম্য) দেখাইতেছেন! সাহিত্য জগতে আপনার স্থান কোথায়, আর আমার স্থানই বা কোথায়, আমি তাহাই বলিতেছিলাম। আপনি এখন আমার কত উচ্চে!" আমি বলিলাম—আপনার স্থান কলিকাতার কীর্ত্তিপূর্ণ উচ্চ সোধ-শিখরে, আর আমার স্থান নিম্নভূমি কীর্ত্তিনাশার

কূলে। আমি সাহিত্য জগতেও আর্য্যদর্শনে এক বৎসরব্যাপী গালি খাইতেছি। সেই উপাদেয় ভোগ বোধ হয় আপনার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। শিবনাথ বলিলেন—"আমি তাহা শুনিয়াছি, পড়ি নাই। পড়িবার প্রবৃত্তিও নাই। ইতরের গালিতে কিছু আসে যায় না।" তাহার পর দুজনে প্রাণ ভরিয়া গল্প করিলাম। সাহিত্য ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। কথায় কথায় আমি তখন কিছু লিখিতেছি কি না তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—ঢের লিখিতেছি—সাক্ষীর জবানবন্দী, রায়, রিপোর্ট আর কৈফিয়ত। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন—তিনি সম্প্রতি একটা কবিতা লিখিয়াছেন। তিনি একদিন তাঁহার এক ব্যারিষ্টার-বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। দেখিলেন তাঁহার পত্নী অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্যারিষ্টার-পত্নী বলিলেন যে তিনি একটা ছাগল পুষিয়াছিলেন, উহা মরিয়া গিয়াছে। করুণ শিবনাথের হৃদয় সেই শোকাবহ ঘটনায় আর্দ্র হইল, এবং তাঁহার কবিত্বের দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি তখন অতীব গম্ভীরভাবে ও করুণ-কণ্ঠে সেই tragic (মহা শোকোদ্দীপক) 'ছাগবধ কাব্য' আবৃত্তি করিলেন। আবৃত্তি শেষ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কবিতাটি আমার লাগিল কেমন। আমি উদরস্থ হাসির তরঙ্গ চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম—চমৎকার! কিন্তু আর ২।১ জন শ্রোতা উক্তরূপ আত্ম-সংযমে অশক্ত হইয়া বারাণ্ডায় গিয়া এই ছাগলের শোকে হাসিতে লাগিলেন। হাসি সংক্রামক। তাহা শুনিয়া আমি আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বয়ং শিবনাথ ভায়াও পারিলেন না। আমি বুঝিলাম শিবনাথ ভায়ার কলিকাতা বাস তাঁহার কবিত্বের পক্ষে বড় সুবিধাজনক হইতেছে না। হেম বাবুর 'জুবিলি' কবিতা পড়িয়াও আমি এরূপ মন্তব্য তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। তিনি কলিকাতায়

না থাকিলে বোধ হয় কলিকাতার হুজুগ সম্বন্ধে এত কবিতা লিখিতেন না। স্মরণ হয় 'বঙ্গদর্শন' একদিন বলিয়াছিলেন যে আর কিছুদিন পরে 'বলদ-মহিমা' নাটক হইবে। বঙ্কিম বাবু এ 'ছাগল-মহিমা' কাব্য দেখিয়াছিলেন কি না জানি না।

মুনসীগঞ্জের সবডিভিসনাল অফিসার একটা দিন মুনসীগঞ্জে থাকিয়া যাইতে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার ভ্রাতা, যিনি তখন মুনসীগঞ্জে মুনসেফ ছিলেন, ও অনেক ভদ্রলোক আমাকে দেখিবার জন্য বড় লালায়িত। তিনি সে জন্য শিবির হইতে ৪০ মাইল অশ্বারোহণে আসিয়া অভ্যর্থনায় যোগ দিয়াছিলেন। আমি রাজকার্য্যের অনুরোধে অসম্মত হইলাম। অগত্যা তিনি বলিলেন তিনি আমার সঙ্গে একগাড়ীতে,—তখন রেল ছিল না,—নারায়ণগঞ্জে, এবং সেখান হইতে আমার নৌকাতে শীতল লক্ষ্যা পার হইয়া মুনসীগঞ্জে যাইবেন। তাহা হইলে অন্ততঃ এই কয়েক ঘণ্টা আমার সঙ্গ পাইবেন। তিনি বড় আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন। উভয়ে বড় আনন্দে এই কয় ঘণ্টা কাটাইলাম। মুনসীগঞ্জে নৌকা পঁহুছিলে তিনি বলিলেন যে আমাকে ঘুরিয়া মুনসীগঞ্জের অপর পার্শ্বে গিয়া পদ্মার পাড়ি দিয়া রাজনগর যাইতে হইবে। ঘুরিয়া অপর পার্শ্বে যাইতে প্রায় ৬ ঘণ্টা লাগিবে। অতএব এই ৬ ঘণ্টা কাল নৌকাতে না কাটাইয়া মুনসীগঞ্জে কাটাইয়া গেলে যখন এতগুলি ভদ্রলোক চরিতার্থ হইবেন, তখন আমার তাঁহাদিগকে নিরাশ করা উচিত নহে। তিনি আমার মাঝিকে তাঁহার কথার সাক্ষী মানিলেন, এবং সর্ব্বশেষ বলিলেন যে আমি তাঁহার এলেকায় আসিয়াছি, অতএব তিনি জোর করিয়া নৌকা আটকাইয়া রাখিবেন। আমি তাঁহার আদরে ও আবদারে অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম। তাঁহার সবডিভিসন

গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র উহা লোকপূর্ণ হইয়া গেল। শুধু কবি দর্শনের জন্য সকলেই আসেন নাই। অনেকেই মাদারিপুরের শাসনকর্ত্তাকেও দেখিতে আসিলেন, এবং আমার ২।১ শাসন-কাহিনীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে এ দুরন্ত সবডিভিসনকে কেহ এরূপ শাসন করিতে পারে নাই। কয়েকটি ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া রহিলেন। অবশিষ্ট চলিয়া গেলে ইহাঁদের, বিশেষতঃ ডেপুটি বাবুর ভ্রাতার খেয়াল হইল যে কবির গা দেখিবেন। আমি কিছুতেই গায়ের পিরাণ খুলিব না। তাঁহারা তখন বাহিরে আমার স্নানের বন্দোবস্ত করিলেন। আমি বলিলাম আমি কখনই বাহিরে স্নান করি না। আমার সদ্য জ্বর হইবে। বিশেষতঃ আমার স্বাস্থ্য ভাল নহে। কিছুতেই ছাড়িলেন না। আমি তখন পিরাণ শুদ্ধ স্নান করিতে গেলাম। তখন দুই ভ্রাতা জোর করিয়া আমার গায়ের পিরাণ খুলিয়া তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিলেন।

কোথায় ৬ ঘণ্টা! আমাকে সমস্ত দিন রাখিলেন। সে দিন তাঁহারা কেহই কাছারি গেলেন না, এবং আমাকে কিছুতেই আসিতে দিলেন না। অপরাহ্নে মুনসীগঞ্জ বেড়াইয়া দেখিলাম। যদিও শীতল লক্ষ্যা মুনসীগঞ্জ হইতে বহুদুর সরিয়া গিয়া উহাকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে, তথাপি সব ডিভিসন বাঙ্গালাটি একটা উচ্চ স্থানের উপর নির্ম্মিত বলিয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। শুনিলাম স্থানটি মগদের সময়ে দুর্গ ছিল। মগেরা কি এতদুর অধিকার করিয়াছিল? আনন্দ উৎসবে প্রায় অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত করাইয়া,তাঁহারা সঙ্গে আসিয়া, আমাকে মুনসী-গঞ্জের অপর পার্শ্বে নৌকায় তুলিয়া দিলেন। একটা দিন মুনসীগঞ্জে বড় সুখে কাটাইয়া পরদিন প্রাতে পদ্মার তরঙ্গ ভেদ করিয়া রাজনগরাভি-মুখে যাত্রা করিলাম। তখন পদ্মার মনোহর শান্ত-নীল-মৃদু-তরঙ্গায়িত শোভা দেখিতে দেখিতে আমার অপহৃত চেনটির কথা মনে পড়িল।

এ চেনটি জীবনের যে একটি অত্যুজ্জ্বল সুখদ স্নেহসিক্ত অঙ্কের সাক্ষী ছিল, তাহাতে যবনিকা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই অতীত সুখ-স্মৃতিতে নয়ন সজল হইল। সেই মোহ-স্বপ্নের যে শেষ নিদর্শনও হারাইলাম, তাহাতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল তরণীর গবাক্ষ পথে পড়িয়া মহাকালীরূপিণী পদ্মার অনন্ত সলিল রাশিতে মিশিয়া গেল।

রঙ্গমতী কাব্য।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আমি চট্টগ্রাম কমিশনারের পার্শন্যাল এসিষ্টাণ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই, স্মরণ হয়, আমার "পলাশির যুদ্ধ" প্রকাশিত হয়। তাহাতে দেশব্যাপী যেরূপ আন্দোলন উঠে, এবং যেরূপ আগ্রহের সহিত প্রকাশ হইবামাত্র উহা 'ন্যাসন্যাল' রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা কেবল আমার আশাতীত নহে, স্বপ্নাতীত। তাহাতে উৎসাহিত হইয়া কিছুদিন পরে 'রঙ্গমতী' লিখিতে আরম্ভ করি। প্রথম সর্গ লিখিবার পর স্থির করিয়াছিলাম যে কেবল কল্পনার চক্ষে নহে, চর্ম্ম চক্ষেও 'রঙ্গমতী' দেখিয়া কাব্যখানির অবশিষ্ট অংশ লিখিব। 'রঙ্গমতী' চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলের রাজধানী 'রাঙ্গামাটি' (Rangamati)। উহা চট্টগ্রাম কমিশনারের অধিকারভুক্ত। তাহার পর বৎসর 'দেবগিরিতে' (Demagri), লুসাইদিগের মেলা উপলক্ষে কমিশনার সেখানে যাইবেন প্রস্তাব হয়। 'দেবগিরি' 'রঙ্গমতী' অপেক্ষাও গভীরতর পার্ব্বত্য প্রদেশান্তরে অবস্থিত। সেখানে একটি বিখ্যাত জল-প্রপাত। বহু উর্দ্ধ হইতে বিপুল ধারায় কর্ণফুলী সরল রেখায় পতিত হইতেছে। শুনিয়াছি ইহার শোভা অতুলনীয়া। যেরূপ শুনিয়াছি, কিঞ্চিৎ রঙ্গমতীকে বর্ণনা করিয়াছি। অতএব আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। আমি অনেক অনুনয় করিয়া বলাতে কমিশনার আমাকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। মেলার তিন দিন পূর্ব্বে ডেপুটি কমিশনার টেলিগ্রাফ করিলেন যে রাঙ্গামাটির জেলে একজন কয়েদীর ওলাউঠা হইয়াছে। শুনিবামাত্র কমিশনার পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। আমি তাঁহাকে কত বুঝাইলাম, শেষে নিজে ডেপুটি কমিশনারকে টেলিগ্রাফ করিয়া উত্তর আনাইলাম যে ভয়ের

কারণ নাই, তথাপি কমিশনার কেবল রাঙ্গামাটির পার্শ্ব দিয়া ষ্টিমারে দেবগিরি যাইতে সম্মত হইলেন না। আমাকে বলিলেন—"তুমি নিরাশ হইও না! আমরা আগামী বৎসরের মেলায় যাইব।" আমিও 'রঙ্গমতী' লেখা আগামী বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিলাম। ইহার কিছুদিন পরে আমি একবার কমিশনারের সঙ্গে রাঙ্গামাটি তাঁহার পরিদর্শন উপলক্ষে গিয়াছিলাম। তাহাও অনেক সাধ্য সাধনার পর লইয়াছিলেন। কিন্তু দেবগিরির জলপ্রপাত ও পার্ব্বত্য অঞ্চলের গভীরতর প্রদেশের অচিন্তনীয় সৌন্দর্য্য-দর্শন আমার ভাগ্যে আর ঘটিল না। যাহা দেখিলাম তাহাতে নয়ন মন মোহিত হইল। ষ্টিমার যখন পার্ব্বত্য রাজ্যে প্রবেশ করিল, তখন নদীর উভয় পার্শ্বে প্রকৃতির শোভার ভাণ্ডার খুলিয়া গেল। কর্ণফুলীর এত দূর জোয়ার আসে না। কাযেই নদী বনরাজ্যের প্রবেশদ্বার হইতে নীল নির্ম্মলসলিলা। নদী ঘুরিয়া ফিরিয়া নীলমণি হারের মত শোভা পাইতেছে। উভয় তীর হইতে পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, পর্ব্বতের পশ্চাতে পর্ব্বত, বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন হইয়া, নীল আকাশ-পটে তরঙ্গের পর মরকত তরঙ্গ খেলিয়া ছুটিয়াছে। স্থানে স্থানে অধিত্যকায় পর্ব্বতবাসী নানা জাতি 'জুমিয়াদের' গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্র দেখা যাইতেছে। পর্ব্বতপুত্রেরা দলে দলে সমবেত হইয়া এক স্থানের বন কাটিয়া তাহা খাণ্ডবের মত পোড়াইয়া ফেলে, এবং সেই স্থানে এক এক গর্ত্ত করিয়া তাহাতে নানাবিধ দ্রব্যের বীজ রোপণ করে। পর্ব্বত এরূপ উর্ব্বর যে সেই একই গর্ত্ত হইতে যথাসময়ে প্রত্যেক ফসল, প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই ক্ষেত্রকে 'জোম' বলে এবং যাহারা এরূপ কৃষি করে তাহাদিগকে 'জুমিয়া' বলে। ইহাদের মধ্যে মগ, ত্রিপুরা, চাকমা, লুসাই প্রভৃতি নানা জাতি আছে। ইহাদের সাধারণ মাম—'জুমিয়া'।

ইতিপূর্ব্বে বন্ধুদের মুখে শুনিয়া আমার 'জুমিয়া-জীবন' কবিতায় এই

জুমিয়াদের জীবন চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সেই কবিতাটি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইলে বঙ্কিম বাবু প্রমুখ অনেকেই পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে চিত্রটি কাল্পনিক কি প্রকৃত। তাহাদের জীবনের সরলতায় যেন পাঠকগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এবার ষ্টিমার-বক্ষঃ হইতে প্রথমতঃ সেই জুমিয়াদের দেখিয়া আমার যে কি আনন্দ হইল বলিতে পারি না। ষ্টিমার দেখিবার জন্য আনন্দধ্বনি করিয়া নদীতীরে নর নারী ও শিশুগণ দাঁড়াইতেছে, আর যেন পার্ব্বত্যপটে এক একটা বিচিত্র চিত্র ভাসিয়া উঠিতেছে। স্ত্রী পুরুষের সকলেরই দীর্ঘ মসৃণ কেশ, পুরুষদের সম্মুখে, এবং রমণীদের পশ্চাতে খোঁপায় বিন্যস্ত। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পরিধান রমণীদের সহস্ত বুনিত "খামি"। তাহাতে শ্বেত, নীল, রক্ত রেখা। তদুপরে রমণীদের বক্ষে রক্ত জবা কুসুম সঙ্কাশ বস্ত্রের বেষ্টন। খোঁপায় নানাবিধ পার্ব্বত্য পুষ্পপল্লব। কর্ণে বিরাট পিতলের বা শঙ্খের কুণ্ডল, এবং গলায় পুঁতির মালা। তাহাদের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর! এত উজ্জ্বল যে রবিকিরণ তাহাতে ও বক্ষস্থিত রক্ত আবরণে প্রতিফলিত হইয়া অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে। চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে। তাহাদের দৃঢ় বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ। হৃদয়ের তরল সরলতাব্যঞ্জক মুখভরা সরল হাসি। এই পার্ব্বতীর ও পর্ব্বতের শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা অপরাহ্নে রঙ্গমতী গিয়া পঁহুছিলাম। সেখানে আমার বহুতর আত্মীয় কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারা আমাকে অতিশয় সমাদরে ষ্টিমার হইতে লইয়া গেলেন। যাঁহার দানশীলতা ও পরার্থ আত্মবিসর্জ্জন চট্টগ্রামে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত, এবং যাঁহার সুনাম এখনও রঙ্গমতীর শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত, আমি সেই জগত পেস্কার মহাশয়ের অতিথি হইলাম, এবং তিন দিন রাজসুখে অতিবাহিত করিলাম। এই সময়ে বহু জুমিয়ার বাড়ী বেড়াইয়াছিলাম। তাহাদের

বাঁশের মাচায় নির্ম্মিত পর্ণ কুটীরে উপস্থিত হইলে সমস্ত পরিবার বহির্গত হইয়া তোমাকে পদতলে প্রণত হইয়া প্রণাম করিবে, এবং গৃহিণী তোমার অভ্যর্থনার জন্য তাহার স্বহস্ত বিনিস্থত সুরা আনিয়া তোমার অভ্যর্থনা করিবে। সেই সুরা এত উগ্র যে তাহা স্পর্শ করা দুঃসাধ্য। যাহার গৃহে সুরা নাই, সে অভ্যর্থনা করিতে না পারিয়া লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া থাকে। সুরা মৃৎপাত্রে সম্মুখে স্থাপন করিয়া পরিবারস্থ সকলেই তোমার সমক্ষে বসিবে এবং গৃহিণী অগ্রে পান করিয়া তোমাকে পান করিতে অনুরোধ করিবে। তাহাদের সে সরল অভ্যর্থনা, সুরাপান, নৃত্য ও গীত যে একবার দেখিবে সে বুঝিবে যে সুখ ও শান্তি উচ্চ রাজপ্রাসাদে নহে, এ সকল দরিদ্র বনবাসীর পর্ণকুটীরে। ইংরাজী সভ্যতার সংঘর্ষণে তাহারা সেই সরলতা ও শান্তি ক্রমে হারাইতেছে। একটি কুটীরে বন্ধুদের পরিচিতা একটি ইংরাজ-জনকজাতা যুবতী রসিকতা করিয়া বাহির না হইয়া কুটীরের অভ্যন্তরে বসিয়াছিল। বন্ধুগণ বাহির হইয়া আসিতে বলিলে সে বলিল—"তোমাদের শক্তি থাকে ত বাহির করিয়া লইয়া যাও।" বন্ধুগণ তিন চারি জন তাহার দুই সুগোল বলিষ্ঠ বাহু ধরিয়া দ্বন্দ্ব করিলেন, কিন্তু সে যে পদ্মাসন করিয়া বসিয়া হাসিতেছিল, তাহাকে এক ইঞ্চিও সরাইতে পারিলেন না। তাহার পিতা মাতা ভ্রাতাগণ দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। শেষে সে বন্ধুগণের দুর্ব্বলতায় ধিক্কার দিয়া—হায়! বাঙ্গালী-জীবন—আপনি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। গৃহে সম্বলের মধ্যে দুই একটি মৃৎ ও বংশ পাত্র ও দুই একখানি চাঁচ—পুরু পাটি বিশেষ। বাহুর উপর মাথা রাখিয়া এই চাঁচের উপর মাত্র ইহারা শুইয়া থাকে। আহার্য্যের মধ্যে মোটা চাউল, শুষ্ক মৎস্য ও পার্ব্বত্য নির্ঝরের অমৃত-শীতল নির্ম্মল জল। তথাপি তাহারা কত সুখী!

রঙ্গমতী হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরেই আমি বিপদস্থ হইয়া চট্টগ্রাম হইতে স্থানান্তরিত হইয়া পুরী যাই। সেখানে আর রঙ্গমতীতে হস্তক্ষেপ করি নাই। বিপদে, তাহার পর ভ্রাতৃশোকে, তাহার পর পুরীর রাজার মোকদ্দমায় অবসর পাই নাই। মাদারিপুর আসিয়া কার্য্যভারে নিষ্পেসিতপ্রায় হইয়া প্রথম বৎসর অতিবাহিত করি। দুই মাস ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলে তিন বৎসর পরে আবার রঙ্গমতী লিখিতে আরম্ভ করি, এবং মাদারিপুর ফিরিয়া গিয়া শেষ করি। এরূপে প্রায় পাঁচ বৎসরে রঙ্গমতী লিখিত হয়। স্মরণ হয় এক দিন প্রাতে বসিয়া শেষ অঙ্ক লিখিতেছি। সেই শোক-দৃশ্যে আমার কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। এমন সময় প্রথমতঃ পেস্কার এক রাশি সমন ও ওয়ারেণ্ট—একটা ক্ষুদ্র গন্ধমাদন বিশেষ—লইয়া উপস্থিত। সে আমার অশ্রুধারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করিল—"বাড়ী হইতে কোন কুসংবাদ আসে নাই ত?" আমি হাসিয়া বলিলাম—"না। সকল কাগজ কাছারি গিয়া দস্তখত করিব। এখন নহে।" সে একটু ভীতকণ্ঠে বলিল—"সেসনের মোকদ্দমার সমন। আজ ডাকে না গেলে জারি হইবে না।" তখন কবিতা লেখা ক্ষান্ত করিয়া ঘণ্টা খানিক দস্তখত বর্ষণ করিলাম। পেস্কার চলিয়া গেল। আবার সেইরূপ গলদশ্রুনয়নে করুণভাবে বিভোর হইয়া লিখিতেছি, এমন সময়ে হেড কেরানি আর এক রাশি কাগজ ও বাণ্ডিল লইয়া উপস্থিত। লোকটি বড় ভাল মানুষ ও ভীরু। সেও আমার অশ্রুধারা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কি জিজ্ঞাসা করিবে স্থির করিতে না পারিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে মনে করিল আমি নিশ্চয় কোনও শোক-সংবাদ পাইয়াছি। তাহার সে ভাব দেখিয়া আমি অশ্রু মুছিয়া হাসিয়া বলিলাম—"আমি বড় কাযে

ব্যস্ত। কাছারি গিয়া তোমার কাযগুলি করিলে হয় না?" সেও ভয়ে ভয়ে বলিল—"কতকগুলি জরুরি রিটারণ ও চিঠি আছে। আজ ডাকে না গেলে চলিবে না।" তখন বিরক্ত হইয়া কবিতার হস্তলিপিটি দূরে গৃহকোণায় নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম—"আন।" সে বড় ভীত হইয়া বলিল—"তবে এখন থাক্। কাছারির সময় করিবেন।" আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম—"না", এবং হাত বাড়াইয়া কাগজ লইলাম। স্নানের সময় পর্য্যন্ত কায করিয়া উঠিয়া গেলাম। রঙ্গমতীর হস্তলিপি সেই কোনায় পড়িয়া রহিল। ভৃত্য উঠাইতে চাহিলে বিরক্ত হইয়া নিষেধ করিতাম। প্রায় ১৫ দিন যাবৎ আর এক মুহূর্ত্তও অবসর পাইলাম না। অগত্যা একদিন কিঞ্চিৎ সময় করিয়া উহা উঠাইয়া আনিলাম। কিন্তু লিখিব কি? প্রাণে সেই উচ্ছ্বাস নাই। হৃদয়ের সেই ভাব নাই; নয়নে সেই অশ্রু আসিল না। কি কল্পনা করিয়াছিলাম সকলই ভুলিয়া গিয়াছি। জোর করিয়া অঙ্কটি শেষ করিলাম। হায়! দাসত্ব-জীবী বাঙ্গালী কবি! এ অবস্থায়ও কি কবিতা লেখা যায়?

কাব্যখানি শেষ করিয়া স্থির করিলাম যে বঙ্কিম বাবুকে উহা উপহার দিব। তিনি উহা গ্রহণ করিবেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া হস্তলিপি তাঁহার কাছে পাঠাইলাম। কিছুদিন পরে তাঁহার এই উত্তর পাইলাম।

Chinsurah
July 15/80

My dear *Nati*

I have read through your delightful poem,—and I was detaining it for the purpose of giving it a second perusal. As, however, the publication is being delayed,

the second perusal may stand over till it is the property of the public.

The dedication of it would be an honor to any Bengali—and it is an honor which I certainly have done nothing to deserve. But as *undeserved* honours are the order of the day, I do not see why I should scruple to receive my share. So fire away, and glorify grandour to your heart's content.

I am afraid that History (ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা এক সময়ে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল) is not likely to make much progress. I have, however, got through a few chapters (সেগুলি কি হইল?) and also through a novel (আনন্দমঠ) —so to call it—but I have not the slightest idea when the latter will be ready for publication.

Trusting this will find yon all serene,

I remain,

yours affectionately

(Sd) Bankim Ch Chatterjee.

কি বিষয়ে নূতন 'নভেল' (উপন্যাস) লিখিতেছেন আমি জিজ্ঞাসা করি, এবং বরাবর যেরূপ তাঁহাকে লিখিতাম, এবারও লিখি যে ইংরাজী রীতির ছায়া ছাড়িয়া তিনি যেন দেশভক্তি, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃ ভগ্নী প্রেম—যাহা রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষা এবং আমাদের জাতিগত লক্ষণ—লইয়া যেন নূতন উপন্যাসটী রচনা করেন। তিনি তদুত্তরে লেখেন, তিনি এবার আমার অনুরোধ রক্ষা করিতেছেন। এই

নূতন উপন্যাসটী ঠিক রঙ্গমতীর পথে যাইতেছে—"it follows exactly the lines of your Rangamati"—এবং 'রঙ্গমতীর' দরুণ তাহার কয়েক অধ্যায় তাঁহাকে পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে। উহাই 'আনন্দমঠ'।

এরূপে 'রঙ্গমতী' অমর বঙ্কিমচন্দ্রের পবিত্র নামে উৎসর্গ-পত্র বক্ষে লইয়া এবং তাঁহার প্রেমাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রকাশিত হইল।

ইহার কিছুকাল পরে আমি বেহার হইতে কলিকাতায় বেড়াইতে গিয়া একদিন প্রাতে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তিনি তখন বউবাজারে একটি দ্বিতল গৃহে ছিলেন। 'রঙ্গমতী' ও তাঁহার 'আনন্দ মঠ' সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। 'আনন্দমঠ' তখন বাহির হইয়াছে। আমি বলিলাম তাঁহার 'বন্দেমাতরম্' গীত ভারতবর্ষের 'মারসেলিজ গীত' হইবে। তিনি বলিলেন—"বটে! উহা তোমার এত ভাল লাগিয়াছে?" আমি তখন উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলিলাম যে উহার মাঝে মাঝে বাঙ্গলা লাইনগুলি বসাইয়া তিনি গীতটি মাটি করিয়াছেন। ঐ লাইনগুলি গীতটির প্রাণ ও গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়াছে। উহা আমার মোটেই ভাল লাগে না। কেমন খাপছাড়া খাপছাড়া বোধ হয়। আগাগোড়া সরল সংস্কৃত হইলে ভাল হইত। তিনি বলিলেন —"বাঙ্গালা লাইনগুলি তোমার ভাল না লাগে, উহাদের তুমি বাদ দিয়া পড়িও।" আমি বলিলাম—"আপনার ঐ দেমাকেই আমরা মারা গেলাম।" তখন তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তুমি গানটি গাইতে শুনিয়াছ কি?" আমি বলিলাম—না। তিনি—"গাইতে শুনিলে তুমি এরূপ বলিবে না।" আমি—"সকলে ত আর গাইয়া শুনিবে না। অধিকাংশ লোক পড়িবে। বিশেষতঃ আমার যখন বিশ্বাস যে উহা সমস্ত ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হইবে, তখন গীতটির মাঝে

মাঝে বাঙ্গলা থাকিলে অন্য স্থানের লোকেরা তাহা বুঝিতে পারিবে কেন? কেবল এই কারণেই সমস্ত গীতটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হইতে পারিবে না। আমার মতে বাঙ্গলা লাইন গুলিও সরল সংস্কৃত করিয়া দিলে, এবং 'সপ্তকোটির' স্থানে "ত্রিংশ কোটি" দিলে ভাল হয়। তিনি নীরবে তামাক সেবন করিতে করিতে একটুক ভাবিলেন। আর কোনও উত্তর দিলেন না। আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। ২৫ বৎসর পরে আজ গীতটি বাঙ্গালার জাতীয় সঙ্গীত হইয়াছে। এবং বাঙ্গালা লাইনগুলি উহা ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হইবার পথে অন্তরায় হইয়াছে। এ কারণে তাহার প্রথমাংশ মাত্র সর্ব্বত্র গীত হইতেছে, এবং গীতটির উক্তরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হইয়াছে। 'বন্দে মাতরম্' শব্দ দুটি আজ ভারতবর্ষের জাতীয় উত্থানের বীজমন্ত্র—প্রণব। কি শুভক্ষণে, কি ঐশী শক্তিতে, এই মহাগীতটি রচিত হইয়াছিল! আমিই বঙ্কিম বাবুর প্রত্যেক উপন্যাস উপহার পাইয়া স্বদেশপ্রেমমূলক এক খানি উপন্যাস লিখিতে তাঁহাকে বরাবর অনুরোধ করিয়াছিলাম। অতএব আজ আমার আর আনন্দের সীমা নাই। ভগবন্! সকলই তোমার লীলা! তুমি এই পতিত জাতির হৃদয়ে ঐক্য, সমতা ও শক্তি দেও, যেন এই মহামন্ত্র সাধনের দ্বারা এই জাতি উদ্ধার লাভ করিতে পারে!

বঙ্কিম বাবু সেইদিন সান্ধ্য আহারের জন্য আমায় নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং আরও কয়েকটি বন্ধুকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে নিমন্ত্রণ করিবেন বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"রবি ঠাকুরের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে কি?" আমি বলিলাম—"যৎসামান্য এবং বহু দিনের।" তিনি বলিলেন—তোমাদের পরিচয় হওয়া উচিত। He is a talented young man (তিনি একজন শক্তিশালী

লোক)। সন্ধ্যার পর উপস্থিত হইয়া দেখিলাম হেম বাবু ও আরও কয়েকটি নিমন্ত্রিত উপস্থিত। বঙ্কিম বাবু বলিলেন—"রবি কোনও কারণে আসিতে পারেন নাই।" বড় আনন্দে নানাবিধ সাহিত্যালাপে সন্ধ্যাটি কাটাইলাম। তাহার কিছু কাল পরে 'প্রচারকে' 'রবির ছায়া' পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। বুঝিলাম রবি বাবু কোনরূপে বঙ্কিম বাবুর শাণিত অভিমানে আঘাত করিয়াছেন। বিষয়টা কি বুঝিলাম না।

এই সাক্ষাৎ সময়ে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদকতা পরিত্যাগ, 'রঙ্গমতীর' দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়াছে। 'রঙ্গমতী' ও তাঁহার 'আনন্দমঠ' উভয় কিছু অসাময়িক হইয়াছে। উহাদের appreciation (রসজ্ঞতা) সময়সাপেক্ষ। কিছু দিন পরে দ্বিতীয় পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে 'রঙ্গমতীর' একটা সামান্য সমালোচনা প্রকাশিত হইল। শুনিলাম উহা সঞ্জীব বাবুর লেখা।

বহুকাল পরে নির্ব্বাপিত প্রায় 'বান্ধবে' স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একটি সমালোচনা কয়েক সংখ্যায় প্রচারিত হইল। তাহাও অল্প সংখ্যক পাঠকের মাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এরূপে সূতিকা-গৃহের ঐ সকল বিঘ্নে 'রঙ্গমতী' যে চাপা পড়িল, আর তাহা কাটাইয়া উঠিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিল না। তবে সময়ে সময়ে দুই একজন পাঠক 'রঙ্গমতীর' অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে রঙ্গমতীর বীরেন্দ্র "অনাগত মহাপুরুষ", অতএব বর্ত্তমান সময়ে পুস্তকখানির তত প্রতিপত্তি হইবে না। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই।

বহিখানি প্রকাশ হইবামাত্র সুহৃদ্‌বর ঈশান লিখিয়া পাঠাইলেন যে বহিখানিতে কেবল পাহাড় পর্ব্বত। তাঁহার উহা ভাল লাগে নাই। প্রাকৃতিক বর্ণনা বাদ দিলে ভাল হইত। যে ডাকে তাঁহার পত্র পাই,

সেই ডাকে একজন ব্যারিষ্টার বন্ধুর পত্র পাই। তিনি বহিখানির, বিশেষতঃ পার্ব্বত্য-প্রকৃতির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে 'স্কটের' কাব্য ভিন্ন তিনি এরূপ বর্ণনা পাঠ করেন নাই। পাঠ করিতে করিতে স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য দৃশ্য সকল তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। আমি তাঁহার পত্রখানি ঈশানের কাছে, এবং ঈশানের পত্রখানি তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছিলাম। যথার্থই লোকের রুচি বিভিন্ন! 'কলিকাতা রিভিউতে' 'রঙ্গমতীর' যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল তাহাতে উহাকে Ramance in verse, (কবিতায় উপন্যাস) বলিয়া সমালোচক প্রশংসা করিয়াছিলেন। কোনও ভদ্রমহিলা দার্জ্জিলিঙ্গ গিয়া আমাকে একখানি 'রঙ্গমতী' তাঁহার কাছে পাঠাইতে লেখেন, কারণ দার্জ্জিলিঙ্গের তিনি যে দিক দেখিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার 'রঙ্গমতীর' বর্ণনা মনে পড়িতেছিল, এবং বহিখানি হিমালয়ের শিখরে বসিয়া পড়িতে বড় ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু আমি বঙ্গদেশের উচ্চভূমিবাসী (High Lander) হইলেও, পার্ব্বত্য প্রকৃতির অচিন্তনীয় শোভা অল্প বাঙ্গালীই দর্শন করিয়াছেন। উহাই 'রঙ্গমতীর' দুরদৃষ্ট।

মদারিপুরে আর দুইটি মাত্র খণ্ড কবিতা লিখিয়াছিলাম—'কীর্ত্তি-নাশা' ও 'মেঘনা'। যাহার কীর্ত্তিকলাপ নাশ করিয়া 'ভীষণং ভীষণসং' এই স্রোতস্বতীর নাম 'কীর্ত্তিনাশা' হইয়াছে, রাজবল্লভের সেই রাজ-নগরে শিবিরে বসিয়া 'কীর্ত্তিনাশা' কবিতাটি লিখিয়াছিলাম। স্মরণ হয়, ঢাকার 'বান্ধব' উহা এবং ঈশ্বর গুপ্তের কীর্ত্তিনাশা ও পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণ সম্বলিত একটি পুরাতন কবিতা পাশাপাশি ছাপিয়া একটি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভূমিকার দ্বারা বঙ্গ কবিতার ও ভাষার ৫০ বৎসরের মধ্যে কিরূপ রূপান্তর হইয়াছে দেখাইয়াছিলেন। 'মেঘনা', স্মরণ হয়, প্রথমতঃ 'সাধারণী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। 'মেঘনা', পূর্ব্ববঙ্গের বিশাল লীলাতরঙ্গিণী, অতএব

কবিতাটি পশ্চিম বঙ্গের সাধারণীতে দিয়া পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি অবিচার করিয়াছি বলিয়া 'বান্ধব' উহা উদ্ধৃত করেন। এই কবিতাটি ডামুকদিয়া হাটের নিকটে মেঘনা তীরস্থিত শিবিরে বসিয়া এবং মেঘনার বাসন্তী-শান্ত, বিস্তৃত, অনন্ত শোভা দেখিয়া দেখিয়া লিখিয়াছিলাম। উভয় কবিতাই পুত্রশোকাতুরের হৃদয়-রক্তে রঞ্জিত। 'মেঘনার' শেষে ভূতপূর্ব্ব জীবনের অবিরাম বিপদ ও শোক স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলাম——

"ঝটিকায় ঝটিকায় গিয়াছে আমার
অর্দ্ধেক জীবন।
জানু পাতি মেঘনা-তীরে, ভাসি আজি অশ্রুনীরে,—
এবে দয়া কর নাথ! জুড়াও জীবন!
দেও দিনেকের শান্তি, মেঘনা যেমন!"

ঝটিকায় ঝটিকায় অর্দ্ধেক ছাড়িয়া, এখন হা! নাথ! সমস্ত জীবন যাইতে চলিল। কই, এক দিনের জন্যও শান্তির মুখ দেখিলাম না। এই শেষ জীবনও মস্তকের উপর রাজকীয় বজ্র গর্জ্জন করিতেছে। রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া দিনেকের শান্তির জন্য যে গৃহে আসিলাম, তাহাতেও জ্ঞাতি শত্রুর গুপ্তজালে পড়িয়া তোমারই দিকে চাহিয়া আছি।

——০——

নৌ-ডাকাত (River Dacoits)।

মাদারিপুর সবডিভিসন নৌ-ডাকাতদের জন্য বিখ্যাত। এরূপ জনশ্রুতি যে কোন কোনও জমীদার এ ব্যবসায় করিয়া অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। আমার মাদারিপুরে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার কিছু দিন পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম যে ফৌজদারী কাছারির সম্মুখে আড়িয়ালখাঁ নদীতে দুফর বেলা ডাকাতেরা এক নৌকা আক্রমণ করিয়া, তাহার আরোহীদের প্রতি বন্দুক চালাইয়া, সমস্ত মাল লুটিয়া, নিরাপদে চলিয়া যায়। ঘটনা সবডিভিসন অফিসারের চক্ষুর উপর হইয়াছিল বলিলেও চলে, তথাপি একজন অপরাধীও ধৃত হয় নাই। আমার সময়ে মাদারিপুরের এলেকায় এরূপ ঘটনা হয় নাই। তথাপি অনেকের বিশ্বাস যে এই এলেকার নমঃশূদ্রেরা দলবদ্ধ হইয়া ডাকাতি করে। আমি প্রথম বৎসর মাদারিপুরের খুন, হাঙ্গামা, জখম ইত্যাদি নিবারণ করিয়া শান্তি স্থাপনের কার্য্যে অতিবাহিত করি। তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া আমি এই নৌ-ডাকাতদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি। মফঃস্বল পরিভ্রমণ সময়ে জানিতে পারিলাম যে এ ডাকাতেরা আমার ভয়ে হাঁড়ি কি কুমড়া বিক্রয়ের ছল করিয়া দলবদ্ধ হইয়া ঢাকা বরিশাল অঞ্চলে গিয়া ডাকাতি করে। আমি তাহাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র নোটবুক নিজে খুলিলাম, এবং গোপনে চৌকিদারদিগকে বলিয়া দিলাম যে যখন ইহারা দলবদ্ধ হইয়া ঐরূপ ব্যবসায়ে বহির্গত হয়, চৌকিদারেরা যেন গোপনে পুলিসে খবর দেয়, এবং পুলিস আমাকে সংবাদ দিয়া যেন তাহাদের কার্য্যের অনুধাবন করিতে থাকে। এরূপে যখন যে দল যে দিকে যাইত, আমি সে দিকের ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাছে গোপনে তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য সংবাদ দিতাম। কিন্তু একজন বাঙ্গালী সবডিভিসনাল অফিসারের

কথায় ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ণপাত করিবেন কেন? তাঁহার এলেকায় কেহ ডাকাতি করিবে সাধ্য কি? তিনি স্বয়ং দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। কাযেই কিছু দিন আমার যত্ন নিষ্ফল হইল।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে কুমার নদের বাঁধাঘাটে আমরা ধর্ম্মাবতারের দল বসিয়া খোস গল্প করিতেছি, এমন সময় শিবচর থানার দারোগা আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গোপনে বলিল যে তাহার এলেকার এগার জন সন্দিগ্ধ নমঃশূদ্র যে কুমড়া বিক্রয় করিবার ছলে বরিশালের দিকে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং বাড়ীতে খুব ধুম ধাম করিয়া বিবাহ ইত্যাদি করাইতেছে। তাহা ছাড়া সে এলেকার এক জন মহাজন সাহু, যে বরিশালের দক্ষিণ দিকে বহুকাল হইতে খুব বড় কারবার করিতেছে, তাহার বাড়ীতে সংবাদ আসিয়াছে যে সে চরে চরে সোণা রূপার বেপার করিতে গিয়া একুশ দিন যাবত নিরুদ্দেশ হইয়াছে। দারোগা বলিল ইহাতে তাহার মনে কিছু সন্দেহ হইয়াছে। আমি একটুক চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিলাম যে উক্ত এগার জনের মধ্যে সে যাহাকে অগ্রে পায় তাহাকে ধরিয়া কোনও কথা না বলিয়া যেন আমার কাছে লইয়া আসে। সে পর দিন ঠিক সন্ধ্যার সময় সেই ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে একজন লোক ধরিয়া আনিয়াছে। তাহাকে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে সে বড় ভয় পাইয়াছে, এবং সকল কথা একরার করিবে। আমি উঠিয়া পুষ্করিণীর ঘাটে গেলাম। দারোগা নৌকা হইতে সে লোকটাকে উঠাইয়া লইয়া সেখানে লইয়া গেল। তাহার ভীষণ মূর্ত্তি। স্থূল, বলিষ্ঠ, কৃষ্ণকায়, চক্ষু দুটি কোটরস্থ ও রক্তবর্ণ, শরীরের মাংসপেশী ফাটিয়া পড়িতেছে। তাহাকে দেখিলে ভয় হয়। সে ছুটিয়া আসিয়া আমার পায়ের উপর পড়িয়া বলিল—"তুমি আমার

ধর্ম্ম বাপ। তুমি যদি আমাকে বাঁচাইবে বল, তবে আমি সকল কথা খুলিয়া বলিব।" আমি তাহার ভয় আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য বলিলাম—"তুই সকল কথা বলিলে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি তোরে বাঁচাইব। কিন্তু তুই দেখিতেছিস্ আমি সকল কথা টের পাইয়াছি, না হইলে তোরে গ্রেপ্তার করিয়া আনাইব কেন। অতএব সকল কথা খুলিয়া না বলিলে তোর রক্ষা নাই।" সে আমার পা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল যে সে সকল কথা একরার করিবে। আমি তাহাকে তখন আমার গৃহের আফিস-কক্ষে লইয়া সেই সন্ধ্যা হইতে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত তাহার একরার লিখিলাম। এমন লোমহর্ষণ কাহিনী আমি আর কখনও শুনি নাই। তাহার সারাংশ এইরূপ——

সেই মহাজনের বাড়ী তাহাদের গ্রামের নিকট। বরিশালের দক্ষিণ দিকে এক স্থানে তাহার খুব বড় কারবার। তাহা ছাড়া নৌকা করিয়া অনেক টাকার সোণা রূপা ও কাপড় ইত্যাদি শাখা-সমুদ্রস্থিত চরে চরে হাটে সে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। তাহারা ছয় মাস যাবৎ তাহার নৌকায় ডাকাতি করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে এমন সাবধান ও চতুর যে তাহারা কোনও মতে সুযোগ পায় নাই। শেষ-বার তাহারা কুমড়া বিক্রয়ের জন্য বাহির হইয়া গিয়া বরিশালের কাছে তাহাদের সেই নৌকা একস্থানে লুকাইয়া রাখিয়া, আর একখানি নৌকা লইয়া সেই মহাজনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিকারের মত লক্ষ্য করিয়া ঘুরিতে থাকে। পূর্ব্বে কয়েকবার নিষ্ফল হওয়াতে এবার তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের দলের একটি লোককে—তাহার নাম আমার এখনও মনে আছে 'মদন'—মহাজনের নৌকার মাল্লা করিয়া দেয়। মহাজন এবারও একুশ দিন ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার সাবধানতা ও চতুরতায় ডাকাতরা কোনও সুবিধা পায় না। শেষ দিন আর একটা

পাড়ি দিলেই তাহার আড়তে পঁহুছিবে এমন একস্থানে আহারাদি করিতেছিল; এ সময়ে মদনা গিয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিল যে অল্প বেলা থাকিতে সে যেমন করিয়া পারে নৌকা খুলিবে, এবং সন্ধ্যার সময়ে তাহারা যেন পাড়ির মধ্যভাগে গিয়া আক্রমণ করে। মহাজন আহারান্তে বেলা চারিটার সময় নৌকায় উঠিলে মদনা নৌকা খুলিতেছে দেখিয়া নিষেধ করিয়া বলিল—"বেলা নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আড়তে পৌঁছিতে পারিব না। অতএব রাত্রি এখানে থাকিয়া প্রভাতে পাড়ি দিব।" মদনা বলিল—"কর্ত্তা! একুশ দিন ঘুরিয়া আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। কি হইবে, আমরা খুব জোরে টানিয়া সন্ধ্যার সময়ে সময়ে আড়তে গিয়া পঁহুছিব।" ক্ষুদ্র অন্ধ নরের সাবধানতাও ক্ষুদ্র এবং অন্ধ। মহাজন নীরব হইল; নৌকা খুলিল। সন্ধ্যার সময় ডাকাতদের নৌকা গিয়া এই নৌকার কাছে পঁহুছিলে সতর্ক মহাজন জিজ্ঞাসা করিল ইহারা কে? মদনা বলিল, তাহারা তাহাদের গ্রামের লোক। কুমড়ার বেপার করিতে আসিয়াছে। তাহারা আগুন চাহে। এ অঞ্চলের নদী সাগর বিশেষ। কোনও দিকে কূল কিনারা দেখা যাইতেছে না। মদন বলিল—"দেখিতেছিস্ কি এই সময়।" তখন নক্ষত্রবেগে দুই জন ছুটিয়া গিয়া নৌকার ছহির মধ্যে যে মহাজন ও তাহার এক মোহরের বসিয়া হিসাব লিখিতেছিল তাহাদের গলা টিপিয়া দুই জনে দুই জনকে হত্যা করিল। ইতিমধ্যে অবশিষ্ট আট জন নৌকায় উঠিয়া যমদূতের মত মাঝি ও আর মাল্লা দুজনকে শাসাইতে লাগিল। তখন আরও দুই তিন জন নৌকার মধ্যে গিয়া মৃতব্যক্তি দুটিকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর এই নৌকার সমস্ত মাল ও মাঝি মাল্লা-দিগকে তাহাদের নৌকায় উঠাইয়া মহাজনের নৌকার এক মাথায় সকলে দাঁড়াইয়া উহাও নদীগর্ভে ডুবাইয়া দিল। যে একবার

করিতেছে সে তখন নৌকার হালে গিয়া বসিল। তাহার সঙ্গীরা তখন ছহির ভিতর ধরিয়া লইয়া মাঝি ও মাল্লা দুজনেরও গলা টিপিয়া মারিয়া তাহাদিগকেও জলে ফেলিয়া দিল। তাহার পর তাহারা কি পরামর্শ করিয়া মদনাকে ডাকিল। সে ছহির বাহিরে ছিল। সে ভয়ে আসিয়া একরারকারীর কোমর ধরিয়া বসিল, এবং কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল—"তাহারা আমাকেও কি মারিয়া ফেলিবে?" ছহির মধ্য হইতে ডাকাতেরা ডাকিয়া বলিল—"তোর ভয় নাই। আমরা তোরে মারিব না। তবে তুই নূতন লোক। তোরে আমাদের সঙ্গে লইব না। তুই আসিয়া বল তুই কোথায় নাম্‌বি? তোরে নামাইয়া দিয়া আমরা চলিয়া যাইব।" সে কিছুতেই নামিল না। তখন তাহারা একরারকারীকে হালি ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে লইয়া ভিতরে আসিতে বলিল। আর বলিল—"আমরা দশ জন তোদের দুজনকেই মারিয়া ফেলিলে তোরা কি করিবি?" তখন একরারদাতা ভয়ে নামিল, তাহার পশ্চাৎ মদনাও নামিবামাত্র, তাহাকে তাহারা ছোঁ মারিয়া ধরিয়া গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিল, এবং জলে ফেলিয়া দিল। এরূপে ছয়টা লোক হত্যা করিয়া তাহারা বরিশালের নিকট সেই গুপ্তস্থানে আসিয়া সমস্ত মাল তাহাদের পূর্ব্ব নৌকায় তুলিল, এবং এই নৌকাখানিও নদীগর্ভে ডুবাইয়া দিয়া বাড়ী আসিয়াছে। সোণা রূপা নৌকাতে কিছু ছিল না। কাপড় ও টাকা ছিল। তাহা তাহারা ভাগ করিয়া লইয়াছে। প্রত্যেকের ভাগে ১০০ কত টাকা করিয়া পড়িয়াছে, এবং প্রত্যেকে টাকা ঘটী করিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছে। কেবল এক জন তাহার বিবাহে কিছু টাকা খরচ করিয়াছে।

এই ভীষণ কাহিনী আমি সরল ভাষায় সহজে ও সংক্ষেপে বলিলাম। একরার দাতা প্রত্যেক শোচনীয় ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিয়াছিল,

এবং গলা টিপিয়া মারিবার সময়ে কে কিরূপ চীৎকার করিয়াছিল, কি বলিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহার জিহ্বা ও চোক বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, ইত্যাদি লোমহর্ষণ বর্ণনা সকল শুনিয়া আমি এক একবার কলম ছাড়িয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

তখন কিরূপে মোকদ্দমাটা তদন্ত করিবে দারোগাকে উপদেশ দিলাম, এবং একরারদাতাকে সঙ্গে দিলাম। দারোগা তাহার দুই তিন দিন পরে আরও আট জন ডাকাতকে,—সকলেরই ভয়ানক মূর্ত্তি,—ধরিয়া লইয়া আসিল। তাহারাও সমস্ত ঘটনা স্বীকার করিয়া টাকা ও কাপড় অংশমতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। কেবল একজন ডাকাত পলায়ন করিয়াছিল। আমি ইহাদেরও একরার লিখিয়া লইলাম। বরিশালে এ ডাকাতির কোনও এত্তেলা হইয়াছে কি না, এবং কাপড়ের নম্বর মহাজনের খাতার সঙ্গে মিলে কি না ইত্যাদি বিষয়ের তদন্ত করিবার জন্য আমি দারোগাকে বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তাহাকে সাহায্য দেওয়ার জন্য এক পত্রসহ বরিশাল পাঠাইলাম। মহাজনের একজন কর্ম্মচারী মহাজনের ফিরিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে অথচ ফিরিয়া আসে নাই বলিয়া বরিশাল পুলিসে সংবাদ দিয়াছিল। বিচক্ষণ পুলিস রিপোর্ট করিয়াছেন যে সম্ভবতঃ নৌকা ডুবিয়া আরোহীরা মারা গিয়াছে। বিচক্ষণ ম্যাজিষ্ট্রেট উহা "সেরেস্তা" করিয়াছেন। প্রাপ্ত কাপড়ের নম্বর মহাজনের আড়তের খাতার সঙ্গে মিলিল। দারোগা এ সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিলে বরিশালের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের চৈতন্য হইল। তখন বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনা তাঁহার এলাকায় হইয়াছিল বলিয়া মোকদ্দমা তাঁহার কাছে পাঠাইতে আমাকে পত্র লিখিলেন। আমি অসম্মত হইলে তিনি ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আমার প্রতিকূলে নালিশ করিলেন। তিনি আমার পক্ষ সমর্থন করিলেন।

তখন তিনি ঢাকার কমিশনারের কাছে আমার প্রতিকূলে গুরুতর অভি-যোগ উপস্থিত করিলেন। এখনও মিঃ পেলু ঢাকার কমিশনার। কিন্তু তাহা হইলে কি ? এবার যে পালা খেতে কৃষ্ণে। বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য করার অপরাধে আমার প্রতিকূলে গবর্ণমেণ্টে কেন রিপোর্ট করা যাইবে না তীব্র ভাষায় কমিশনার দস্তুর মোতাবেক আমার কৈফি-য়ত চাহিলেন। আমি তীব্র ভাষায় আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় লিখিয়া উপসংহারে শ্লেষ করিয়া লিখিলাম যে কোথায় এরূপ একটা ডাকাতি আমি ধরিয়াছি বলিয়া পুরস্কার পাইব, না গবর্ণমেণ্টে অভিযুক্ত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইলাম। মিঃ পেলু তখন মেঠো স্বরে লিখিলেন মোক-দ্দমা বরিশাল গেলেও এই ভীষণ ডাকাতি এরূপ দক্ষতার সহিত ধরার জন্য সম্যক প্রশংসা আমিই পাইব। "Oliver Cromwell! the bird has flown away." আমিও উত্তর দিলাম যে আমি ইতিমধ্যে মোক-দ্দমা ফরিদপুরের সেসনে অর্পণ করিয়াছি। বিচারে তাহাদের দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে ব্যক্তি প্রথম একরার করিয়াছিল আমি তাহাকে সাক্ষীর শ্রেণীতে লইয়াছিলাম। সে অব্যাহতি পাইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরে এক দিবস অধিক রাত্রিতে ইন্স্পেক্টার আমাকে জাগাইয়া সংবাদ দিলেন যে, চৌকিদার আসিয়া সংবাদ দিয়াছে যে আর একদল সন্দিগ্ধ নৌ-ডাকাত, যাহারা হাঁড়ি ব্যবসায়ে বাহির হইয়াছিল, তাহারা সে রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে কোনও মাল পত্র নাই, তবে তাহাদের গায়ে জখম আছে। গায়ে জখম আছে এমন একটি লোক, যাহাকে আগে পাওয়া যায়, গ্রেপ্তার করিয়া আনিতে আমি ইন্স্পেক্টারকে তখনই পাঠাইলাম। আমি যে এরূপ জাল পাতিয়া রাখিয়াছি ডাকাতেরা জানিত না। তাহারা বাড়ী ফিরিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছিল। প্রভাতের পূর্ব্বে ইন্স্পেক্টার

একজনের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পলায়ন করিবার সময়ে ধরিলেন; এবং প্রাতে আমার কাছে উপস্থিত করিলেন। তাহার নাসিকার ও ললাটের উপর এক বিচিত্র তরবারের কোপ। ঠিক যেন বৈষ্ণবদের ফোঁটা। তাহার কণ্ঠ তালুকা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সেও জাতিতে নমঃশূদ্র বা চাঁড়াল। আমি তাহাকে বলিলাম—"তুমি বুঝিতেছ আমি সকলই টের পাইয়াছি। বিশেষতঃ তোমার কপালে সেই বিচিত্র ফোঁটা, তাহাতেই ব্যাপার কি বুঝা যাইতেছে। অতএব আর গোপন করিয়া কি হইবে? সকল কথা খুলিয়া বল।" সেও ভয়ে সকল কথা স্বীকার করিবে বলিল। আমি তাহার একরার লিখিতে বসিলাম। সে বলিল যে তাহারা পাঁচ জন হাঁড়ি বিক্রয় করিবার ছলনায় ডাকাতি করিতে বরিশালের দিকে গিয়াছিল। সেখানে ঠিক বরিশাল সহরের নীচে নদীতে এক মহাজনের নৌকা আক্রমণ করে। সে নৌকাতে একজন ভাল খেলোয়ার ছিল। সে একক তরবারি হস্তে তাহাদের গতিরোধ করে। তাহাদের হাতে লাঠি মাত্র ছিল। তাহারা কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না। সেই ব্যক্তি তরবারির দ্বারা এবং তাহার সঙ্গী মাঝি মাল্লারা লাঠির দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করাতে তাহারা পলায়ন করিয়া আসিয়াছে। তাহারাও প্রহার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই তরবারিধারীও আহত হইয়াছে। আমি আবার পুলিস কর্ম্মচারী একজনকে বরিশাল পাঠাইলাম। সে যাইয়া দেখিল যে ঠিক এরূপ একটা ঘটনার এজাহার বরিশাল ষ্টেশনে হইয়াছে এবং সেই লোকটা আহত হইয়া হাসপাতালে আছে। সেখানকার বিচক্ষণ পুলিস প্রভুরা আবার রিপোর্ট করিয়াছেন যে মহাজন নৌকাতে ছিল না। মাঝিরা তাহার টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ একটা ঘটনা সৃষ্টি করিয়া মিথ্যা এজাহার

করিয়াছে, এবং বিচক্ষণ শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট আবার তাহাই বেদবাক্যবৎ বিশ্বাস করিয়া সে রিপোর্টের সেরেস্তায় চির বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন প্রকৃত ঘটনা কি টের পাইয়া তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। আবার পূর্ব্ব মোকদ্দমার অভিনয় আরম্ভ হইল। কিন্তু এবার ঢাকার কমিশনার এরূপ তীব্রভাবে আদেশ পাঠাইলেন যে মোকদ্দমাটি বরিশালে না পাঠাইয়া রাখিতে পারিলাম না। এই মোকদ্দমায়ও আসামীদের দীর্ঘ কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল।

উপর্য্যুপরি এরূপ দুটি দল জল-ডাকাত ধরা পড়াতে ইহাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সবডিভিসনব্যাপী একটা জয় জয় কার পড়িয়া গেল। আর যে সকল ডাকাতদের নাম আমার 'কাল খাতায়' ছিল, ক্রমে সংবাদ আসিতে লাগিল যে তাহারা এ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছে, এবং জলযাত্রা ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। তাহার পর আমি যতকাল মাদারিপুরে ছিলাম, আর তাহারা কখনও গৃহত্যাগ করিয়া কোথায়ও গিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাই নাই। বিশ বাইশ বৎসর পরে এখন শুনিতেছি এ অঞ্চলে আবার এ সকল নৌ-ডাকাতের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। এখন বঙ্গের বিধাতা-পুরুষ নিরীহ Sir John Woodburn; অতএব হইবারই কথা। আমার মত কর্ম্মচারীরা তাঁহার বিষ-চক্ষে পড়িয়াছে, এবং যাহাদের নাম মাত্র কেহ কখনও শুনে নাই সেরূপ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটেরা জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেছে! আজ যেরূপ দেশব্যাপী চুরি, ডাকাতি ও গুরুতর ঘটনা সকলের প্রাচুর্ভাব, এরূপ অরাজকতা আমার এই তেত্রিশ বৎসর চাকরিতে কখনও শুনি নাই। ঠিক যেন আবার সেই ঠগ ডাকাতের দিন ফিরিয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকা যথার্থই বলিতেছেন—The Muffasil administration has fallen to pieces—মফঃস্বলে

অরাজকতা উপস্থিত। তাহা হইলেই বা! 'স্যার জন' মফঃস্বলের এক এক স্থানে দুই বার তিন বার করিয়া 'পরিদর্শনে' যাইতেছেন, এবং সালুর, কলা গাছের, ও বাঁশের বংশ ও বৃক্ষের পাতা নিঃশেষ হইতেছে, এবং দুরবস্থাগ্রস্থ মফঃস্বল জমীদার ও গরিব আমলার চাঁদায় চাঁদায় ঋণভার বাড়িতেছে। প্রত্যেক বৎসর লক্ষ টাকা এরূপে প্রভুদের অভ্যর্থনাতে ধ্বংসপুরে যাইতেছে। এ টাকায় দেশের কত কষ্ট নিবারিত হইতে পারিত! পিপাসায় কাতর লোকেরা জল চাহিলে 'স্যার জন' বলেন জমীদারদের পুষ্করিণী খনন করিয়া দিতে বল!! অধিকাংশ জমীদারদের গৃহের চালের যে খড় নাই তাহা প্রভুর জ্ঞান নাই। এক স্থানে মুসলমানেরা প্রার্থনা করিয়াছিল যে তাহাদের মসজিদ যে হাস-পাতালে পরিণত হইয়াছে, তাহা উঠাইয়া লওয়া হউক। প্রভু বলিলেন—"বেশ কথা! তোমরা একটা হাসপাতাল গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেও!!" দেশের সুশাসনের সঙ্গে সম্পর্কই নাই। এরূপ বহুমূল্য উপদেশ দিয়া প্রভুরা দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও উপহারে যে অর্থ যাইতেছে, তাহার দ্বারা পুষ্করিণী খনিত হইলে দেশের কত জলাভাব দুরীভূত হইত। আশ্চর্য্য যে কলাগাছ, লাল সালু, ও সামান্ত বাজি পোড়ান দেখিয়া, এবং পরের ব্যয়ে উদরপূর্ণ করিয়া খাইয়া কি ইহাদের পরিতৃপ্তি হয় না? এরূপ অযোগ্য লোকের হস্তে রাজ্য-শাসন পরিন্যস্ত হইলে, তাহাতে অরাজকতা না হইয়া আর কি হইবে? দেশে হা অন্ন, হা জল রব না উঠিবে ত আর কি উঠিবে? ডেপুটিরা ও পুলিসেরা বুঝিয়াছে যে দেশ ভালরূপে শাসন করিলে, কি চুরি ডাকাতি নিবারণ করিলে, তাহাদের পদোন্নতি হইবে না। বরং ছোকরা ম্যাজিষ্ট্রেট-দের সঙ্গে মত ভেদ হইয়া অবনতির সম্ভাবনা। তাহারা বুঝিয়াছে দেশের কর্ত্তা "সাবানে জন" পদোন্নতির একমাত্র উপায়—সাবান।

মাদারিপুর ত্যাগ।

মাদারিপুর এখন বেশ সুশাসিত। সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। মোকদ্দমার সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট বহু পূর্ব্বে অতিরিক্ত ডেপুটিকে স্থানান্তরিত করিয়া একজন সব ডেপুটি দিয়াছেন। তাঁহার ও আমার দুই তিন ঘণ্টার বেশী কায করিতে হয় না। যে মাদারিপুরে দুই জন ডেপুটি প্রভাত হইতে রাত্রি দশ এগারটা পর্য্যন্ত হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও কায সামলাইতে পারেন নাই, সেই মাদারিপুরে দুই তিন ঘণ্টার মাত্র কায, এ কথা এখনও বোধ হয় শুনিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। বারটার পর কাছারিতে যাইয়া প্রায় তিনটার সময় গৃহে ফিরিতাম, এবং পাঁচটার সময় একখানি ছোট নৌকায় বেড়াইতে বাহির হইতাম। এ নৌকাখানি আমি নিজে কিনিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার নাম রাখিয়াছিলাম—'প্রমোদিনী'। তাহার বিচিত্র কাপড়ের সাজ সজ্জা করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি, সবডেপুটি, ইন্‌স্পেক্টার, ডাক্তার এবং সময়ে সময়ে একজন পাচক থাকিত। আমরাই মাঝি আমরাই দাঁড়ী। এই নৌকায় সন্ধ্যার সময়ে কুমার ও আড়িয়ালখাঁ নদীতে বেড়াইতাম। সঙ্গীতের তালে তালে দাঁড় পড়িত। তীরে লোক দাঁড়াইয়া নৌকার বাহার দেখিত ও সঙ্গীত শুনিত। আমি নিজে ফ্লুট বাজাইতাম। গ্রীষ্মের দিনে সন্ধ্যার পর বিশাল নদীগর্ভে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নীল আকাশ তলে নীল সলিল রাশির তর তর শব্দের সঙ্গীত শুনিতাম। শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্নাস্নাত আকাশের ও নদী বক্ষের শোভা দেখিতাম। আমাদের গায়কটি একটি গান রচনা করিয়াছিলেন।

গীত।

ভাসলো তরী 'প্রমোদিনী' কুমারে।
কি বাহার চলে ধীরে ধীরে!
নবীন মাঝি, নবীন দাঁড়ী, নবীন কাণ্ডারী,
ললিত মধুরস্বরে বাজিছে বাঁশরী,
আহা! মরি, মরি!

মাদারিপুরের শেষের কয়মাস এরূপে বড় সুখে যাইতেছিল। সব ডেপুটি ও ইন্‌স্পেক্টারের বাসাবাড়ী সবডিভিসন অট্টালিকার দুই পাশে ছিল। পরিবারদের মধ্যে যাতায়াত ছিল। আমি আফিসে চলিয়া আসিলে—

"মালিনীর বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস ?"

সত্য সত্যই সবডিভিসন গৃহ এক নাট্যশালায় পরিণত হইত। স্ত্রীলোকেরা মিলিয়া খুব আমোদ করিত। সেখানে কোর্ট বসিত, পুলিস তদন্ত হইত। এরূপে আমাদের কার্য্যকলাপের অপূর্ব্ব অভিনয় ও সমালোচনা হইত। অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত পরিবারদের ছুটাছুটিতে এবং হাসি তামাসাতে স্থানটি মুখরিত হইত। কখন কখন একটুকু Practical joke (কার্য্যত উপহাস) ও চলিত। ছুটি হইতে ফিরিয়া যাইতে স্ত্রীকে বাড়ী রাখিয়া গিয়াছিলাম। তিনি আমার কিছুদিন পশ্চাতে আসেন। আমার যশোহর মাগুরায় অবস্থিতি সময়ে সব ডেপুটির পিতা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কাযে কাযে তিনি ও আমি জলে জলের মত মিশিয়া গেলাম। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার পরিবারবর্গ আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহার বাসায় খাইতে বিলম্ব হইবে বলিয়া তিনি রাত্রিতে আমার সঙ্গে আহার করিয়া প্রায় এগারটার সময়ে

গৃহে ফিরিলেন। আমি শয়ন করিলাম। নিশীথ রাত্রিতে খড় খড়ির শব্দ শুনিয়া আমি জাগিলাম। কে?—উত্তর নাই। কেবল খড়খড়ি নড়িতেছে। মাদারিপুরে প্রাণ হাতে করিয়া আমাকে থাকিতে হইত, কারণ আমি বদমায়েসদের বড়ই কঠোর শাসন করিতেছিলাম। আমি মনে করিলাম কেহ আমাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। চীৎকার করিয়া ভৃত্যকে ডাকিতে লাগিলাম। তাহার সাড়া শব্দ পাইলাম না। শুনিলাম কপাটের বাহিরে হাসির শব্দ। আমি আবার বলিলাম—কে? উত্তর—কি বিপদ! মহাশয় দোর খোল না। আবার প্রশ্ন—কে? তুমি? এত রাত্রিতে কেন আবার মরিতে আসিয়াছ। বাড়ীতে বুঝি শুইবার স্থান হয় নাই? উত্তর—আরে মহাশয় দোর খুলিয়া দেখ না। আমি একা নহি। প্রশ্ন—সঙ্গে কে? যম? যাও রাত্রিতে জ্বালাতন করিও না। উত্তর—তুমি একবার দোর খুলে দেখ না? সঙ্গে আমার স্ত্রী। সেই সঙ্গে রমণীর ঈষৎ হাস্য ও মধুর কণ্ঠ কাণে গেল। আমার গায়ে কিছু নাই। আপাততঃ বিছানার চাদর টানিয়া লইয়া গায়ে উত্তরীর মত জড়াইয়া উঠিলাম এবং দ্রুত হস্তে দ্বার খুলিয়া দিলাম। দেখি সত্য সত্যই একটি ভদ্র মহিলা অবনত ও অবগুণ্ঠিত মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। গৃহ অন্ধকার। ভৃত্যের কক্ষে একটা দীপ জ্বলিতেছিল। আমি ব্যস্ত হইয়া বেগে আনিতে উহা হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহারা পতি পত্নী আমার এরূপ ভাব দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। ভৃত্য উঠিল। হলঘরের টেবিলের ল্যাম্প জ্বালিয়া দিল। আমি আপনার সহোদরার মত বন্ধুর স্ত্রীকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিয়া বলিলাম—আপনার স্বামী একটি পাগল আমি জানি। আপনি কেমন করিয়া এমন পাগলামি করিয়া আসিলেন, এবং আমাকে এরূপ অপ্রতিভ করিলেন? তিনি বলিলেন—"তিনি

আসিতে বলিলেন। "আপনার কাছে আসিব, তাহাতে আর পাগলামি কি?" তিনজনে বসিয়া বহুক্ষণ বড় আনন্দে আলাপ করিলাম। শেষে আমি বলিলাম—"আপনি পথ ক্লেশে শ্রান্ত, রাত্রি অনেক হইয়াছে, চলুন আমি গিয়া আপনাদের গৃহে রাখিয়া আসি।" সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি। তিনি যেন চিরপরিচিতার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, এবং যতদিন মাদারিপুরে ছিলাম ততদিন আমাকে সহোদরের মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তিনি একটি রমণী রত্ন। আমার সহধর্ম্মিনী অভিমানের একটা আগ্নেয়গিরি। আর সব ডেপুটির স্ত্রী তাহার বিপরীত। আমার স্ত্রী তাহাকে কলাগাছ বলিতেন, এবং এক আধটুকু অভিমানের তালিম দিতে যাইতেন। কিন্তু শিক্ষা বিফল করিয়া তিনি বলিতেন—"দিদি! অভিমান করিয়া থাকিলে স্বামীকে ভালবাসিব কখন?"

কিছুদিন পরে স্ত্রী আসিলেন। সব ডেপুটির কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিল। সে নিতান্ত গো-বেচারি রকমের ভাল মানুষ। তাহার বালিকা-পত্নী একটি সোনার পুতুল। আমি এমন সুন্দরী বড় দেখি নাই। তাহাকে লইয়া আমরা নিত্য তামাসা করিতাম। আমি আফিস হইতে আসিয়াছি। সে চলিয়া যাইতেছে। আমি বলিলাম—"বউ! তুই যদি আর এক পা যাস্, তোর বাপের দিব্বি।" আর সে অমনি পুতুলটির মত পদ্মাসন করিয়া ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। যতক্ষণ না বলিব "বউ এখন যাও" সে সেখানে বসিয়া থাকিত, আর আমরা হাসিতাম। তাহার স্বামী আসিয়াছে। রসিকারা মিলিয়া তাহাকে পালঙ্গের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া একটা বালিশ সাজাইয়া পালঙ্গে শোয়াইয়া রাখিয়াছে, এবং চারিদিকে আড়ি পাতিয়া রহিয়াছে। স্বামী বেচারি এই ফাঁদে পড়িয়া বালিশের সঙ্গে প্রেমালাপ আরম্ভ করিয়াছে, আর রসিকারা একত্র ছুটিয়া আসিয়া আমার গৃহের প্রাঙ্গনে ঘাসের উপর পড়িয়া হাসিতে হাসিতে গড়া

গড়ি দিতেছে। আমি নিদ্রা হইতে জাগিয়া বুঝিলাম ব্যাপার খানা কি? আমি হাসি চাপিয়া তিরস্কার করিলে, তাহারা পলায়ন করিল। সবডেপুটি আমার গলা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল—"মহাশয়! দেখিয়াছেন ইহারা আমার ভাইটিকে সিধে মানুষ পাইয়া কি বাঁদোর সাজাইতেছে!" তাহারা নিত্য একটা না একটা ফিকির করিয়া বেচারিকে এরূপে জ্বালাতন করিত, আর বউটি কলের পুতুলের মত তাহারা যেরূপ চালাইত সেইরূপ চলিত।

মাদারিপুরে সেই সময় একটি মুনসেফ ছিলেন। তিনি জাতিতে গোয়ালা ঘোষ। নিজে লোকটি বড় মন্দ নহেন। তবে মানুষ মুনসেফ হইলে যেমন একটা কিরূপ হয়, তিনিও তেমনি ছিলেন। পেয়াদা একজনের দ্বারা মাথার পাঁচ হাত উপরে ছাতা ধরাইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের এদিকে বেড়াইতে আসিতেন। আমোদ আহ্লাদের বড় ধার ধারিতেন না। দেওয়ানী আইনে তাহা নাই। তাঁহার পত্নী একটা জগদম্বা। আমাদের বাড়ীতে বহুনিমন্ত্রনের পর তিনি মহা সঙ্কটাপন্ন হইয়া একবার মেয়েদের নিমন্ত্রণ করেন, এবং আমার স্ত্রীকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। "নিমুর জন্মের মধ্যে কর্ম্ম চৈত্র মাসে রাস।" স্ত্রীর জন্য সর্ব্বাগ্রে পাল্কী পাঠাইয়া দেন। কিন্তু কোনও কার্য্যগতিকে তাঁহার যাইতে বিলম্ব হইবে বলিয়া সেই পাল্কীতে সব ডেপুটির পরিবার যান। মুনসেফের স্ত্রী মনে করিলেন আমার স্ত্রীই গিয়াছেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া পাল্কীর দ্বার খুলিয়া দেখিলেন সব ডেপুটির স্ত্রী। তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"ও আমার পোড়ার দশা! আমি তোমার জন্য বুঝি পাল্কী পাঠাইয়াছিলাম।" সব-ডেপুটির স্ত্রীও পশ্চাৎপদ হইবার পাত্রী নন। তিনি বলিলেন—"মর্ মাগি! ভদ্র লোকের স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া এরূপ অপমান করিস্! তুই

কেমন ছোট লোক রে!" অতিথির এ সমাদরের কথা সবডেপুটী তাহার ভৃত্যের মুখে শুনিয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মহাশয়! এ বেটী জাত গোয়ালার মেয়ে। আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়া আসিতে বলিয়া পাঠাই।" আমি নিষেধ করিলাম। তাহার পরের বার আমার পত্নী উপস্থিত হইয়া এ বিভ্রাট মিটাইলেন। কিন্তু সব-ডেপুটি ভুলিবার কি ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহার পরদিন নৌকায় বেড়াইবার সময় সে নৌকা একবারে মুনসেফের বাড়ী ঘেসিয়া চালাইয়া দিল। তাঁহার বাসা বাড়ী কুমার নদের উপরই ছিল। তাহার পার্শ্বে নৌকা পৌঁছিলে সকলে গান ধরিলেন—"আমি গোপী গোয়ালিনী, ছিটে ফোটা কতই জানি।" মুনসেফ বেচারির স্ত্রী ক্ষেপিয়া তাহাদের ধরিয়া লইবার জন্য পেয়াদা ডাকিতে লাগিল, এবং তাহাদের ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের জন্য অযথা আহারের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। আমি সেদিন নৌকায় ছিলাম না। আমি শুনিয়া সকলকে ভর্ৎসনা করিলাম। কিন্তু তাহারা ছাড়িবার পাত্র নহে। সেদিকে নৌকায় গেলেই সেই সর্ব্বনেশে গান ধরিত, আর ভদ্র লোকের স্ত্রী ক্ষেপিয়া একটা কাণ্ড কারখানা করিত। মুনসেফ বেচারি আর সেই অবধি আমাদের এ পাড়ায় পদার্পণ করিত না।

আর এক নিত্য আমোদের জিনিষ জুটিয়াছিল এক বৃদ্ধ বৈরাগী। "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষমা।" তাহার ভাগ্যেও এক তরুণী জুটিয়াছিল, আর জুটিয়াছিল সেই বৈরাগিণীর এক বেনে নাগর। বৈরাগী তাহার বৈরাগিণী হরণের এক নালিশ উপস্থিত করিল। ব্যাপারখানা কি তাহা বুঝিবার জন্য আমি প্রথম সাক্ষীশ্রেণীতে তাহার বৈরাগিণীকে তলব দিলাম। বেনে তাহাকে লইয়া লুকোচুরী খেলিতে লাগিল। বহুদিন যাবত তাহাকে পাওয়া গেল না। কিন্তু বৈরাগী তাহার অপূর্ব্ব

মূর্ত্তিখানি লইয়া আমার সঙ্গ লইল। তাহার বয়স ষাটের এদিকে নহে। দেখিতে লোলচর্ম্মাবৃত একখানি শুষ্ক কাষ্ঠ বিশেষ। পৃষ্ঠে কুঁজ দেখা দিয়াছে। চক্ষু এরূপ কোটরস্থ যে তাহার অস্তিত্বের সহসা উদ্দেশ পাওয়া যায় না। গণ্ড চর্ম্ম স্খলিত; দন্ত প্রায় পতিত। হাতে যষ্টি, পৃষ্ঠে ঝুলি। আফিস এবং আমার গৃহের দ্বারে সে ২৪ ঘণ্টা ত আছেই। আমি বেড়াইতে বাহির হইলে আমার পায়ের উপর মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবে। তাহার জন্য আমার পথ চলা অসাধ্য হইয়া উঠিল। সে না গ্রাহ্য করে পুলিসকে, না আরদালিকে। যখনই আমাকে দেখিবে কাতর কণ্ঠে—'আমার বৈরাগিণী আনিয়া দেও'—বলিয়া সযষ্টি ঝুলি আমার সম্মুখে ভূতলশায়ী হইয়া পথ বন্ধ করিয়া রাখিবে। সব ডেপুটিরা তাহাকে শিখাইয়া দিত, আর সে কখনও আমাকে দুই চারি গণ্ডা পয়সা, কখন একটা পান সাধিত, আর কাকুতি করিয়া বলিত—"আমার আর কিছু নাই। এ পয়সা কয়টা নেও, আর আমার বৈরাগিণীকে আনিয়া দেও।" ঐ দিকে পুলিস প্রভুরা বেনের কাছে কিছু প্রণামি লইয়া বৈরাগিণীকে কিছুতেই আনিবেন না। শেষে আমি বড় পীড়াপীড়ি করিলে আর একদিন এক মোক্তার তাহাকে কোর্টে উপস্থিত করিল। তাহার রূপে কোর্ট আলোকিত হইল। কোর্টের চারিদিক লোকারণ্য হইয়া গেল। সে একটি অসামান্যা সুন্দরী যুবতী। এরূপ সুন্দরী হইয়া সে বৈরাগিণী, এবং এরূপ বৈরাগীর প্রণয়িনী! বিধাতার কি নির্ব্বন্ধ! কবি মধুসূদন যথার্থই বলিয়াছেন।

"সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জ্জন কাননে,
গজমুক্তা থাকে গুপ্ত শুক্তির সদনে।
হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর।
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর।

পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া।
হায় বিধি! এ কুবিধি কিসের লাগিয়া?"

তাহার তখন পূর্ণ যৌবন। সে মোক্তারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কোর্টে প্রবেশ করিবামাত্র বৈরাগী ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ দিয়া তাহার পশ্চাৎ হইতে আলিঙ্গণ করিয়া ধরিল, এবং সে তাহার সম্মুখের মোক্তারকে জড়াইয়া ধরিল। বৈরাগী পশ্চাৎ হইতে দন্তে জিহ্বা কাটিয়া তাহার অঙ্গের এরূপ সঞ্চালন আরম্ভ করিল, এবং সে আঘাত মোক্তার মহাশয়ের চাপকান-পায়জামা-পাগড়ি-মণ্ডিত অঙ্গে এরূপভাবে লাগিতেছিল, যে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমার কাছে নালিশ করিতে লাগিলেন—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আদালতের সম্মুখে এ কেমন বেইজ্জতি!" চারিদিকে একটা হাসির তুফাণ ছুটিয়াছে। সব-ডেপুটি প্রভৃতি সকলেই আসিয়া জুটিয়াছেন। বিচার করিব কি আমারও হাসিতে ধর্ম্মাবতারত্ব লুপ্ত হইয়া পার্শ্ব ব্যথা হইতে লাগিল। আমি এক এক বার কোর্টের আরদালি ও কনিষ্টবলকে বৈরাগীকে ছাড়াইয়া দিতে গর্জ্জন করিতেছি। কিন্তু বেচারিরা করিবে কি? তাহারা নিজে হাসিয়া আকুল; এবং বৈরাগী বৈরাগিণীকে, এবং বৈরাগিণী মোক্তারকে এরূপ কাঁকড়ার মত জড়াইয়া ধরিয়াছে যে তাহারা কিছুতেই ছাড়াইতে পারিতেছে না। তাহাদের প্রহারেও বৈরাগীর অঙ্গ-সঞ্চালনের বেগ থামিতেছে না। ইহার বিচারের ফল আর বোধ হয় বলিবার অবশ্যক করে না। বলা বাহুল্য বৈরাগিণী গরিব বৈরাগীকে অস্বীকার করিল। বৈরাগী যে আর দুই চারি বৈরাগীকে সাক্ষ্য মানিয়াছিল, তাহারা বেনের কাছে কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ লাভ করিয়া বৈরাগী কি বৈরাগিণী কাহাকেও চিনে না বলিল। কাযেই বৈরাগিণীকে ছাড়িয়া দিতে হইল। মোক্তার মহাশয় বলিলেন—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমার সঙ্গে একজন কনেষ্টবল দেওয়া হউক। না হইলে বৈরাগী আবার ইহাকে

পথে ধরিয়া তাহাকে ও আমাকে বেইজ্জত করিবে।” বৈরাগীকে ধরিয়া রাখিতে আমি একজন কনেষ্টবলকে হুকুম দিলে বৈরাগিণী সেই মোক্তারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ লোকারণ্যসহ চলিয়া গেল। আর বৈরাগী কোর্টের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহার উদ্দেশে এরূপ ভাবে ছন্দে বন্দে তাহার বিরহ প্রকাশ করিতে লাগিল যে সে দিন কাছারি করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। ইহার পরও মাদারিপুরে আমি যত দিন ছিলাম, কি সদরে, কি শিবিরে, এক এক দিন বৈরাগী অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া “আমার বৈরাগিণীকে আনিয়া দেও” বলিয়া চীৎকার করিয়া আমার পায়ের উপর মরার মত পড়িত। হা বিধাত! রূপের মোহ বুঝি মানুষ শ্মশান পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারে না।

এরূপে মাদারিপুরে সেই ঝড় বজ্রের পরে কয়েকটি দিন বেশ আনন্দে যাইতেছিল, এমন সময় আমি আবার পীড়িত হইয়া পড়িলাম। আবার সেই পুরাতন ম্যালেরিয়ার জ্বর আমার স্কন্ধে চাপিলেন। আমি পনর দিন যাবৎ শয্যাশায়ী হইয়া রহিলাম। আর সহ্য করিতে না পারিয়া কালেক্টার জেফ্রি এবং কমিশনার পেলু সাহেবকে লিখিলাম। সে সময়ে রাণাঘাট খালি হইতেছে শুনিয়া আমি জেফ্রির কাছে রাণাঘাটের জন্য লিখিলাম। সে সময়ে ঘটিরাম ডেপুটি মাদারিপুরে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন বেঁহার সবডিভিসনের মত স্থান আর ভূভারতে নাই। তাহার জল বাতাসের ত কথাই নাই। উহা সবডিভিসন নহে, একটা রাজত্ব। সেখানে কিন্তু যে ডেপুটি আছেন শুনিলাম তিনি একজন ডেপুটি দলের টেক্কা। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনারদের পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন, এবং তাঁহাদের নিত্য ডালির জন্য কলিকাতা ও এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ডাক বসান। আমি বলিলাম এরূপ মহৎ স্বত্বের স্থান আমি ক্ষুদ্র জীব কিরূপে পাইব। মনে মনে কিন্তু স্থানটির জন্য

বড়ই লালায়িত হইলাম। জেফ্রি লিখিলেন যে তিনি জানেন যে রাণাঘাট বাঙ্গালি ডেপুটির ত্রিদিব, কিন্তু আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তিনি আমাকে বেহারে কোনও স্থানে বদলির জন্য লিখিলেন। সম্ভবতঃ এরূপ স্থানই পাইব। কমিশনারও লিখিলেন—"আমি আপনার মত মূল্যবান কর্ম্মচারীকে আর মাদারিপুরে রাখিয়া হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব কোনও সুস্থ স্থানে বদলির জন্য আমি বিশেষ করিয়া লিখিলাম।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য! গেজেট আসিলে দেখিলাম আমি বেহার সব-ডিভিসনেই বদলি হইয়াছি! শ্রীভগবানের কি দয়া! ইচ্ছাময় এরূপে অনেক বার আমার হৃদয়ের গুপ্ত ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। আমরা আনন্দে অধীর হইলাম। মাদারিপুরব্যাপী একটা হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। সহৃদয় জেফ্রি গেজেট দেখিয়াই লিখিলেন—"আমার অনুরোধ সফল হইয়াছে। আপনি বেহার অঞ্চলে বদলি হইয়াছেন এবং একটা উৎকৃষ্ট সব-ডিভিসন পাইয়াছেন। আপনার স্থানে কে আসিবে আমি জানি না। যে আসুক, আমি এমন কর্ম্মচারী আর পাইব না।" কমিশনারও এরূপ একখানি বিদায় পত্র লিখিলেন। মাদারিপুরে রোগ, শোক ও দুর্দ্দান্ত-সব-ডিভিসন-শাসন-জনিত-অশান্তির মধ্যে, আমি এরূপ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার পাইয়া রাজকার্য্য সম্বন্ধে বড় সুখে ছিলাম।

বদলির সংবাদ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িলে যে সকল লোককে আমি কঠোর শাসন করিয়াছিলাম, তাহারা পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া আমার বদলিতে হাহাকার করিতে লাগিল। সকলে বলিতে লাগিলেন—সত্য মিথ্যা জানি না—"মাদারিপুর আর কেহ এরূপ শাসন করিতে পারে নাই। পারিবেও না।" সেই জাল মোকদ্দমার দুর্দ্দান্ত চক্রবর্ত্তীরা কেহ ঢাকায়, কেহ বরিশালে ছিলেন। ছুটিয়া আসিয়া

কাঁদিয়া বলিলেন—"আমাদের উপায় কি হইবে। আপনি চলিয়া গেলে আবার ফরাজিরা ক্ষেপিয়া উঠিবে। আমরা দেশে তিষ্টিতে পারিব না।" সেই দিন তাঁহারা বলিলেন যে তাঁহারা আমাকে প্রথমতঃ এরূপ শত্রু মনে করিতেন যে আমাকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহারা কয়েকবার আমার মফঃস্বল যাতায়াতের পথে লোক রাখিয়াছিলেন। আমি সেই সেই রাত্রিতে সে পথে গেলে তাঁহারা নিশ্চয় আমাকে খুন করিতেন। আমার মনেও এরূপ আশঙ্কা ছিল। তাই আমি যে দিকে যাইব ঠিক তাহার বিপরীত দিকে যাইব বলিয়া প্রকাশ্য কাছারিতে বলিতাম। ইহাতে এ সকল হত্যার ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইত। চক্রবর্ত্তীরা বলিলেন যে এখন তাঁহারা বুঝিতেছেন যে আমি তাঁহাদের কি উপকার করিয়াছি। পূর্ব্বে বৎসর বৎসর তাঁহাদের প্রায় ১০,০০০৲ টাকা মোকদ্দমার খরচ যাইত এবং দুর্গতির সীমা ছিল না। সেই বৎসর তাঁহাকে একটাও মোকদ্দমা করিতে হয় নাই। যাহাদিগকে আমি পুলিস কনেষ্টবল করিতে চাহিয়াছিলাম সেই উভয় পক্ষ জমীদার একদিন আমার সঙ্গে এক সময়ে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। উভয়ে বন্ধুভাবে বসিয়া উভয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন, এবং আমার শাসন কার্য্যের শত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও আমার হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিলেন। 'নগেনের পিসি' যথার্থ বলিয়াছিল যে মানুষ না মরিলে ত প্রাণটা বাহির হয় না, তাই নগেন স্বপ্নে লাট হইয়া যে তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই এ অভিমানে তাহার প্রাণটা বাহির হইতেছিল না। আমারও তাই! মাদারিপুরে মৃত্যু আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল না, তাই প্রাণটা যায় নাই। আমি তাহাদের বলিলাম তাঁহারা যে এক সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন এবং পরস্পর এরূপ বন্ধুভাবে ব্যবহার

করিতেছেন, উহা দেখিয়া আমারও এ সব-ডিভিসন-শাসন-শ্রম সার্থক বোধ হইতেছে। মোকদ্দমার সংখ্যা বড়ই কমিয়া গিয়াছিল। মোক্তারেরা দ্বিতীয় বৎসর কোর্টের সম্মুখে মলিনমুখে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহারাও আমার বদলিতে দুঃখ প্রকাশ করিলে আমি বড় হাসিলাম। তাঁহারা বলিলেন যে মোকদ্দমা কমিয়া তাঁহাদের আয়ের হানি হইয়া থাকিলেও তাঁহারা মাদারিপুরবাসীরা স্ত্রী পুত্র লইয়া নির্ভয়ে ছিলেন। এমন সুখটা তাঁহাদের ভাগ্যে আর ঘটে নাই। অত্যাচার ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত।

এরূপ জয় জয়কারের মধ্যে আমি এক দিন প্রাতে মাদারিপুর হইতে অতি প্রত্যুষে বিদায় গ্রহণ করিলাম। দেখিলাম নদীতীরে প্রায় সমস্ত মাদারিপুরবাসী সেই প্রত্যুষে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। আমরা পতি পত্নী আমাদের প্রথম সন্তান 'নীরেনকে' মাদারিপুরে চিরদিনের জন্য রাখিয়া, এবং দ্বিতীয় শিশু নির্ম্মলকে বুকে লইয়া নৌকায় উঠিলাম। কয়টি পরিবারের সঙ্গে মিশিয়াছিলাম, তাঁহাদের নরনারীর ও শিশুদের সেই সস্নেহ বিদায় ও রোদন এখনও ভুলিতে পারি নাই।

———o———

বেহার যাত্রা।

উষার সময়ে নৌকা খুলিয়া দেখিলাম, কুমারের উভয় তীরে আড়িয়াল খাঁর সহিত সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত সারি সারি লোক দাঁড়াইয়া কাতর নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। সকলের মুখে একই কথা—"এমন কেহ আর মাদারিপুর শাসন করিতে ও সুনাম লইয়া যাইতে পারিবে না।" প্রাচীন প্রাচীনারা দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। মাদারিপুর উপবিভাগের শেষ সীমা শিবচর পর্য্যন্ত এরূপে লোকের সমানভাবে প্রীতিলাভ করিতে করিতে মাদারিপুর ত্যাগ করিলাম। মাদারিপুর আমার উভয় শোকের ও সুখের স্থান। বিবাহের ত্রয়োদশ বৎসর পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় তাঁহার মন্দির ছায়ায় যে সন্তান পাইয়াছিলাম, শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্র তীরে জন্মিয়াছিল বলিয়া যাহার নাম নীরেন্দ্র রাখিয়াছিলাম, সেই শিশু মাদারিপুরে আমাদের অঙ্কশূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। পতি পত্নী উভয়ের সেই দারুণ শোকে, এবং মাদারিপুরের সলিলসিক্ত জলবাতাসে, স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া দুই বৎসর কাল সমানভাবে রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম। সেই রোগের স্মৃতি স্মরণ করাইতে এখনও সর্ব্বদা বাম কর্ণে দূর সমুদ্র রবের মত শব্দ হইতেছে। মাদারিপুর সুখের স্মৃতিতেও জড়িত। সেখানে আমার দ্বিতীয় পুত্র নির্ম্মলের জন্ম এবং রাজকার্য্য এমন স্ফূর্ত্তির সহিত কঠোর হস্তে আর কোথায় করি নাই এবং উপরিস্থ কর্ম্মচারীর এমন পৃষ্ঠপোষণ-সুখ আর কোথায়ও পাই নাই।

ইতিমধ্যে পাটনা হইতে বন্ধু শ্যামাধব রায় লিখিয়াছিলেন যে বেহার সবডিভিসন একটি বড় বাঞ্ছনীয় স্থান (Prize Subdivision)। অনেকে তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমি যদি শীঘ্র না

যাই, তবে উহা হারাইব। অতএব গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত পালে, এবং সেখান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেলে, যত শীঘ্র যাইতে পারি চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিলাম না। কলিকাতায় পঁহুছিয়া শ্যামাধবের দ্বিতীয় পত্র পাইলাম। এবার তিনি ধমক একেবারে পঞ্চমে চড়াইয়া লিখিয়াছেন—আজ সে বন্ধুটী কোথায়?—যে বেহারের উপস্থিত সব-ডিভিসনাল অফিসার একজন বাঙ্গালী সিবিলিয়ান। তাঁহাকে সেখানে রাখিবার জন্য তিনি বেহারের লোকের দ্বারা গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়াছেন, এবং যাহাতে আমার বদলি রহিত হয় অশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অতএব আমি যদি কলিকাতায় বন্ধু-দর্শনে ও দোকান-ভ্রমণে সময় কাটাই, তবে নিশ্চয় বেহার হারাইব। কি সর্ব্বনাশ! মহাব্যস্ত হইয়া বেহার ছুটিলাম। বেলা ৪টার সময়ে বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তখন বক্তিয়ারপুরে মেল থামিত না। অতএব মন্থরগামী যাত্রী গাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল। সেখান হইতে শুনিলাম বেহার আঠার মাইল। যান পশ্চিমের খ্যাতনামা রথ "এক্কা", খাটুলি বা গরুর গাড়ি। সবডিভিসনের হেড কেরাণীকে এখান হইতে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে পত্র লিখিয়াছিলাম। দেখিলাম তিনি অনুগ্রহ করিয়া একটী প্রাণীও পাঠান নাই। ট্রেণ চলিয়া গেল। স্ত্রী, শিশু পুত্র ও দাস দাসী লইয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বড় বিপদে পড়িলাম। ষ্টেশন মাষ্টার ইন্দ্র বাবু বড় ভদ্রলোক। তিনি পরিচয় পাইয়া আমাদিগকে তাঁহার গৃহে স্থান করিয়া দিতে চাহিলেন। দেখিলাম তিনি সেই "আলপাকার চাপকান গায়ে ষ্টেশনে দাঁড়ায়ে ভাই!" রকমের ষ্টেশন মাষ্টার নহেন। তাহাতে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু কেমন করিয়া স্ত্রী পুত্র লোকজন লইয়া ষ্টেশনের একটা কক্ষে থাকি? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ষ্টেশনের

পশ্চাতে ডাক বাঙ্গালা আছে। ডাক বাঙ্গলায় যাইব শুনিয়া তিনি কিছু আপত্তি করিলেন। যাহা হউক সেখানেই গেলাম। নিকটে পুলিস আউট পোষ্ট। কিন্তু উহা বেহারের অধীন নহে, 'বারের' অধীন। তথাপি হেড কনেষ্টবল মহাশয় বলিলেন 'কুচপরোয়া নাই'। পাল্কি পাওয়া যাইবে না। তিনি খাটুলির বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। খাটুলি বঙ্গদেশের দোলাবিশেষ। তাহাতে কেমন করিয়া যাইব? কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইয়া রাত্রি ডাক বাঙ্গালায় কাটাইব স্থির করিলাম। রাত্রি নয় টার সময় বেহার হইতে দুই খানি পাল্কি ও বেহারা আসিল। একটি পদাতিকও আসিয়াছিল। দেখিলাম তাহারও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! তাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি সে একটা 'বহুত খোব সরকার!' বলে, এবং যে জিনিস পত্রের কথা জিজ্ঞাসা করি সে বলে—"সব বেলি সরাই মে মিলে গা।" আমি মনে করিলাম বেলি সরাই বুঝি একটা প্রকাণ্ড বাজার, যাহা হউক রাত্রি শেষে বেহারাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কাঁচা পথ, তাহারও অবস্থা শোচনীয়। অনুমান নয়টার সময় সবডিভিসন বাঙ্গালার সম্মুখে পাল্কি নামিল। দেখিলাম সেই বেলাতেও বাঙ্গালার দ্বার সকল কেবল বন্ধ নহে, শাশিতে কাগজ মারা! কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পথে যে একটি মিউনিসিপাল ওভারসিয়ার মিলিত হইয়াছিল, সে বলিল যে সাহেবের ভাইয়ের চোকের পীড়া আছে। তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালি সিভিলিয়ান দেখি নাই। কার্ড পাঠাইয়া আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিলাম। তিনি একটু অপেক্ষা করিয়া তলব দিলেন। গৃহে প্রবেশ করিলাম। তিনি কিঞ্চিৎ কষ্ট-গোপ্য অশ্রদ্ধার সহিত আমার অভ্যর্থনা করিলেন। যেন মনে মনে বলিলেন—"যাক্। সব চেষ্টা বিফল হইল। এ আপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।" অন্য দু এক কথার পর বলিলেন যে তিনি রাত্রি ৮ টার পূর্ব্বে বাড়ী খালি করিয়া দিতে পারিবেন

না। আমি বলিলাম—"আমি পরিবার সঙ্গে আসিয়াছি। আমার থাকিবার কি বন্দোবস্ত করিয়াছেন?" আমি মনে করিয়াছিলাম তিনি অন্ততঃ একটা কক্ষ আমাকে ছাড়িয়া দিবেন। না, তাও নহে। তিনি বলিলেন যে তিনি তাহা জানেন না। তবে শুনিয়াছেন যে বাঙ্গালার সম্মুখের বাগানের অপর দিকে জনৈক ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালি ডেপুটি যে একখানি ঘর প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেখানে আমার থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সে কিরূপ ঘর। তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিলেন যে তিনি উহা কখনও দেখেন নাই। তবে তাঁহার ধারণা যে উহা বড় সুবিধার নহে। আমি বিস্মিত হইলাম। ইনি জানেন আমি পরিবার লইয়া আসিতেছি। তাঁহার পরিবার সঙ্গে নাই। তথাপি সবডিভিসন ঘরত ছাড়িয়া দিলেনই না। আমরা কোথায় থাকিব তাহার খবর পর্য্যন্ত রাখা তিনি শিষ্টাচার সঙ্গত মনে করেন নাই। অথচ ইনি একজন বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালি সিবিলিয়ান। মনে করিয়াছিলাম ইহাঁরা কত ভদ্র হইবেন। কিন্তু বুঝিলাম বাঙ্গালি সিবিলিয়ানও দিল্লীকা লাড্ডু বিশেষ। তখন আমি সেই ঘরটি দেখিতে গেলাম। দেখিলাম উহা একটি শৃগালের বিবর বিশেষ। তদ্রূপ দুর্গন্ধেও পরিপূর্ণ। বহুকালের সঞ্চিত আবর্জ্জনা তখনই পরিস্কৃত হইতেছিল। আমি ওভারসিয়ারকে রোষ-কষায়িত নয়নে বলিলাম যে আমি পরিবার সঙ্গে আসিতেছি বলিয়া লিখিয়াছি, আর তাঁহারা কেমন ভদ্রলোক যে আমার একটুক দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত স্থির করিয়া রাখেন নাই। তিনি বাঙ্গালি, একটি দীর্ঘ মস্তকহীন শুষ্ক তালবৃক্ষ বিশেষ। তিনি কম্পিত কলেবরে বলিলেন যে তাঁহাদের দোষ কি? তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, সাহেব আমাকে বাঙ্গালাতে থাকিতে দিবেন। সেদিন প্রাতে মাত্র এ ঘর পরিষ্কার

করিতে বলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে আমি উপস্থিত হইবা মাত্র, আমাকে তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমি মনে করিলাম যে তাঁহাকে তখনই অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া দেশী-বাঙ্গালি ও বিলাতি-বাঙ্গালির একটা পালা অভিনয় করিব। কিন্তু বাঙ্গালির এ কীর্ত্তি দেখিয়া বেহারী হাসিবে। অতএব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আমি আবার তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম যে এরূপ ঘরে আমার এক ঘণ্টা থাকাও অসম্ভব। তিনি অবলীলাক্রমে বলিলেন—"কেন? তাহাতে সেই ডেপুটি বাবু বরাবর থাকিতেন। উহা তাঁহার সদর এবং সব-ডিভিসন গৃহ তাঁহার অন্দর ছিল।" এই শ্লেষে আমি আবার জ্বলিয়া উঠিলাম, আমিও একটুক শ্লেষব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিলাম—'সকলে ত আর সমান ভদ্রলোক নহে।' তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমার স্ত্রী পাল্কিতে তাঁহার দ্বারের সম্মুখে রহিয়াছেন। তাহা তিনি জানেন। ইংরাজ-জাতির স্ত্রীলোকদের প্রতি শিষ্টাচার অনুকরণীয়। ভাবিলাম বিলাত গিয়া ইহারা কেমন করিয়া এরূপ পশু হইয়া আসিল? আবার আত্ম-সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে ডাক বাঙ্গলা আছে কি? তিনি একটুক বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কেন? আপনি কি পরিবার লইয়া ডাক বাঙ্গালায় যাইবেন?" আমি আবার তীব্র কণ্ঠে বলিলাম—"গাছতলায় ত পরিবারকে রাখিতে পারি না।" তিনি তখনও অম্লান মুখে বলিলেন যে ডাক বাঙ্গালা বেলি-সরাইতে। উহা সব-ডিভিসন গৃহ হইতেও ভাল। আবার বেলি-সরাই! তখন আমাদের বেলি-সরাইতে লইতে ওভারসিয়ারকে বলিলাম, এবং ঠিক এগারটার সময় চার্জ্জ লইব বলিয়া চলিয়া গেলাম।

দেখিলাম বেলি-সরাই একটি দীর্ঘ মনোহর অট্টালিকা। বাহির দিকে শ্বেত রেখাঙ্কিত রক্তবর্ণ ইষ্টক-শোভা। সম্মুখে নাতিপরিসর

উদ্যান। পশ্চাতে চতুষ্কোণ অঙ্গণ। অঙ্গণের চারিদিকে আবার ইষ্টকগৃহ-শ্রেণী। ইহার দুই কক্ষে ডাক বাঙ্গালা। বেশ আরামের স্থান। এতক্ষণ পরে এ সুন্দর কক্ষ দুটি পাইয়া সুস্থ হইলাম। দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালি এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, পুলিস ও দুই এক জন জমীদার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মহাশয় বলিলেন যে কালা সিবিলিয়ান মহাশয় আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরাজ সিবিলিয়ানের সঙ্গেও সেরূপ করিয়াছিলেন। তিনি অকস্মাৎ শেষ রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রভাতে ইংরাজ সিবিলিয়ান জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে পাল্কিতে শায়িত দেখিয়া তুলিয়া গৃহে লইয়া চা খাইতে দিয়া বলিলেন, তাঁহার স্ত্রী সেই গৃহে আছেন। বাঙ্গালি সিবিলিয়ান যে সে দিন পঁহুছিবেন তাহা তিনি জানিতেন না। বিশেষতঃ তিনি একক, অতএব তিনি যদি একটি রাত্রি উপরোক্ত ডেপুটির সদর গৃহে থাকেন তবে তিনি বড় অনুগৃহীত হইবেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র বলেন যে তিনি রাত্রিতে বড় হিম খাইয়া আসিয়াছেন, অতএব আর একরাত্রি ভাল ঘরে না থাকিলে তাঁহার অসুখ হইবে। অতএব ঘরখানি তখনই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। বোধ হয় তিনি মনে করিয়াছিলেন বাঙ্গালির বীর্য্য প্রকাশের এই সময়। সাহেব শুনিয়া চটিয়া লাল। লাথি মারিয়া ঘরের জিনিস পত্র বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া স্থানীয় জমীদারের ফেটিঙ্গ আনাইয়া তখনই তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া আমার মত এই ডাক বাঙ্গালায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। সাহেব সেখানে পঁহুছিয়া এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে বলিলেন—"বাবু! তোমার বাঙ্গালি সিবিলিয়ানের ভদ্রতা দেখিলে?" বেহারশুদ্ধ লোক ছি ছি করিয়াছিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন আমার প্রতিও যে এরূপ অভদ্রতা করিয়াছেন তাহাও ইতিমধ্যে সমস্ত বেহার রাষ্ট্র হইয়াছে, এবং চারিদিকে লোকে ছি ছি

করিয়া বলিতেছে যে আমারও তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া উচিত ছিল। আমি যে তাহা করি নাই লোকে আমার 'রেয়াসতের' (উচ্চ রক্তের) প্রশংসা করিতেছে।

আমি ঠিক এগারটার সময় কাছারিতে গিয়া চার্জ্জ লইতে আরম্ভ করিলাম। দুই ঘণ্টায় এ কায শেষ করিয়া এজলাসে গেলে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আপনি এত শীঘ্র চার্জ্জ লইলেন?" আমি বলিলাম চার্জ লইতে কি আর ২।৪।৬ মাস লাগিবে?" প্রশ্ন—"আপনি সমস্ত টাকা ও ষ্টাম্প দেখিয়াছেন?" উত্তর—দেখিয়াছি। কোর্ট শুদ্ধ সকলে শুনিয়া অবাক্। ফলতঃ চাজ লওয়া সম্বন্ধে আমার একটা কৌশল ছিল। অনেকে তাহা জানেন না বলিয়া সব-ডিভিসনের চার্জ লইতে সেই মাদারিপুরের প্রভুর মত দিন রাত্রি কাটাইয়া থাকেন। তখন তিনি বড় মক্কিলে পড়িলেন। আমাকেত আর এজলাস ছাড়িয়া না দিয়া উপায়ান্তর নাই। তখন তিনি বড় নরম হইয়া বলিলেন যে তাঁহার একটা মোকদ্দমা শেষ করিবার ও কয়েকটি রায় লিখিবার বাকি আছে। আমি যদি সে দিন কায না করিয়া তাঁহাকে এজলাস ছাড়িয়া দিই, তবে তিনি বড় অনুগৃহীত হইবেন। আমি একটুক হাসিয়া হেড কেরাণীকে বলিলাম আমি ডাক বাঙ্গালায় চলিলাম। চারটার সময়ে আসিয়া ট্রেজরীর কায করিব।

উক্ত কায করিয়া ৫টার সময় ফিরিবার সময়ে তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে সব-ডিভিসন গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি কিরূপে এ সবডিভিসনের ভার পাইলাম, উপরে আমার কেহ পৃষ্ঠপোষক আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। এতক্ষণে আমার প্রতি তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারিলাম। আমি বলিলাম যে আমি তাহা জানি না, এবং উপরেও এক শ্রীভগবান্ ভিন্ন আর

আমার সহায় কেহ নাই। তখন তিনি শান্ত হইলেন এবং আমার প্রতি যে অভদ্রতা করিয়াছেন তজ্জন্য যেন কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তাহার মনে মনে ভয় হইল যে আমি সবডিভিসনের চার্জ লইয়াছি, এখন যদি তাঁহাকে তাঁহার ব্যবহারের প্রতিদান দিয়া বাহির করিয়া দিই তবে উপায়ান্তর নাই। এবার তিনি নম্রতার সহিত বলিলেন যে যদি আমার আপত্তি না থাকে, তবে তিনি রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত গৃহে থাকিতে চাহেন। আমি বলিলাম যে আমি যখন অন্য-স্থানে নামিয়াছি, তখন তিনি সমস্ত রাত্রি থাকিলেও আমার আপত্তি নাই; কারণ রাত্রিতে আমি আর এ গৃহে আসিতেছি না। তখন তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। যাঁহারা তাঁহাকে বিদায় দিতে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাদের কাছে আমাকে বঙ্গের একজন প্রধান কবি ও খ্যাতনামা কর্ম্মচারী বলিয়া খুব প্রশংসা করিয়া পরিচয় দিলেন, তখন তাঁহার অন্য মূর্ত্তি। তাঁহার খানা (Dinner) উপস্থিত হইলে, আমাকে আপত্তি না থাকিলে তাহাতে যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। আমি শুনিয়াছিলাম একজন মেথর তাঁহার পাচক। যদিও আমি অগ্নি-দেবের মত উদার নৈতিক, তথাপি মেথর বাবুর্চ্চি পর্য্যন্ত আমার উদারতা সম্প্রসারিত হয় নাই। আমি সে কথা চাপা দিয়া বলিলাম যে তাঁহার জন্য মাত্রই আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে আমি অংশী হইতে গেলে, তাঁহাকে আমার পৃষ্ঠপোষকের মত, আমার শিষ্টাচার শিক্ষকেরও খবর লইতে হইবে, এবং তাঁহাকে অভুক্ত অবস্থায় বেহার ছাড়িতে হইবে। সকলে হাসিলেন। আমি চলিয়া আসিলাম। পরদিন প্রাতে সবডিভিসন গৃহে অধিষ্ঠিত হইয়া দর্শকগণের অভ্যর্থনায় নিয়োজিত হইলাম। তাঁহারা সকলেই আমার উর্দ্দু শুনিয়া আমি কি বেহার অঞ্চলে জন্মিয়াছিলাম, কিম্বা বহুদিন কি তথায় কার্য্য করিয়াছি

জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার একটিও নহে শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে আমার এরূপ 'সাপ জবান' কিরূপে হইল? তাঁহারা বলিলেন যে যাঁহারা বহুদিন বেহারে আছেন এমন বাঙ্গালিও এরূপ পরিষ্কার উর্দ্দু বলিতে পারেন না। এ খ্যাতি আমার দেখিতে দেখিতে সমস্ত সবডিভিসন রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, এবং আমার প্রথম প্রতিপত্তির কারণ হইল।

আমার প্রথম দর্শক জমীদার মহাশয়কে 'বেলি সরাই' কিরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহাদের 'খুনসে' (রক্তে) প্রস্তুত হইয়াছে বলিলেন। তিনি তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতালি ছন্দে তাহার এক দীর্ঘ উপাখ্যান বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ! বেহাব সবডিভিসনে পুরাকালে, অর্থাৎ আমার কিছু পূর্ব্বে এক নরপতি (অর্থাৎ সবডিভিসনাল অফিসার) ছিলেন। তিনি সসাগরা সদ্বীপা সবডিভিসনের অদ্বিতীয় অধিপতি ছিলেন। সাহেব সেবায় তিনি আলোক সামান্য পারদর্শী ছিলেন। এক দিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে একটা প্রকাণ্ড বেলি সরাই প্রস্তুত করিতে পারিলে, কমিশনার বেলি (Bayley) সাহেবের তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা হইবে। তাহাতে এই বেলি সরাই নির্ম্মিত হইল।" তাহার পর কিরূপ অকথ্য অত্যাচার করিয়া তিনি লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়াছিলেন, এবং ভিত্তি স্থাপনের সময়ে নরবলি হইয়াছিল, জমীদার তাহার এক দীর্ঘ কাহিনী বলিলেন। কিন্তু এ শ্বেত হস্তী পোষে কে? যাহা টাকা ছিল তাহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। আমি অগত্যা তাহার ভার মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধে অর্পণ করিলাম, এবং উহা মিউনিসিপালিটীর কণ্ঠে একটা প্রস্তরবৎ ঝুলিতে লাগিল। কারণ তাহার আয় অতি সামান্য ছিল। একটা মেলার সময়ে মাত্র যৎসামান্য সংখ্যক

লোক বেহার আসিয়া উহাতে থাকিত। সাহেবেরাও বাজারের মধ্যে থাকিতে চাহেন না বলিয়া ডাক বাঙ্গালাও এখান হইতে উঠিয়া যায়। উহা একটা তাল বাগানে অতিশয় সুন্দর স্থানে আমি নির্ম্মাণ করি। অগত্যা এখানে হাসপাতাল উঠাইয়া আনিবার প্রস্তাব করি। শুনিয়াছি সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়া অট্টালিকাটীর সার্থকতা হইয়াছে।

———০———
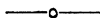
বেহার পুলিস।

বেহার স্কুলের বলদেওজি নামক একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন। লোকটি নিতান্ত ভাল মানুষ, অবস্থাপন্ন ও উচ্চ-অঙ্গের পণ্ডিত। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহার একটি টোল ছিল। তাহাতে নানা দেশের ছাত্র অধ্যয়ন করিত। একজন ছাপরা জেলার ছাত্রের পুথীর মধ্য হইতে অন্য একজন ছাত্র কুড়ি টাকা মূল্যের দুইখান নোট চুরি করিয়া পলায়ন করে। পুলিস তাহাকে ধৃত করিয়া ছাড়িয়া দিয়া রিপোর্ট করে যে নালিশটি মিথ্যা। ছাপরার ছাত্রটি দরিদ্র, তাহার কাছে এরূপ নোট থাকিবার সম্ভাবনা নাই। রিপোর্ট শুনিয়া আমার সন্দেহ হয়। আমি ছাত্রটিকে আমার সমক্ষে হাজির হইতে আদেশ করি। পণ্ডিতজি তাহার দুই এক দিন পরে আমার বাঙ্গালায় আসিয়া আমাকে নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে বলেন যে ছাত্রটি বড়ই কাঁদিতেছে, দুই দিন যাবত কিছুই খায় নাই। সে তাহার দেশে চলিয়া যাইতে চায়। অতএব তাহাকে অব্যাহতি দিতে তিনি আমাকে বড়ই অনুনয় করিতে লাগিলেন। আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। আমি বলিলাম ছাত্রটির ত কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। আমি তাহার নোট চুরির তদন্তের জন্য তাহাকে তলব দিয়াছি। তখন পণ্ডিতজি বলিলেন যে নোট দুইখানি পুলিস সেই চোর ছাত্রের কাছে পাইয়াছিল। সে পলাইয়া যে বাড়ীতে গিয়াছিল সে বাড়ীর সকলেই তাহা জানে এবং তাহারা প্রাপ্ত নোট দেখিয়াছিল। আমি আরও বিস্মিত হইলাম। বলিলাম ছাত্রটির কোনও ভয় নাই। তিনি তাহাকে আমার কাছে নিরূপিত তারিখে হাজির হইতে বলিবেন। তিনি নাচার হইয়া উঠিয়া গেলেন।

নিরূপিত দিবসে ছাত্রটির ডাক হইলে সে সাক্ষীর বাক্সে উঠিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমার পিতা মাতা কেহ নাই। আমি বিদেশী। আমাকে ছাড়িয়া দেও। আমি দেশে চলিয়া যাই। আর এখানে থাকিব না।" আমি তাহার এরূপ রোদনের ও কাতরতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে সেই জমাদার সাহেব তখনই কোর্ট সব ইন্স্পেক্টারের আফিসে তাহাকে ধমকাইয়াছে যে সে সত্য কথা বলিলে তাহাকে দুই বৎসর কয়েদ করাইয়া দিবে। সে আবার উচ্চৈঃস্বরে তাহার পিতা মাতা নাই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম যে সত্য সত্যই সেই হেড কনষ্টেবল কোর্ট আফিসে বসিয়া আছে। আমি তখনই তাহার প্রতিকূলে ভয় প্রদর্শনের ও মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহার জামিন লইলাম, এবং চুরি মোকদ্দমার আসামী সেই ছাত্রের নামে ওয়ারেণ্ট দিলাম। বেহারে আবার একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল।

বেহারের ভার গ্রহণ করিয়াই, কোন জিনিস পত্রের প্রয়োজন হইলে এবং আরদালিদিগকে উহা আনিতে বলিলে তাহারা একবাক্যে বলিত—"বহুত খোব! দুর্গা বাবুকা পাস্ খবর ভেজ দেঙ্গে।" আমি মনে করিতাম দুর্গা বাবু বুঝি একজন দোকানদার। দুই এক দিন পরে এক দীর্ঘকায়, বীরমূর্ত্তি, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক ফোঁটা, গৌরবর্ণ পুরুষ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার নামও দুর্গা বাবু, তিনি কথায় কথায় বলিলেন যে যাহা জিনিস পত্রের প্রয়োজন হয়, তাঁহার কাছে সংবাদ দিলে সকলই যোগাইবেন। তিনি নিকটস্থ গ্রামের জমীদার। আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম যে বাজার হইতে সমস্ত জিনিস আসিবে, তাঁহার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি বলিলেন যে বেহার বাঙ্গলা দেশ নহে, সেখানে হাট

বাজার নাই, জমীদারেরা জিনিস পত্র না যোগাইলে কোনও জিনিস বিশেষতঃ কাঠ পাইব না। তাঁহার বাগান হইতে তিনি হাকিমদের কাঠ যোগাইয়া থাকেন। তিনি বলিলেন যে আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের সময়ে সকল জিনিস তিনি যোগাইয়াছেন। আমি আর কিছু বলিলাম না। তিনি চলিয়া গেলে বেহার থানার সবইন্‌স্পেক্টারকে ডাকাইলাম। সেও একটি খাঁটি 'লালা' কায়েত, অত্যন্ত চতুর লোক। বাজার হইতে আমার জিনিস পত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলে সেও ঠিক দুর্গা বাবুর মত বলিল। আমি দেখিলাম ইহারা সকলেই দুর্গা বাবুর দল। তাহারা এরূপ ষড়যন্ত্রের দ্বারা বেহারের সব ডিভিসনাল অফিসারকে দুর্গা বাবুর হাতের পুতুল করিয়া রাখে। শুনিলাম যে দারোগা সাহেবের ঘোটকটি পর্য্যন্ত দুর্গা বাবুর উপহার! অন্য জিনিসের জন্য এক প্রকার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিলাম, কিন্তু কাঠের জন্য ঠেকিলাম। বাজারে প্রকৃতই কাঠ পাওয়া যায় না। আমাকে নিতান্ত নারাজ দেখিয়া দারোগা অবশেষে বলিল যে সে 'দেহাত' (মফঃস্বল) হইতে কাঠ কিনিয়া আনাইয়া দিবে। বেহারের প্রত্যেক গ্রামের বাহিরে একটি আম বাগান আছে। সে সকল বাগানের পুরাতন বৃক্ষ সময়ে সময়ে বিক্রয় হয়। তদ্ভিন্ন আর কাঠ পাইবার উপায় নাই। সচরাচর লোকেরা ঘুঁটি ব্যবহার করে।

কয়েক দিন পরে দুর্গা প্রসাদ আবার উপস্থিত। গ্রীষ্মকাল অপরাহ্ণ। আমি তাঁহাকে লইয়া বাগানের অপর পার্শ্বের এক 'চবুতরা'য় বসিলাম। সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আটটা হইল, তিনি কিছুতেই উঠেন না। তিনি কতরূপ বাদসামারা গল্প, তাঁহার বাহাদুরির গল্প ও পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক সব-ডিভিসনাল আফিসারের সঙ্গে তাঁহার কেমন আত্মীয়তা ছিল তাহার গল্প, উক্ত ডেপুটি সাহেব কিরূপে তাঁহার বিপুল দেহভারে সব-ডিভিসনের সমস্ত জমীদারের পাল্কী ভাঙ্গিয়াছিলেন; কিরূপে দুই বন্ধু

একত্রে কিরূপে পর্ব্বত পরিমাণ রুটি আহার করিতেন ও আমোদ করিতেন তাহার গল্প করিলেন। রাত্রি নয়টা হইল। আমি শিষ্টাচার বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলাম। আমি বাগান পার হইয়া গৃহে আসিতেছি, তিনি এমন সময়ে ছুটিয়া আসিয়া বাগানের মাঝখানে আমাকে আবার গ্রেপ্তার করিয়া বলিলেন যে উক্ত হেড কনষ্টেবলের নামে আমি যে ছাপরা জেলার দুষ্ট ছাত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছি, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। হেড কনষ্টেবলটি 'নেহায়েত ভালা আদ্‌মি'। আমি তাঁহার প্রতি অন্ধকারে তীব্র ভ্রুকুটি করিয়া বলিলাম—"আমি আপনার প্রথম অপরাধ ক্ষমা করিলাম। কিন্তু আবার আপনি এরূপ করিলে বিপদস্থ হইবেন।" তিনি শুষ্ককণ্ঠে বলিতেছিলেন যে উক্ত ডেপুটি সাহেবের কাছে সর্ব্বদা এরূপ 'সুপারিস' করিতেন, আমি ক্রোধভরে চলিয়া আসিলাম।

বলা বাহুল্য ছাপরার সেই চোর ছাত্রের আর কোনও উদ্দেশই পাওয়া গেল না। তাহার ঠিকানা বেহারে কেহ জানিত না। হেড-কনষ্টেবলের মোকদ্দমার দিন স্বয়ং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পাটনা হইতে উপস্থিত। কমিশনার ইঁহার জামাতা। একটুক খামখেয়ালী হইলেও লোকটা যোগ্য ও উৎসাহশীল। আমি তাঁহাকে এজেলাসে আসন দিলাম। বাদীর জবানবন্দীর সময় তিনি বলিলেন যে তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিতে চান। বাদীর পক্ষে একজন বাঙ্গালি উকিল ছিলেন। তিনি বিনা পয়সায় ছাত্রটির পক্ষ পণ্ডিতজির অনুরোধে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—যে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন পক্ষে প্রশ্ন করিতে চাহেন তিনি জানিতে চাহেন। সাহেব বলিলেন—"আমি ন্যায় বিচারের পক্ষে প্রশ্ন করিতে চাই।" উকিল বলিলেন—আইনে এরূপ কোনও পক্ষ নাই। সাহেব ক্রোধে লাল হইয়া উঠিলেন।

আমি বলিলাম তিনি যদি কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন আমাকে বলিলে আমি কোর্টের পক্ষে জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু তিনি চটিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চলিয়া গেলেন, এবং পথে একজন বাঁকিপুরের উকিলকে বলিলেন যে বেহারের নূতন সব-ডিভিসনাল আফিসার একটি ভয়ানক লোক; সে তাঁহার সমস্ত ভাল ভাল পুলিস কর্ম্মচারীকে ফাঁসি দিতেছে।

মোকদ্দমার শেষ বিচারের দিন আমি সেই পরয়লপুর আম্র-কাননে শিবিরে আছি। আমার আফিস-শিবিরে আবার সেই ভীষণ দীর্ঘ ফোঁটাযুক্ত দুর্গা বাবু মোলাকাৎ জন্য উপস্থিত। তিনি আবার কথায় কথায় সেই মোকদ্দমার কথা তুলিলেন এবং 'হেড কনষ্টেবল বেচারা নেহায়েত ভালমানুষ' বলিয়া আর এক প্রস্থ সুপারিস আরম্ভ করিলেন। আমি চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কোর্ট সবইন্‌স্পেক্টরকে ডাকাইয়া তাঁহাকে কাছারির সময়ে আমার কাছে উপস্থিত করিতে হুকুম দিয়া আমার আবাস-শিবিরে চলিয়া গেলাম। দুর্গা বাবু চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"দোহাই গরিব পরওয়ায় হামকো মাফ্ কিজিয়ে। আউর এয়েছা নেহি হোগা।" তিনি দুই ঘণ্টা কাল এক আম্র বৃক্ষতল অশ্রুজলে 'গর্দ্দিশে' পড়িয়া সিক্ত করিলেন। এবং তাঁহাকে ঘেরিয়া আমলা, মোক্তার, পুলিস ও দর্শক হাহাকার করিতেছিল। আমি কাছারিতে আসিয়া বসিলে সকলে অতিশয় কাতরতার সহিত তিনি বড় খানদানের সম্ভ্রান্ত লোক, এ ঘটনা তাঁহার গর্দ্দিশ বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুনয় বিনয় করিলে আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলাম। বলা বাহুল্য এই বহু-হাকিমের-বন্ধু আর আমার কাছে ঘেসেন নাই। মোকদ্দমাটি সেই দিনই নিষ্পত্তি হয়। কি করিয়াছিলাম, এখন ঠিক মনে নাই। স্মরণ হয় হেড কনষ্টেবলের

অর্থ দণ্ড করিয়া, বাদীকে তাহার নোটের মূল্যের পরিমাণ ক্ষতি পূরণ দিয়াছিলাম। বেহার ফিরিয়া গেলে ব্রাহ্মণ-সন্তান গলদশ্রুনয়নে, এবং পণ্ডিতজী আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব বাঁকিপুর আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া বেহার ফিরিবার জন্য বাঁকিপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে আমার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিল ? ফিরিয়া দেখি হাসিভরা মুখ সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি আমাকে টানিয়া লইয়া ট্রেণে তাঁহার কক্ষে তুলিলেন। তিনি বার (Barh) সব-ডিভিসনে যাইতেছেন। তিনি আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"You are a brave boy ! I like you" ! (তুমি সাহসী ছেলে, আমি তোমাকে ভালবাসি)। তিনি ইতিমধ্যে মেটকাফ সাহেবের কর্ণ অধিকার করিয়া উক্ত মোকদ্দমা উপলক্ষে উহা বিষাক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মেটকাফ আমার রায় পড়িয়া ঠাণ্ডা হইয়া আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আপনি যেমন আপনার কর্ত্তব্যের জন্য লড়াই করেন, আমিও আমার কর্ত্তব্যের জন্য তদ্রূপ করি। অতএব আমার প্রতি আপনার সহানুভূতি হওয়া উচিত।" তিনি বলিলেন যে অতঃপর আমরা দুজনে বন্ধু হইব। প্রকৃত প্রস্তাবেই তাহার পর হইতে তিনি আমার একজন বড় বন্ধু হইয়াছিলেন। বেহার আসিলে তিনি প্রায় প্রত্যেক অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যা আমার গৃহে পানাহারে কাটাইতেন। এই এক ঘটনায় বেহার পুলিসও এমন প্রকৃতিস্থ হইল, যে আর তিন বৎসর আমাকে একটি কথাও বলিতে হয় নাই।

—o—

বেহারের শাসন।

ধান ও জল বিভ্রাট।

স্মরণ হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পূজার বন্ধের অল্প দিন পূর্ব্বে আমি বেহারের কার্য্যভার গ্রহণ করি। শুনিলাম আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা সমস্ত দিন ও রাত্রি পর্য্যন্ত খাটিতেন। পুলিসের প্রত্যেক দিনের দৈনিক রিপোর্ট (Daily report) পাইয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছিল। প্রত্যেক রিপোর্টেই দুই চারিটা করিয়া হাঙ্গামা খুনের রিপোর্ট আসিতেছে। বোধ হইতেছিল যেন ঠিক মাদারিপুরে প্রথম কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি। চুরির ত কথাই নাই। প্রত্যেক দিনের দৈনিক তিন চারি পৃষ্ঠা। তাহাতে কেবল দৈনিক যত নালিশ পুলিসে হয়, তাহারই সংক্ষেপ উল্লেখ মাত্র। যে সকল জমীদার ও পুলিস কর্ম্মচারী সকল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিল, এত হাঙ্গামা খুনের কারণ কি তাঁহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কার্য্য-কারণ-জ্ঞান তাঁহাদের বড় যে আছে তাহা বোধ হইল না। জমীদারেরা বলিলেন—"শালা বেয়ারা (প্রজারা) বড়ি বদমাইস্ হায়।" পুলিস কর্ম্মচারীরা বলিলেন—"বেহারকা আদমি তমাম বদমায়েস।" যাহা হউক এরূপ অনুসন্ধানে আমি দুইটি কারণ স্থির করিলাম।

বৃষ্টি হইলে পার্ব্বত্য নদনদী সকলের দ্বারা পর্ব্বত হইতে বৃষ্টির জল-প্রবাহ নামিয়া আসে। বাঁধের দ্বারা এ প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া জমীদারগণ জল আপন আপন মৌজায় এক এক প্রকাণ্ড জলাশয়ে লইয়া গিয়া বৎসরের জন্য জল সঞ্চিত করেন ; এবং সেই জলই বেহারে শস্যের জীবন। সর্ব্বদা জল সেচন না করিলে সেই শুষ্ক দেশে কোনও ফসলই উৎপন্ন হয় না। এ জল এত মূল্যবান যে কোন্ মৌজা কতক্ষণ জল লইবে,

তাহা আবহমান কাল হইতে নিয়মবদ্ধ আছে। যদি কোন মৌজা সে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত সময় জল লইতে চাহে, তবে নিম্নের মৌজার জমীদারের কর্ম্মচারী ও প্রজাগণ বলপূর্ব্বক বাঁধ কাটিতে আসে, এবং ইহাতে গুরুতর হাঙ্গামা ও খুন হয়। এরূপভাবে বাঁধ কাটার একটা মোকদ্দমা এক জমীদার অন্য জমীদারের কর্ম্মচারীর নামে উপস্থিত করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে আমার কোর্টে প্রত্যেক পক্ষে এক ব্যারিষ্টার ও দুই উকিলে দিন ১০০০ টাকা লইতেছিলেন। তাঁহারা রূপচাঁদের মাহাত্ম্যে মোকদ্দমাটি ইচ্ছা করিয়া এত দীর্ঘ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা তিন মাস যাবত্‌ আমার শিবিরের সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বল ঘুরিয়াছিলেন। উভয় পক্ষে প্রায় ২০০০০ টাকা ব্যয় হয়। আর বিবাদীর দণ্ড হয় ১০ টাকা!!! আমি দেখিলাম যে ইংরাজ রাজ্যের কোনও বিধির দ্বারা ইহার প্রতিকার হইতে পারে না। আমি যদি ১০৭ ধারা মতে শান্তিরক্ষার, কি ১৪৫ ধারা মতে দখল সাব্যস্তের মোকদ্দমা স্থাপন করি, তাহা নিষ্পত্তি হইতে দুই তিন মাস লাগিবে। অথচ দুই তিন ঘণ্টার বেশী পার্ব্বত্য প্রবাহ থাকে না। অতএব জমীদার প্রজারা এরূপ মোকদ্দমার পথে যাইবে কেন? কাযেই তাহারা প্রাণ দিয়া বৎসরের ফসল রক্ষা করিতে চাহে। আমি প্রথম হাঙ্গামা খুনের যে মোকদ্দমা পাইলাম, তাহাতে প্রচার করিলাম যে এরূপ হাঙ্গামা না করিয়া জল অন্যায় রূপে রুদ্ধ হইবা মাত্র আমার কাছে ঘোড়ায় ছুটিয়া আসিয়া খবর দিলে আমি ঘোড়ায় ছুটিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিব। এরূপ না করিয়া যে জমীদার কর্ম্মচারী লাঠি ধরিবে, আমি তাহার কর্ম্মচারীকে ও ভৃত্যদিগকে কিছু না বলিয়া জমীদারকে ধরিব। দুই এক জন জমীদারের বিরুদ্ধে এরূপ মোকদ্দমাও স্থাপন করিলাম। তখনও বর্ষা শেষ হয় নাই। এ আদেশ প্রচার হইবামাত্র দিনে ও রাত্রিতে

লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আমি দুই এক বার ঘোড়ায় ছুটিয়া গিয়া উভয় পক্ষের কথা মুখে মুখে শুনিয়া কেহ অন্যায়রূপে জল আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে বোধ হইলে, হুকুম দিলাম যে সে যদি তৎক্ষণাৎ বাঁধ কাটিয়া না দেয় তবে অপর পক্ষ আমার কাছে দণ্ডবিধি অনুসারে নালিশ উপস্থিত করিবে। হুকুম শুনিয়া অবরোধকারী তখনই বাঁধ কাটিয়া জল ছাড়িয়া দিল। তাহার পর আর আমাকে ঘটনা-স্থানে যাইতে হইল না। দুই এক মোকদ্দমায় কাছারিতে দরখাস্ত লইয়া সে দিন কি পরদিন অপর পক্ষকে তলব দিয়া ঐরূপ আদেশ করিলাম। এই কৌশলের আশ্চর্য্য ফল ফলিল। সে বৎসর ত আর জল লইয়া আর কোনও হাঙ্গামা হইলই না! তাহার পরও আমি যে তিন বৎসর বেহারে ছিলাম, আর একটি বিবাদও জল লইয়া হয় নাই।

বেহারে হাঙ্গামার দ্বিতীয় কারণ—ধান। বেহারে নগদ খাজানা প্রজার কাছে জমীদার অতি অল্পই পাইয়া থাকেন, অধিকাংশ স্থলে ধানের অংশই খাজানা। তৎসম্বন্ধে দুই প্রণালী আছে—'বাটাইয়া' ও 'দানা-বন্দি'। বাটাইয়া ক্ষেতে ধান পাকিতে আরম্ভ করিলে জমীদার একজন প্রহরী নিয়োজিত করেন। তাহাকে 'আগোরা' বলে। সে ক্ষেতে দিন রাত্রি পাহারা দেয়। তাহার পর ধান পাকিলে উহা কাটিয়া ধান মাড়াইবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে যে একটা সাধারণ স্থান থাকে সেখানে উহা জমা করা হয়, এবং পাহারার সমক্ষে উহা মাড়াইয়া জমীদারের বর্ম্ম[illegible] সমক্ষে ওজন হয়। এই ধানের অর্দ্ধেক প্রজা ও অর্দ্ধেক জমীদার প্রাপ্ত হয়। আর 'দানাবন্দির' নিয়ম এই যে, যখন ক্ষেতে ধান পাকে তখন প্রজার পক্ষে দুই জন ও জমীদারের দুই জন লোক সালিস নিয়োজিত হয়। তাহারা ক্ষেত দেখিয়া কোন্ ক্ষেতে কত ধান হইবে তাহ[illegible]মান করে, এবং সেই অনুমিত ধানের ॥৵০ আনা

জমীদার ও।৶০ প্রজা পায়। যদি উভয় পক্ষের সালিসের মধ্যে মত-ভেদ হয়, তবে এক কাঠা ধান কাটিয়া তাহা মাড়াইয়া ওজন করা হয়, এবং তদ্দ্বারা অবশিষ্ট ক্ষেতের ফসলের উৎপন্ন অনুমিত হয়। বলা বাহুল্য যে 'দানাবন্দি' জমীদারের পক্ষে এবং 'বাটাইয়া' প্রজার পক্ষে সুবিধাজনক। 'বাটাইয়াতে' প্রজারা 'আগোরাকে' হাত করিয়া জমীদারকে ঠকাইতে পারে। তাই 'বাটাইয়াকে' জমীদারেরা 'লুঠাইয়া' বলে। এজন্য যেখানে প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে কিছু মনান্তর, সেখানে প্রজা বলে তাহার জমি 'বাটাইয়া', জমীদার বলে 'দানা'। জমীদার 'দানা' করিতে আসিলে—প্রজা হাঙ্গামা করিয়া তাহার লোকদিগকে প্রহার করে। অতএব ধান কাটার সময় হাঙ্গামা মোকদ্দমার আর একটা মরসুম। আমি এখানেও উপরোক্ত নীতি খাটাইলাম। জমীদার জোর করিয়া দানা করিতে আসিয়াছে, কিম্বা আগোরা না দিয়া ধান পচাইতেছে বলিয়া প্রজা দরখাস্ত করিলে, প্রথম প্রথম দুই এক স্থানে ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়া উভয় পক্ষকে শুনিয়া জলের বাঁধ সম্বন্ধে যেরূপ অর্ডার দিতাম, এখানেও সেরূপ অর্ডার দিতাম, জমী-দার যদি বাটাইয়া না দেয়, প্রজা ৪২৬ ধারা মতে ক্ষতির নালিশ করিতে পারে, কিম্বা প্রজা যদি 'দানা' করিতে না দেয়, জমীদার সেরূপ নালিশ করিতে পারে। বেহার অঞ্চলের লোক স্বভাবতঃ এত হাকিম-ভক্ত যে তাহাদের কাছে হাকিম "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। হাকিমের হুকুমের তাহারা কখনও অন্যথা করে না। তবে প্রথম প্রথম তাহারা পাটনার জজের কাছে আমার জলের ও ধানের হুকুমের প্রতিকূলে 'মোশন' (আবেদন) করে। জজ বলেন যে আমিত কোনও নিশ্চয় হুকুম দিই নাই, তিনি কি রহিত করিবেন। কিছুদিন পরে বাঁকীপুরে গেলে জজ বেভারিজ (Beveridge) সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তিনি

হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, যে বেহারের হাঙ্গামা মোকদ্দমায় তিনি বড়ই জ্বালাতন হইতেন। আমি সবডিভিসন ভার লইবার পর হইতে তিনি এ মোকদ্দমা কোনও শেসনে কি আপিলে পান নাই। অতএব তিনি আমার কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ। তবে যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া আমি উহা নিবারণ করিয়াছি, যদি আমার হুকুম হাইকোর্টে যায়, হাইকোর্ট উহা আইন বহির্ভূত বলিয়া তাঁহাকে ও আমাকে আগুনের উপর টানিবেন (Draw both you and me over coals)। আমি বলিলাম উপায়ান্তর নাই। শান্তিরক্ষার জামিন মোচলকার দ্বারা, কি দখলের মোকদ্দমার দ্বারা জলের কি ধানের এরূপ বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে গেলে যে সময় লাগিবে তাহাতে জল নদীতে কি ধান ক্ষেতে ততদিন থাকিবে না। তিনি তাহা স্বীকার করিলেন, এবং আমার এতাদৃশ শাসন-কৌশলের জন্য যাহা তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বহুল পরিমাণে শুনিয়াছেন, বড়ই প্রশংসা করিলেন। তাহার কিছুদিন পরে ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংস্কারের প্রস্তাব হইলে আমি দুইটি প্রস্তাব করি। প্রথমতঃ এরূপ কার্য্য-প্রণালীর দ্বারা শান্তি রক্ষার বিধান; দ্বিতীয়তঃ কোন্ কোন্ ধারার মোকদ্দমা পক্ষেরা আপোস করিতে পারিবে, তাহার পরিষ্কার বিধান। এরূপ পরিষ্কার বিধানের অভাবে মোকদ্দমা আপোস করা একটা শক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা আপোস করিতে দিতেন অন্যে তাহা দিতেন না। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার উভয়ে আমার এই দুই প্রস্তাবের বিশেষ সমর্থন করেন। তদনুসারে উপস্থিত কার্য্যবিধিতে ১৪৪ ও ৩৪৫ ধারা বিধিবদ্ধ হয়। আমার মতে শেষোক্ত ধারার আরও সম্প্রসারণ আবশ্যক। কেবল খুন, রাজবিদ্রোহ প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর অপরাধ ভিন্ন সকলই আপোস করিতে দেওয়া উচিত। এখনও

অনেক মোকদ্দমায় এমন কি খুন মোকদ্দমায় পর্য্যন্ত, উভয় পক্ষ মিলিয়া আপোস করে। কিন্তু বিধান নাই বলিয়া আমরা আপোস করিতে দিতে পারি না। ফলে এই হয় আমরা একটা বিচার প্রহসনের অভিনয় করিয়া, কালি, কলম ও সময়ের শ্রাদ্ধ করি। বাদী ও তাহাদের সাক্ষীরা ইচ্ছা করিয়া এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে তাহাতে বিবাদীর কোনও মতে দণ্ড হইতে পারে না। ইহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমি চট্টগ্রামের ইন্‌স্পেক্টারের প্রতিকূলে মিথ্যা সাক্ষ্যের মোকদ্দমায় দিয়াছি।

আমাকে কার্য্যভার দিবার সময় পূর্ব্ববর্ত্তী যে মন্তব্য রাখিয়া যান, তাহাতে তিনি গোলাপ রায় নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২১১ ধারার অর্থাৎ মিথ্যা নালিশের একটা মোকদ্দমার বিশেষ উল্লেখ করিয়া ভাবার ইঙ্গিতে উহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমাকে একরূপ অনুরোধ করিয়া যান। মোকদ্দমাটির অবস্থা এইরূপ। বোলাকী সাহু বলিয়া বেহারের বাজারে একজন বড়ই ধূর্ত্ত দোকানদার ছিল, সে পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক সব ডিভিসনাল অফিসারের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিল। সে সব ডিভিসন হাতায় এক দ্বার দিয়া ঘুষের টাকা লইয়া অন্য পথে বাহির হইয়া গিয়া ঘুষ-দাতাকে বলিত যে সে "ডিপ্‌টি সাহেবকে" ঘুষ দিয়া আসিয়াছে। এই ডিপ্‌টি সাহেব বহু দিন বেহারে ছিলেন, এবং বহু দিন সে এ ব্যবসা করিয়াছিল। এ ঘুষের কত অংশ সে লইত ও কত অংশ হুজুর উদরস্থ করিতেন তাহা বিধাতাপুরুষ মাত্রই জানেন। হুজুরের বদলির আদেশ প্রচারিত হইলে একজন জৈন মহাজন তাঁহাকে গিয়া বলে যে বোলাকি তাঁহার নাম দিয়া তাহার কাছ হইতে ৫০০ টাকা আনিয়াছে। শুনিয়াছি তিনি স্থানীয় জমীদার হইতে এরূপ ঋণ গ্রহণ করিতেন। অবশ্য তাহা কখনও আর পরিশোধ হইত না। শুনিয়াছি কেবল এক জন হইতেই তিনি কিস্তে কিস্তে প্রায় ৭০০০ টাকা এরূপ

আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ জৈন মহাজন সে প্রকার উদার লোক নহে। সে টাকার জন্য ধরিলে 'হুজুর' বলিলেন যে তিনি তাহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না। বোলাকিকে তলব দিয়া আনিয়া এবং মহাজনকে পশ্চাৎ কক্ষে লুকাইয়া তিনি বোলাকিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে টাকা আনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। মহাজন বাহির হইয়া তাহার খাতা দেখাইলে বোলাকি বলে—"হাঁ হাঁ! ঠিক এয়াদ হুয়া। এ রোপেয়া হামারা ওয়াস্তে হাম লেয়ায়ে থা।" এ তাবৎ কারণে বেহারের লোকের বিচারকের উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস ছিল না। স্কুলের বাঙ্গালি হেড মাষ্টার আমার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাত করিতে আসিতেন, অমনি লোকের বিশ্বাস হইল তিনি এক জন আমার "দোস্ত"। আর তাঁহার রক্ষা নাই। তিনি এক দিন আমাকে বলিলেন যে তিনি বড় বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহার বাসায় ও স্কুলে গিয়া লোকে মোকদ্দমার সুপারিসের জন্য তাঁহাকে জ্বালাতন করিতেছে। আমার উপদেশমতে পর দিন তিনি একটি লোককে একখানি পত্রসহ পাঠাইলেন। সে মনে করিল উহা সুপারিস। বড় আনন্দে আমার হাতে আনিয়া কোর্টে যেমন দিল, আমি তখনই তাহাকে ফৌজদারীতে দিলাম। তাহার চীৎকার ও লোকের হাসিতে কাছারী পূর্ণ হইয়া গেল। পঁচিশ বৎসর হইল সব-ডিভিসন খুলিয়াছে, অথচ লোকের মনে এরূপ বিশ্বাস কেন রহিল, জিজ্ঞাসা করাতে, মোক্তার ও আমলাগণ নাম গোপন করিয়া আমাকে বোলাকি সাহুর উপরোক্ত গল্প শুনাইল। এই বোলাকি সাহুর বিরুদ্ধে আমার পূর্ব্ববর্ত্তীর কাছে গোলাপ রায় বলিয়া এক ব্যক্তি নালিশ করে যে সব-রেজিষ্টার কাজী সাহেবের সঙ্গে যোগ করিয়া বোলাকি সাহু তাহার বাড়ী নয় শত টাকাতে কিনিয়াছে বলিয়া এক জাল দলিল প্রস্তুত করিয়াছে। কাজী সাহেব একজন অদ্ভুত লোক, এবং খোসামুদি

মহাবিদ্যায় এরূপ সিদ্ধহস্ত যে বেহারের হাকিমদের বোলাকির মত তিনিও আর এক প্রিয়পাত্র। কাযেই দুই জনের মধ্যে বড়ই বন্ধুতা। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কেবল কাজী সাহেবের কথার উপর নির্ভর করিয়া গোলাপ রায়ের মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া ডিস্‌মিস্ করিয়া তাহার প্রতিকূলে ২১১ ধারা মতে মিথ্যা নালিশের অভিযোগ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাহার প্রতিকূলে "চার্জ" পর্য্যন্ত করিয়াছেন। এ অবস্থায় তিনি স্থানান্তরিত হন, এবং তাঁহার মন্তব্যে এ মোকদ্দমার প্রতি আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মোকদ্দমা আমার কাছে উপস্থিত হইলে বাদীর পক্ষ হইতে আমুল পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা হইল। আমি আইনমতে পুনর্ব্বিচার করিতে বাধ্য হইয়া বিচার আরম্ভ করিলাম। দলিলখানি যে সত্য এবং গোলাপ রায় উহা স্বয়ং রেজিষ্টারী করাইয়া দিয়াছিল, তাহার প্রমাণ বোলাকি সাহু, কাজী সাহেব ও দলিলের লিখিত দুই একটি বোলাকির আত্মীয়।

একজন বাঙ্গালি উকিল গোলাপ রায়ের পক্ষে মোকদ্দমা চালাইতে ছিলেন। কাজী সাহেব তাহার সঙ্গে একটা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতে লাগিলেন যে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিলে তাহার মত 'রইসকে' (উচ্চবংশীয়কে) এরূপ বেইজ্জতি প্রশ্ন করিতে কখনও দিতেন না। তিনি কোনও মতে উত্তর দিবেন না। "আউর হাম কুচ নেহি কহেঙ্গে"—বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে লাগিলেন। আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিলাম এবং জেলে দেওয়ার ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে উত্তর দিতে বাধ্য করিতে লাগিলাম। দিল্লীর পুরাতন খানদানের সনন্দ পত্র সকল কিনিয়া আনিয়া উহা তাহার বুজর-গণদের (পূর্ব্ব পুরুষদের) সনন্দ বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে ফাকি দিয়া তিনি সবরেজেষ্টারি লইয়াছেন কিনা, রাত্রি দুই প্রহর সময়েও সময়ে সময়ে

দলিল রেজেষ্টারি করেন কিনা, ঘুষ লইয়া অমুক অমুক দলিল রেজেষ্টারী করিয়াছিলেন কিনা এবং উহা জাল প্রমাণিত হইয়াছে কিনা, অমুক অমুক মোকদ্দমার দলিল সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন কি না, এবং কোর্ট উহা অবিশ্বাস করিয়াছিলেন কি না,—এরূপ রাশি রাশি প্রশ্ন হইতেছিল। অবশেষে বৃদ্ধ কাজী সাহেবের শ্বেত শ্মশ্রু বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। কাছারি লোকে লোকারণ্য এবং সকলকে তাঁহার এ দুর্গতিতে আনন্দিত দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।

কাজী সাহেব পরদিন এক প্রকাণ্ড টিনের চোঙ্গা (চার হাত দীর্ঘ এবং দুই হাত বেষ্টন) এক ভৃত্যের স্কন্ধে লইয়া আমার কাছে উপস্থিত। তাহা হইতে দিল্লীর পাদ্সারা তাঁহার বুজরগনদের যে সকল সনন্দ দিয়াছিলেন তাহা একে একে বাহির করিয়া অপূর্ব্ব উচ্চারণ সম্বলিত সে সকল সনন্দ পাঠ করিতে আসিলেন আমি এ সকল সুললিত সনন্দপত্র নীরবে শুনিলাম। তাহার পর আমাকে অজস্র খোসামুদির গোলাপ জলে সিক্ত করিলেন। সে সকল প্রশংসা সত্য হইলে ভূভারতে আমার মত লোক জন্মে নাই ও জন্মিবেও না বিশ্বাস করিতে হইবে। তাহাও নীরবে শুনিয়া আমি তাঁহাকে বিদায় দিলাম। তিনি বুঝিলেন যে ঔষধ ধরিল না। বিমর্ষ মুখে আমাকে দীর্ঘ সেলাম করিতে করিতে পশ্চাৎ হাঁটিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন। পর দিন পাটনায় ছুটিয়া তাঁহার মুরুব্বি কালেক্টর মেটকাফের (Metcalfe) কাছে গিয়া আমার অজস্র নিন্দা করিয়া, শেষে এতকাল পরে তাঁহার এ বৃদ্ধ বয়সে আমার হাতেই 'নেহাত বেইজ্জতের' কথা বলিলেন। সহৃদয় মিঃ মেটকাফ কাজী সাহেবের প্রতি সাবধান ব্যবহার করিতে আমাকে সতর্ক করিয়া এক ডেমি-অফিসিয়াল পত্র লিখিলেন।

অন্য দিকে যে দিন গোলাপ রায়ের দলিল রেজেষ্টারি হয় সে দিন

যাহাদের দলিল রেজেষ্টারী হইয়াছিল গোলাপ রায় তাহাদের সাক্ষী মানিল। তাহারা সকলে সাক্ষ্য দিল যে সে দিন বেলা ১১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রেজেষ্টারীর কার্য্য হয়, এবং তাহারা গোলাপ রায়কে কোনও দলিল রেজেষ্টারী করিয়া দিতে দেখে নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গোলাপ রায়কে চিনিত। আমি পরওয়ালপুরে প্রথম শিবিরে যাই। সেখানে এক দীর্ঘ রায় লিখিয়া গোলাপ রায়কে অব্যাহতি দিলে, বৃহৎ আম্র বাগান ব্যাপিয়া একটা আনন্দের কোলাহল উঠিল। বেহার ভাঙ্গিয়া হুকুম শুনিতে লোক আসিয়াছিল। মোক্তারেরা ও আমলারা আমাকে বলিল—"গরিব পরওয়ার! একবার বাহির হইয়া লোকেরা কি করিতেছে কি বলিতেছে শুনুন। দলিলখানি যে জাল ও দুফর রাত্রিতে রেজেষ্টারী হইয়াছিল বেহারের আবাল বৃদ্ধের মুখে এ কথা!" আর গোলাপ রায়? সে হুকুম শুনিয়া বসিয়া পড়িল ও কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল যে এ মোকদ্দমায় সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর ও সন্তানের অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত মোকদ্দমার খরচের জন্য বিক্রয় করিয়াছে। হায় রে! ইংরাজ রাজ্যের সুবিচার!

কাজী চুকলির দ্বারা মেটকাফ সাহেবের মন যেরূপ বিষাক্ত করিয়াছিল, আমি সে বিষ প্রতিহারের জন্য আমার রায়ের একখণ্ড নকল তাঁহার কাছে ডিঃ রেজিষ্টার স্বরূপ পাঠাইলাম। তিনি বেহার হইতে কাজীর বদলির জন্য ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলের কাছে রিপোর্ট পাঠাইলেন। কাজী সাহেব ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলের বড় পেয়ারের লোক। তাহার খোসামুদি ও উপঢৌকনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কাজী তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িল। তিনি আমার রায় অভেদ্য দেখিয়া কাজীর চুকলির উপর নির্ভর করিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়া এক তীব্র পত্র লিখিলেন। আমি ততোধিক তীব্র স্বরে তাহার প্রতিবাদ করিয়া এবং তাহার উক্তি

সকল অমূলক সাব্যস্ত করিয়া উত্তর দিলাম। মিঃ মেটকাফ ও কমিশনার মিঃ হেলিডে (Halliday) উভয়ে আমার পৃষ্ঠপোষণ করিলেন, যদিও উভয়ে কাজীর মুরব্বি ছিলেন। এ অবস্থায় বঙ্গের বর্ত্তমান লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বোর্ডিলন ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল হইলেন। কেবল কালেক্টর কমিশনার তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে লেখেন নাই বলিয়া তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত না করিয়া কাজীর প্রকাণ্ড চোঙ্গাসহ তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিলেন। বেহারে আমার একটা জয়ধ্বনি উঠিল। তখন শুনিলাম কাজী অনেক লোকের এরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। কেবল সাহেব-সেবক ছিল বলিয়া তাহার কেহ কিছুই করিতে পারে নাই।

——o——

বেহার ভ্রমণ।

নভেম্বর মাসের আরম্ভ হইতেই বেহারে বেশ শীত পড়িতে আরম্ভ হয়। সে সময়েই মফঃস্বল পরিভ্রমণে নির্গত হইলাম। প্রথম 'গিরি-এক' নামক স্থানে শিবির প্রেরিত হইতেছে। আমি গৃহের হল কামরায় বসিয়া আছি। ডেরার সঙ্গে যে কনষ্টেবল যাইতেছে, আরদালি তাহাকে হুকুম করিতেছে—"জমাদার সাহেবকে বলিবে যেন এক মণ দুধ, আধ মণ ঘি, আধ মণ আটা, রোজ প্রস্তুত রাখে।" আমি শুনিয়া অবাক! আরদালিকে ডাকিয়া বলিলাম রোজ এত দুধ, ঘি, আটা আমি কি করিব? সে বলিল—"বাবু! সেই দুর্গা বাবু ও কাজী সাহেবের বন্ধু যখন মফঃস্বল যাইতেন, তখন এইরূপই হুকুম যাইত।" আমি বলিলাম হইতে পারে তাঁহার বহু পরিবার ছিল। আমার মাত্র স্ত্রী ও এক শিশু সঙ্গে। আমি এত জিনিস কি করিব? সে তখন আমাকে নিতান্ত ছোট লোক সাব্যস্ত করিয়া বিরক্তভাবে কনষ্টেবলকে আমার আদেশমতে তিন চারি সের দুধ ও সে পরিমাণ অন্য জিনিসের কথা বলিল।

অপরাহ্নে বেহারের গ্রাম্য শোভা দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহণে আমি 'গিরি-এক' চলিলাম; সুন্দর প্রশস্ত পাকা পথ, নওয়াদা সবডিভিসন হইয়া গয়া চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। নানারূপ শস্যে আচ্ছন্ন। শীতের সময়ে অহিফেন ক্ষেত্রের মনোহর শোভা যে একবার দেখিয়াছে সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। ক্রোশ ক্রোশ ব্যাপিয়া যখন তাহার অমল শ্বেত, কিম্বা রাঁধুনি পুষ্পসন্নিভ গভীর-রক্ত গোলাকার ফুল ফুটে, শোভায় নয়ন মোহিত করে। সমস্ত প্রান্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেন ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে

কেবল কূপ ও তাহা হইতে জলোত্তলনকারী কাষ্ঠ মাত্র দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালা দেশের প্রান্তরের মত এখানে জঙ্গল, সেখানে পঙ্কিল সলিলপূর্ণ গড়, বেহার প্রান্তরে কিছুই নাই। প্রান্তরবাহী সান্ধ্য সমীরণ অঙ্গে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। স্থানে স্থানে গ্রামের গৃহপুঞ্জ। কদর্য্য মাটির দেয়াল, তাহার উপর খড়ের ছাউনি। গৃহগুলি এরূপ পরস্পর সংলগ্ন যে সমস্ত গ্রাম একটি মাত্র গৃহ বলিলেও চলে। মধ্যে মধ্যে গ্রামের এই গৃহ বন হইতে জমীদারের গৃহ ধবল কি চিত্রিত দেহ উত্তোলন করিয়া বল্মীক স্তূপ পার্শ্বে পর্ব্বতের মত শোভা পাইতেছে। প্রান্তর যেমন পরিষ্কার, গ্রাম তেমনি নরক। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পথের উভয় পার্শ্বে গৃহশ্রেণী। প্রত্যেক গৃহের আবর্জ্জনা ও ময়লা জল নির্গমের 'মুড়ি' রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠিয়া পড়ে। গৃহের একটিমাত্র দ্বার। যিনি কিছু ভাগ্যবান, তাহার একটা ক্ষুদ্র অঙ্গনের চতুষ্পার্শ্বে একহারা মাটির ঘর। এরূপ গ্রামে কিরূপে বেহারবাসীরা সুস্থ শরীরে থাকে তাহা এক নিগূঢ় রহস্য বিশেষ। গ্রামের বহির্ভাগে একটি ইন্দারা (জলকূপ), জল তরল অমৃত। প্রত্যেক গ্রামের বাহিরে একটি আম্র কানন শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষে শোভিত। ফল নানাবিধ, অতরল অমৃত। কাননতল শ্যাম দূর্ব্বাদলে গালিচা মণ্ডিত। এ সকল আম্র কাননে আমাদের তাঁবু পড়িত। এ আম্র কানন ভিন্ন কদাচিৎ গ্রামের কেন্দ্রস্থলে কি বহির্দ্দেশে ইন্দারা সমীপে বিস্তৃতশাখা 'পিপ্পল' বা অশ্বত্থ বৃক্ষ। তাহার ছায়ায় গ্রাম্য পঞ্চ বা পঞ্চাইত গ্রামের যাবতীয় সামাজিক ও পারিবারিক বিবাদ সকল নিষ্পত্তি করিয়া থাকে।

এ সকল গ্রাম্য শোভা দেখিতে দেখিতে আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে গিরিএক বাঙ্গালায় পঁহুছিলাম। স্ত্রী শিশু পুত্রকে লইয়া পূর্ব্বেই পাল্কিতে পঁহুছিয়াছিলেন। 'বাঙ্গলা' খানি পূর্ত্ত বিভাগের বা পাবলিক ওয়ার্কস্

ডিপার্টমেণ্টের। অতি সুন্দর ও পরিষ্কার। পাকা দেয়ালের উপর সুন্দর খাপড়ার ছাউনি। গৃহখানি যেন হাসিতেছে। তাহার সম্মুখে প্রাঙ্গণে আমার কাছারির তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবুর সম্মুখে গিরি-এক থানার হেড্ কনষ্টেবল সপুলিস দণ্ডায়মান। আমি তাহাকে আমার 'ডেরার' সম্মুখে একটা মুদীর দোকান বসাইয়া দিতে, যেন তাহার কাছ হইতে আবশ্যক জিনিস আমাদের লোকেরা মূল্য দিয়া কিনিতে পারে, এবং আমাদের জন্য প্রত্যহ তিন চারি সের দুগ্ধের বন্দোবস্ত কোনও গোয়ালার সঙ্গে করিয়া দিতে বলিলাম। এ আদেশ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলাম যে সেখানে "হুজুর গরিব পরওয়ারের" বিরুদ্ধে এক রাজ-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। স্ত্রী বলিলেন আমি কি ছাই হুকুম দিয়াছি, তাহার ফলে আমার এক বৎসরের শিশু দুগ্ধাভাবে কাঁদিতেছে। পুলিস জবাব দিয়াছে এখানে দুগ্ধ কিনিতে পাওয়া যায় না। খাওয়ারও জিনিস পত্র কিছুই কিনিতে পাওয়া যায় না। সকলই পুলিস ষ্টেশন হইতে যোগাইয়া থাকে। আমি তাহা লইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছি। কাযেই রাত্রিতে আহারের আয়োজন কিছুই হয় নাই। এ দিকে অশ্বারোহণে দশ মাইল পথ কাছারির পর আসিয়া, স্থান ও পরিশ্রম-মাহাত্ম্যে আমার এমন ক্ষুধা হইয়াছে, যে আমি ক্রোধে ভৃত্যদিগের মুণ্ড খাইতে অগ্রসর হইলাম। আমি বুঝিলাম যে অবৈধ রূপে জিনিস পত্র পুলিস হইতে লইতে নিষেধ করাতে তাহারা আমাকে জব্দ করিবার জন্য পুলিসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। আমি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আবার পুলিসকে তলব দিলাম। হেড্ কনষ্টেবল আসিয়া নতশিরে আমার ক্ষুধোত্থিত ক্রোধাগ্নিতে মদনের মত ভস্ম না হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে বলিল যে আমার হুকুম মোতাবেক মুদীর দোকান একটা শিবিরদ্বারে স্থাপিত করিয়াছে। কিন্তু তাহাতেত ছাতু ও গুড় ভিন্ন আর কিছুই

পাওয়া যায় না। এখন ছাতু গুড় খাইয়া আমরা যেন রাত্রি কাটাইলাম, শিশুটির উপায় কি হইবে? সে বলিল তাহাকে বিশ্বাস না হয় ভৃত্য এক জন সঙ্গে দিলে সে গোয়ালাদের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া কিছু দুধ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবে। বিশ্বাসী বাঙ্গালী ভৃত্যকে সঙ্গে দিলাম। সে রাত্রি আটটার সময় ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে গোয়ালা অনেক ঘর আছে, কিন্তু সকলেই জবাব দিয়াছে যে দুধ নাই। তখন শ্রীক্ষেত্রের ষ্টিমারের সেই বাবাজির কথা মনে পড়িল—"সৎকর্ম্মে শত বাধা।" আমার সৎসংকল্প রক্ষা করিবার আর উপায় না দেখিয়া আমি নিরুপায় হইয়া হেড্ কনষ্টেবলের হস্তে ধরা দিলাম। সে বলিল—"হুজুর মালিক! হুকুম দিলে আমি এখনই এক মণ দুধ সংগ্রহ করিয়া দিব।" আমি হারি মানিয়া নীরব রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে এক গোয়ালার স্কন্ধে দশ সের দুধ ও আটা, ঘি ও অন্যান্য উপকরণ লইয়া উপস্থিত। অন্য উপকরণ সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া আমি গোয়ালাটাকে একটুক "ধর্ম্মের কাহিনী" বুঝাইতে গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম যে আমি মূল্য দিতে চাহিলাম, তথাপি এক পোয়া দুধ তাহারা দিল না; এখন এত দুধ কোথা হইতে আসিল? সে বলিল—"বাপরে বাপ! কি করিব? জমাদার সাহেব লাঠি চালাইতে চাহে। কাযেই দুধ বাহির করিয়া দিয়াছি।" আমি তখন বুঝিলাম যে কঠোর উৎপীড়নে ইহাদের পৃষ্ঠের চর্ম্ম এত পুরু হইয়াছে যে শিষ্টাচার তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

গিরি-এক আউটপোষ্ট বেহার পুলিস ষ্টেশনের অধীন। পরদিন প্রাতে বেহারের সেই পাকা কায়েত সব-ইন্স্পেক্টার আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়া আমাকে ভর্ৎসনা কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"সরকার! আপনি কি সুরু করিয়া দিয়াছেন? আপনি নাকি হেড্ কনষ্টেবলের কাছে

মূল্য লইয়া জিনিসপত্র কিনিয়া আনিয়া দিতে হুকুম দিয়াছেন, এবং সে দিতে পারে নাই বলিয়া তাহার উপর 'রঞ্জ' (বিরক্ত) হইয়াছেন? এ কি বাঙ্গালা দেশ, যে হাট আছে, বাজার আছে, যেখানে সেখানে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাইবে? এখানের নিয়ম এই যে শীতের আরম্ভে প্রত্যেক চৌকিদার প্রত্যেক গ্রামের জমীদারি কাছারি হইতে রসদ অর্থাৎ আটা, ঘি, মুর্গী, ডিম, কাট ও পোয়াল ইত্যাদি আনিয়া থানায় জমা করিয়া দেয়। কোন্ চৌকিদার কত রসদ আনিবে তাহার বরাদ্দ আছে। তদনুসারে সমস্ত জিনিস থানায় জমা হয়, এবং সেখান হইতে যত হাকিম সর্কটে আসেন সকলেরই রসদ আসে।

আপনি মূল্য দিয়া জিনিসপত্র কিনিতেছেন একথা যদি প্রচারিত হয়, তবে আমাদের উপায় কি হইবে? আপনার জন্যত সামান্য জিনিসপত্র আবশ্যক। কিন্তু যখন কালেক্টর, কমিশনার প্রভৃতি সাহেবেরা আসিবেন তাঁহাদের জন্য অপরিমিত রসদ পুলিসের যোগাইতে হইবে। পুলিস তাহা কোথায় পাইবে? আপনি যদি এরূপ রসদ সংগ্রহ করিতে নিষেধ করেন, তবে আমাকে সেরূপ হুকুমনামা দেন, যেন আমি সাহেবদের দেখাইতে পারি। নতুবা আমাদের পুলিসের চাকরি থাকিবে না।

পূর্ব্ব রাত্রির দুর্ভোগের বা অর্দ্ধ ভোগের পর যে বীরত্বটুকু শরীরে ছিল তাহা এই কায়েত-কুল-তিলকের ধমকে জল হইয়া গেল। আমি বুঝিলাম যে আমিও "নবীন তপস্বিনীর" জলধরের মত কেউটিয়া সাপের লেজ মাড়াইয়াছি। শুধু পুলিসের নহে, এ পথের পথিক না হইলে আমারও চাকরি থাকিবে না। স্মরণ হইল ভবুয়াতেও রসদ সংগ্রহের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। তখন "তৃণাদপি সুনীচেন" হইয়া বলিলাম যে সাহেবদের বড় বড় উদর, তাঁহারা সকলই হজম করিতে পারেন। আমি

বাঙ্গালির ক্ষুদ্র উদরে সে পরিমাণ হজম হইবে কেন ? অতএব সাহেবদের বেলায় পুলিস চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসরণ করুক। আমার বেলায় নিতান্ত যাহা কিনিতে পাওয়া যায় না তাহা যোগাইলেই হইবে। ইহার কিছুদিন পরে বেহারের প্রধান হিন্দু জমীদার আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে এই রসদ-প্রণালী হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন যে তিনি আমার নিষ্ফল চেষ্টার কথা শুনিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে জমীদারেরা রসদ না যোগাইলে আমি কোথায়ও পাইব না। আর তাঁহারা দোকানদার নহেন যে মূল্য লইয়া বিক্রয় করিবেন। বিশেষতঃ শুধু আমি একজন হইতে মূল্য লইলেই বা কি হইবে ? আমার সঙ্গে সরকটে যে সকল আমলা মোক্তার পুলিস যায় সকলকে তাঁহাদের রসদ যোগাইতে হয়। অন্যথা গরিবেরা অনাহারে মরিবে। অতএব আবহমান-কাল হইতে জমীদারদের প্রত্যেক কাছারিতে এই রসদের বন্দোবস্ত আছে। আমি তাহার অন্যথা করিলে চলিবে না। তবে এক বৎসর কোনও জমীদারের এলেকায় একবারের অধিক 'ডেরা' পড়িলে তাহার উপর বেশী জুলুম হয়। কারণ প্রত্যেক স্থানে তাহাদের ৩০০৲ টাকার কম খরচ পড়ে না। আমি যদি এই ভাবে 'সফর' (মফঃস্বল ভ্রমণ) করি, তাহা হইলেই জমীদারেরা যথেষ্ট অনুগৃহীত হইবে, এবং এখনই যে চারিদিকে আমার এত প্রশংসা উঠিয়াছে, তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। এ লোকটি বড় স্পষ্টবাদী। তিনি আমাকে আরও একটি পরামর্শ দিলেন। উপরোক্ত রসদ ছাড়া যেখানে শিবির সন্নিবেশিত হয় সেখানের জমীদার কাবুলি মেওয়ার একটা প্রকাণ্ড ডালি উপহার দেয়। এত মেওয়া কে খায় ? সঙ্গী আমলা, মোক্তার ও পদাতিকগণও খাইতে চাহে না। এজন্য কোনও কালেক্টার তাহা বাক্সে বন্ধ করিয়া লইয়া পাটনায়

বিক্রয় করিতেন। আমি এরূপ ডালি দিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। জমীদার বলিলেন যে তাহাতে আমার বদ্‌নাম হইতেছে, এবং যাহাদের ডালি ফেরত দিয়াছি, তাহারা তাহাদিগকে অপমানিত মনে করিয়াছে। বলা বাহুল্য অতঃপর উভয় বিষয়ে আমি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম। তবে আমার অভিপ্রায় মতে মেওয়ার মাত্রা কমিয়াছিল। আম্র সম্বন্ধেও ডালি লইয়া বড় বাড়াবাড়ি হইত। সোণা রূপার তবকে মণ্ডিত হইয়া আম্র, ও সময়ে সময়ে পাটনা হইতে আনীত মৎস্যও প্রেরিত হইত, কারণ বেহারে মৎস্য পাওয়া যায় না। কাহার আম্র সরকার ভাল বলিয়াছিলেন তাহা লইয়া একটা রেষারিষি হইত। এক এক জন জমীদার মালদহে বাগান কিনিয়া রাখিয়াছেন। সেখান হইতে তাঁহার আম্রের আমদানি হয়। কাহার বাগানের আঁব কেমন আমাকে তুলনায় সমালোচনা করিতে হইত। এত বিভিন্ন প্রকারের এমন উৎকৃষ্ট আম্র আমি কখনও খাই নাই। একবার একজন মোক্তার কতগুলিন আঁব দিয়াছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম বেল। কেবল দেখিতে নহে, আস্বাদ এবং গন্ধও ঠিক বেলের মত।

বেহার মফঃস্বল ভ্রমণ সব্‌ডিভিসনাল অফিসারের পক্ষে কি যে আনন্দ-ব্যাপার তাহা আর কি বলিব? রাস্তার অভাবে প্রথম দুই বৎসর শিবির ও সরঞ্জাম গরুর পিঠে এবং গরুর অধিক কুলির পিঠে লইতে হইত। আমার দুইখানি তাঁবু ছিল। এক খানিতে সস্ত্রীক থাকিতাম, আর একখানিতে কাছারি করিতাম। আমি কাছারিতে বসিলে আবাস তাঁবু ভাঙ্গিয়া পরের শিবিরের স্থানে পাঠান হইত, এবং স্ত্রী শিশু পুত্রকে লইয়া পাল্কিতে যাইতেন। একখানি বড় সুন্দর পাল্কি প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলাম। তাহার দুই দিকের দ্বারে নেটের রঙ্গিন পর্দ্দা ছিল। দ্বার খুলিয়া রাখিয়া স্ত্রী যাতায়াত করিতেন। বেহার অঞ্চলের মহিলারা

চলিতে পাল্কির রুদ্ধ দ্বারের উপর আবার আবৃত কাপড়ের ঢাকা রাখিত। তাঁহাদের যে নিশ্বাস বন্ধ হইত না, ইহাই আশ্চর্য্য। যাহা হউক আমার পাল্কি একটা নূতন ব্যাপার হইয়া উঠিল। কারণ রঙ্গিন পর্দ্দা মাত্র থাকাতে বাহির হইতে কিছুই দেখা যাইত না। বেপর্দ্দার ভয়ে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালি কেহ কখনও সপরিবার শিবিরে যাইতেন না। আমি যখন সপরিবার যাইব বলিলাম, তখন আমলা, পুলিস, জমীদারগণ, শুনিয়া কানে হাত দিলেন। আমার পেস্‌কার মুরব্বি আনা করিয়া আমাকে বলিলেন—"পরিবার সঙ্গে সফর যাইবেন, এ কেমন কথা। সেখানে বেপর্দ্দায় থাকিলে লোকে নিন্দা করিবে।" আমি ধৌত মারকিন কাপড়ের চারি খানি চারি হাত উচ্চ পর্দ্দা লাল পাড় দিয়া প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলাম, এবং তাহার গায়ে স্থানে স্থানে খোল করিয়া রাখিয়াছিলাম। এ পর্দ্দাগুলিন অন্য কাপড়ের মত তক্ত করিয়া লওয়া যাইত, এবং তাহার সঙ্গে চারি হাত উচ্চ কতকগুলি কাঠের খুটির একটা বোঝা যাইত। আবাস-শিবির স্থাপিত হইলে তাহার এক পার্শ্বে এই পর্দ্দার দ্বারা একটি সুন্দর আবৃত প্রাঙ্গণ কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হইত। খুটিগুলিন মাটিতে পুতিয়া পর্দ্দা চারি খানি তাহার উপর বসাইয়া দিলেই হইল। এই আবৃত প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে রান্নার 'বাউটি' ও অন্য পার্শ্বে গোছলখানার তাঁবু পর্দ্দার সংলগ্ন হইয়া পড়িত। কাযেই বেপর্দ্দার কোনও রূপ সম্ভাবনা থাকিত না। তখন সকলে, সর্ব্বাগ্রে আমার পেস্কার সাহেব, বলিলেন—"হাঁ, এ বহুত আচ্ছা এন্তেজাম হুয়া!" —এ খুব ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে। ফলতঃ আমার পাল্কি ও পর্দ্দার এমনি নাম পড়িয়া ছিল, যে জমীদার দেখিতেন, তিনি বলিতেন যে আমি বদলি হইয়া যাইবার সময় তাঁহাকে এই দুই চিজ দিতে হইবে। বাস্তবিকই আমার বদলির পর এই দুইয়ের জন্য এমন কাড়াকাড়ি পড়িয়া

ছিল যে আমি বড় মস্কিলে পড়িয়াছিলাম। শেষে প্রধান মুসলমান জমীদারকে পাল্কি এবং প্রধান হিন্দু জমীদারকে পর্দাগুলি বিক্রয় করিয়াছিলাম।

দেখিলাম বেহারের প্রধান অভাব রাস্তা। অতএব সমস্ত প্রাতঃকাল ও অপরাহ্ণ আমি অশ্বারোহনে শিবিরের চারিদিকে নূতন রাস্তা করিবার উপযোগী লাইন, এবং প্রচলিত গ্রাম্য রাস্তা সকল যোগ করিয়া তাহা কতদূর সাধিত হইতে পারে তাহা অন্বেষণ করিয়া, এবং গৃহবিবাদ এবং জমীদার জমীদারে বিবাদ মিটাইয়া বেড়াইতাম। একটা বিবাদের কথা বলিব। ইছালামপুর থানার সম্মুখে ক্ষুদ্র একখণ্ড জমিতে আমার শিবির পড়িয়াছে। কাছারির সময় মোক্তার ও আমলারা বলিল যে উহা একটি পিঠ স্থান। দশ বৎসর যাবৎ সেই সাবেক ডেপুটি সাহেবের বন্ধু দুর্গাবাবু ও এক জন মুসলমান জমীদারের মধ্যে দেওয়ানি ও ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া এক এক পক্ষে ১০০০০ টাকা পরিমাণ ব্যয় হইয়াছে। এখনও যুদ্ধ সতেজে দেওয়ানী আদালতে চলিতেছে, এবং এই মোকদ্দমায় দুর্গাবাবু ঋণগ্রস্ত হইয়া ধ্বংসপ্রায় হইয়াছেন। আমি মনে মনে একটা কৌশল স্থির করিয়া উভয়কে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পত্র দিলাম। মুসলমান জমীদারের যদিও ইসলামপুরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা বাড়ী আছে, তথাপি তিনি "আয়েসের" জন্য পাটনায় থাকেন। তিনি এমন সৌখিন লোক যে আতর গোলাপ খাইয়া এবং কুসুম শয্যায় শয়ন করিয়া, কেবল কামিনী-কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতামৃতে ভাসিয়া জীবন অতিবাহিত করেন বলিলেও চলে। তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইল। প্রথম দুর্গা বাবু আসিলেন, এবং এই গুরুতর বিবাদের জ্ঞানপ্রদ ইতিহাস বলিতে বলিতে এক অপরাহ্ণ অতিবাহিত করিলেন, এবং মুসলমান প্রতিপক্ষ যে নাহাক্ তাঁহার জমিটুকু অন্যায়-

পূর্ব্বক লইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা যথাশাস্ত্র সাব্যস্ত করিলেন। আমি গম্ভীরভাবে সেই পুরাণ শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার প্রতি অশেষ সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলাম—"আমি বুঝিয়াছি যে এই জমিটুকু আপনারই। পার্শ্বস্থিত মধ্য-ইংরাজী স্কুলটীর স্থান ভাল নহে। আপনার কাছে উক্ত স্কুলের জন্য এই স্থানটুকু ভিক্ষা চাহিতেছি। আপনি উহা এরূপে আমাকে দান করিলে এ যুদ্ধে আপনিই জয়ী হইবেন, কারণ জমিটুকু আপনারই বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। অথচ দান করাতে আপনার একটা বিশেষ বাহাদুরী হইবে।" তিনি বর্শি গিলিলেন, এবং এরূপে সব-ডিভিসনের মালিককে উহা দান করিতে আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন। পরদিন প্রাতে সম্মুখের রেজেষ্টারী আফিসে দান পত্র রেজেষ্টারি করিয়া দিয়া তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। কথাটা দুই এক জন আমলা মোক্তারের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল, অন্য কেহ জানিতে পারিল না। তাহার কিছুদিন পরে মুসলমান জমীদার এক প্রকাণ্ড ডালি পূর্ব্বে পাঠাইয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দেখিলাম তিনি একটু ক্ষুদ্র নবাব সিরাজদ্দৌলা। আমি তদনুযায়ী সুর বাঁধিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলাম। তিনি 'কাফের' ও 'কমিনা' দুর্গাপ্রসাদের অনেক নিন্দা করিলেন। আমি তাহার সঙ্গেও এক অপরাহ্ন কাটাইয়া এবং তাঁহাকে খুব বাড়াইয়া তাঁহার কাছেও জমিটুকু উপরোক্ত মতে দান চাহিলাম, এবং তাহাতে কাফের কিরূপ জব্দ হইবে এবং তাহার কিরূপ "ইনস্ আল্লাতাল্লা" গৌরব বৃদ্ধি হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলাম। তিনি হাসিয়া আকুল হইলেন এবং পর দিনই দান পত্র রেজেষ্টারী করিয়া দিলেন। আমি সেখানে শিবিরে থাকিতেই পুলিসের দ্বারা স্কুল গৃহখানি সে জমিতে স্থানান্তরিত করিলাম। বেহার অঞ্চলে একটা হাসির তুফান ছুটিল এবং উভয় জমীদারও এ চতুরতার

দ্বারা তাঁহাদের অর্থনাশক এই কলহ নিবারণের জন্য আমাকে শত ধন্যবাদ দিলেন। কিছুদিন পরে পাটনার বিখ্যাত উকিল গুরুপ্রসাদ বাবু বেহারের এক মোকদ্দমা উপলক্ষে আসিয়া আমাকে বলিলেন যে আমি তাঁহাদের ও হাইকোর্টের কয়েক জন উকিলের ঘোর অনিষ্ট করিয়াছি।

(৩)

আমামা নামক একটী গ্রামে শিবির পড়িয়াছে। স্থানীয় জমীদার নান্নু সিংহ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি অন্ধ এবং এরূপ সাংসারিক জ্ঞানে পরিপক্ব যে আমি তাঁহাকে বেহারের ধৃতরাষ্ট্র বলিতাম। তিনি প্রথম দিন সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আমি তাঁহাকে একজন বিচক্ষণ লোক দেখিয়া বলিলাম, আমি যখন ভবুয়া সব-ডিভিসনে ছিলাম, সেখানের জমীদারদের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময় তাঁহারা পাকড়াও করিতেন এবং বাড়ীতে কত আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া তাঁহাদের পুত্র কন্যাদের দেখাইতেন এবং কিছু জলযোগ না করাইয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু এখানের জমীদারেরা সেরূপ করা দূরে থাকুক শত হস্ত দূরে থাকে এবং সাক্ষাৎ করিতে আসিলেও চেয়ারের অগ্রভাগে সভায় বসিয়া দুই চারিটী ফাকা কথা কহিয়া চলিয়া যায়। তাহাদের বাড়ীর কাছে দিয়া যাইতে দেখিলেও সেরূপ দুই একটা ফাকা কথা কহিয়া সেলাম দিয়া বিদায় করে। তাহার কারণ কি? তিনি শুনিয়া বড়ই প্রীত হইয়া বলিলেন যে আমি সেখানে লোকের আদর চাহিয়াছিলাম। আদর পাইয়াছিলাম। এখানে আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা চাহিতেন লোকে তাঁহাদের ভয় করুক। কাযেই এখানের লোক হাকিমকে ভয় করিয়া দূরে থাকে। তিনি বলিলেন যে আমি ইতিমধ্যে যেরূপ লোকপ্রিয় হইয়াছি এবং শাসন কার্য্যে চতুরতা দেখাইয়াছি। লোকে বড় ইচ্ছা করে

যে আমার সঙ্গে সেই ভবুয়ার জমীদারদের মত ব্যবহার করুক। কিন্তু ভয়ে করে না। তিনি বলিলেন পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় আমি যখন তাঁহার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলাম তাঁহার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লন। কিন্তু সাহস পাইলেন না। তিনি বলিলেন যে আমার মনের ভাব এরূপ লোকে জানিলে আমাকে দেবতার মত পূজা ও অভ্যর্থনা করিবে। বলা বাহুল্য পর দিন তিনি আমাকে বড় সমারোহ করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইলেন।

তাঁহার কথা ঠিক হইল। তাহার পর হইতে জমীদারেরা সর্ব্বত্র বেশ আমার আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। বেহার সবডিভিসন একটা রাজ্য বিশেষ! একটা অভ্যর্থনার কথা বলিব। নগর নহুসা গ্রামের আম্র কানানে তাঁবু পড়িয়াছে। একটি মোকদ্দমায় বাঁকীপুরের সর্ব্বপ্রধান উকীল বাবু গুরুপ্রসাদ সেন এবং আরও কয়েকটী বড় উকীল আসিয়াছেন। তাঁহারা কয়েক দিন আম্র কাননে উভয় পক্ষের দুই তাঁবুতে বাস করিতেছিলেন। যেখানে তাঁবু পড়িত, সেখানে উকিল, আমলা ও মোক্তার প্রভৃতির রাউটি পড়িত। আম্র কানন একটি ক্ষুদ্র পটগৃহের নগর হইয়া উঠিত এবং রাত্রিতে বহু আলোকে আম্র কাননের বিচিত্র শোভা হইত। একদিন কাছারির পর উভয় পক্ষের উকীল আমাকে বলিলেন যে নগর নহুসার মুসলমান জমীদার পরিবার আমার অভ্যর্থনা করিতে চাহেন। তাঁহারা বড় দুরন্ত, কলহ-প্রিয় লোক ছিলেন, এবং সব-ডিভিসনাল অফিসারকে বড় গ্রাহ্য করিতেন না। আমি অসম্মত হইলাম। উকিলেরা আমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইরা বলিলেন যে আমার শিষ্টাচারে সবডিভিসন যেরূপ শাসিত হইয়াছে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা কঠোর শাসনের দ্বারা তদ্রূপ পারেন নাই। অতএব শুধু ইহাদের প্রতি কঠোর ভাব অবলম্বন করা উচিত নহে। তাঁহারা আমার

শাসন কৌশলের বড় প্রশংসা করিয়া এখানেও তদনুরূপ করিতে বলিলেন। গুরুপ্রসাদ বাবু প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার শিক্ষক ছিলেন। আমি তাঁহাকে বড় ভক্তি করিতাম। তিনিও বিশেষ জিদ করাতে আমি সম্মত হইলাম। অভ্যর্থনার দিন সন্ধ্যার সময়ে আলোকে ও সঙ্গীতে গ্রাম তোলপাড় হইতে লাগিল। আমার শিবির হইতে জমীদারের বাড়ী পর্য্যন্ত আলোকশ্রেণী শোভা পাইতে লাগিল। সুন্দর প্রসেশন করিয়া উকিলদের সঙ্গে জমীদার পরিবারেরা আমাকে এক সজ্জিত মাতঙ্গে লইতে আসিলেন। আমি তাহাতে আরোহণ করিতে অসম্মত হইলাম। গুরুপ্রসাদ বাবু আমাকে শাসাইয়া তাহাতে তুলিলেন। তাঁহারা সকলে পশ্চাতে অশ্বে গজে চলিলেন। জমীদারবাড়ী পুষ্পে, পত্রে, পতাকায় এবং আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। একটি বৃহৎ সুসজ্জিত কক্ষে আহূত হইয়া দেখিলাম তাহার এক প্রান্তে এক স্বর্ণ ও রজত খচিত সিংহাসন। আমার সঙ্গে মফঃস্বল ভ্রমণের উপযোগী সামান্য পোষাক মাত্র ছিল। আমি এই পোষাক পরিয়া কেমন করিয়া সেই রাজাসনে বসিব? গুরুপ্রসাদ বাবু আবার আমাকে শাসাইলেন—"তুমি এখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নহ। ছেলে মানুষের মত ব্যবহার করিও না। তোমার উচ্চ পদোপযোগী ব্যবহার কর। তুমি সেই আসনে গিয়া বস।" আমি গুরুর কর্ণ-মর্দ্দন-প্রাপ্ত ছাত্রের মত সেই বহুমূল্য আসনে বসিলাম। নৃত্য গীত হইল। নানাবিধ আমোদ অভ্যর্থনা হইল। উৎকৃষ্ট আতর গোলাপের গন্ধে সজ্জিত কক্ষ সুবাসিত হইল। শেষে জলযোগের কক্ষে আহূত হইলাম। সেখানে নানাবিধ দেশীয় বিদেশীয় লঘু আহার্য্য (Light refreshment) সজ্জিত, সকলে উদরপূর্ণ করিয়া অর্দ্ধ রাত্রিতে আবার সেই সমারোহে শিবিরে ফিরিলাম। সেই অভ্যর্থনার মধ্যে জমীদার পরিবারকে মিষ্টকণ্ঠে যাহা বলিয়াছিলাম তাহার ফল, এবং

এই অভ্যর্থনা গ্রহণের ফল বড়ই ভাল হইয়াছিল। আমি তিন বৎসর বেহারে ছিলাম। ইহারা আর কখনও দুরন্তপনা কিছুই করেন নাই। সে অঞ্চলে একটা সামান্য মোকদ্দমা পর্য্যন্ত তাহার পর হয় নাই।

বলিয়াছি নান্নু সিংহকে আমি বেহারের ধৃতরাষ্ট্র নাম দিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যহ অপরাহ্নে তাঁহার গ্রামে শিবিরে থাকার সময়ে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন এবং আমাকে সংসার-জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তাঁহার দুইটী শিক্ষার কথা বলিব, তিনি একদিন বলিলেন—"মনে দুঃখ হইলে মানুষ আপনার অপেক্ষা যে দুঃখী তাহার দিকে দেখিবে, এবং মনে সুখের অভিমান হইলে আপনার অপেক্ষা যে সুখী তাহার দিকে দেখিবে। আমার পুত্র সন্তান নাই বলিয়া মনে যখন দুঃখ হয়; তখন আমি বেহার সহরের লাহিরি মহাল্লার মৌলবি সাহেবের দিকে দেখি। আমার কন্যার ঘরে দুইটী দৌহিত্র আছে, তাহার তাহাও নাই। তাহার একমাত্র কন্যাও নিঃসন্তান। আবার যখন বড় বিষয় করিয়াছি বলিয়া মনে অভিমান হয়, তখন আমি দ্বারভাঙ্গার মহারাজার দিকে দেখি এবং আপনাকে আপনি বলি—"আরে নান্নু সিংহ! তুমি কি লইয়া এত অভিমানে স্ফীত হইতেছ? তোমার দুই লক্ষ টাকা আয়, আর দ্বারভাঙ্গার মহারাজের চল্লিশ লক্ষ। অতএব তাঁহার কাছে তুমি একটী পতঙ্গ মাত্র।"

আর একদিন নান্নু সিংহ বলিলেন—"আমার কন্যার বিবাহেয় সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এমন কি আমার ভাই বৈজনাথ সিংহ পর্যান্ত জিদ আরম্ভ করিল যে হাতুয়ার মহারাজার পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিয়া দেখিলাম কেবল 'তিলক' দিতেই আমার লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে। আমি আমার টাকার তোড়ার (bag) কাছে গেলাম। বলিলাম—আরে তোড়া! তুমি আমাকে কত টাকা দিতে পারিবে? তোড়া উত্তর করিল যে এত টাকা সে দিতে

পারিবে না। আমার যখন যে অতিরিক্ত খরচ পড়ে আমি তমস্সুক দিয়া তোড়ার কাছে কর্জ্জ করি এবং তাহার পরিশোধ করি। আমি ভাবিলাম আমার একটী কন্যা, হাতুয়ায় বিবাহ দিলে মেয়েকেত কখনও আমার বাড়ীতে আসিতে দিবেই না। যদি আমি কখনও নিজে দেখিতে যাই, সাত দিন আমাকে বাহিরের দেউড়ি ঘরে পড়িয়া থাকিতে হইবে। তাহার পর রাজার বা রাণীর অনুমতি হইলে, একদিন তাহাকে অন্তঃপুরে গিয়া কয়েক মিনিটের জন্য দাস দাসী বেষ্টিত অবস্থায় দেখিতে পাইব। মন খুলিয়া পিতা ও দুহিতা দুটো কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারিব না। কন্যাটীকে এরূপ দ্বিপান্তর করিয়া আমার ও তাহার কি সুখ হইবে? আমি বাছিয়া বাছিয়া একটী গরিব ভদ্রলোকের ছেলে নির্ব্বাচন করিলাম, নিতান্ত দরিদ্র, তাহার গৃহখানি পর্য্যন্ত নাই, সামান্য অর্থব্যয় করিয়া আমি কন্যার বিবাহ দিয়াছি এবং জামাতাকে একটী গ্রামের ঠিকাদারী (ইজারা) লইয়া দিয়া নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি এবং কিছু টাকার মহাজনি করিয়া দিয়াছি। যখন ইচ্ছা তখন তাহাকে আমার বাড়ীতে আনি, কি নিজে তাহার বাড়ীতে যাই এবং দৌহিত্র দুইটীকে সুখে লইয়া সংসারের সকল দুঃখ ভুলি। যখন মেয়েটির মুখ দেখি এবং ভাবি যে আমার দ্বারা একটি পরিবার সৃষ্ট হইয়াছে, তখন আনন্দে আমার হৃদয় ভরিয়া যায়।"

নান্নু সিংহ আর একদিন বলিলেন—"বৈজনাথ সিংহ এখনও বালক। তিনি মনে করেন তিনি একজন বড়লোক। কেবল রাজা রাজাড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া প্রতিযোগিতা করিতে চাহে। বৈজনাথ সিংহ জানেন না আমি কিরূপে এ সম্পত্তির সৃষ্টি করিয়াছি। পিতার পরলোক গমনের সময়ে তাঁহার কেবল এই আমামা মৌজা মাত্র ছিল। তাহারও তখন শোচনীয় অবস্থা ছিল। 'আলঙ্গ' (বাঁধ) ও আহরা (কৃষি লোকের জলাশয়) কিছুই

ছিল না। বাঁধ না থাকাতে বর্ষা প্লাবণে সমস্ত ফসল নষ্ট হইত। আবার যে বৎসর অনাবৃষ্টি হইত সে বৎসর জলাশয় না থাকাতে এবং তন্নিবন্ধন ক্ষেতে জল দিতে না পারাতে ফসল শুষ্ক হইয়া যাইত। তখন এ মৌজার আমদানী মাত্র তিন হাজার টাকা ছিল। এ যে পর্ব্বতাকার আলঙ্গ গ্রামের চারিদিকে দেখিতেছেন, এবং ঐ যে প্রকাণ্ড 'আহরা' দেখিতেছেন, এ সকল আমারই সৃষ্ট। দারুণ বর্ষা আমার মাথার উপর দিয়া যায়। সমস্ত রাত্রি আমি হস্তী-পৃষ্ঠে পরিক্রমণ করিয়া কোথায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে তাহার তৎক্ষণাৎ মেরামত করাইয়া লই। সঙ্গে একদল কুলি কোদাল ও মোশাল লইয়া থাকে। এরূপে যে আমামা মৌজা হইতে পিতা তিন হাজার টাকা পাইতেন আমি বৎসরে নয় দশ হাজার উশুল করিতেছি। এই বৃদ্ধি আয়ের দ্বারা, আমি ক্রমে ক্রমে অন্যান্য মৌজাতে ঠিকাদারী ও মালিকী সত্ব লইয়া আজ দুই লক্ষ টাকা আয় করিয়াছি। কিসে ইহা করিয়াছি ভাই বৈজনাথ সিংহ ইহা কিরূপে বুঝিবে? লোকটী এমনই বুদ্ধিজীবী যে দুই ভাই একান্নে থাকা দূরে থাকুক এক গ্রামে পর্য্যন্ত থাকিত না, পাছে কোনও রূপ মনান্তর ঘটে। নান্নু সিংহ আমামা গ্রামে থাকিতেন এবং বৈজনাথ সিংহ সেইখান হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে তেতরাঁওয়া গ্রামে থাকিয়া সে অঞ্চলের জমীদারী শাসন করিতেন।

(৪)

উত্থান পতন লইয়া জগৎ! বেহারের এক জন প্রধান জমীদারের উত্থানের কথা, এবং কি নীতিতে উত্থান হইল তাহার কথা বলিলাম। এখন আর একজন প্রধান জমীদারের পতনের এবং কি নীতিতে পতন ঘটিল তাহার কথা বলিব। নানন্দ গ্রামের "লাখোয়া" বাগে (লক্ষ আম্রের বাগান) শিবির পড়িয়াছে। এখন লক্ষ আম্র বৃক্ষ না থাকিলেও উহা একটী প্রকাণ্ড আম্রকানন। অশ্বপৃষ্ঠে গ্রামে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে

যাইতে যাইতে আমার অভ্যাস মতে গ্রামবাসী যাহাকে পথে পাইতেছি তাহার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে যাইতেছি। সকলের মুখে এক হাহাকার —"আরে বাপরে! কেয়া রাজ বিগর গিয়া!" শুনিলাম গ্রামের জমীদারটী বাঙ্গালী। তিনি সর্ব্বস্ব হারাইয়া বেহার সহরে একটী সামন্য গৃহে দরিদ্রাবস্থায় বাস করিতেছেন। তিনি একজন দানশীল, সদাশয় লোক, প্রজাদিগকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। তাই তাঁহার জন্য এই হাহাকার। তিনি একান্ত মাদক-প্রিয় ছিলেন, বিষয় কার্য্য কিছুই দেখিতেন না। কেবল এই নানন্দ গ্রাম হইতেই তাঁহার বাইশ হাজার টাকা আমদানী ছিল, সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহার লক্ষ টাকা আয় ছিল। তাঁহার অধঃপতনের দুইটী গল্প বলিব।

তাঁহার বহুতর হস্তী ছিল। তথাপি তাঁহার খেয়াল হইল আরও হাতী কিনিবেন। এক জন জাত বাণিয়া হইতে তজ্জন্য দশ হাজার টাকা শত করা আট কি দশ টাকা মাসিক সুদ হিসাবে কর্জ্জ করিয়া নওয়াদা সবডিভিসনে তমসুক রেজেষ্ট্রারী করিয়া দিতে গিয়াছেন। সবডিভিসনাল অফিসার স্বয়ং রেজিষ্ট্রারী করেন। তিনি ইংরাজ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন এ টাকা কি জন্য এত অতিরিক্ত সুদে কর্জ্জ করিতেছেন। তিনি তখন নেশায় বিভোর। উত্তর—"আমি হাতী কিনিতে "ছত্তরের" মেলায় যাইব।" সাহেব বলিলেন যে তাঁহার ঢের হাতী আছে। তিনি দলিল রেজিষ্টারী করিবেন না। পরদিন বাণিয়া নিজে তাঁহাকে লইয়া আবার উপস্থিত করিল। সেই দিন তাঁহার নেশার মাত্রা আরও চড়াইয়া লইয়াছে। সে সাহেবকে বলিল—"হুজুর! ইনি রাজা আমি একজন দরিদ্র বাণিয়া। ইনি অল্পদিনের জন্য মাত্র টাকা লইতেছেন। "ছত্তরের" মেলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার টাকা দিবেন সেইজন্য সুদ বেশী ধরিয়াছি।" সাহেব কি করিবেন, দলিল রেজিষ্টারী করিয়া দিলেন। উভয়ে আফিস

হইতে বাহির হইয়া গেলে তিনি আমলা মোক্তারদিগকে বলিলেন—"এ বাণিয়া শালা থোরা রোজমে ইস্কু ফকির বানাওয়ে গা।" সে ধূর্ত্ত বাণিয়া নওয়াদা এলেকার লোক তিনি তাহাকে বেশ চিনিতেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিল।

হতভাগ্য মদ্যপ হস্তী-পৃষ্ঠে টাকা বোঝাই করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল এবং যত গ্রামের মধ্য দিয়া আসিল, দুই হাতে মুঠে মুঠে টাকা মাতাল অবস্থায় নিজে ছড়াইতে লাগিল এবং সঙ্গীয় ভৃত্যকেও ছড়াইতে আদেশ দিল। একটী গ্রাম তাহার জমীদারী ভুক্ত ছিল। তাহার এ অবস্থায় হাহাকার করিয়া প্রজারা বলিল—"তুমি কি পাগল হইয়াছ? তুমি কেন এরূপে রাজটা বিগড়াইয়া দিতেছ, লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিতেছ?" তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ভৃত্যকে বলিলেন—"এ শালা লোগ কম বক্ত। হিঁয়া মত দাও কুচ।" (এ শালারা হতভাগা। এখানে কিছু দিও না।) এরূপে দশ হাজার টাকা হস্তীপৃষ্ঠ হইতে ছড়াইয়া অজ্ঞান অবস্থায় গৃহে ফিরিলেন।

যখন ঋণ বাইশ হাজার হইয়াছে, তখন একজন বাঙ্গালী মোক্তার রাখিয়াছেন। সে হিসাব করিয়া দেখিল যে তাঁহার জমীদারীতে যতগুলি তাড়ি গাছ আছে, তাহা প্রজাদের কাছে বিক্রয় করিলে প্রায় পনর কি বিশ হাজার টাকা কর্জ্জ শোধ হইবে। সে এ বৃক্ষগুলি বিক্রয় করিতে প্রস্তাব করিল। তিনি দুই মাস যাবৎ কোন উত্তরই দিলেন না। বলিলেন বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। অবশেষে এক দিন বলিলেন—"দেখ! তাড়িগাছগুলি বিশ পঁচিশ বৎসরেও বড় হয় না। অতএব সেই গুলি বিক্রয় করা হইবে না।" তখন তিনি দিন রাত্রি নেশায় বিভোর থাকেন। কোনও প্রজা কিঞ্চিৎ গাঁজা কি মদ কি একটা পাঁটা লইয়া আসিয়া কান্না কাটা করিলে তখনই তাহার কাছে প্রাপ্য খাজানা মাপ দিতেছেন। এরূপ ঘরে লক্ষ্মী থাকিতে পারে না। সে বাণিয়া ঋণ ক্রমশঃ

বৃদ্ধি করিয়া বাইশ হাজার টাকার জন্য মাত্র নালিশ করিয়া লক্ষ টাকার মুনাফার জমীদারী নিলাম করাইয়া কিনিয়া লইয়া তাহার বাড়ী খানি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে। আমি শিবিরে যাইবার পূর্ব্বেই সেই বাড়ী দেখিতে গেলাম। একটি বৃহৎ অট্টালিকা সম্বলিত এক প্রকাণ্ড বাড়ী যেন নির্জ্জনে রোদন করিতেছে। সেই বাণিয়ার একজন কর্ম্মচারী মাত্র তাহাতে আছে। দেখিলাম এই হতভাগ্যের কাহিনী বলিতে বলিতে তাহারও চক্ষে জল আসিল।

ইহার পর, বোধ হয় আমার সহানুভূতির কথা শুনিয়া, তিনি মধ্যে মধ্যে বেহারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। একটী নয়নসুক কি লংক্লথের হিন্দুস্থানি চোস্ত পায়জামা তাহার উপর সেই কাপড়ের একটা পিরান এবং মাথার উপর সেই কাপড়ের একটী হিন্দুস্থানী টুপি, দীর্ঘাকার, শ্যামবর্ণ, মূর্ত্তি দেখিলেই একটী ভূপতিত মহীরুহের মত বোধ হইত। তাঁহার নিজের অবস্থার কথা তিনি কিছুই বলিতেন না। তিনি ব্যথিত হইবেন বলিয়া আমিও তাহা উল্লেখ করিতাম না।

একদিন সায়াহ্নে বহুলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিলেন, একে একে সকলে চলিয়া গেলেন। পণ্ডিত বলদেও বসিয়া রহিলেন, যেন কি কথা বলিবেন কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। কোন কথা আছে কি আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"নানন্দের জমীদার বাবুর পরিবারের দুর্গতি আর সহ্য হইতেছে না। তিনি বেহার সহরে একটি অতিশয় সামান্য ঘরে আছেন। সময়ে সময়ে এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইতে দাল চাল পয়সা চাহিয়া লইতেন। কাল রাত্রিতে আসিয়া বলিলেন যে সপরিবার তিন দিন অনাহারে আছেন। আমি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছি। আপনি ইহার সাহায্যার্থ কিছু

করুন! হায়! ভগবান্! কি মানুষের কি অবস্থা করিলে!” ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিলেন। আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। পণ্ডিতজী বলিলেন, যে আমি যদি একটী মাসিক চাঁদা তুলি সকলেই কিছু কিছু দিবেন। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলাম। কিছুক্ষণ পরে—তখন রাত্রি নয়টা—স্ত্রী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে একটী বালক ও একটী বলিকাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, নানন্দের জমীদার বাবুর স্ত্রী এই দুই সন্তান লইয়া একখানি খাটুলিতে আসিয়া তাঁহার পায় পড়িয়া কাঁদিতেছেন। তিনি আর বলিতে পারিলেন না। সন্তান দুটীকে বুকে লইয়া বসিয়া স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। এ সময়ে অবগুণ্ঠনবতী একটি যুবতী ছুটিয়া আসিয়া “বাবা আমাদের রক্ষা কর” বলিয়া আমার পায়ের উপব পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং সন্তান দুটীকে আমার পায়ে ফেলিয়া দিলেন। না,—আমি আর সেই শোক-দৃশ্য লিখিতে পারিতেছি না। আমিও পণ্ডিতজীর মত কাঁদিয়া বলিলাম—“হায় ভগবান্! তুমি কি মানুষের কি করিলে”। আমি তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া স্ত্রীর বক্ষে দিয়া সন্তান দুইটীকে অঙ্কে লইলাম। বালকের বয়স ছয় সাত, বালিকার বয়স চারি পাঁচ। কি সুন্দরী মেয়ে! যেন একটি চম্পক কলি। দুটীর মুখে কি করুণার ভাব। অনাহারে মুখ শুষ্ক বিবর্ণ! পরিধান দুখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ বসন মায়ের পরিধানও তাই সুন্দর শরীর শীর্ণ বিবর্ণ। কিছুক্ষণ কেহ কিছু বলিতে পারিলাম না। তিন জনে কাঁদিলাম। শিশু দুই জন আমার রোদন দেখিয়া আমার মুখের দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া আছে। স্ত্রী তখনই তাহাদিগকে আহার করাইলেন। শিশু দুইটীকে আপনি খাওয়াইয়া দিলেন এবং তখন বাজার হইতে মাতা ও সন্তানদের জন্য কাপড় আনাইয়া দিলেন। পরদিন প্রাতে একখানি চাঁদা বই নিজে স্বাক্ষর করিয়া প্রধান প্রধান জমীদার-

দের কাছে পাঠাইয়া দিলাম। ঘণ্টা খানেক পরে বহি ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম বিশ টাকা মাসিক চাঁদা স্বাক্ষর হইয়াছে। সেই দিনই আমার হাতার নিকটে গৃহভাড়া করিয়া আমি তাহাদিগকে সেই গৃহে স্থাপিত করিলাম। শিশু দুটী প্রায় সমস্ত দিবস আমার বাড়িতে থাকিত। তাহাদের মাতাও প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার স্ত্রীর কাছে আসিতেন এবং কখন কখন দুই এক দিন এখানে থাকিতেন। কখন বা স্ত্রী সন্ধ্যার পর তাহাদের গৃহে বেড়াইতে, কি তাঁহাদের অসুখ হইলে দেখিতে যাইতেন। হতভাগ্য জমীদারটীও প্রায় অপরাহ্ণে আমার সঙ্গে কাটাইতেন। মধ্যে মধ্যে গয়া পাটনা বেড়াইতে যাইতেন। আমি এরূপে তাহাদিগকে তিন বৎসর রাখিয়াছিলাম। বদলি হইয়া আসিবার সময়ে বেহারে বুঝি ইহাদের মত আমাদের জন্য কেহ তেমন কাঁদে নাই। আমি তাঁহাদের আমার এক পরিবারস্থের মত জানিতাম। বেহার সবডিভিসন বড় ভয়ানক স্থান, বড় সাবধানে চলিতে হয়। অন্যথা ইঁহাদের জন্য চাঁদা না তুলিয়া আমি তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে রাখিতাম। আমি আসিবার সময়ে আমার পরবর্ত্তীর হাতে তাঁহাদিগকে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে ভাগলপুর লইতে চাহিয়াছিলাম। আমার গতি বিধি স্থির নাই বলিয়া বিশেষতঃ আমার একা স্কন্ধে পড়িতে হইবে বলিয়া তাঁহারা আসিলেন না। শুনিলাম, আমি আসিবার পর আবার তাঁহাদের কষ্ট আরম্ভ হয় এবং কিছুদিন পরে বেহার ছাড়িয়া চলিয়া যান। আর তাঁহাদের কোনও খবর পাই নাই। মধ্যে শুনিয়াছিলাম হতভাগ্য জমীদারের দুঃখ শেষ হইয়াছে। তিনি মৃত্যু অঙ্কে শান্তি লাভ করিয়াছেন। ভরসা করি তাঁহার অভাগিনী পত্নী ও শিশু দুটীকে ভগবান আশ্রয় দিয়া সুখে রাখিয়াছেন।

—o—

বেহারের উন্নতি।

বিহার শৈল।

রাত্রিতে সবডিভিসন গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রাতে পশ্চিমের বারণ্ডা হইতে দেখিলাম বড় সুন্দর শৈলশোভা দেখা যাইতেছে। জনৈক জমীদারের একটী ঘোড়া আনিয়া উহা দেখিতে ছুটিলাম। দেখিলাম সমতল ক্ষেত্র মধ্যে একটী মাত্র শৈল পর্ব্বত, নৈবেদ্যের তিলের সন্দেশের মত দাঁড়াইয়া আছে। পর্ব্বতটী বড় উচ্চ নহে, তাহার অঙ্গ নীল, বন্ধুর, প্রস্তরময়। মধ্যে মধ্যে এক আধটী বৃক্ষ এখানে সেখানে কেমন করিয়া সে প্রস্তরে জন্মিয়াছে। শিখর দেশে বৌদ্ধ বিহার-ভগ্নে নির্ম্মিত এক দরগা, এবং এক দিকে শৈল-অঙ্কে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার নাম বৌদ্ধ গ্রন্থে "এক গিরি"। কারণ নিকটে আর কোনও গিরি-শ্রেণী নাই। পরে ইহাতে বৌদ্ধবিহার নির্ম্মিত হইয়া সমস্ত স্থানটীর, ক্রমে সমস্ত প্রদেশের নাম বিহার বা বেহার হইয়াছে। বৌদ্ধদের সময়ে রাজগৃহের পর এখানেই বোধ হয় রাজধানী ছিল। তাহার পর উহা পাটলীপুত্রে বা পাটনায় স্থানান্তরিত হয়। এখনও বেহার সহরের কেন্দ্র-স্থলের নাম কেল্লাপর। কেল্লার বা দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকারে পড়িয়া আছে এবং তাহার চারি দিকে একটা বিস্তীর্ণ পরিখার স্মৃতির স্বরূপ নিম্নভূমি বিরাজমান রহিয়াছে। এই "কেল্লাপর" স্থানের মধ্য দিয়া বাজারের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বে স্তূপের উপর ইংরাজী বিদ্যালয় এবং তাহার অপর পার্শ্বের স্তূপে মিউনি-সিপ্যাল আফিস, এবং কর্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর আমি মুন্সেফের বিচারালয় প্রস্তুত করি। কর্তৃপক্ষীয়েরা উহা সবডিভিসন গৃহের পশ্চাতে প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই খণ্ড শৈল-দর্শনে

এবং উহার সার্দ্ধ দুই সংহস্র বৎসরের অতীত গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমি আত্মহারা হইলাম। আমার যেন বোধ হইল আমি দেখিতেছি সানু-দেশস্থিত বিহারে বসিয়া শ্রীভগবান বুদ্ধদেব তাঁহার "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ—"প্রচার করিতেছেন এবং শৈলাঙ্ক পিপীলিকাবৎ ছাইয়া অসংখ্য নরনারী সেই ধর্ম্ম প্রতিমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করিতেছে। শৈলের অঙ্গে আরও দুই একটী বিহার-বেদিকা প্রস্তরের উপর প্রস্তর মাত্র স্থাপিত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে শৈলখণ্ড প্রদক্ষিণ করিতে চাহিলাম। কিন্তু দক্ষিণ দিকে কিয়দ্দূর গিয়া আর পথ পাইলাম না। নিরাশ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। মিউনিসিপালিটির প্রথম অধিবেশনেই ইহার চারি দিকে একটা রাস্তা নির্ম্মাণের প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। কমিশনারগণ আনন্দে উহা গ্রহণ করিলেন। বলিলেন কাহারও এ কার্য্যটীতে চক্ষু পড়ে নাই। আমি যদি করিতে পারি, আমার একটা অক্ষয় কীর্ত্তি বেহারে থাকিবে। আমার যেই কথা সেই কার্য্য। তাহার পর দিবসই রাস্তার কার্য্য আরম্ভ করাইয়া দিলাম। দেখিতে দেখিতে রাস্তা নির্ম্মিত হইল, কিন্তু তাহাতে এক গুরুতর বিঘ্ন, শৈলের উত্তর পশ্চিম কোণায় একটি ক্ষুদ্র ঝিল। বর্ষাকালে তাহাতে শৈলবাহি জলধারা ভীষণ বেগে প্রবাহিত হয়। এখানেত রাস্তা টিকিবে না। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারেরাও আমাকে এ কথা বলিয়াছিলেন। ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছেমন (Salmon) সাহেবকে স্থানটী দেখাইলাম। তিনি বলিলেন এখানে দশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটা (Course way) নিম্ন সেতু প্রস্তুত করিতে হইবে। বেহার মিউনিসিপালিটির মোট আয় অনু-মান বিশ হাজার টাকা। আমি এত টাকা কোথায় পাইব। যেথানে যেথানে জলধারা পড়ে, সেখানে সেখানে আমি ক্ষুদ্র সেতু নির্ম্মাণ

করিলাম এবং ঝিলের দিকে মাটীর বেশী সেলামী দিয়া এবং তাহাতে বেশ করিয়া ঘাস লাগাইয়া দিয়া বর্ষার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ছেমন সাহেব হাসিয়া বলিলেন যে আমার রাস্তা এক দিনেই উড়িয়া যাইবে। যাহা হউক ইতিমধ্যে সমস্ত শীতে গাড়ী চলিতে লাগিল। সমস্ত বেহারবাসী ভদ্রমণ্ডলী প্রাতে ও অপরাহ্ণে শৈল প্রদক্ষিণ করিয়া গাড়ীতে, ঘোড়ায় ও পদব্রজে বেড়াইতে লাগিলেন এবং আমাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলে এই শৈলের পশ্চিমে একটী সুন্দর আম্র কাননে আমি তাঁহাদের শিবির স্থাপন করিলাম। তাঁহারা স্বস্ত্রীক অশ্বপৃষ্ঠে শৈল প্রদক্ষিণ করিয়া শিবিরে পৌঁছিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং আমার অনেক প্রশংসা করিলেন। কিন্তু ঝিলের পার্শ্বে রাস্তা টিকিবে কিনা তাঁহারাও আশঙ্কা করিলেন এবং ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে একটা নিম্ন সেতু প্রস্তুতের জন্য সাহায্য দিতে অঙ্গীকার করিলেন। এই এক কার্য্যেই আমি তাঁহাদের সুদৃষ্টিতে পড়িলাম। বর্ষা আসিল। রাস্তা স্থানে স্থানে ভাঙ্গিল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইল না। উহা ভাঙ্গিবা মাত্র মেরামত করাইতে লাগিলাম। ইহার পরের বর্ষাতে আর কিছুই করিতে হইল না। ছেমন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দশ হাজার টাকার স্থলে আমায় এক শত টাকা মাত্র ব্যয় করিতে হইয়াছিল। বেহার সহরের প্রান্তস্থিত রাস্তাগুলিনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তার দ্বারা গাঁথিয়া আর একটী বিশুদ্ধ বায়ু-সেবনের সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলাম।

—o—

বেহার বিদ্যালয়।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিলেন যে তিনি বিদ্যালয়টা শোচনীয় অবস্থায় পাইয়াছিলেন। অতি কষ্টে তিনি শিক্ষকদিগের বাকী বেতন শোধ করিয়াছেন; কিন্তু তহবিলে একটা পয়সাও নাই। এণ্ট্রান্স স্কুলে মাসে প্রায় তিন শত টাকা চাঁদা আদায় করিতে হয়। সে এক ভীষণ ব্যাপার। কারণ সমস্ত সবডিভিসনেও একটী ইংরাজী শিক্ষিত লোক নাই। জমীদারগণ প্রায় নিরেট মূর্খ। অতএব চাঁদা আদায় করা যেন প্রস্তর হইতে জল নির্গত করা। স্মরণ হয় একজন জমীদারের কাছে দশ বৎসরের চাঁদা বাকী ছিল। জমীদারীর আয় পাঁচ ছয় হাজার এবং ষাট সত্তর হাজার টাকার মহাজনী। তাহার বাড়ীর কাছে গিয়া তাঁবু ফেলিয়া দশ দিন যাবৎ কত পীড়াপীড়ি করিলাম। সামান্য কয়েকটী মাত্র টাকা দিতে সম্মত হইল। অনাহারে আমার শিবিরের আম্রবাগানে পুলিসের কাছে পড়িয়া আছে। শেষ দিন আমি তাহাকে ধম্‌কাইয়া শিবিরান্তরে যাইবার জন্য ঘোড়া ছাড়িয়া দিলে সে প্রায় দশ মাইল পথ আমার ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে দোহাই দিতে দিতে চলিল। তখন আমি তাহার কৃপণতার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া সে যে এক শত টাকা মাত্র দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাই লইতে বাধ্য হইলাম। এক দিকে এই। অন্য দিকে জমীদারদের আত্মীয়গণ শিক্ষক। তাহারা কিছুই করে না। অথচ তাহাদের গায়ে হাত দিলে জমীদারগণ চাঁদা বন্ধ করে ও একটা হুলুস্থূল উপস্থিত করে। আমি সেই আত্মীয়দিগকে ক্রমে ক্রমে সরাইয়া দিই, এবং তাহাতে কিছুদিন একজনের জন্য অনেক উপদ্রব ভোগ করি। কিন্তু আমার এই মহাশত্রু পরে আমার মহামিত্র হন। আমি তাঁহাকে সবরেজিষ্টার করিয়া আনি। যাহা হউক এরূপে

চাঁদা আদায় করিয়া আমি তিন বৎসর বিদ্যালয়টী চালাইয়া তিন হাজার টাকা তহবিলে রাখিয়া এবং তদ্দ্বারা একটা ছাত্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া চলিয়া আসি।

চিকিৎসালয়।

চিকিৎসালয়ের অবস্থা আরও শোচনীয়। তহবিল শূন্য, ভৃত্যগণ কয়েক মাস যাবৎ অবৈতনিক ভৃত্য; অর্থাভাবে চিকিৎসার অভাব। চিকিৎসালয়েরও মাসিক চাঁদা দুই কি তিন শত টাকা। বহু কষ্টে ইহারও সুবন্দোবস্ত করিলাম এবং আসিবার সময়ে ইহারও তহবিলে যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া আসিয়াছিলাম। চিকিৎসালয় পঞ্চানন নদী-তীরস্থিত একটি 'বারাদরি'—মুসলমান আমলের একটি প্রাচীন বিলাসগৃহ। গৃহটি চিকিৎসালয়ের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, যদিও স্থানটী মনোরম এবং নির্জ্জন। বিশেষতঃ গৃহটীতে স্থানাভাব। অতএব আমি উহা বেলি সরাইতে স্থানান্তরিত করিতে প্রস্তাব করি। প্রথমতঃ কোন কোন মিউনিসিপাল কমিশনার সাধের বেলি সরাই চিকিৎসালয় করিতে অসম্মত হন। পরে যখন ঐ শ্বেত হস্তীর পোষণ-ব্যয়ে মিউনিসিপালিটি পীড়িত হইয়া পড়িল, তখন তাঁহারা সম্মত হইলেন।

কবর স্থান।

বেহারে সে সময়ে জীবিত ও মৃত এক সঙ্গে বাস করিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তুমি যে দিকে চক্ষু ফিরাইবে সেই দিকে কবর,—রাস্তার পার্শ্বে কবর, ইন্দারার পার্শ্বে কবর, বৃক্ষতলায় কবর, গৃহপার্শ্বে কবর, যেখানে দেখিবে সেখানেই কবর। অনেক গৃহের প্রাঙ্গণে,

বারাণ্ডায়, এমন কি এক কক্ষে, কবর। দুই দিকে সহরের বাহিরে দুইটী স্বতন্ত্র কবর স্থান আমি প্রস্তাব করি। ইহাতে বেহারবাসী ক্ষেপিয়া উঠিল। বড় বড় জমীদারগণ আসিয়া বলিলেন যে তাঁহাদের "বুজরগণ" (পূর্ব্বপুরুষ) হইতে তাঁহাদের গৃহ প্রাঙ্গণে কবর চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা আমার প্রতিকূলে গবর্ণমেণ্ট, কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে রাশি রাশি দরখাস্ত করিতে লাগিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মেটকাফ। ইনি অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল সার চার্লাস মেটকাফের পুত্র। রক্ত-মাহাত্ম্য প্রত্যেক পাদক্ষেপে প্রতীয়মান। তিনি তদন্ত করিতে আসিলেন। সকল দেখিলেন, এবং মিউনিসিপাল কমিটিতে বসিয়া কমিশনারগণের সকল আপত্তি স্থিরভাবে শুনিলেন। সর্ব্বশেষ বলিলেন —"বুজরগণ" (পূর্ব্বপুরুষ) দিগকে শেয়াল কুকুরের মত কি রাস্তার পার্শ্বে পুতিয়া রাখা সম্মানের কথা?" কমিশনারগণ নিরুত্তর। দুইটী সুন্দর স্থান নির্ব্বাচন করিয়া কবর-স্থান খুলিলাম। যাহারা বড় লোক, বাড়ীর নিকটে স্থান আছে, কেবল তাহাদের 'বুজরগণের' জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রহিল।
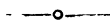
কূয়াপায়খানা।

বেহার সহরে তখন অনুমান চল্লিশ হাজার লোকের বসতি ছিল। প্রত্যেক বাড়ীতে এক এক কূয়াপায়খানা, এবং তাহাতে পুরুষানুক্রমিক পুঁজি সঞ্চিত হইতেছিল। সে যে এক ভীষণ ব্যাপার সহজেই বুঝা যাইতে পারে। দুর্গন্ধে সময়ে সময়ে পথ চলা ভার হইত এবং ওলাদেবী চির বিরাজিতা। একবার ঠিক আমার বাঙ্গালার সম্মুখের আম্বের মহাল্লাতে তাঁহার বিশেষ কৃপা হইল। দিন কুড়ি পঁচিশ জন করিয়া

মরিতে লাগিল। প্রত্যেক পাঁচ সাত মিনিট পরে কনেষ্টবল এক এক জন মাথা ঠুকিয়া বলিতেছে—"সরকার! আউর একটো মর গেয়া।" পশ্চিমের প্রবল নৈদাঘ বায়ু ঝটিকা বেগে সেই মহাকালের ক্রীড়া-ভূমির উপর দিয়া সবডিভিজন গৃহে প্রবাহিত হইতেছে। এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও আমি যত প্রকার উপায় সম্ভব অবলম্বন করিতেছি। কিছুতেই রোগের প্রাদুর্ভাব কমিতেছে না। এক দিন এক জন মহাল্লাবাসী আমাকে একটি 'ইন্দারা' (পানীয় জলের কূপ) দেখাইয়া দিয়া বলিল যে একজন সাধু (সন্ন্যাসী) আসিয়া সেই কূপের পার্শ্বে ছিল। মহাল্লাবাসীদের নিকট চাঁদা চাহিয়াছিল। না দেওয়াতে সে ওলাউঠা চালান দিয়া গিয়াছে। উহা কিছুতেই থামিবে না। আমার সন্দেহ হইল যে সেই ভণ্ড সন্ন্যাসী ওলাউঠা রোগের কাপড় ধুইয়া কূপের জলের সঙ্গে কোনও রূপে ওলাউঠার বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছে। আমি সে দিন হইতে পুলিস প্রহরী রাখিয়া উহার জল ব্যবহার বন্ধ করিলাম, এবং তাহার জল উঠাইয়া ফেলিয়া তাহাতে চূণ ঢালিয়া দিলাম। আশ্চর্য্যের কথা সে দিন হইতে সেই মহাল্লার ওলাউঠা কমিতে আরম্ভ হইল এবং দেখিতে দেখিতে উহা থামিয়া গেল। এ ঘটনা উপলক্ষে বেহারের ডাক্তার বলিলেন যে বেহারের গৃহস্থ বাটীর সমস্ত কূপ বিষাক্ত, এবং বেহারে যে সর্ব্বদা ওলাউঠা ও বসন্তের প্রকোপ হয়, উহাই তাহার একমাত্র কারণ। তিনি বলিলেন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে এক কি অধিক 'কূয়াপায়খানা' আছে। তাহাতে পুরুষানুক্রমিক মলমূত্র সঞ্চিত হইতেছে এবং তাহার নিকটেই পানীয় জলের "ইন্দারা" বা কূপ। আমি এ সকল 'কূয়া পায়খানা' উঠাইয়া দিয়া মাটীর উপর গামলা পায়খানা প্রচলিত করিবার যত্ন করিতে লাগিলাম। আবার লোকেরা এবং তাহাদের প্রতিনিধি মিউনিসিপাল কমিশনারেরা ঘোরতর

আপত্তি করিতে লাগিলেন। এ পোড়া দেশে কোনওরূপ প্রচলিত কুপ্রথা উঠাইতে চাহিলেই একটা হুলুস্থূলু পড়িয়া যায়। ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের দোহাইতে কর্ণ বধির হয়। তাহাতে আবার সকলের সন্দেহ হইল যে এ পায়খানার জন্য টেক্স বসিবে। অন্য দিকে চল্লিশ হাজার লোকের মলমূত্র পরিষ্কার করিবার জন্য এত মেথরই বা কোথায় পাইব? আমি দেখিলাম যে বেহারে 'মুপুহর', 'ডুছাদ' প্রভৃতি নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে প্রায় দশ হাজার লোক আছে, যাহাদের না আছে গৃহ, না আছে কোনওরূপ ব্যবসা। গাছতলায় কি গ্রামের বাহিরে আড়াই হাত আড়াই হাত গোল, আড়াই হাত উচ্চ মাটীর দেয়াল, তাহার উপর তাল পাতার ছাউনি; ইহাই ইহাদের দৌলতখানা। বৃষ্টির সময়ে একটি পরিবার কোনও মতে জড় হইয়া বসিয়া থাকে। অন্য সময়ে গাছের তলায় পড়িয়া থাকে। বেহারে দিন মজুরির মূল্য তিন সের খেসারি ডাল মাত্র। মূল্য তিন পয়সা হইবে। তাহাও ইহাদের জুটে না। অতএব চুরি ভিন্ন ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোনও উপায় নাই। এক এক জন চৌদ্দ পনর বার কয়েদ খাটিয়াছে, এবং আবার কোনও মতে জেলখানায় যাইতে পারিলে বাঁচে। জেল হইতে খালাস হইবার সময়ে অনেকে কাঁদিয়া বলে—"আরে বাপ্‌রে বাপ্! তোম ত ছোড় দিয়া। হাম্ যায়েঙ্গে কাঁহা, খায়েঙ্গে কেয়া?" মানুষ যে এমন নিরুপায় হইতে পারে তাহা আমি বেহারে যাইবার পূর্ব্বে জানিতাম না। মেয়াদ দিয়া ও বেত পিটাইয়া শাসনের উপর আমার বিশ্বাস তখনও ছিল না। এখনও নাই। অন্নাভাবই এ দেশের অধিকাংশ চুরি ডাকাতির কারণ। আমি স্থির করিলাম যে ইহাদের দ্বারা মেথরের কায করাইব। মিউনিসিপাল বজেটে কোনও রূপে ইহাদের সামান্য বেতনের সংস্থান করিয়া আমি একশত বাছা চোর বদ্‌মায়েস পুলিসের দ্বারা আনাইয়া এ কাযে প্রবৃত্ত

করাইলাম। কায না করিয়া ইহাদের এরূপ অভ্যাস বাঁধিয়া গিয়াছে কোনও সৎ কাযেই ইহাদের প্রবৃত্তি হয় না। প্রথম প্রথম পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু আমি আবার ধরিয়া আনিতে লাগিলাম। কিছু কাল এরূপ করিয়া শেষে তাহারা কার্য্য নিয়মিতরূপে করিতে লাগিল। তখন মাদারিপুরের মত এখানেও আমার প্রশংসা আর লোকের মুখে ধরে না। সকলে আনন্দে কূয়াপায়খানা বন্ধ করিয়া তোলা পায়খানা প্রচলিত করিল। বেহারের একটা প্রধান অভাব মোচন হইল।

কিন্তু এই একশত পাকা চোর সহরের উপর রাখি কি প্রকারে? বেতন পাইবা মাত্র সাত দিনে 'দারু' ইত্যাদিতে নিঃশেষ করিয়া আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গে কোন তর্ক-নীতি কি অর্থ-নীতি চলে না। তখন মাটির দেয়াল দিয়া তাহাদের জন্য আমি এক ছোট জেলখানা পুলিস থানার ঠিক সম্মুখে প্রস্তুত করিলাম। তাহার পার্শ্বে তাহাদের পরিবারদের জন্য উপরোক্ত মতে গোলঘর প্রস্তুত করাইয়া এক পাড়া প্রস্তুত করাইয়া দিলাম, এবং তাহারই সম্মুখে এক মুদির দোকান বসাইয়া কাহাকে কি খাদ্য কি পরিমাণ রোজ দিতে হইবে তাহার নিয়ম করিয়া দিলাম। প্রত্যেককে কিছু বাঁশ কিনিয়া দিলাম। তাহারা সকলে মিউনিসিপালিটীর কার্য্য করিত, এবং অবশিষ্ট সময়ে সপরিবার বাঁশের টুকরী ইত্যাদি প্রস্তুত করিত। এগুলি বিক্রয় করিয়া তাহাদের বেতনের সহিত প্রত্যেকের নামে মাসে মাসে জমা দিতাম। তাহা হইতে মাসের শেষে মুদির প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া আরও কিছু জমা থাকিতে আরম্ভ হইল। তখন ইহাদের ভাব দেখিলে বোধ হইত যে ইহারা বড় মানুষ হইয়াছে। রাত্রি নয়টার সময় পুলিস তাহাদিগকে গণনা করিয়া সেই ছোট জেলখানায় পূরিয়া তালা বন্ধ করিয়া দিয়া রাখিত। তাহাদের এক রকম পোষাক (uniform) প্রস্তুত করিয়া

দিয়াছিলাম। কাল কোট, লাল কোমর-বন্ধ ও মাথায় লাল টুপি। প্রত্যেক বিশ জনের উপর এক এক জন সর্দ্দার ছিল। তাহার মাথায় লাল কাল মিশ্রিত পাগড়ী। প্রত্যেক রবিবার তাহারা আমার গৃহের সম্মুখে তাহাদের ময়লা টানিবার গাড়ী ও গরু সহ যখন সজ্জিত হইয়া প্রত্যেক বিশজন শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র সেনার মত আমার পরিদর্শনের জন্য দাঁড়াইত, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। তাহাদের তখন আনন্দ দেখে কে? আমার উপর কত অজস্র কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিত। আমি তাহাতে যে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতাম এ জীবনে কোনও কার্য্য করিয়া সেরূপ পাই নাই।

কিন্তু ইহার আর এক বিষম ফল হইল। আমি মফঃস্বলে বাহির হইলে এই শ্রেণীর লোক আমার তাঁবু ঘেরিয়া কাঁদা কাটা করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—"তুমি চোরদের লইয়া চাকরি দিলে। আমরা ভাল মানুষ আমাদিগকে চাকরি দিবে না কেন? আমরা কেন না খাইয়া মরিব?" এই কথার উত্তর নাই। কিন্তু আমি এত চাকরি কোথায় পাইব? কিছু দিন পরে মিঃ হেলিডে (Halliday) কমিশনার ও মিঃ মেটকাফ্ (Metcalfe) কালেক্টর সব ডিভিসনে আসিয়া আমার এই কীর্ত্তি দেখিলেন ও শুনিলেন। সে অদ্ভুত গোল ঘরের গ্রাম ও তন্নিবাসী নরনারীর কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহারা হাসিয়া খুন। চিরদিন তাঁহারা জানেন যে বদ্মায়েস শাসন করিবার এক মাত্র পৈতৃক উপায় রাশি রাশি বদ্মায়েসি মোকদ্দমা স্থাপন করিয়া শত শত লোককে বৎসর বৎসর এক বৎসরের জন্য শ্রীঘরে প্রেরণ করা। এক বৎসরের পরে তাহারা আবার "যে তিমিরে সে তিমিরে।" আবার যে চোর সে চোর। অতএব বদ্মায়েস শাসনের এই নূতন প্রণালী এবং প্রত্যক্ষ সুফল দেখিয়া তাঁহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। কেবল

কমিশনার বলিলেন যে তিনি ইহার দোষ দেখাইয়া দিতে পারেন—ইহাদিগকে রাত্রিতে মিউনিসিপাল গুদামে কয়েদ করিয়া রাখা আমার অধিকার নাই। আমি বলিলাম আছে। আমার চাকরির সর্ত্ত এই যে তাহারা রাত্রিতে আমার মিউনিসিপাল গুদামে মিউনিসিপাল সম্পত্তির জিম্মায় থাকিবে। তখন তাঁহারা বড়ই হাসিলেন। আমি এ সুযোগ পাইয়া কালেক্টরকে বলিলাম আপনি পাটনাতেও এই পায়খানা-প্রণালী প্রচলিত করুন। তিনি বলিলেন—"তুমি পাগল। পাটনাতে এ প্রণালী চালাইতে গেলে এক হাজার মেথরের প্রয়োজন। এত মেথর কোথায় পাইব।" আমি বলিলাম এক হাজার অল্প কথা, দশ হাজার মেথর চাহিলেও আমি বেহার হইতে যোগাইব। তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কিছু দিন পরে কালেক্টর লিখিলেন যে তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। পাটনার জন্য নয় শত মেথরের প্রয়োজন। আমি দুই দিনে এই নয় শত মেথর পাঠাইয়া দিলাম।

অবশিষ্ট লোকের জন্য আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে ও তাহার বাহিরে চা-বাগান ইত্যাদির জন্য, কিম্বা কোনও পতিত প্রদেশ আবাদ করিবার জন্য যত কুলি চাহিবেন আমি বেহার হইতে যোগাইব। গবর্ণমেণ্ট প্রথম বলিলেন যে আমি কখনও পারিব না। লোকেরা সম্মত হইবে না। আমি বলিলাম তাহাদের কিছু বেতন অগ্রিম দিলে এবং পাথেয় দিলে আমি যত ইচ্ছা কুলি পাঠাইব। এ প্রস্তাবের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হইতেই আমি বেহার হইতে বদলি হইয়া আসি।

—০—

রাস্তা।

সেই সময়ে বেহার উপবিভাগ সম্পূর্ণ রাস্তাশূন্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মিউনিসিপালিটীর মধ্যে যে সকল রাস্তা ছিল, তাহারও অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। এ সকল রাস্তার মেরামতের ও বিস্তারের এবং স্থানে স্থানে নূতন রাস্তা প্রস্তুতের সুবন্দোবস্ত করিয়া, আমি মফঃস্বলের রাস্তার দিকে মনোনিবেশ করি। প্রথম বৎসর শিবিরে যাইবার সময়ে কি যে ক্লেশ পাইয়াছিলাম, এবং লোকের উপর কি যে উৎপীড়ন করিতে হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে পারি না। শিবির এবং সমস্ত উপকরণ কতক গরুর পিঠে বাঁধিয়া এবং কতক 'বেগারের' মাথায় করিয়া লইতে হইয়াছিল। ইহা বেহারের চির-প্রচলিত প্রথা। অথচ এই সবডিভিসন খুলিয়াছে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে শিবির লইয়া যাইতে হইলে বেগারিদের বোঝা বাহক গরু (লদ্‌নি বয়েল) এবং বেগার পুলিস জোর করিয়া আনিয়া আমবাগানে জমা করিত। সেখানে একটা রোদনের রোল পড়িয়া যাইত। বেগার কেহ বলিত সে ভদ্রলোক, কখনও মোট বহে নাই। কেহ পীড়ার ছলনা করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকিত। কেহ বা বোঝা মাথায় দিলে পড়িয়া যাইত। তাহাদের সে সকল অভিনয় দেখিলে কখন মনে বড় কষ্ট হইত, কখনও বড় হাসি পাইত। আমি প্রথম প্রথম বিস্মিত হইতাম যে পয়সা দিয়াও এরূপ দরিদ্র দেশে কুলি পাওয়া যায় না কেন? দুই এক স্থানে শিবির স্থাপনের পর আমার সন্দেহ হইল যে ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পয়সা পায় না। তাহা আমাদের পদাতিক ও কনষ্টবলদের উদরে যায়। ইহার পর আমি নিজেই দাঁড়াইয়া পয়সা দিতে আরম্ভ করিলাম। তখন দেখিলাম যে যাহারা আসিবার সময় কাঁদিয়াছিল, তাহারা

হাসিয়া ও আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। যাহা হউক আমি রাস্তার অভাব সম্বন্ধে একদিকে আমার মফঃস্বলের দৈনিকে তীব্র ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলাম, অন্য দিকে গ্রাম্য রাস্তার জন্য আমার হাতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বৎসর যে তিন চারি হাজার টাকা দিতেছিলেন, তাহার দ্বারা দীর্ঘ রাস্তার কার্য্য আরম্ভ করাইয়া দিলাম। আমার লেখাতে ডিষ্ট্রীক্ট ইনজিনিয়ার সেমন সাহেবের আসন টলিল, তিনি পাটনা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের তখন "একমেবাদ্বিতীয়ং"। তিনি চটিয়া লাল হইয়া আসিয়া আমার বাঙ্গালায় একদিন অপরাহ্নে উপস্থিত। তিনি আমার প্রস্তাব সকল তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিতে-ছিলেন এবং বলিতেছিলেন যে আমি যে সকল রাস্তা প্রস্তাব করিতেছি, উহা আমার এষ্টিমেটের টাকার দশগুণ বেশী দিলেও প্রস্তুত হইবে না, এবং সমস্ত টাকা জলে যাইবে। কাযেই আমিও তাঁহাকে তাঁহার ভাষার সুদ সহিত উত্তর দিতেছিলাম। বাঙ্গালীর এ ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়। তাই তিনি রাঙ্গা মুখ রাঙ্গাইয়া রাগে আমার কাছে উপস্থিত।

তিনি। আপনি আসিয়া অবধি আমার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছেন।

আমি। তাহাতে আমার স্বার্থ বা সুখ কি?

তিনি। আপনি যে বিশ ত্রিশ মাইল লম্বা এক এক রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটির জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণই দশ বিশ হাজার টাকা লাগিবে।

আমি। এক পয়সাও লাগিবে না। আমি যদি রাস্তা করিতে চাহি, জমীদারেরা জমি বিনা মূল্যে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত।

তিনি অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তিনি। বিশ ত্রিশ মাইল লম্বা রাস্তা ত 'রুল' মতে গ্রাম্য রাস্তা হইতে পারে না।

আমি। আমি বিশ ত্রিশটা গ্রাম্যরাস্তা, অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রামের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাস্তা প্রস্তুত করিব। তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যদি বিশ ত্রিশ মাইল লম্বা একটা রাস্তা হয়, আমার অপরাধ হইবে না।

তিনি বলিলেন আমি একজন আশ্চর্য্য লোক। আনন্দের সহিত হাত বাড়াইয়া আমার সঙ্গে সজোরে করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন যদি আমি এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে পারি, তিনি গ্রাম্য রাস্তার জন্য আমাকে বৎসর দুই তিন হাজার টাকা না দিয়া বৎসর আট দশ হাজার টাকা দিবেন এবং এখন হইতে আমার ষোলআনা পৃষ্ঠপোষক হইবেন। বস্তুতই সেই হইতে তিনি আমার একজন পরম বন্ধু হইলেন, এবং তাঁহার প্রশংসা-মূলক রিপোর্ট মতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড আমাকে মুক্ত হস্তে টাকা দিতে লাগিলেন। আমি সর্ব্বপ্রথম বেহার হইতে বিশ মাইল দীর্ঘ হিলসা রোড প্রস্তুত করি। এ রাস্তায় হাত দেওয়ার পূর্ব্বে একটা বড় হাস্যকর ঘটনা হইয়াছিল। যিনি বঙ্গদেশে দীনবন্ধুর কৃপায় 'ঘটিরাম ডেপুটি' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার সঙ্গে আমার একবার মাদারিপুরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি বেহার পরিদর্শন কার্য্যে উপস্থিত। তখন বর্ষাকাল। বেহারে এরূপ বর্ষা প্রায় হয় না। তিনি বলিলেন যে তিনি সেই রাত্রিতে হিলসায় পরিদর্শনে যাইবেন। আমি অনেক করিয়া নিষেধ করিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন আর একদিন দেরী করিলে তাঁহার ভার্ত্তা (Travelling allowance) মারা যাইবে। পুলিস বেহারা যোগাড় করিয়া দিল। ঘটিরাম আহারের পর রাত্রি দশটার সময় হিলসা রওনা হইলেন। একে রাস্তা নাই, তাহাতে রাত্রি অন্ধকার, মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। মাঠে হাঁটু ও কোমর জল

স্থানে স্থানে খাল পার হইতে হইতেছে। বেহারাদের প্রাণান্ত কষ্ট। তাহার উপর তিনি ঘটিরামি ভাষায় বিলাতি গালি বর্ষণ করিতেছেন। বেহারারা একে একে গা ঢাকা দিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে চারি জন মাত্র বেহারা পাল্কি লইয়া যাইতেছে। তাহার একজনও পলায়ন করিতেছে দেখিয়া কনষ্টেবল তাহার পশ্চাতে ছুটিল। তখন পাল্কিখানি হাঁটু জলে রাখিয়া আর তিন জন তিন দিকে পিঠটান দিল, কনষ্টেবল বেচারি কোনদিকে যাইবে, এবং সেই অন্ধকারের মধ্যে কেমন করিয়াই বা ধরিবে। ঘটিরাম ডেপুটি তখন হাঁটু জলে শায়িত হইয়া চীৎকার করিতেছিলেন—"পাক্‌ড়াও! পাক্‌ড়াও!" কিন্তু কে কাহাকে পাক্‌ড়ায়? তখন সমস্ত রাত্রি নারায়ণের মত সলিল-শয্যায় কাটাইয়া প্রভাতে কনষ্টে-বল নিকটস্থ গ্রাম হইতে নূতন আর এক সেট বেহারা সংগ্রহ করিয়া দিলে, তিনি অপরাহ্ণে হিলসা পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়াই তাঁহার হিলসা যাত্রার এক 'ট্রেজিক' বর্ণনা সম্বলিত আমার বেহার শাসনের অর্থাৎ বেহারা শাসনের নিন্দা করিয়া পত্র লিখিলেন। কি করি, বেহারাদের ফৌজদারীতে তলব দিলাম। তাহারা কবুল জবাব দিল যে এক দিকে মুষলধারায় বৃষ্টি-বর্ষণ, অন্য দিকে ঘটিরামের ধমক ও গালিবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিল। তাহাদের জবাব ও ঘটিরামের হিলসা যাত্রা-কাহিনী শুনিয়া কোর্ট ও সমস্ত সবডিভিসন এক পক্ষ কাল হাসিয়াছিল।

এরূপে তিন বৎসরের মধ্যে আমি চারিদিকে এত রাস্তা খুলিয়া-ছিলাম যে তৃতীয় বৎসর আমি সমস্ত সবডিভিসন ঘোড়ার গাড়ীতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম, এবং সর্ব্বত্র শিবির ও সরঞ্জাম ইত্যাদি গরুর গাড়ীতে গিয়াছিল। যে দিকে যাইতাম লোকেরা হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত।

মেল কার্ট।

বলিয়াছি তখন বক্তিয়ারপুর হইতে বেহার যাইবার জন্য পৌরাণিক একা ও খাটুলিমাত্র প্রচলিত ছিল। বর্ষার সময়ে যখন পার্ব্বত্য প্রবাহ ছুটিত, তখন তাহাও সময়ে সময়ে বন্ধ হইত। প্রথমতঃ এই সকল স্রোতের উপর পুল, বিশেষতঃ পঞ্চানন নদের উপর নিম্ন সেতু (cause way) প্রস্তুত করাইয়া লই। তাহার জন্যও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সঙ্গে এক একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ করিতে হয়। তবে উচ্চ বংশীয় কালেক্টর মেটকাফ ও কমিশনার হেলিডে মহোদয় আমার অনুকূল ছিলেন বলিয়া, এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলাম। এরূপে আটার মাইল রাস্তা বেশ প্রস্তুত হইলে, আমি গয়ার এক জন খ্যাতনামা জমীদারের দ্বারা যাতায়াতের নূতন এক বন্দোবস্ত করি। তিনি পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বিশটা ঘোড়া ও দুখানি প্রকাণ্ড 'ওয়াগনেট' গাড়ী কিনেন। রাস্তা পাঁচটী ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক স্থানে চারিটি করিয়া ঘোড়া রাখা হয়। এরূপে প্রত্যহ একখানি গাড়ী প্রাতে ও আর একখানা গাড়ী অপরাহ্নে বেহার হইতে বক্তিয়ারপুর যাইত, এবং বক্তিয়ারপুর হইতে বেহার আসিত। প্রত্যেক গাড়ীতে দশ জন করিয়া পেসেঞ্জার যাইতে পারিত, এবং দুই ঘণ্টা মাত্র সময় লাগিত। গাড়ী এবং ঘোড়া এত ভাল ছিল যে কালেক্টর কমিশনার পর্য্যন্ত এ গাড়ী খোলার পর উহাতেই যাতায়াত করিতেন, এবং প্রত্যেকবার এ বন্দোবস্তের জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিতেন। বেহারের লোক উহার নাম রাখিয়াছিল "মেল কার্ট", কিন্তু মেল এ গাড়ীতে আসিত না। পোষ্টেল বিভাগের কর্ত্তারা যত টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, এবং যেরূপ সর্ত্ত চাহিয়াছিলেন, তেজস্বী জমীদার সে দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। আমি ইতিপূর্ব্বেই অনেক লেখালেখির পর মেল ট্রেণ বক্তিয়ারপুর আসিবার

বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে উহারা বক্তিয়ারপুরে আসিত না, এবং আমাদের ডাক পাইতে অনেক বিলম্ব হইত। এখন জিনিস পত্র, বিশেষতঃ গ্রীষ্মের সময়ে মেল কার্টে এলাহাবাদ হইতে বরফ আনাইবার পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। অতএব ইহার দ্বারা কি যে সুবিধা হইয়াছিল, যাহারা পূর্ব্বের অসুবিধা ভোগ করে নাই তাহারা বুঝিবে না।

—o—
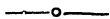
রেলওয়ে।

কেবল এরূপে ঘোড়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া আমি ক্ষান্ত ছিলাম না। লেঃ গবর্ণর রিভার্স টমসন একবার বাঁকীপুর পরিভ্রমণে আসিলে আমি বেহারের জমীদারদের দ্বারা তাঁহার কাছে বেহারকে রেলওয়ের সহিত যোগ করিতে এক আবেদন উপস্থিত করি, এবং প্রথম শ্রেণীর জমীদারদের সঙ্গে লইয়া সেই আবেদন দরবারে তাঁহার হস্তে অর্পণ করি। তিনি বিবেচনা করিবেন বলিয়া উত্তর দেন। পর দিবস প্রাতে আমি চিফ সেক্রেটারী পিকক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার সময়ে আমাকে অন্য ডেপুটিরা গ্রেপ্তার করেন। তাঁহারা লাট-দর্শন-প্রত্যাশী হইয়া কমিশনারের বারাণ্ডায় তীর্থযাত্রীর মত বসিয়া-ছিলেন। এক একজন করিয়া ডাক পড়িতেছে। তাঁহারা বলিলেন আমাকেও লাট দর্শন করিতে হইবে, শুধু তাঁহারা এ কষ্ট পাইয়া যাইবেন এরূপ হইতে পারে না। আমি বলিলাম আমি তখন কার্ড পাঠাইলে আমার ডাক পড়িতে প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। বিশেষতঃ আমি জানি যে আমাদের বিধাতা-পুরুষ চিফ সেক্রেটারী। অতএব লাট-দর্শন আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে একটা বৃথা দুর্গতি বিশেষ। তাঁহারা আমার

ওজর আপত্তি কিছুই শুনিলেন না। স্বনামখ্যাত মৌলবি আবদুল জব্বর নিজে কাগজ একখানিতে আমার নাম লিখিয়া প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। আমি ধরা পড়িলাম। কাযেই সকলের শেষে আমার পালা। দুই চারি জন দর্শক বাকী থাকিতে খোঁড়া প্রাইভেট সেক্রেটারী বাহিরে আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন যে লাট দর্শন-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আমরা অপরাহ্নে আসিতে পারিলে ভাল হয়। আমি কিরূপে জালে পড়িয়া দর্শন-যাত্রী হইয়াছি তাঁহাকে বলিলে তিনি হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম আমার লাট সাহেবকে জ্বালাতন করিবার কিছুই প্রয়োজন নাই। তবে আমি বেহারের সবডিভিসনাল অফিসার, বেহারের জমীদারগণ রেলওয়ের জন্য যে দরখাস্ত দিয়াছেন, যদি তৎসম্বন্ধে লাট সাহেব কিছু জানিতে চাহেন আমি অপরাহ্নে আসিব। অন্যথা আমাকে এ জাল হইতে মুক্তি দিলে লাট সাহেব এক দর্শকের হাত হইতে উদ্ধার পাইবেন। তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন—"বটে! তুমি বেহারের সবডিভিসনাল অফিসার? তবে তুমি আইস।" আর সকলকে বিদায় দিয়া আমাকে লাট সমক্ষে দাখিল করিলেন। লাট বাহাদুরদের ডেপুটিদিগকে আপ্যায়িত করিবার জন্য যে সকল যথা-শাস্ত্র বচন আছে, তিনি তাহা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—"তুমি কতদিন চাকরি করিয়াছ? কতদিন বেহারে আছ?" ইত্যাদি, ইত্যাদি। দুই একটি প্রযুক্ত হইবার পর আমি বলিলাম যে আমি নিজের কোনও বিষয়ের জন্য তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসি নাই, যদি বেহার রেলওয়ে সম্বন্ধে তিনি কিছু জানিতে চাহেন, কেবল তাহার জন্যই তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছি। তিনি বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে তাঁহার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তিনি একখানি পাটনা বিভাগের পুরাতন নক্সা বাহির করিয়া আমাকে তাঁহার পার্শ্বে যাইতে

আদেশ করিলেন। আমি বিকল্পে বক্তিয়ারপুর হইতে বেহার, কিম্বা পাটনা-গয়া রেলওয়ের "মসৌড়ী" ষ্টেসন হইতে বেহার পর্য্যন্ত রেলওয়ের দুইটী প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি এই দুইটী লাইন তাঁহাকে নক্সাতে দেখাইয়া দিলাম, এবং উভয় সম্বন্ধে তিনি যাহা যাহা জানিতে চাহিলেন সকল কথা বলিলাম। তিনি আমাকে নক্সাতে একটা লাল লাইন দেখাইয়া বলিলেন যে দেখা যাইতেছে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সার এস্লি ইডেন বক্তিয়ারপুর হইতে রেলওয়েটী করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি বলিলাম যে তিনি যখন বাঁকীপুর আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কাছে এরূপ একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম। লাট বলিলেন বোধ হয় সে জন্যই তিনি উহা চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনেক কথার পর তিনি বলিলেন যে আমার দুই প্রস্তাবের একটা তিনি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন। আমি বিদায় চাহিলে তিনি বলিলেন যে আমাকে আমার সবডিভিসনের মঙ্গলার্থ এত উদ্‌যোগী দেখিয়া তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমি বলিলাম—"ইওর অনর! উহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার নিজের সম্বন্ধে কি কিছুই প্রার্থনা করিবার নাই। আমি স্থির কণ্ঠে উত্তর করিলাম যে রেলওয়ের প্রস্তাবটী গৃহীত হইলে আমি নিজেই বিশেষরূপে অনুগৃহীত ও পুরস্কৃত মনে করিব। তিনি হাসিয়া বলিলেন তিনি আমার রেলওয়েকে ও আমাকে উভয়কে মনে রাখিবেন। পর দিন মেটকাফ বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় হইতে গেলে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন যে লাট সাহেব আমার উপর যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমার নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করিলে নিশ্চয় লাট সাহেব তাহা দিতেন।

চৌকিদারী।

আমি মাদারিপুর হইতে বদলি হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে চৌকিদারী টেক্স আদায় সম্বন্ধে একটা নূতন প্রস্তাব করি। চৌকিদারী টেক্স যে কিরূপ কঠিন টেক্স, এবং উহা আদায় করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা সব-ডিভিসনাল অফিসার মাত্রই অবগত আছেন। অন্য টেক্সের জালে রুই কাত্‌লা প্রভৃতিই পড়িয়া থাকে, কিন্তু এই চৌকিদারী টেক্‌সের জাল হইতে খল্‌সে পুঁটিও পার পাইতে পারে না। গ্রামে যে নিতান্ত দীন হীন তাহাকেও এ টেক্স দিতে হয়। কাযে কাযেই ইহা উশুল করা বড়ই কঠিন ও নির্দ্দয় ব্যাপার, এবং এজন্য কেহ তহসিলদার পঞ্চাইত হইতে চাহে না। কারণ টেক্স উশুল না হইলে এ অপূর্ব্ব আইন মতে তাহাদের সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া টেক্‌স উশুল হয়। অন্য দিকে অন্য বেতনভোগী তহসিলদার নিযুক্ত করিয়া টেক্স উশুল করা হইলে, দরিদ্র প্রজাদের দ্বিগুণ টেক্‌স দিতে হয়। যাহা টেক্‌স ধার্য্য করা হয়, তাহা উশুল করিতেই অনেক পরিবারের ঘটী বাটী বিক্রয় করিতে হয়। তাহার উপর দ্বিগুণ টেক্‌স দিতে গেলে গরিব দুঃখীর যে কি সর্ব্বনাশ তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। অন্যদিকে দরিদ্র প্রজাদের হৃদয়-রক্ত অকারণে শোষিত হয়। চৌকিদারের দ্বারা তাহার কোনও কার্য্য হয় না। অধিকাংশের কোনও সম্পত্তি নাই—যাহার পাহারা দেওয়া আবশ্যক। আর পাহারা দেওয়া থাকুক, চৌকিদার প্রত্যেক গ্রামের কুম্ভকর্ণ বিশেষ। এমন গভীর নিদ্রা বোধ হয় গ্রামবাসী কাহারও হয় না। তাহার কাযের মধ্যে সপ্তাহে পুলিসে গিয়া কনেষ্টবলের লাথি খাওয়া ও দারোগা গ্রামে আসিলে গ্রামবাসীর উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া তাঁহার আহারের ও আয়েসের উপকরণ সংগ্রহ করা এবং সে সময়ে আর এক লাথি ভোগ করা। কিন্তু

বিনা বেতনে চৌকিদার বেচারাই বা কত দিন পুলিসের লাথি মাত্র আহার করিয়া থাকিতে পারে? স্মরণ হয় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"হে ইংরাজ! তুমি চন্দ্র! ইন্‌কম্ টেক্স তোমার কলঙ্ক!" কি ভয়ানক ভুল! ইংরাজ ও অন্যান্য ধনীরা এই একটা মাত্র টেক্স দিয়া থাকে। তাঁহার বলা উচিত ছিল—"চৌকিদারী টেক্স তোমার কলঙ্ক।" চৌকিদারের বেতন আদায়ের কার্য্য একটা ঘোরতর কষ্টকর ব্যাপার ও উৎপীড়ন। এই উৎ-পাত ও উৎপীড়ন নিবারণের জন্য আমি একটা সহজ উপায় বাহির করি। প্রস্তাবটী মাদারিপুরেই আমি করিয়াছিলাম, কিন্তু সময়াভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। প্রস্তাবটী এই—বিশ জন চৌকিদার একত্র করিয়া এক একটা 'চক্র' ঘটিত করা এবং টেক্স উশুলের জন্য আইন মতে যে শতকরা ছয় টাকা কমিশন পঞ্চাইতকে দেওয়ার বিধি আছে, তাহার দ্বারা প্রত্যেক চৌকিদারী চক্রের পঞ্চাইতগণের অধীনে এক জন 'বক্সি' পঞ্চাইতদের দ্বারা নিযুক্ত করাইয়া সে বক্‌সির দ্বারা সমস্ত টেক্স উশুলের কার্য্য নির্ব্বাহ করা। বেহারে পাটনার ডিঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিশ জন করিয়া চৌকিদারী চক্র ঘটিত করিয়াছিলেন, এবং চৌকিদারী দাবা, পাশা ইত্যাদি হাস্যকর খেয়াল চালাইতেছিলেন। আমি সে চক্র সকল অবলম্বন করিয়া পঞ্চাইতদের দ্বারা প্রত্যেক চক্রে একজন করিয়া বক্সি নিযুক্ত করাইয়া লইলাম। বৎসরের আরম্ভে এ বক্সিগণ প্রত্যেক গ্রামের চৌকিদারী টেক্সের তৌজি পঞ্চাইতদের আদেশ মতে প্রস্তুত করাইয়া, তাহার নকল আমার আফিসে পাঠাইত। প্রত্যেক তিন মাসের প্রথম ভাগে গিয়া সেই তিন মাসের টেক্‌স আদায় করিয়া তহসিলদার পঞ্চাইতের হাতে জমা দিয়া তাহার রসিদ আমার কাছে পাঠাইত, এবং প্রত্যেক মাসের প্রথমভাগে চৌকিদারদের বেতন দিয়া তাহাদের রসিদ আমার কাছে পাঠাইত। সময় ও শিক্ষার অভাবে

পঞ্চাইতেরা নিজে এ সকল কার্য্য নিয়মিত করিতে পারিত না বলিয়া আপনারা অকথ্য দুর্গতি ভোগ করিত এবং দরিদ্র প্রজাদের ও আমাদের ভোগাইত। এখন সমস্ত কার্য্য কলের মত চলিতে লাগিল। পঞ্চাইত-দের ও চৌকিদারদের আনন্দ দেখে কে! আমি যেখানে তাঁবু ফেলিতাম, সেখানে আম বাগানে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রত্যেক চক্রের বিশ জন চৌকিদার লাইন করিয়া তাহাদের বক্সি শুদ্ধ দাঁড়াইত। প্রত্যেক চৌকি-দারের হাতে তাহার বেতনের বহি খোলা। চৌকিদার ও বক্সিদিগকে আমি সুন্দর পোষাক (uniform) প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলাম। যখন শ্রেণীর পশ্চাতে শ্রেণী দাঁড়াইত, দেখিতে বড়ই চমৎকার দৃশ্য হইত। আমি শ্রেণীর মধ্যে বেড়াইয়া বেড়াইয়া প্রত্যেক চৌকিদারের বহি দেখিতাম এবং বেতন পাইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতাম। এইরূপ মাসে মাসে বেতন পাওয়া তাহাদের ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। তাহাদের কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইত। পঞ্চাইতগণও দুই হাত তুলিয়া এ উপদ্রব হইতে রক্ষার জন্য আমাকে আশীর্ব্বাদ করিত। ক্রমে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার এই দৃশ্য ও আমার নূতন প্রণালী দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন যে কমিশনার উহা সমস্ত পাটনা ডিভিসনে প্রচলিত করিতে আদেশ প্রচার করিলেন, এবং চৌকিদারী আইন কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া এ প্রণালী সর্ব্বত্র প্রচলনের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে করি-লেন। আমি বাঙ্গালি আমার খবর কে লয়? গবর্ণমেণ্ট পাটনার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে নূতন আইন সংঘটনের ভার দেন। তিনি তাঁহার খেয়াল সকল তাহাতে পুরিয়া দিয়া চৌকিদারী টাকা পর্য্যন্ত পুলিস প্রভুদের হাতে জমা দেওয়ার প্রস্তাব পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করেন। 'অমৃত বাজার' তাহাতে গ্রাম্য সায়ত্ত্ব-শাসন নষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহাদের কর-ধৃত পুতুল আনন্দমোহন বসু

মহাশয় কাউন্সিলে তোলপাড় আরম্ভ করেন। তাহার ফলে বর্ত্তমান চৌকিদারী আইনরূপ খিচুড়ি প্রস্তুত হয়, এবং চৌকিদার বেচারিরা তিন মাসে একবার বেতন পায়। তবে কেবল এক একবার থানায় হাজিরি দিয়া রাইটার কনেষ্টবল মহাশয়দের দক্ষিণাটা দিয়া, এবং প্রতিদানে কিঞ্চিৎ স্ত্রীসংঘটিত কুটুম্বিতা লাভ করিয়া, যে দীন দরিদ্র প্রজাদের উষ্ণ রক্ত হইতে এ বেতন পাওয়া যায়, ইহাই তাহাদের সান্ত্বনা। এই অকর্ম্মণ্য চৌকিদারদিগকে উঠাইয়া দিলে গ্রামবাসীদের ও শাসন বিভাগের কোনও ক্ষতি হইবে না। এখন প্রায় প্রত্যেক গ্রামের সন্নিকট ডাকঘর, প্রয়োজনীয় সংবাদ পঞ্চাইতগণ ডাকে, কিম্বা বিশেষ প্রয়োজন হইলে লোকের দ্বারা পাঠাইতে পারে। অন্য দিকে এই লক্ষ লক্ষ টাকা যদি গ্রামের জলাভাব, ও অন্যান্য অভাব দূরীকরণে নিয়োজিত হয়, তবে দশ বিশ বৎসরের মধ্যে গ্রামগুলি স্বর্গে পরিণত হইবে। কিন্তু যাহাতে ভারতীয় প্রজার সুখ শান্তি বৃদ্ধি হয়, এমন কাযে রাজকর্ম্মচারী-দিগের মন কৈ ?

সবডিভিসন আবাস-গৃহের আয়তন বৃদ্ধি।

গৃহটীতে কেবল দুইটী কক্ষ। দুটী সজ্জা কক্ষ ও দুটী স্নান কক্ষ ছিল। এরূপ স্থানাভাবের জন্য আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচারী এক জন এ গৃহকে তাঁহার অন্দর করিয়া, বাগানের অপর দিকে সেই অপূর্ব্ব গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উহা তাঁহার সদর করিয়াছিলেন। আমি এ স্থানাভাবের কথা রিপোর্ট করিলে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আমাকে উপহাস করিয়া লিখিলেন যে বেহারে আমার পূর্ব্বে বহু ইংরাজ কর্ম্মচারীও ছিলেন, কেহ স্থানাভাব অনুভব করেন নাই, কেবল একজন বাঙ্গালি এত দিন পরে

তাহা অনুভব করিলেন। আমি এ রসিকতার উত্তরে গৃহের এক নক্সা পাঠাইয়া বলিলাম যে বাঙ্গালি বলিয়া আমার সময়ে গৃহের আয়তন কমে নাই। যদি এই আয়তন ইংরাজের পক্ষে যথেষ্ট হয়, বাঙ্গালি আমার পক্ষেও হইবে। তার পর ইংরাজ কর্ম্মচারী অন্ততঃ একজন এ আয়তন অযথেষ্ট বলিয়া তাঁহার বাৎসরিক বিজ্ঞাপনীতে যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, এবং তিনি যে গৃহের বারণ্ডায় কেম্বিস কাপড়ের ছুইটী কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া অভাব পূরণ করিয়াছিলেন, তাহাও একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়কে দেখিয়া যাইতে বলিলাম। মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার আমার সমর্থন করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কাছে কোনও প্রয়োজনীয় কাযের কথা বলিলেই সেই এক ধূয়া—টাকা নাই। তাহার অব্যবহিত পরে মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার পরিদর্শনে আসিলে আমি দেখাইলাম যে জেলে দশ হাজার টাকা ব্যয়ে কয়েদিদের 'নির্জ্জন কারাবাসের' জন্য কতকগুলি কক্ষ প্রস্তুত হইতেছে। আর বলিলাম আমার সমস্ত ডেপুটি জীবনে একজনকে নির্জ্জন কারাবাসের আদেশ দিই নাই। তাঁহারাও বলিলেন কাহাকেও দেন নাই। তবে এতগুলি কক্ষের প্রয়োজন কি? অথচ তাহার জন্য টাকা আছে, আর সবডিভিসন ঘরখানির বেলা টাকার অভাব! তাঁহারা দুজনে এ অপব্যয় দেখিয়া ওভারসিয়ারকে ডাকিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সে বেচারি কাঁপিতে লাগিল, এবং যে নক্সা মতে এ কক্ষগুলি প্রস্তুত হইতেছিল তাহার ছাপাই স্বরূপ সে তাহা দেখাইল। দেখা গেল নক্সাখানি পনর বৎসরের পুরাতন। কমিশনার তখনই গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ করিয়া সে কায বন্ধ করিয়া সেই টাকা সবডিভিসন গৃহে দিতে প্রস্তাব করিলেন। কিঞ্চিৎ লাল ফিতার শ্রাদ্ধের পর গবর্ণমেণ্ট উহা গ্রহণ করিলেন। সবডিভিসন গৃহের আয়তন ঠিক দ্বিগুণ হইল। যে দিন নূতন কক্ষ কয়টীতে

প্রবেশ করিলাম সেই দিনই স্ত্রী বলিলেন যে আমি এ কাযটী ভাল করিলাম না। এত দিন গৃহখানি অপরিষ্কার বলিয়া ইংরাজ বড় আসিতে চাহিত না। এখন হইতে দেশীয় কর্ম্মচারী এমন বাঞ্ছনীয় সবডিভিসনটী আর পাইবে না। তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে। তার পর আর কালাচাঁদেরা এ সবডিভিসনের ভার বড় পান নাই।

---o---

মগধ-রাজ্য।

১। গিরিব্রজপুর।

যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন; যাঁহাকে সপ্তদশ বার পরাজিত করিয়াও হীন-পরাক্রম করিতে না পারিয়া, নররক্তে উত্তর ভারত প্লাবিত আর না করিয়া শ্রীভগবান্ পশ্চিম ভারতে গিয়া যদুবংশের রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, যিনি উত্তর ভারত ব্যাপিয়া রাজ্য-স্থাপন করিয়া ৮৪ জন নৃপতিকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া সাম্রাজ্য-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা মগধপতি জরাসন্ধ নৃপতির মগধ-রাজ্যই বর্ত্তমান বেহার। এখনও প্রবাদ——

"মগধ দেশ স্বর্ণপুরী।
আব মিঠা, ভাখা বুড়ি—

মগধ দেশ স্বর্ণপুরী। ইহার জল মিষ্ট, কিন্তু ভাষা মন্দ। এখনও বেহার স্বর্ণপুরী। যে দিকে যে সময়ে দেখিবে, দেখিতে পাইবে সুশস্যে ইহার বিস্তীর্ণ দিগন্তব্যাপী ক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন। সমস্ত বৎসরে মগধের ক্ষেত্র এক দিনও পড়িয়া থাকে না। এখনও উহার জল ও বায়ু অতুলনীয়, এবং এখনও উহার 'গোঁয়ারি' ভাষা এক অদ্ভুত জিনিস। বেহারে নিরক্ষর লোকদিগকে গোঁয়ার বলে। বোধ হয় সেজন্যই তাহাদের স্থানীয় ভাষার নাম "গোঁয়ারি"। এ লক্ষ্মীর রাজ্যে সরস্বতী দেবী এখনও বড় অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। জরাসন্ধের নাম এখনও বেহারের নরনারীর কণ্ঠে বিরাজমান। যেখানে কিছু একটা দেখিবে উহা কি জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইবে—"জরাসন্ধকা বট্কা।" জরাসন্ধের বৈঠক। যে পঞ্চ শৈল বেষ্টিত উপত্যকায় তাঁহার রাজপুরী 'গিরিব্রজপুর' ছিল, সেই পঞ্চশৈল ও উপত্যকা এখনও আছে। নাই কেবল

সেই গিরিব্রজপুর। গিরিব্রজ শ্রীভগবানের সৃষ্টি তাহা থাকিবারই কথা। গিরিব্রজপুর মানবের সৃষ্টি তাহা থাকিবে কেন? এখনও শৈল নির্ঝরিণী সরস্বতী তীরে জরাসন্ধ সেনাপতি মুণিনাগের একটি মন্দির আছে। এখনও সেই মহাভারত-খ্যাত মল্লভূমি, এমন কি তাহার মসৃণ মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আছে। এখনও শৈলশিরে স্থানে স্থানে শৈলনির্ম্মিত দুর্গপ্রাচীর বর্ত্তমান আছে। এখনও যে স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চানন নদ পার হইয়া ভীম ও অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে জরাসন্ধ বধার্থ শৈল দুর্গ অতিক্রম করিয়াছিলেন, এখনও নদী তীরে প্রতি বৎসর শীতের প্রারম্ভে একটী মেলা হইয়া থাকে, এবং বহু নরনারী সেই পবিত্র স্থানের ধূলি ললাটে মাখিয়া এবং জলে অবগাহন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করে।

পঞ্চশৈল বেষ্টিত উপত্যকা এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন-গুল্মে আচ্ছন্ন। তাহাকে গোলাকারে বেষ্টিয়া ভঙ্গ শৈলশ্রেণী দুর্গবৎ দণ্ডায়মান। দুই দিকে দুইটী প্রবেশ পথ। সিংহদ্বার-পথের উভয় পার্শ্বে বহুতর নির্ঝর শৈলাঙ্গ ভেদ করিয়া নির্গত হইতেছে। এক নির্ঝরের সপ্ত ধারা। ইহার নাম 'সপ্ত-ধারা'। তাহার পার্শ্বে 'গঙ্গা' ও 'যমুনা' নামক দুই নির্ঝর। তদুপরস্থ একটী নির্ঝরের নাম 'ব্রহ্মকুণ্ড'। ইহার সলিল উত্তপ্ত। এ সকল নির্ঝরের জল অমৃততুল্য সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ। এ নির্ঝরমালা এখন হিন্দুদিগের তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। তিন বৎসর অন্তর এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে, তাহাতে বহু সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। সিংহদ্বার পথের অপর পার্শ্বেও কয়েকটা কুণ্ড, এবং সাহা মকদুম নামক একজন মুসলমান ফকিরের একটা দর্গা আছে। এই স্থানটী মুসলমান-দিগের তীর্থস্থান। পর্ব্বতশিরে জৈনদিগের কয়েকটি মন্দির, এবং গ্রামে একটা সরাই আছে। গ্রামে নানক সাহি শিখদিগেরও একটা মট আছে। আর বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইহা আদি স্থান। এই স্থান হইতে বৌদ্ধ

ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া অর্দ্ধেক পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। অতএব এ স্থানটি ভারতীয় সমস্ত ধর্ম্মের একটা সম্মিলন স্থান। এমন বহু ধর্ম্ম পূজিত স্থান বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই।

২। রাজগৃহ।

কালে গিরিব্রজপুর ও তাহার অধিপতি জরাসন্ধের মট বিলুপ্ত হইলে শৈলদুর্গের বহির্ভাগে সিংহদ্বারের ও কুণ্ডমালার পার্শ্বের উপত্যকা-ভূমিতে বৌদ্ধদিগের ইতিহাস-খ্যাত 'রাজগৃহ' নগর স্থাপিত হয়, এবং বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া মগধরাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হয়। মগধরাজ বিম্বিসারের সময়ে শাক্যসিংহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বহুকাল রাজগৃহে রত্ন-গিরিশৃঙ্গে বাস করেন, এবং তাহার পর বৌদ্ধগয়াতে গিয়া সপ্ত বৎসর কঠোর তপস্যার পর বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। তাহার অব্যবহিত পরে আবার রাজগৃহে আসিয়া সর্ব্ব প্রথম তথায় 'নির্ব্বাণ ধর্ম্ম' প্রচার করেন, এবং মগধরাজকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সপ্তধারা বা 'সাত ধারাওয়া' কুণ্ডের উপরে যে গুম্ফায় বা শৈলকক্ষে বুদ্ধদেব রাজগৃহে অবস্থান কালে ধ্যানস্থ থাকিতেন, এবং যাহার সম্মুখস্থ বেদি বা 'বিহার' হইতে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, সেই পবিত্র গিরিকক্ষ ও 'বিহার' এখনও ধ্বংসাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। তাহার পর কালে এ অঞ্চলে বহু বিহার স্থাপিত হইলে, মগধ নাম লুপ্ত হইয়া এই অঞ্চলের নাম বিহার বা বেহার হয়। এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের কিরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ইহাই তাহার অভ্রান্ত ও অক্ষয় প্রমাণ। রাজ-গৃহে যে প্রকাণ্ড বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার ভিত্তিভূমি এখনও আছে, এবং বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর যে 'উরুবিল্ল' গুম্ফায় তাঁহার তিন শত সন্ন্যাসী শিষ্য একত্রিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের

আদি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিল, সেই কক্ষ এখনও প্রায় সেই অবস্থায়ই আছে। গিরিব্রজপুরের দিকে উহার একমাত্র প্রবেশ-দ্বার। দীর্ঘ চতুস্কোণাকৃতি কক্ষ শৈলাঙ্গ কাটিয়া নির্ম্মিত। তাহার এক প্রান্তে একটা গোলাকার কক্ষ। বোধ হয় তাহাতে বৌদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। এখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের সেই আদিস্থান বাদুড়ের ও বন্য জন্তুর আবাস ভূমি! হায় ভারত-ভূমি! তোমার এরূপ মহৎ ও পবিত্র স্থানগুলিও রক্ষিত হয় নাই। ইউরোপখণ্ডে হইলে আজ এ কক্ষ দুটী কি যত্নে রক্ষিত হইত, এবং উহাদের চারিদিক কি নয়নানন্দকর দৃশ্যে পরিণত হইত! বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই জন্মস্থানে উহা এরূপ প্রচলিত হইয়াছিল যে বেহার সবডিভিসনে এমন গ্রাম নাই যেখানে বুদ্ধদেবের মন্দির ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের বিহার ছিল না। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ স্তূপাকারে, এবং তাহার নিকট বুদ্ধ মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। বেহারের ভূতপূর্ব্ব সব ডিভিসনাল অফিসার জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এ, এম, ব্রডলি (A. M. Broadly) বহুসংখ্যক মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া বেহারে একটি দ্বিতল গৃহ ভাড়া করিয়া তাহার প্রাঙ্গণে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি দিবসের অনেক সময় সেই গৃহে বাস করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন ও লিখিতেন। আর সেই সময়ে তিনি যে সেই গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন তাহা জ্ঞাপনার্থ গৃহচূড় হইতে এক পতাকা উড্ডীন হইত। পরে এ সকল মূর্ত্তি 'বেলি সরাইতে' রক্ষিত হইয়াছে। আমি সেখানেই দেখি। শুনিয়াছি এখন সে সকল কলিকাতার 'যাদু ঘরে' মিউজিয়েমে রক্ষিত হইয়াছে। আর যে সকল মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় এখনও বেহারের সবডিভিসনের নানা স্থানে পড়িয়া আছে, তাহারা এখন "কাল ভয়রোঁ" (কালভৈরব) বলিয়া পরিচিত, এবং মন্দির-স্তূপ ও ভগ্ন বিহার সকল "জরাসন্ধকা বটকা" বলিয়া খ্যাত। কবির কি অপূর্ব্ব মহিমা! জরাসন্ধ কেবল উত্তর

ভারতের একজন রাজা মাত্র ছিলেন। তাঁহার সমস্ত রাজ্য এখন পাটনা কমিশনারের বিভাগ হইতে বড় হইবে না। আর যে বুদ্ধ-দেবের ধর্ম্ম জরাসন্ধের বহু শতাব্দী পরে সমস্ত ভারত প্লাবিত করিয়া ব্রহ্ম, চীন, তিব্বত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, আজ বেহারে তাহার নাম লুপ্ত, এবং মহাভারতের কবির কবিত্ব প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের কীর্ত্তি কলাপ জরাসন্ধের নামে পরিচিত! ব্যাস বাল্মীকির দ্বারা গীত না হইলে কে আজ রামসীতার ও কৌরব পাণ্ডব ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিত? অতএব কবিতাই প্রকৃত অমৃত, এবং কবি কেবল আপনি তাহার দ্বারা অমর হন এমন নহে, তিনি যাহাকে স্পর্শ করেন সেও অমরত্ব লাভ করে।

৩। বড় গাঁও বা নালন্দ।

রাজগির হইতে পাঁচ ছয় মাইল ব্যবধান বড় গাঁও। ইহা বৌদ্ধ ইতিহাসের 'নালন্দ'। এখানে বৌদ্ধদের বিশ্ববিদ্যালয় (university) ছিল, এবং বহু সহস্র ছাত্র এখানে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিত। পাঁচটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, এবং তাহার মধ্যস্থলে বহু সংখ্যক মন্দির ও বিহার ছিল। দীর্ঘিকা সকল প্রসন্ন-সলিলা এবং এমনই বিস্তৃত যে তাহার চারি পার এক মাইলেরও অধিক হইবে। দীর্ঘিকা সকল এখনও বিদ্যমান। তাহাতে বহু সহস্র বিচিত্র বর্ণের রাজহংস বিচরণ করে। দীর্ঘিকার বিপুল বিস্তৃতি বশতঃ এই হংসদিগকে পার হইতে বিচিত্র জলজ কুসুম রাশি বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা এমন চতুর যে এক পারে মানুষ দেখিলেই অপর পারে চলিয়া যায়। আমি 'মেণ্টন' কোম্পানীর উৎকৃষ্ট বন্দুক আনিয়াও একপার হইতে অন্য পার পর্য্যন্ত পাল্লা পাই নাই। অতএব ইহাদের শীকার করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। ভগ্ন

মন্দির স্তূপরাশির মধ্যে একটি অশ্বত্থ বা বোধিদ্রুমতলে এখনও কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের একটি বিরাট মূর্ত্তি আছে। ধ্যানস্থ মূর্ত্তি উর্দ্ধে ছয় সাত হস্ত হইবে। তেতরাঁওয়া গ্রামে বুদ্ধদেবের শিষ্য শারিপুত্রের জন্মস্থান। সেখানেও একটী দীর্ঘিকা তীরে এরূপ আর একটি মূর্ত্তি আছে। উভয়ই 'ভয়রোঁ' (ভৈরব) বলিয়া পরিচিত, এবং ইতর শ্রেণীর দ্বারা পূজিত। এই নালন্দ বিদ্যালয়ে চীন পরিব্রাজকগণ নির্ব্বাণ ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। আজ ভারতের বক্ষে সেই ধর্ম্মের কি তাহার বিদ্যালয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। এই স্তূপ রাশির অদূরে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। তাহার নাম বড় গাঁও।
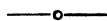
৪। পাওপুরী।

জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর সমাধি এই পাওপুরী গ্রামে। একটি বিস্তৃত সরোবরের মধ্যস্থলে তাঁহার সমাধি-মন্দির বিরাজিত। তাহাতে যাতায়াতের জন্য একপার্শ্বে তীর পর্য্যন্ত একটা প্রস্তর নির্ম্মিত সেতু আছে। সরোবরটি জলজ কুসুম ও জলজ কুসুম সদৃশ বহুবিধ জলচর পক্ষী ও মৎস্যে পরিপূর্ণ। অহিংসা ধর্ম্মের এমনই মাহাত্ম্য যে এই পক্ষী-কুল ও মীনকুল মানুষ দেখিলে পলায়ন না করিয়া, বরং ছুটিয়া আসিয়া তাহার হস্ত হইতে আহার্য্য বস্তু আহার করে। সরোবরে যখন কমল কুমুদ প্রভৃতি জলজ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে মধ্যে নানা-বিধ জলচর পক্ষী সন্তরণ করিতে থাকে, তখন তাহার যে কি শোভা হয় তাহা অবর্ণনীয়। জৈনদের জীবে-দয়াই ধর্ম্ম। উহা তাঁহারা এতদূর কার্য্যে পরিণত করেন যে চৈত্র বৈশাখ মাসে যদি অনাবৃষ্টি বশতঃ জলাশয়ের জল শুষ্ক হইয়া উঠে, তাঁহারা গ্রামের ইন্দারা হইতে জল আনিয়া মৎস্যাদির

জীবন রক্ষা করেন। তাঁহারা এই গ্রামটি কিনিয়া লইয়াছেন, এবং প্রজা-দের পাট্টাতে এরূপ নিয়ম লিখিয়া লইয়াছেন যে তাহারা গ্রামের চারি সীমার মধ্যে মৎস্য মাংস আহার করিতে পারিবে না এবং কোনও জীব-হত্যা করিতে পারিবে না। জৈনদের এই গ্রামে আরও কয়েকটি শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত অতিশয় সুন্দর দেবালয় আছে; এবং তাহাতে শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত এবং বহু-রত্ন খচিত তীর্থঙ্কর দেব মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই সকল মন্দিরের সজ্জা, প্রাঙ্গণ ও উদ্যান দেখিলে নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়। ইহাদের তত্ত্বাবধারনের জন্য গ্রামে একটি 'পঞ্চ' আছে, এবং যাত্রীদের জন্য একটি সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে। সমস্ত স্থানটি পরিষ্কার, পবিত্র ও শান্তিপ্রদ। আমাদের হিন্দু তীর্থগুলি ইহার তুলনায় এক একটি নরক বলিলেও চলে।

বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে বিদ্বেষ বর্দ্ধিত হইলে, বৌদ্ধ যাজকেরা স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মকে নিরীশ্বরবাদে পরিণত করেন। এ কারণে ভক্তিপ্রাণ ভারত-বাসী ইহার উপর ক্রমশঃ বিশ্বাসহীন হয়। তখন ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে ক্রমে ক্রমে বিষ্ণুর অবতারে, তাহার পর কৃষ্ণাবতারে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মকে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান বৈষ্ণব ধর্ম্মে, ও পরে তান্ত্রিক ধর্ম্মে পরিণত করিলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম জৈন ধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়া ভারতবক্ষে আজ পূর্ব্ব গৌরবের ও প্রাবল্যের ছায়ারূপে বিরাজমান রহিয়াছে। ইহার উপরও হিন্দু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ এরূপ বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে এখন যাবৎ হিন্দুগণ জৈনদের তীর্থ দর্শন করা দূরে থাকুক তাহার নাম মাত্র করা মহা পাপ মনে করেন। আমার সব-ডিভিসনের ভার গ্রহণ করিবার কিছু দিন পরেই পাঁওপুরীতে জৈনদের রথ যাত্রার মেলা হয়। সকলে জানেন আমাদের রথ-যাত্রা বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে গৃহীত। আমি রথ দেখিতে যাইব শুনিয়া

আমার একজন আমলা আমাকে মুরব্বিয়ানা করিয়া বলিলেন—"কি হুজুর! পাওপুরীর রথ দেখিতে যাইতেছেন! এমন কার্য্য কখনও করিবেন না। সে 'সরাওকদের' (জৈনদের) তীর্থ। সেখানে হিন্দুর যাওয়া দূরে থাকুক, তাহার নাম করিলেও নরকে যাইতে হয়।" শীতের সময় যখন পাওপুরীতে শিবির প্রেরিত হইতেছে, তখন সেই আমলা আবার বলিলেন যে উক্ত স্থানের সীমার মধ্যস্থিত আম্র কাননে শিবির স্থাপিত হইলে হিন্দু আমলা ও মোক্তারগণ নরকে যাইবার ভয়ে সে বাগানে তাহাদের রাওঠি কখনও স্থাপন করিবেন না। আমি এবার তাঁহার নিষেধ না মানিয়া সেইখানে তাঁবু পাঠাইলাম। শিবিরে পৌঁছিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেছি এমন সময়ে কয়েকজন জৈন ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন যে এই আম্র বাগানে পাওপুরীর সীমার মধ্যে। এখানে মৎস্য মাংস আহার করিলে জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরা বড় ব্যথিত হইবেন। এ কারণে কোন হাকিম পূর্ব্বে এ বাগানে তাঁবু ফেলেন নাই। আমি তাঁহাদের বলিলাম যে আমি যে কয়দিন সেই বাগানে থাকিব মৎস্য মাংস গ্রহণ করিব না। তাঁহাদের তীর্থের প্রতি আমার ভক্তি আছে। সস্ত্রীক তীর্থ দর্শন করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মন্দিরের নিকট সেই বাগানে তাঁবু ফেলিয়াছি। তাঁহারা অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বলিলেন যদি আমার অনুমতি হয় এ কয় দিন আমার জন্য মন্দির হইতে প্রসাদ আসিবে। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম এবং তাঁহাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকিলে তাঁহারা দুই বেলা আসিয়া আমার রন্ধনের রাওঠি দেখিয়া যাইতে বলিলাম। আমি তাঁহাদের সঙ্গেই মন্দির দেখিতে চলিলাম। সমস্ত মন্দির ও সমস্ত স্থান দেখিয়া ও মন্দিরে মন্দিরে সায়াহ্ন আরতি দেখিয়া ভক্তি-পূর্ণহৃদয়ে শিবিরে ফিরিলাম। এমন সুন্দর সুরক্ষিত তীর্থস্থান আমি দেখি নাই। আমি

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম স্ত্রীও ইতিমধ্যে পাল্কিতে মন্দিরে চলিয়া গিয়াছেন এবং রাত্রি প্রায় নয়টার সময় ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলাম তিনি মন্দিরাদি ও আরতি দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে সেই সরোবরস্থিত মহাবীর স্বামীর সমাধি মন্দিরে তাঁহার সহিত কতকগুলি যাত্রী জৈন রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি এতক্ষণ সেখানে বসিয়া আরতি দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। তাহারা কিছুতেই তাঁহাকে আসিতে দিতেছিল না। এ সকল রমণীরা পর দিবস হইতে দলে দলে আমার শিবিরে আসিত। সমস্ত দিন স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করিত এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে তাহাদের সঙ্গে তাঁহাকেও যাত্রী সাজাইয়া মন্দিরে লইয়া যাইত। প্রত্যহ দুই বেলা নিরামিষ আহার ও নানাবিধ লুচি, মালপো ও পিষ্ট-কাদি এরূপ বহুল পরিমাণ আসিত এবং তাহা এত উৎকৃষ্ট যে, যে দশ দিন সেখানে ছিলাম আমাদের রন্ধন কার্য্য করিতে হয় নাই। আমার ও পত্নীর প্রশংসায় স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এমন কি বেহার হইতে পর্য্যন্ত জৈন জমীদার ও মহাজনগণ আসিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। আমার দেখা দেখি হিন্দু আমলা ও মোক্তার অনেকের নরক ভীতি উড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা অনেকে এবার "সরাও-কদের" তীর্থ দর্শন করিয়া ও পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং তাহার বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

পার্শ্বস্থ দুর্গাপুর গ্রামে দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি আছে শুনিয়া আমি একদিন সে মূর্ত্তি দেখিতে গেলাম। একটি ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট মন্দির। তাহার কপাট বন্ধ। অনেকবার ডাকিবার পর পূজারি মহাশয় আসিলেন। তিনি প্রথম আমাকে খৃষ্টান সাব্যস্ত করিয়া কপাট খুলিয়া দিতে নারাজ হইলেন, কারণ আমি "সরাওকদের" তীর্থ দর্শন করিয়াছি। পরে সঙ্গীয় কনেষ্টবলের

ভ্রুকুটি দেখিয়া কপাট খুলিলে দেখিলাম মূর্ত্তির পঞ্চ ক্রোশের মধ্যেও দুর্গা মূর্ত্তির গন্ধ নাই। মূর্ত্তি—মায়া দেবীর, কোলে শিশু সিদ্ধার্থ। পূজারি মহাশয় বলিলেন যে অঙ্কের শিশু 'গণেশজি'। কিন্তু তাহার হস্তি-শুণ্ডাভাবের কথা বলিলে তিনি আবার চটিয়া লাল হইলেন। তাহার উপর যখন আমি কি ধ্যানে এ মূর্ত্তির তিনি পূজা করেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একটুক ক্রোধের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আপনি কি ধ্যান বুঝিবেন?" আমি বলিলাম বুঝিব। তখন তিনি একটা নূতন রকমের দুর্গার ধ্যান আওড়াইলেন। কিন্তু সেই ধ্যান গণেশ জননীর। মূর্ত্তির সঙ্গে কিছুই মিলিতেছে না বলিলে তাঁহার ক্রোধ এবার পঞ্চমে উঠিল। তিনি সটান কপাট বন্ধ করিলেন। আমি যদি "সুবে বেহারকি হাকিম" না হইতাম, তিনি নিশ্চয় আমার প্রতি উত্তম মধ্যম ব্যবস্থা করিতেন। অর্থহীন 'হিন্দু' শব্দ যুক্ত হিন্দু ধর্ম্মের দোহাইয়ে যাঁহারা হিমালয় পর্য্যন্ত কম্পিত করেন তাঁহারা জানেন কি যে তাঁহাদের তীর্থস্থানের সমস্ত দেবদেবী মূর্ত্তি,—বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী, গয়ার সর্ব্বমঙ্গলা, পুস্করের গায়ত্রী এবং শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা সকলই এরূপ জাল এবং তাঁহাদের পূজকগণও এরূপ মহাপুরুষ! যাহা হউক দশ দিন বড় আনন্দে পাওপুরীতে কাটাইয়া আসিলাম। তাহার পর প্রত্যেক বৎসর আমি এখানে দশ দিন করিয়া সেরূপ আনন্দে কাটাইতাম।

———০———

তীর্থ-দর্শন।

(১)

গয়া।

বেহার অবস্থিতি কালে আমি একবার পূজার বন্ধে গয়া দর্শন করিতে যাই। আজ আমার সেই গয়াবাসী সহপাঠী কোথায়? তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার এক চক্ষু অন্ধ ছিল, এবং তাঁহার "মেড়ুয়াবাদী" পোষাক নিবন্ধন কলেজে তিনি একজন উপহাসের পাত্র ছিলেন। কিন্তু আমার ও তাঁহার মধ্যে বেশ একটুক বন্ধুতা ছিল। হঠাৎ একদিন তিনি আমার বেহার বাঙ্গালায় উপস্থিত। আমি বিস্মিত। কি তুমি কোথায় হইতে? উত্তর—"আমি গয়ার উকিল, এক আত্মীয়ের মোকদ্দমায় আসিয়াছি।" কাছারিতে গিয়া শুনিলাম তিনি গয়ার সর্ব্বপ্রধান উকীল, তাঁহার মাসিক আয় দুই তিন সহস্র, তাঁহার গ্রামের বাড়ীতে চুরি হইয়া চুরি যায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার সম্পত্তি! এ সকল আমার কাছে উপাখ্যান বোধ হইতে লাগিল। কলেজে যে আমার ছায়াতেও আসিতে পারিত না, তাহার আয় তখন দুই তিন হাজার, আর আমাকে চারিশত টাকার জন্য ডেপুটিগিরির দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে! আমি যখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হই, তখন ইনিও কত হিংসা করিয়াছিলেন। অথচ তিনি যখন মোকদ্দমা চালাইলেন তাহাতে কিছুই বিশেষত্ব দেখিলাম না, পাটনার উকীলগণ আমার কোর্টে আসিয়া দিন দেড় শ দুই শ করিয়া ফিস লইতেছে দেখিয়া আমি ইতি পূর্ব্বেই ডেপুটিগিরি অতল জলে বিসর্জ্জন দিব কি না ভাবিতে ছিলাম। ইহার অবস্থা দেখিয়া স্থির সঙ্কল্প করিয়া বাঁকীপুরে গুরুপ্রসাদ বাবুর নিকটে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলাম, তিনি বুঝাইয়া দিলেন

ওকালতীতে যেমন টাকা আছে, ডেপুটিতে তেমন পদ-গৌরব আছে। গোলাপেও কাঁটা আছে ; ওকালতির দুর্গতির কথা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিলেন যে তিনি নিজে একটা কাপড়ের কল খুলিবার চেষ্টায় আছেন। যদি কৃতকার্য্য হন তবে ওকালতি ছাড়িয়া দিবেন। মোট কথা একবার বঙ্কিম বাবু ও কৃষ্ণদাস পাল আমাকে থামাইয়াছিলেন, এবার তিনি থামাইলেন। আর থামাইলেন আমার পত্নী। ওকালতীর উপর তাঁহার কেমন একটা চির বিদ্বেষ। আমি গয়ায় আমার সেই বন্ধুর ও যে বিখ্যাত ভূম্যধিকারী দ্বারা বেহারে বক্তিয়ারপুর মেল কার্ট খুলিয়াছিলাম, তাঁহার অতিথি হইলাম। আমাদের দুইজনকে কি রাজ-সুখেই রাখিয়াছিলেন! সর্ব্বদা দুই জুড়ী আমার গৃহদ্বারে আমার নগর দর্শনের জন্য সজ্জিত থাকিত। অবস্থিতির জন্য ফল্গু নদের তীরে একখানি সুন্দর দ্বিতল গৃহ নিয়োজিত হইয়াছিল, প্রত্যহ দুই বেলা উভয়ের বাড়ী হইতে এত অপূর্ব্ব রকমের প্রচুর আহার্য্য আসিত যে তাহা আমাদের উদরে বোঝাই করা অসাধ্য হইত। তাহার উপর আবার বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। "সোণার থালে দুধ ভাত"—আমাদের দেশে সুখের পরাকাষ্ঠার প্রবাদ। বাস্তবিকই আমার বন্ধুর গৃহে সোণার থালে আহার, সোণার সোরাই হইতে ঢালিয়া সোণার গ্লাসে জল পান করিয়া ডেপুটি-পত্নীর জন্ম সার্থক হইয়াছিল, শুনিলাম তাঁহার আসনের জন্য বহুমূল্য কাশ্মীরী শাল পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কেবল তাহাতেও বন্ধু-পত্নী ক্ষান্ত হন নাই। তিনি কিছু উগ্র রকমের রসিকা। স্ত্রীর কাছে স্বামী-বিনিময়ের প্রস্তাব পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। এত সোণার ছড়াছড়ি দেখিয়াও তিনি নাকি সেই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া বলিয়াছিলেন যে তাহাতে বন্ধু-পত্নীর হার হইবে, কারণ তাঁহার ডেপুটি স্বামীর সোণার মধ্যে তিনি। কি আনন্দেই গয়ায় কয় দিন কাটাইয়াছিলাম। আজ

সেই বন্ধু কোথায়? আমি বেহার ছাড়িবার অল্প দিন পরেই তাঁহার পরলোক গমন হয়। গয়ার একটী প্রধান নক্ষত্র অস্তমিত হয়।

গয়াতে যাহা দেখিলাম তাহাতে বড় তৃপ্ত হইলাম না। অবশ্য বিষ্ণুপদের মন্দির দর্শনযোগ্য। কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের কাছে কিছুই নহে। শ্রীক্ষেত্র প্রেম-ক্ষেত্র, গয়া পিণ্ড-ক্ষেত্র। শ্রীক্ষেত্রের ভক্তির উচ্ছ্বাস গয়াতে নাই। তাহার উপর গয়ার সকলই কৃত্রিম, রাজেন্দ্রলাল প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন গয়া বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ ছিল। তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন যে গয়াসুরের উপাখ্যান কেবল কবি-কল্পনা মাত্র। গয়াসুর বৌদ্ধ-ধর্ম্ম। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে পরিণত হয়। এরূপে বিষ্ণু ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের শিলাঘাতে গয়াসুরকে বধ করেন, এবং সে অসুর শত যোজন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল সে সময়ে ভারতবর্ষে তত যোজন স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুপদও বুদ্ধপদ। হিন্দুদিগের আর কোন তীর্থে পদ-পূজা নাই। জৈনদের এখনও আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি সর্ব্বমঙ্গলা, গায়ত্রী সকলই পুরুষের মূর্ত্তি—বুদ্ধ মূর্ত্তি। দেবতার জাল এ পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে যে স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ যখন ধর্ম্ম বিশ্বাসে অন্ধ হয়, তখন সে বিশ্বাস করে না এমন অসম্ভব কিছুই নাই। গয়ার ব্রহ্মযোনিও পার্ব্বত্যদেশবাসী আমার চক্ষে কিছুই লাগে নাই।

একদিন বন্ধুদের জুড়ীতে সস্ত্রীক বুদ্ধগয়া দেখিতে গিয়াছিলাম। ফল্গু নদের তীরে কি সুন্দর সাধনার স্থান। ফল্গুরই নাম বুঝি তখন নিরঞ্জনা ছিল। তাহার অপর পারে শৈল শ্রেণী ও কয়েকটী মন্দির দৃশ্যের ন্যায় চিত্রিত দেখাইতেছিল। তখন নদ আকুল পূর্ণিত, ক্ষর স্রোতে বহিয়া যাইতেছে। এই তীরে প্রথমতঃ মোহন্তের আস্তানা। তাহার পর তরুরাজি-বেষ্টিত সেই জগত্-বিখ্যাত তপস্যার স্থান। সে স্থানোপরি যে

গগনস্পর্শী অদ্ভুত কৌশল-সম্পন্ন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা এখনও বৌদ্ধ ধর্ম্মের অতীত গৌরবের সাক্ষীর স্বরূপ বিরাজমান—নির্জ্জন, নীরব, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, সমাধিমগ্ন। মন্দিরে একটী সুন্দর ধ্যানস্থ বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপিত। মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে একটি শৈল বেদিকায় এখনও একটি "বোধিদ্রুম" বা অশ্বথ বৃক্ষ ছায়া প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকের বিশ্বাস যে "বোধি বৃক্ষ" মূলে বসিয়া বুদ্ধদেব ছয় বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন, এই বৃক্ষ তাহার শাখা হইতে উদ্ভুত। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর যাবত অর্দ্ধাধিক পৃথিবী যে ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত, ইহাই তাহার জন্মস্থান। পৃথিবীতে এমন ঐতিহাসিক, এমন পবিত্র, এমন অমর স্থান আর নাই। গয়া দেখিয়া আমার হৃদয়ে কোনরূপ ভক্তিরই উদ্রেক হয় নাই। কিন্তু আমি এই বেদিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। আমার হৃদয় ভক্তিতে, গাম্ভীর্য্যে এবং কি এক অচিন্তনীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইল। আমার জীবন সার্থক বোধ হইল। মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। গবর্ণমেণ্ট একজন এনজিনিয়ারের দ্বারা তাহার সংস্কার করাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। দেখিলাম এ মন্দির সংস্কার তাঁহার পক্ষে ব্যবসায়ের কার্য্য নহে। তাঁহার আন্তরিক ভক্তির কার্য্য। তাঁহার কাছে শুনিয়াছিলাম, স্মরণ হয়, যে এই প্রাচীন মন্দির কেবল কাঁচা ইটের দ্বারা নির্ম্মিত। তিনি বলিলেন যে মন্দিরটী একটী অদ্ভুত শিল্প-কীর্ত্তি। হায়! সেই শিল্প আজ কোথায়! বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈষ্ণব ও জৈন ধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমানে হিন্দু ধর্ম্মে, এবং বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি সকল রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সেই শিল্প সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। কে বলিবে যে একদিন অন্নাভাবে ও জলাভাবে সমস্ত ভারতীয় জাতিই বিলুপ্ত হইবে না। কিন্তু তখনও বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্ম থাকিবে। ভারতের ইঁহারা মাত্র অবিনশ্বর,

আর সকলই বুঝি নশ্বর। এক দিন বুঝি সমস্ত পৃথিবী শ্বেত জাতির আবাস হইবে। তাহা হইলে এই হিংসানল কৃষ্ণ বর্ণ জাতিদিগকে ভস্মীভূত করিয়া নির্ব্বাপিত হইবে, এবং তখন পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে—"মা হিংস্যাঃ সর্ব্বভূতানি"। তখন আবার সত্য যুগের আবির্ভাব হইবে।

গয়া হইতে ফিরিবার সময়ে বন্ধু আমার সঙ্গে বাঁকীপুর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন বাঁকীপুরে তাঁহার কোনও বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমি তাহা ছলনা মনে করিয়াছিলাম। পাঠ্য জীবনের বন্ধুদের মধ্যে কিরূপ একটা জীবনব্যাপী আকর্ষণ থাকে। আমার বোধ হয় বন্ধু সেই আকর্ষণে আরও কয়েক ঘণ্টা আমার সঙ্গে কাটাইতে আসিয়াছিলেন। তাহার মনে কি ছায়া পড়িয়াছিল যে এই সাক্ষাৎই আমাদের এই পৃথিবীতে শেষ সাক্ষাৎ? ট্রেণে পাঠ্য জীবনের, কার্য্য জীবনের কত গল্পই উভয়ের মধ্যে হইয়াছিল। একটা গল্প লিখিবার যোগ্য। গয়া জেলার অন্তর্গত টিকারীর রাজার এক উপপত্নী ছিল। সে প্রায় আশি হাজার টাকার মুনফার সম্পত্তি রাখিয়া মরিয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট তাহা উত্তরাধিকারী-শূন্য সম্পত্তি বলিয়া দাবী করেন, এবং কে এক জন উত্তরাধিকারী দাঁড়াইয়া গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বন্ধু গবর্ণমেণ্ট উকীল। তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এক জন ডেপুটি কালেক্টর নিয়োজিত করেন। বন্ধু মোকদ্দমা জয়ী হইয়াছিলেন, এবং অনেক টাকা পাইয়াছিলেন। ডেপুটি কালেক্টর গবর্ণমেণ্টের কাছে বেহারের এলেকায় একখানি মৌজার বন্দোবস্তি পাইয়াছিলেন। এ গল্প করিয়া বন্ধু বলিলেন—"ভাই! তোমরা ডেপুটি কালেক্টরেরা না করিতে পার এমন কায নাই।" কেন? উত্তর—"আমি সেই ডেপুটির কাছে যখন যেরূপ প্রমাণ বা দলিল চাহিতাম, তখনই তাহা প্রস্তুত হইয়া আসিত।" আমি বলিলাম—"ভায়া! তোমার ধর্ম্ম জ্ঞানটী মন্দ নহে।

তুমি তাহাকে পাপের পরামর্শ দিতে, তুমি দোষী হইলে না। আর সে বেচারি চাকরির ভয়ে তোমার পরামর্শ মত কার্য্য করিত বলিয়া সে পাপী হইল।" বন্ধু হাসিয়া বলিলেন—"এরূপ পরামর্শ দেওয়া যে উকিলের কর্ত্তব্য। কিরূপ প্রমাণ ও কি দলিল আবশ্যক তাহা বলাইত উকীলের কার্য্য। তাহাতে তাহার পাপ হইবে কেন?" আমি বলিলাম তুমি জানিতে যে সে প্রমাণ ও দলিল নাই। তুমি জানিতে তাহা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, এবং তাহা সত্য বলিয়া তুমি ব্যবহার করিয়াছিলে এবং তদ্দ্বারা একটী লোকের সর্ব্বনাশ করিলে। বন্ধু এবারও হাসিয়া বলিলেন,—"তাহা না করিলে কি উকিলী চলে?" উকিলেরা এরূপ একটা ধর্ম্ম নিজে গড়িয়া লইয়া থাকেন, এবং এরূপ কার্য্য করিয়াও আপনাকে নিষ্পাপ মনে করেন। তবে সময়ে সময়ে কাহারও কাহারও মনে এজন্য দারুণ অনুতাপের আগুণ জ্বলিয়া উঠে। একজন উকিলের বৃদ্ধ বয়সে এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে তিনি এক জন মহা অপরাধী এবং সর্ব্বদা কনেষ্টবল তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে। তিনি এই ভয়েই জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। আর একজন উকীল-সরকারি করিয়া বহু লোকের ফাঁসি দেওয়াইয়াছেন বলিয়া তাঁহার কি উপায় হইবে,—এই চিন্তায় অস্থির, এবং কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে এ মহাপাতক হইতে উদ্ধার পাইবেন তাহার অন্বেষণে সমস্ত ভারত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যেখানে শুনেন যে একটা নূতন কিছু ধর্ম্মমত উদ্ভাবিত হইয়াছে, তিনি সেখানে ছুটিয়া যান। আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম—"তুমি ওকালতি করিয়াছ মাত্র। আমি ত বিচারক স্বরূপ কত লোককে ফাঁসি কাষ্ঠে পাঠাইয়াছি। কিন্তু কই আমার মনে ত কোনরূপ অনুতাপ নাই।" তিনি বলিলেন—"তোমার মনে অনুতাপ হইবে কেন? তুমি যেরূপ প্রমাণ পাইয়াছ, সেইরূপ বিচার করিয়াছ। আর আমি যে প্রমাণ সংগ্রহ

করাইয়া, প্রমাণ না থাকিলেও প্রমাণ আছে বলিয়া নানারূপ কূটতর্ক করিয়া লোকের ফাঁসির ব্যবস্থা করাইয়াছি।" এই অনুতাপে অস্থির হইয়া এখন ইনি কি একটা নূতন ধর্ম্মানুসারে সন্ধ্যা আহ্নিক করেন, এবং বলেন যে তিনি এখন স্বর্গের ঘণ্টা পর্য্যন্ত শুনিতে পান! তাঁহার বিশ্বাস আর কিছুদিন এই খিচুড়ি-ধর্ম্মটা পাকাইলে তিনি স্বর্গ দেখিতে পাইবেন, এমন কি এই ওকালতি-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সশরীরে সেই ঘণ্টা-নাদী স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

---

(২)

বরাবর।

বরাবর একটী পার্ব্বত্য স্থান, গয়ার জেহানাবাদ উপবিভাগের অন্তর্গত এবং ফল্গুতীরে অবস্থিত। এখানে অত্যুচ্চ শৈলাঙ্গ কাটিয়া বার কি তেরটী বৌদ্ধ কক্ষ। কক্ষগুলি চতুষ্কোণ এবং খুব প্রশস্ত। প্রত্যেকের এক প্রান্তে একটি চক্রাকৃতি কক্ষ। বোধ হয় তাহাতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, এবং কক্ষে বৌদ্ধ শ্রমন সকল বাস করিতেন। কক্ষ প্রাচীর এরূপ মসৃণ, প্রথম দৃষ্টিতে চারি দিকে চারিটী প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ দর্পণ বলিয়া ভ্রম হয়। স্থানটী কি নির্জ্জন, কি শান্তিপ্রদ, কি ভক্তি ভাবোদ্দীপক, কি সুন্দর! সৌন্দর্য্য নির্ব্বাচনের চক্ষু, এবং শিল্পে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির শক্তি, বোধ হয় বৌদ্ধদের মত পৃথিবীতে আর কাহারও ছিল না। কোন কোন কক্ষ ও শৈল সানু হইতে চারি দিকের পার্ব্বত্য ও গ্রাম্য শোভা এবং পদতলস্থ ফল্গু নদের ঘূর্ণিত ভুজঙ্গ গতি কি মনোহর! যে দিকে দেখিবে তোমার চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হইবে না। তপস্যার জন্য ইহার অধিক উপযোগী স্থান আর হইতে পারে না। আমার মত

ঘোরতর সংসার-দগ্ধ ব্যক্তির বুঝি শান্তির জন্য এমন স্থান আর নাই। আমার ইচ্ছা হইল এখানে বসিয়া চারিদিকের অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া অনন্ত-সুন্দর স্রষ্টার ধ্যানে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করি। বলা বাহুল্য "গুম্ফা" বা শৈল-কক্ষ সকল শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। সেই বৌদ্ধ তপস্বী ও তপস্যা ভারত বক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। বোধ হয় ভূভারত-বক্ষ হইতে বলিলেও সত্যের অন্যথা হয় না। কেবল একটি কক্ষে এক জন বৈষ্ণব বরাবর-দর্শকগণ ও নিকটস্থ গ্রামবাসী হইতে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জনের জন্য রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি যুগল স্থাপন করিয়া বৈষ্ণবী সহ বাস করিতেছেন। কি স্থানের, কি ধর্ম্মের, কি অধঃপতন! বিদেশীয় বৌদ্ধেরা বুদ্ধগয়া লইয়া তোলপাড় উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা কতকগুলি শ্রমণ এই বরাবর তীর্থে পাঠাইয়া ইহার পুনর্জীবন প্রদান করিয়া সমস্ত মানব জাতির জন্য একটি স্বর্গ সৃষ্টি করিতে পারেন।

এ সকল কক্ষ দেখিবার পর একটি স্থানীয় লোক বলিল যে একটি অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরে কিছু দিন হইতে একজন সাধু বাস করিতেছেন। তিনি কখনও লোকালয়ে পদার্পন করেন না, কেবল ন দিবা ন রাত্রি একটি ক্ষুদ্র কক্ষে যোগস্থ থাকেন। আমরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বহু পরিশ্রমে সেই উত্তুঙ্গ শৈল শিখর আরোহণ করিলাম। শৈল সানুতে গর্ত্তের মত একটি কক্ষ, তাহার মধ্যে একজন কঙ্কাল বিশিষ্ট যোগী যোগস্থ। কক্ষ দ্বারে তাঁহার একটি 'চেলা' নন্দীর মত দ্বার রক্ষা করিতেছে। কক্ষের চারিদিকে ভগ্ন মৃণ্ময় সুরাপাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে বোধ হইল যোগিবর তান্ত্রিক। স্থানীয় লোকটি বলিল যে এই চেলাটি সময়ে সময়ে নীচে নামিয়া আহার্য্য ও সুরা ভিক্ষা করিয়া আনে। সাধু নিজে কিছুই আহার করেন না, এবং ক্বচিৎ কাহারও সঙ্গে যোগের শেষ হইলে কথা কহেন। আমাদের দেখিয়া চেলা

মহাশয় চক্ষু রাঙ্গাইয়া. আমরা কি চাহি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা সন্ন্যাসীর দর্শনেচ্ছু, বলিয়া বলিলে সে বলিল যে বাবা কাহাকেও দর্শন দেন না, এবং তিনি তখন যোগস্থ। যোগ কখন শেষ হইবে জিজ্ঞাসা করিলে সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—সূর্য্য যখন ওখানে, অর্থাৎ অস্তাচলে যাইবে। সঙ্গী বলিল আমি বেহারের হাকিম, বহুদুর হইতে দর্শনের জন্য আসিয়াছি। চেলা চটিয়া বলিল তাঁহাদের কাছে সামান্য লোক যাহা, হাকিমও তাহা; আবার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা উপর দিকে দেখাইয়া বলিল সেই এক হাকিম ভিন্ন তাহারা অন্য হাকিম চিনে না। আমি আমার কোর্ট সব ইন্‌স্পেক্টারের হাতে কয়েকটি টাকা দিয়া উহা 'দর্শনি' স্বরূপ দিতে বলিলাম। সে টাকা দিতে অগ্রসর হইলে চেলা মহাশয় চক্ষু আরও রাঙ্গাইয়া তাহাকে ছুড়িয়া মারিতে একটি শিলা-খণ্ড তুলিয়া বলিলেন—"তোরা এখানে টাকা দেখাইতে আসিয়াছিস্! পালা!" আমরাও পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলাম।

---

(৩)

মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন বিন্ধ্যবাসিনী, প্রয়াগ।

পরের বৎসর পূজার বন্ধে আমি পশ্চিমের কয়েকটি তীর্থ-দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। প্রথমে বিন্ধ্যাচলে যাই। এখানে গঙ্গার শোভা চিত্তবিনোদনী। তীরে একটি সামান্য মন্দিরে কালীঘাটের কালীর মত এক ভীমা মূর্ত্তি। তাঁহার মন্দির-প্রাঙ্গণ ছাগ-রক্তে প্লাবিত। দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। শুনিলাম ইনি নকল 'বিন্ধ্য মাই'। আসল 'বিন্ধ্য মাই' পর্ব্বতোপরে। অপরাহ্ণে সস্ত্রীক সেখানে গেলাম। সম্মুখে একটি সরোবর। তাহার এক তীরে মধ্য ভারতের কোন

মহারাজের এক অট্টালিকা। তাহার উপর পর্ব্বত-অধিত্যকায় সোপান বাহিয়া উঠিলাম। একটি প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপর দিকে পর্ব্বতের অঙ্গে,—পর্ব্বত-বলা বাহুল্য শিলাময়,—একটা 'গুম্ফা'। তাহার দেয়ালে যেন পেরেক দিয়া বালকের হাতের বা আলপনার আঁকা এক মূর্ত্তি। পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন এ আসল 'বিন্ধ্য মাই'। আমার বোধ হইল উহা নকলেরও নকল। আমি স্ত্রীকে বলিলাম বিন্ধ্য মাই মাথার উপর থাকুন, এটিও বৌদ্ধদের গুম্ফা না হইয়া পারে না। ব্রাহ্মণ শুনিয়া বলিলেন—"নাহি বাবু সাহেব! এ বুধ্‌কা মূরত নেহি। বুধ্‌কা মুরত দেখনে চাতে হো! এই দেখো।" তিনি দেয়ালের একস্থান হইতে একখানি গামোছা সরাইয়া লইলে দেখিলাম বুদ্ধ মূর্ত্তি! হিন্দুগণ! তোমাদের বর্ত্তমান সকল তীর্থই এরূপ জাল! স্ত্রী প্রণত হইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। আমার ভক্তি সেখান হইতে দুই শত মাইল উড়িয়া গিয়াছে। আমি বিরক্ত হইয়া শৈল কক্ষের বাহির হইবা মাত্র দ্বারে বিন্ধ্য মাই না হউক বিন্ধ্যবাসিনীর সাক্ষাৎ পাইলাম। অসামান্যা রূপসী। নাতি ক্ষীণা, নাতি স্থূলা, নাতি দীর্ঘা, নাতি খর্ব্বা, গৌরাঙ্গে পূর্ণ যৌবন বিশাল তরঙ্গে ছুটিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে। বিশাল আয়ত লোচন মদিরাক্ত হইয়া পদ্মপলাশের শোভা ধারণ করিয়াছে। রক্তাধরে মনোমোহিনী হাসি হাসিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কালী মাই দর্শন করো গে?" আবার কালী মাই কোথায়? বলিলেন—"চলো!" আমি ক্রীড়া পুতুলের মত তাহার পশ্চাৎ চলিলাম। তিনি এক সুরঙ্গে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"আও।" বন্ধু তারাচরণ দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম এ সুরঙ্গে গিয়া কি করিব? তিনি অভয়ার মত অভয় দিয়া আবার সেই হাসি হাসিয়া মুখে ও কটাক্ষে বলিলেন,—"কুচ পরওয়া নাই, আও!" আমি তাঁহার পশ্চাতে গেলাম। না যাইবার শক্তি

নাই। তিনি আমার অংশোপরে তাঁহার সেই করকমল রাখিয়া এবং আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া একখানি পাথর দেখাইয়া বলিলেন,—"এই কালী মাই।" তাহার পর ঢল ঢল আবেশময় নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইল কক্ষে যেন তাঁহার বিলোল কটাক্ষে বিদ্যুত খেলিতেছে, এবং তাহা আমার শিরায় শিরায় তরঙ্গ তুলিতেছে। এই বৈদ্যুতিক অবস্থায় উপর হইতে স্ত্রী গলা বাড়াইয়া কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেখানে কি করিতেছ?" উত্তর—'কালি মাই দর্শন করিতেছি।' তারাচরণ উচ্চৈঃস্বরে উপরের প্রাঙ্গন হইতে হাসিয়া উঠিল। আমিও স্বপ্নোত্থিতের মত উপরে উঠিতে লাগিলাম। সঙ্গিনী কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি কি তোমার স্ত্রী"? উত্তর শুনিয়া বলিলেন "তুমি আজ কোন মতে কি এখানে থাকিতে পার না।" উত্তর—না। আমার পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন,—"প্রতিজ্ঞা কর, তুমি শীঘ্র আবার আসিবে।" আমি বলিলাম—"চেষ্টা করিব।" উপরে উঠিলে পত্নী তীব্র দৃষ্টিতে সঙ্গিনীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"তুমি এ মাতাল মাগীকে কোথায় পাইলে?" উত্তর—"বিন্ধ্য মাই যোটাইয়াছেন।" ইনি তাঁহার পাণ্ডা।" বিন্ধ্যবাসিনী আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিলেন, এবং যখন আমরা মন্দিরের পশ্চাতে শৈল সানুতে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে বিন্ধ্যাচলের অবর্ণনীয় শোভা দেখিতে ছিলাম, তিনি তারা চরণকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া আমার সমস্ত পরিচয় লইলেন এবং আত্ম পরিচয় দিলেন। আসিবার সময় তারাচরণ পশ্চাৎ হইতে আমাকে ইঙ্গিত করিলে আমি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। তখন তারাচরণ আসিয়া কাণে কাণে বলিল—"এ মাগী ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে। সে একজন পাণ্ডার কন্যা। এ রাত্রি এখানে থাকিতে বড় অনুনয় করিতেছে।" আমরা পশ্চাতে পড়িয়াছি দেখিয়া স্ত্রী দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আপনারা কি কথা

বলিতেছেন ?” ।তারাচরণ বলিল—“এ ব্রাহ্মণকন্যা আপনাকে আজ রাত্রে এখানে থাকিয়া প্রসাদ লইয়া যাইতে বলিতেছে।” স্ত্রী বলিলেন—“আপ্‌নারা দুজন আগে যান!” আমরা হুকুম তামিল করিলাম। কর্ত্রী ঠাকুরাণী প্রহরীর কার্য্য করিতে পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। আর সেই বিন্ধ্যবাসিনী ?—যতদূর দেখা যাইতেছে সোপান-শিরে মদিরালস স্থির নয়নে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। আমি আর বিন্ধ্যাচলে যাই নাই, কিন্তু আজও যেন তাহাকে দক্ষ শিল্পীর নির্ম্মিত স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তির মত চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি। পরে তারা চরণের কাছে শুনিলাম সেখানে কয়েক পরিবার তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ আছে। প্রত্যহ সন্ধার পর হইতে সুরাস্রোতে ভাসিয়া সমস্ত রাত্রি নরনারী বিভৎস কাণ্ড করিয়া থাকে।

বিন্ধ্যাচল হইতে প্রয়াগে (এলাহাবাদে) যাই। বন্ধু তারাচরণ তখন এলাহাবাদে একজন প্রতিপত্তিশালী কবিরাজ। তাঁহার পরিচিত একজন রেলওয়ে কণ্ট্রাকটার মহাশয়ের বাড়ীতে দুই দিন রাজসুখে থাকিয়া এলাহাবাদ দর্শন করি। তাঁহার আদর ও যত্নের কথা মনে হইলে চক্ষে জল আসে। আজ তিনিও স্বর্গে। শ্রীভগবান তাঁহার পরিবারকে সুখে রাখুন! এলাহাবাদ পশ্চিম রাজ্যের রাজধানী, এবং কলিকাতা অপেক্ষা সুন্দর ও পরিষ্কার নগর। ইহার রাস্তাগুলি বড়ই সুন্দর। আর দেখিবার স্থান দুর্গ শোভিত গঙ্গা যমুনার, ভারতের জ্ঞানের ভক্তির, আশা নিরাশার সম্মিলন। গঙ্গা জ্ঞান প্রবাহিনী,—ব্যাসদেবের বদরিকাশ্রম হইতে জ্ঞান প্রবাহ বহিয়া আনিতেছেন, এবং যমুনা ভক্তি প্রবাহিনী বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণ-প্রেম-লীলামৃত বহিয়া আনিতেছেন। সম্মিলনের পর জ্ঞান ও ভক্তি কিছুদূর শ্বেত ও নীল স্রোতে জ্ঞান ও ভাক্তর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া পরে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে মিশিয়া এবং নবদ্বীপ হইতে

গৌর-প্রেমে বর্দ্ধিতা হইয়া সাগর সঙ্গমে ছুটিয়াছে। বঙ্কিম বাবু যথার্থই বলিয়াছেন এই গঙ্গা যমুনার সঙ্গম যে না দেখিয়াছে তাহার মানব জীবন বৃথা।

প্রয়াগ হইতে মথুরায় যাই, এবং 'বাবু ঘাটের' পার্শ্বে এক দ্বিতল গৃহে দুই দিন অবস্থান করি। মথুরায় দেখিবার যোগ্য বর্ষাশেষের ভরা যমুনা; যমুনাতীরস্থ বিশ্রাম ঘাটের সান্ধ্য আরতি, এবং সেই সময়ে বানর ও কচ্ছপের কৌতুক-যুদ্ধ। যাত্রীরা ছোলা, খই ইত্যাদি ঘাটে ছড়াইতে থাকে। তাহা খাইবার জন্য কূর্ম্মাবতার সকল—এক একটি এত বৃহৎ যে কুর্ম্মাবতারই বটে—যুমনার গর্ভ হইতে ঘাটে আসিয়া উঠে, এবং তাহাদের পৃষ্ঠের উপর বানর সকল বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সেই ছোলা ও খই লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করে, এবং একটা কৌতুক যুদ্ধ অভিনয় করে। শ্রীকৃষ্ণ কংস বধ করিয়া এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম 'বিশ্রাম ঘাট'। তদ্ভিন্ন তাঁহার জন্ম স্থানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির ও তাহাতে একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে। মথুরাতে তাঁহার আর কোনও চিহ্ন বা আর কিছু দেখিবার নাই। তবে ভাগবতের "বস্ত্রহরণ" উপাখ্যানের তাৎপর্য্যটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ঘাটে অবগাহন করিতেছি। একটি গৌরাঙ্গী রূপবতী সালঙ্কারা যুবতী কলসী কক্ষে আসিয়া, কলস ঘাটের উপর রাখিয়া, আমার পার্শ্বে জলে নামিলেন, এবং একপ্রকার অর্দ্ধবিবসনা হইয়া ও আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত হইয়া গাত্র মার্জ্জন ও অবগাহন করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন রবিকর যমুনার নির্ম্মল সলিলে প্রবেশ করিয়া রমণীর সমস্ত অঙ্গে প্রতিভাত হইতেছিল। রমণীর বরাঙ্গের 'কনক সম্ভবা বিভা' কালিন্দীর নীলিমায় মিশিয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। ঘাটে কেবল আমি নহি, বহু নর এবং এরূপ বহু নারী স্নান করিতেছিলেন। রমণীদিগের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী

স্নান করিয়া উঠিয়া গেলেন। স্ত্রী ঘাটের এক পার্শ্বে একটি আবৃত স্থানে স্নান করিতেছিলেন। সেখানে কেবল মহিলারা মাত্র স্নান করেন; স্থানটীর উপর একটী বিস্তৃত বৃক্ষশাখার ছায়া। আমি উঠিয়া স্ত্রীকে ডাকিতে সে দিকে যাইয়া দেখি সেই ঘাটেও মাথুরী যুবতীরা স্নান করিতেছেন। কেহ জলে, কেহ স্থলে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা! তাঁহাদের বস্ত্র সেই বৃক্ষ শাখায় ঝুলিতেছে। এক উলঙ্গিনী ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি স্ত্রীকে উঠিয়া আসিতে বলিয়া মুখ ফিরাইলাম। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি কে?" উত্তর,—'আমার স্বামী।' প্রশ্ন—"ইনি আমাদের উলঙ্গিনী দেখিয়া কি কিছু মনে করিতেছেন?" উত্তর—"তোমাদের দেশের নিয়ম। কি মনে করিবেন?" আমি মনে করিলাম যে তিনি এতক্ষণে বসনে লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন। আবার মুখ বাড়াইয়া দেখি, তাঁহারা সকলে সেইরূপ উলঙ্গিনী ভাবে জলে ও ঘাটে দাঁড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন। স্ত্রী উঠিয়া আসিলে, তাঁহাদের উচ্চ হাসি ও রসিকতা শুনিতে শুনিতে আমরা চলিয়া আসিলাম। এই কুৎসিৎ প্রথা নিবারণের জন্য কি কিশোর শ্রীকৃষ্ণ সেই 'বস্ত্রহরণ' অভিনয় করিয়াছিলেন? তিনি একাধারে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজ্য সংস্কারক।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন যাই, এবং দুই দিন কেশী ঘাটে এক ব্রাহ্মণের কুঞ্জে থাকি। বৃন্দাবনে প্রত্যেক বাড়ীর নাম 'কুঞ্জ'। প্রবাদ এ ঘাটে কেশী দানবকে কৃষ্ণ বধ করিয়াছিলেন। তাহা করুন, কিন্তু কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াই কুঞ্জাধিকারী ব্রাহ্মণের অগ্নি শিখার মত যে তিনটী সুকেশী যুবতী কন্যাকে দেখিলাম, তাহাতে কৃষ্ণ কেশী দানবকে বধ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস হইল না। ইঁহারা এবং ইঁহাদের বৃদ্ধ পিতা আমাদিগকে বড়ই যত্ন করিলেন। আমরা সায়াহ্ন সময়ে পৌঁছিয়াছিলাম। সেই সন্ধ্যায়

দুই এক মন্দিরে আরতি দেখি। পরদিন সমস্ত বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া তাহার সুন্দর মন্দিরাবলী দর্শন করি। এ সকল মন্দিরের বনই বর্ত্তমান বৃন্দাবন। প্রত্যেক মন্দিরে অতিশয় সমারোহে পূজা, আরতি ও অপরাহ্নে ভাগবত পাঠ, এবং কোথায় বা কালাওতি সঙ্গীত হইয়া থাকে। প্রাতঃস্মরণীয় লালা বাবুর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার প্রাঙ্গণে একটী স্বর্ণ তাল বৃক্ষ আছে। তমাল না হইয়া তালই বা কেন? সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্ণৌর শেঠের মন্দিরই সুন্দর। উহা শ্বেত মর্ম্মরে নির্ম্মিত। লোকটি বৈরাগীর মত মুণ্ডিত মস্তকে প্রাঙ্গনের এক কোণায় বসিয়া থাকেন। তিনি একজন প্রকৃত ভক্ত। মন্দিরসোপানে তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, যেন ভক্ত যাত্রীদের পদধূলি তাঁহাদের মস্তকে পড়ে। শুনিলাম তিনি এরূপ ভাবে মৃৎ পাত্রে মল মূত্র ত্যাগ করেন যে বৃন্দাবনের পবিত্র মাটী স্পর্শ না করাইয়া উহা বৃন্দাবনের সীমার বাহিরে তৎক্ষণাৎ লইয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি একজন অসাধারণ ধনী। এ মন্দিরের সমস্ত উৎসব বড় সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সমস্ত দিনের নগর-ভ্রমণ-শ্রমে সেই রাত্রিতে আমার খুব জ্বর হয়। আমি পরদিন আর বাহির হইতে পারি নাই। ব্রাহ্মণের প্রথমা কন্যা মধ্যম বয়স্কা। দ্বিতীয়া কন্যা যুবতী, এবং তৃতীয় কন্যা নবযুবতী। শেষ দুইটীর রূপের তুলনা নাই, এবং ইহারা যেরূপ সুন্দরী সেইরূপ সরলা ও স্নেহপ্রতিমা। ইহারা দুজনে সেই রাত্রি বহুক্ষণ ও সমস্ত পরদিন এবং অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্ত আমার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করে নাই। মধ্যমা এবং তাঁহার পিতাও প্রায়ই মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যা দুটীর স্নেহে ও শুশ্রূষায় আমার রোগশয্যা যেন সুখ শয্যা হইয়াছিল। তাহাদের সেই সরল ও অকৃত্রিম স্নেহের কথা মনে হইলে আমার চক্ষু

এখনও সজল হয়। তাঁহাদের গৃহকার্য্য ফেলিয়া আমার কাছে বসিয়া থাকিতে আমি কত প্রকারে নিষেধ করিতেছিলাম। তাঁহারা সকল যাত্রীকে এরূপ দেবকন্যার মত স্নেহ করিয়া কেমন করিয়া কুঞ্জের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন জিজ্ঞাসা করিলে দুইটী সলজ্জ ভাবে নীরব থাকিতেন। ব্রাহ্মণ বলিতেন—"সকলের সঙ্গে কি আর এরূপ করে? তোমার উপর তাহাদের কেমন বিশেষ স্নেহ হইয়াছে। তোমার মত লোক যাত্রীর মধ্যে কয় জন থাকে। স্নেহ করিবে না কেন?" আমি কে, কি করিয়াছি, তাঁহারা ত আমার কিছুই জানেন না। আসিবার সময় আমরা ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া কন্যাদের কাছে বিদায় হইতে চাহিলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন তাহারা কক্ষে দাড়াইয়া কাঁদিতেছে। স্ত্রী গিয়া তাহাদের জড়াইয়া লইয়া আসিলেন। তাঁহারা সত্য সত্যই কাঁদিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিল—"এখন বুঝিলে তোমাদের উপর তাহাদের কিরূপ মমতা জন্মিয়াছে।" তাঁহারা বলিলেন—"আপনি এবার বড় কষ্ট পাইয়া পীড়িতাবস্থায় যাইতেছেন। অতএব প্রতিজ্ঞা করুন যে আর একবার শীঘ্র বৃন্দাবনে আসিয়া আমাদের বাড়ীতে কিছু দিন থাকিবেন।" ভূতলে রমণী হৃদয়ই স্বর্গ। বুঝিলাম হৃদয়ের এই প্রেম প্রবণতায় বৃন্দাবনবাসিনীরা শ্রীভগবানকে পাইয়াছিলেন, এবং ভারতের ধর্ম্মেতিহাসে এরূপ নিষ্কাম প্রেমের জন্যই তাঁহারা পূজিতা।

—o—

গোবর্দ্ধন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা ক্ষেত্রের মধ্যে কেবল গোবর্দ্ধনই আমার চক্ষে সেই লীলার দৃশ্য প্রকটিত করিয়াছিল। বৃন্দাবন হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে আমরা এক দিন প্রাতে গোবর্দ্ধন দর্শনে যাত্রা করি। স্মরণ হয় বৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধন ছয় মাইল ব্যবধান।

রাস্তাটি বড়ই সুন্দর। উভয় পার্শ্বের বৃক্ষে ও ক্ষেত্রে ময়ূর ময়ূরী বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। অদূরে গোবর্দ্ধন গিরি যেন সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুলি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া ভূগর্ভে ধসিয়া গিয়াছে। তাহার এক প্রান্ত প্রায় ভূমির সঙ্গে সমতল, এবং অন্য প্রান্ত অনুচ্চ গিরির মত উচ্চ। বোধ হয় যেন একটি বৃহৎ অজগর ফণা তুলিয়া স্থির ভাবে রহিয়াছে। একটি মাত্র হ্রদ (lake) লইয়া গোবর্দ্ধন তীর্থ। এই হ্রদটী বড়ই মনোহর। ইহার মধ্যে সলিলরাশি-বেষ্টিত এবং তরুরাজি-সমাচ্ছন্ন একটী মন্দির। হ্রদের চারি দিকে মধ্য-ভারতের ভূপতিবৃন্দের দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা। তাহাদের প্রতিবিম্ব পূর্ণ বর্ষায় হ্রদবক্ষে প্রতিফলিত হয়। শুনিলাম বর্ষাকালই মথুরা, বৃন্দাবন ও গোবর্দ্ধনের বসন্ত। তখন এই হ্রদ ও যমুনা আতীর পূর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করে। শুনিয়াছি সে সময়ে নানাবিধ ফুল ফুটে, কোকিল ডাকে, এবং সদ্য বর্ষাবিধৌত বনপ্রকৃতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। গোবর্দ্ধন স্থানটি নীরব, নির্জ্জন, শান্তিপ্রদ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ধ্যান ও ধারণা করিবার এমন স্থান আর বুঝি দ্বিতীয় নাই। মথুরা বৃন্দাবন আমার প্রাণে বিশেষ ভক্তির সঞ্চার করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের কাব্য পাঠ করিয়া যে মথুরা বৃন্দাবনের দৃশ্যাবলি মানসপটে অঙ্কিত হইয়াছিল, বরং এখনকার মথুরা বৃন্দাবন না দেখিলেই ভাল ছিল। কিন্তু গোবর্দ্ধনের যে দিকে দেখিয়াছিলাম, সেই দিকই সেই মধুর লীলার স্মৃতিতে আমার প্রাণ মাতাইয়া তুলিয়াছিল।

এ সকল স্থানে বানরের যেরূপ অত্যাচার তাহাতে এই শাখা-মৃগ মহাশয়েরা উৎপাতী লোকের আদিপুরুষ হইবার উপযুক্ত। স্মরণ হয় দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়াছেন—

"পাহারা বিহনে জুতা রাখা নাই যায়।"

তাহা ঠিক। আর রাখিলে—

"এক লম্ফে জুতা নিয়া গাছে গিয়া চড়ে;
খিচুয়ে পোড়ার মুখ দাঁত বার করে।"

তাহাও ঠিক। মথুরা বৃন্দাবনে কাষ্ঠাসন বিহারী বানর মহাশয়েরা কতবারই এরূপে আমাদের জুতা, কাপড় ও আহার্য্য সামগ্রী লইয়া গাছে চড়িয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, এবং কিছু বলিলে দলে বলে ভ্রুকুটি করিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত আছে—

"অগণিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল।"

শাখা-মৃগ মহাশয়েরা এই হরণ বিদ্যায় মন্ত্রসিদ্ধ। তাঁহারা এমনিভাবে হরণ করেন যে কিছুই অনুভব হয় না। গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিন করিয়া আসিয়া ক্লান্তভাবে একটি অট্টালিকার দ্বিতল অলিন্দে বসিয়া প্রাকৃতিক শোভা দেখিতেছি। এক হাতে একখানি দৈনিক ইংরাজি সংবাদপত্র এবং অন্য হস্তে কিছু জলযোগ। অকস্মাৎ অলক্ষিতে এক হনুমানের বংশ-ধর কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার স্পর্শ-কোমল করে মুহূর্ত্তমাত্র আমার দুটি হাত ধরিলেন, এবং তাঁহার অন্য কুলতিলক আমার সংবাদ পত্রখানি ও জলযোগের পাত্রটি হরণ করিলেন। এই কার্য্যটি এমনি যাদুকরের মত করিলেন যে তাঁহারা কখন আসিলেন কখন গেলেন, কেমন করিয়া আমাকে এরূপ আপ্যায়িত করিলেন, তাহা কিছুই জানিতে পারিলাম না। দুই করে কি যেন শীতল প্রেমস্পর্শ অনুভব করিলাম। পর মুহূর্ত্তে দেখিলাম দুই মহাপুরুষ মস্তকোপরে উচ্চ বৃক্ষ শাখায় কাষ্ঠাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার দুঃখে-সঞ্চিত মুখের আহার আনন্দে উদরস্থ করিতেছেন।

প্রত্যাবর্ত্তন পথে আগ্রায় কয়েক ঘণ্টা মাত্র থাকিয়া, সেই "মর্ম্মরের স্বপ্ন" তাজমহল দর্শন করিয়া বেহার ফিরিলাম।

প্রতিযোগী পরীক্ষা।

(Competitive Examination).

ইংরাজ রাজত্বের রাম বা রিপণ (Ripon) অধীন শাসন বিভাগের (Subordinate Executive service) উন্নতির জন্য লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। লেঃ গবর্ণর ইডেন তাহার অর্দ্ধেক টাকা "অধীন বিচার বিভাগের" (Subordinate Judicial Service) জন্য বরাদ্দ করিলে, গয়া হইতে আমার জনৈক আশৈশব বন্ধু ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমার লেখনী (able pen) ধারণ করা উচিত বলিয়া বিশেষ অনুরোধ-পূর্ণ এক পত্র লিখিলেন। কিন্তু সংবাদ পত্রের সঙ্গে সংস্রব ছিল বলিয়া চট্টগ্রামে আমি যে বিপদে পতিত হইয়াছিলাম, তাহাতে আবার সংবাদ পত্রে লেখার নামে আমার হৃৎকম্প হইত। চট্টগ্রাম হইতে পুরী যাইবা মাত্র "ইণ্ডিয়ান মিরার" দৈনিকে পরিণত হয়, এবং বন্ধু কৃষ্ণবিহারী সেন উক্ত পত্রের বেতনভোগী লেখক হইতে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন। বেহারে আসিবা মাত্র গুরুপ্রসাদ বাবু "বেহার হেরেল্ডে" (Behar Herald) সপ্তাহে এক প্রবন্ধের জন্য এক শত টাকা বেতন দিতে চাহেন। ঘর পোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখিলেও ভয় পায়। আমি উভয় প্রস্তাব অস্বীকার করিয়াছিলাম। অতএব বন্ধুকেও লিখিলাম যে আমি সংবাদপত্রে আর লিখিব না বলিয়া "তোবা" করিয়াছি। কিন্তু তাহার পর আমার কর-কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইল। সংবাদ পত্রে যেরূপ কাগজে লিখিতাম, সেরূপ কাগজে লিখিতেছি দেখিয়া স্ত্রী বলিলেন—"এত বিপদেও তোমার শিক্ষা হইল না। তুমি আবার খবরের কাগজে লিখিতেছ?" তিনি এ বিষয়ে বড় সাবধান থাকিতেন। আমি বলিলাম—"সুপারিসে এবং তৈল-মর্দ্দনে

ডেপুটি নিযুক্ত হইয়া আমাদের 'সার্ভিসটা' একবারে ঘৃণিত হইয়া উঠিতেছে। ইডেন সাহেবের সময়ে তাঁহার প্রিয় আর্দ্দালীর বংশধরগণ পর্য্যন্ত ডেপুটি হইতেছে বলিয়া লোকে বলিতেছে। কত কলঙ্কের কথা উঠিতেছে ঠিক নাই। অতএব লর্ড রিপণ যে ডেপুটিদের উন্নতির জন্য নূতন বন্দোবস্ত করিতে চাহিতেছেন, এই উপলক্ষে প্রতিযোগী পরীক্ষার দ্বারা ভবিষ্যতে ডেপুটি নিযুক্ত করিবার উচিত্য দেখাইয়া কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিব স্থির করিয়াছি।" স্ত্রী তাহাও নিষেধ করিলেন। আমি কিন্তু কর-কণ্ডুয়ন নিবারণ করিতে পারিলাম না। প্রথম প্রবন্ধ "ষ্টেটস্‌মেন" (Statesman) পত্রে বাহির হইবা মাত্র আমার সেই গয়াস্থ বন্ধু লিখিলেন যে আমি লিখিতে অসম্মত হওয়াতে উক্ত প্রবন্ধটী তিনি লিখিয়াছেন, এবং উহা কেমন হইয়াছে আমার মত জিজ্ঞাসা করিতেছেন! আমি অবাক! পত্র পড়িয়া হাসিতেছি, স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন বিষয় কি? আমি বন্ধুর লীলার কথা বলিলে তিনিও বড় হাসিলেন। হাসিলাম ত কিন্তু বন্ধুকে উত্তর কি দিব? সে দিনের "ষ্টেটস্‌মেন" খুলিয়া দেখি যে আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে। অগত্যা বন্ধুকে লিখিলাম—"বটে এ প্রবন্ধ তোমার লেখা! তবে দ্বিতীয় প্রবন্ধ যে তাহার পর প্রকাশিত হইয়াছে—কে লিখিল?" তিনি বোধ হয় বুঝিলেন যে ধরা পড়িয়াছেন। আর কিছু লিখিলেন না। এ দিকে "ষ্টেটস্‌মেনে" ক্রমশঃ বহু প্রবন্ধ এ সম্পর্কে বাহির হইল। শেষ প্রবন্ধে আমি "ষ্টেটস্‌মেনের" সম্পাদককে সুপারিস্‌ প্রণালীর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া আমার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে লিখিলেন—"আপনার প্রবন্ধগুলি এমন বিচক্ষণ হইয়াছে (your articles have been so very able) যে এ সম্বন্ধে আমার কি আপনার আর কিছুই লিখিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ সার্ভিসের

লোক না হইলে সার্ভিস সম্বন্ধে লেখা বড় সহজ নহে।" তখন আমার হাতে আরও একটি প্রবন্ধ ছিল। প্রতিযোগী পরীক্ষা ভিন্ন শাসন প্রণালীর উন্নতির জন্য আমি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহাতে যে ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, তাহা কুলাইবার উপায় এ প্রবন্ধে দেখাইয়াছিলাম। উহা "ইণ্ডিয়ান মিরারে" পাঠাইয়া দিই এবং তাহাতে প্রকাশিত হয়।

তাহার কিছু দিন পরে পূজার বন্ধ উপলক্ষে আমি কলিকাতায় বেড়াইতে গিয়া দেখি যে সেই প্রবন্ধগুলি লইয়া ডেপুটি ও দেওয়ানি মহলে একটা ঝড় উঠিয়াছে। আমি এক বন্ধুর গৃহে বসিয়া আছি, সেখানে সেই গয়ার বন্ধু এক পাল ডেপুটি লইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন—"দাদা! তা—বাবু আপনাকে দেখিতে চাহেন।" কেন? উত্তর—"তাঁহার বিশ্বাস যে "ষ্টেটস্‌মানের" প্রবন্ধগুলি আপনার লেখা।" আমি বলিলাম—"তবে আমি যাইব না। তিনি প্রবন্ধ লেখককে খুঁজিয়া বাহির করুন। আমি একবার সংবাদ পত্রের লেখক বলিয়া বিপদে পড়িয়া প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছি। তুমি এরূপ কথা বলিয়া কি আমাকে আরও বিপদে ফেলিতে চাহ?" সেই দিনের পরিচিত জনৈক ডেপুটি বলিলেন—"যখন প্রথম প্রবন্ধ বাহির হয়, আমরা সার্ভিসের দুইজন লোককে লেখক বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম—আপনি ও যাদব। কিন্তু দ্বিতীয় পত্র যখন বাহির হইল, তখন তাহার রসিকতা (humour) দেখিয়া বুঝিলাম এ লেখা আপনার ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না।" আমার প্রথম পত্র বাহির হইলে এক জন মুন্সেফ ক্ষেপিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে অর্দ্ধেক টাকা মুন্সেফদের সার্ভিসে দিয়া ইডেন উচিত বিচার করিয়াছেন; কারণ ডেপুটির অপেক্ষা মুন্সেফের খাটুনি একঘেয়ে (Monotonous) ও অনেক বেশী। আমি লিখিয়াছিলাম যে মুন্সেফ যদি একটুক অপেক্ষা করেন, তিনি দেখিবেন যে আমি

উভয় সার্ভিসের উন্নতির কথা নিরপেক্ষভাবে লিখিব। তবে তাঁহার তর্কের উত্তরে কেবল এই কথা বলিলেই হইবে যে এই তর্ক অনুসারে মুন্‌সেফ অপেক্ষা মুন্‌সেফের পাখাটানা কুলির বেতন অধিক হওয়া উচিত, কারণ পাখাটানার মত এমন একঘেয়ে পরিশ্রমের কার্য্য আর জগতে নাই। মুন্‌সেফ এই চড় খাইয়া চুপ করেন। ডেপুটি বাবু এই রসিকতার উল্লেখ করিতেছিলেন। তাঁহার কথার উত্তরে বলিলাম যে সার্ভিসে বঙ্কিম বাবু প্রমুখ আমার অপেক্ষা অনেক যোগ্যতর লোক ও লেখক আছেন। তাঁহারা বলিলেন যে বঙ্কিম বাবু কখনও সংবাদ পত্রে এরূপ বিষয়ে লেখেন না। তখন সপ্তরথীর ন্যায় তাঁহারা চারি দিক হইতে আমাকে আক্রমণ করিয়া সেই সকল প্রবন্ধের লেখক বলিয়া আমাকে স্বীকার করাইতে চেষ্টা করেন। আমি পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া চলিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত ডেপুটি গিয়া আমাকে রাস্তার উপর বলিলেন—"আমি আপনাকে লেখক বলিয়া স্বীকার করিতে বলি না। কিন্তু যদি আপনি লেখক হন,—আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই—তবে প্রবন্ধ গুলি দৈনিক সংবাদ পত্রের স্তম্ভে বিলীন হইতে না দিয়া যদি পুস্তকাকারে ছাপান, তাহা হইলে আমাদের সার্ভিসের বড় উপকার হইবে।" "কি উপকার?" তিনি বলিলেন তাহা হইলে তাঁহারাই উহা এরূপ ভাবে বিলাইবেন যে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের চক্ষু পড়িবে।

আমি এত ভীত হইয়াছিলাম যে সেখান হইতে আমি একেবারে "ষ্টেটস্‌মেন্" আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন মিঃ রিয়াক (Riach) খুব দক্ষতার সহিত রবার্ট নাইটের অনুপস্থিতিতে "ষ্টেটস্‌মেন" চালাইতেছেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে চিনিতাম না। আমার চট্টগ্রামের গোলযোগ উপলক্ষে মিঃ নাইটকে চিনিতাম, এবং তাঁহার কাছে তাহার পরও অনেক প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহার আফিস হইতে উক্ত প্রবন্ধ

লেখক বলিয়া আমার নাম বাহির হইয়াছে মিঃ রিয়াককে অনুযোগ করিলে তিনি বলিলেন তাহা অসম্ভব। ডেপুটিদের আমাকে আক্রমণের কথা বলিলে তিনি বলিলেন—"তাঁহারা বোধ হয় আপনার লেখার ভঙ্গি জানেন, এবং তাহার দ্বারা আপনাকে লেখক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" আমি বলিলাম যে তাঁহারা প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে ছাপিতে বলিয়াছেন। মিঃ রিয়াক বলিলেন বেশ কথা, তিনি তাঁহার প্রেস হইতে ছাপিয়া দিবেন। তাহার ব্যয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে আমার কিছুই দিতে হইবে না। কারণ সে প্রবন্ধ গুলির দ্বারা, বিশেষতঃ ডেঃ মাজিষ্ট্রেট সম্প্রদায়ের মধ্যে, তাঁহার অনেক গ্রাহক বাড়িয়াছে। অতএব তিনি বিনা মূল্যে আহ্লাদের সহিত ছাপিয়া দিবেন। ইহা বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু আপনার বন্ধুরা কেন ছাপিতে বলিতেছেন?" আমি—"তাঁহারা বলেন তাহা হইলে প্রবন্ধ গুলির উপর গবর্ণমেণ্টের চোক পড়িবে।" তিনি—"যদি তাহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে ছাপিবার প্রয়োজন নাই, কারণ গবর্ণমেণ্টের চোক এ প্রবন্ধ গুলির উপর পড়িয়াছে, এবং এই মুহূর্ত্তে লর্ড রিপন ও মেজর বেয়ারিঙ্গের দ্বারা প্রবন্ধগুলি বিবেচিত হইতেছে।" কি!—বলিয়া আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমি মনে করিলাম বুঝি আবার আমার সর্ব্বনাশ হইতেছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আপনার কোনও ভয় নাই, লেখক কে গবর্ণমেণ্ট জানেন না। তবে প্রবন্ধ গুলি এত দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে যে আপনি শীঘ্র দেখিবেন যে আপনার প্রস্তাব কোনও না কোন রূপে কার্য্যে পরিণত হইবে।" আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম —"আপনি তাহা কিরূপে জানিলেন?" তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন —"আপনি এই মাত্র আপনার নাম আমার আফিস হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছিলেন। অথচ

এখন আপনি চাহিতেছেন যে আমি অন্য একজনের নাম আপনার কাছে প্রকাশ করি।" আমি লজ্জিত হইয়া চলিয়া আসিলাম।

তাহার কিছুদিন পরে বেহারে বসিয়া দেখিলাম প্রথমতঃ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কেরানিদের জন্য, তাহার পর পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট, তাহার পর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট, তাহার পর বোম্বে ও মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট, সর্ব্বশেষ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ডেপুটিদের জন্য প্রতিযোগী পরীক্ষা (Competitive Examination) প্রচলিত করিলেন। এই বিশ বৎসর যে ডেপুটিরা এই পরীক্ষার দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন, সকলেরই আমাকে কিছু দক্ষিণা (royalty) দেওয়া উচিত। প্রবন্ধ গুলি এখনও আছে। ইচ্ছা আছে চাকরি হইতে বিজয়া করিয়া সংবাদ পত্রে লিখিত অন্যান্য রাশি রাশি প্রবন্ধ সহ পুস্তকাকারে ছাপিব। প্রথমতঃ সাত আট জন করিয়া ডেপুটি কালেক্টর প্রতি বৎসর এ পরীক্ষার দ্বারা নিযুক্ত হইতেন। ক্রমে ক্রমে মাত্রা হোমিওপেথিক মাত্রায় পরিণত হইয়া এখন ভারতশত্রু লর্ড কর্জ্জন উহা একেবারে উঠাইয়া দিয়াছেন। মুরব্বিয়ানা এমনই মিষ্ট! আবার সুকতলার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, দুঃখ নাই। এ পরীক্ষার পথে যাহারা প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের দেখিয়া প্রতিযোগী পরীক্ষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আমিই নিরাশ হইয়াছি। ইহাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা ইংরাজী শিক্ষায় এতদূর উন্নত ছিলেন না, কেহ কেহ ইংরাজি মোটেই জানিতেন না। তথাপি তাঁহাদের উদারতা, সৎসাহস, সহানুভূতি, পরার্থপরতা, আত্মসম্মান-জ্ঞান, পদোপযোগী ব্যয় ও উচ্চ অঙ্গের ভদ্রতা ইহাঁদের কাছে নাই।

———০———

অবস্থা, না বিধাতা ?

এক দিন বেহারে গৃহের হল কক্ষে প্রাতে বসিয়া আছি, বেলা ৮টা, অকস্মাৎ চট্টগ্রামের পরিচিত একটী লোক উপস্থিত। কোথায় চট্টগ্রাম, কোথায় বেহার! তাহাকে দেখিয়া তাহার এতদূর আগমনের কথা বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল বড় গোপনীয় কথা। অন্য দর্শক আসিলে বিদায় দিতে আর্দালিকে আদেশ দিয়া আমি তাহার কথা শুনিতে বসিলাম। সে আমার একজন আশৈশব বন্ধুর নাম করিয়া বলিল যে তাহার বাসার নিকট একটি লোক সপরিবার বাস করিত। বন্ধু এবং সে উভয়ে বিক্রমপুরের লোক। বন্ধু আমার সুন্দর, সুশিক্ষিত, তেজস্বী, পরোপকারী, সরলহৃদয়, সদাশয়। তিনি চট্টগ্রামের একজন খ্যাতনামা কর্ম্মচারী। তাঁহার প্রতিবেশী সকল বিষয়ে তাঁহার বিপরীত। বন্ধু তাহার পত্নীর চক্ষে পড়িলেন। সে উন্মাদিনীর মত তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। তিনি কুরূপা, স্থূলাঙ্গিনী ও পঞ্চ শিশুর মাতা। বন্ধু তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কৃতকার্য্য হইলেন না। তাহার স্বামীকে স্থানান্তর যাইতে বলিলেন। কিন্তু স্ত্রী যাইবে না। শেষে নিজে টাকা দিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। সে সীতাকুণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিল। তখন আমার বিপদের কর্ত্তা ও বিশ্বাসঘাতক বন্ধু নন্দী ভৃঙ্গি উভয়ে চট্টগ্রাম হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন, কিন্তু ভুজঙ্গ মহাশয় আছেন, এবং তাহার অপ্রতিহত প্রভাব। তিনি ভুজঙ্গ জাতিতে সমস্ত আফিস পরিপূর্ণ করিতেছেন। কিন্তু আমার বন্ধু শ্রীপাঠের লোক হইলেও তিনি চট্টগ্রামের লোকের একমাত্র আশ্রয়স্থল। কারণ তাঁহার জন্ম, শিক্ষা ও জীবন চট্টগ্রামের সঙ্গে জড়িত। এই কারণে তিনি ভুজঙ্গ মহাশয়ের

প্রকোপে পড়িয়াছেন। ক্রমে উপরোক্ত কাহিনী ভুজঙ্গের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার প্রতিযোগীর নিপাতের জন্য, এবং চট্টগ্রামে নিষ্কণ্টক বিক্রমপুরীর আধিপত্য স্থাপনের জন্য ব্রহ্মাস্ত্র জুটিয়াছে। তিনি একদিন অপরাহ্নে দলে বলে তাঁহার সমস্ত কিষ্কিন্ধ্যা লইয়া পবন-নন্দনের মত যষ্টি স্কন্ধে সে সাধ্বী রমণী-রত্নকে উদ্ধার করিতে গেলেন। তাহাকে বলপূর্ব্বক এক পাল্‌কিতে উঠাইয়া পাল্কী দলে বলে বেষ্টন করিয়া চলিলেন, আর সে তাহার প্রণয়ীর নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া এক এক বার পাল্কী হইতে রাস্তায় পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, এবং তাহার উদ্ধার-কর্ত্তাদের পিতৃ পুরুষদের জন্য নানারূপ অখাদ্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। চট্টগ্রাম হাসিতে তোলপাড় হইল। কিন্তু এরূপ বীরত্বের সহিত উদ্ধারের পরও সাধ্বীকে গৃহে রাখা অসাধ্য হইল। তখন তাহাকে বন্দিনী করিয়া বিক্রমপুরে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু পাখী সেখানেও শিকল কাটিল। তখন নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের মধ্যে ষ্টীমার চলিত। সতী গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া ষ্টীমারের সারঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন। লোকটা ভুজঙ্গ মহাশয়ের অপেক্ষা রসিক ছিল। সে তাহাকে এক মশারি-আবৃতা করিয়া চট্টগ্রামে একবারে বন্ধুর গৃহের পার্শ্বস্থ রাস্তায় লইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রমণী তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তথাপি তিনি তাহাকে সেখানে মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে না দিয়া স্থানান্তর করিলেন। এ দিকে বিক্রমপুর হইতে প্রেম প্রয়াণের সংবাদ ভুজঙ্গ চন্দ্রের কাছে উপস্থিত হইল। তিনি "অবলেপী মহাজিহ্বা" বন্ধুবরকে দংশন করিতে ছুটিলেন। আবার রণ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। কপি সৈন্য সজ্জিত হইল। রমণীর সেই পুরুষ-রত্ন স্বামীর দ্বারা সতী হরণের মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। কোথায় সূর্য্যবংশ, আর কোথায় অল্প-বিষয়-মতি কালিদাস! কোথায় বিক্রমপুর আর কোথায়

চট্টগ্রাম। তিনি সেখান হইতে ছুটিয়া আসিয়া এই গরীবের ঘাড়ে পড়িলেন, আর অপরাধ হইল তাহার! ঠাকুরাণী এখন বন্ধুর নীলকণ্ঠের বিষ হইয়া উঠিলেন। সে তাঁহাকে গিলিতেও পারে না—গিলিতে চাহেও না?—অথচ ফেলিতেও পারে না। সে তাহাকে রাখিলে, এবং উহা অপর পক্ষ জানিতে পারিলে, তাহার ঘোরতর বিপদ। আর তাহাকে না রাখিলেও সে অপর পক্ষের হস্তগত হইয়া তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে তাঁহার আরও ঘোরতর বিপদ। অতএব তাহাকে কিছু কাল চট্টগ্রামে লুকাইয়া রাখিয়া ভয়ে পশ্চিমে পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং আমার এলেকার মধ্যে কোথায় লুকাইয়া রাখিতে পারা যায় কি না আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন। স্ত্রীলোকটিকে একটী খাটুলি করিয়া আনিয়া এ লোকটী আমার রান্নাঘরের সম্মুখে রাখিয়া আসিয়াছে শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম আমার এলেকায় একটীও বাঙ্গালী স্ত্রীলোক নাই। যেখানে রাখিবে সেখানেই একটা গোলযোগ হইবে। অতএব এ অঞ্চলে তাহাকে লুকাইয়া রাখা অসম্ভব। এমন সময়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে উঠিয়া গিয়া দেখি, স্ত্রী 'হাওজে' বা কৃত্রিম পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। বেহারে গৃহ-সংলগ্ন বড় একটি মনোহর 'হাওজ' ছিল। একটা ক্ষুদ্র পাকা পুষ্করিণী, তাহার উপর চারিদিকে গবাক্ষপূর্ণ দুই হস্ত পরিমিত প্রাচীর এবং তাহার উপর খাপরার চাল। পার্শ্বস্থ ইন্দারা হইতে উহা আগ্রীবা জলপূর্ণ করিয়া রাখা হইত। আমি তাহাতে স্থানে স্থানে নানারূপ আসন প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলাম। কোথায় আকণ্ঠ জলে বসিয়া, কোথায় অর্দ্ধ শায়িত হইয়া, কখন বা সন্তরণ করিয়া পতিপত্নী ত্বকদগ্ধকারী গ্রীষ্মে জল-ক্রীড়া করিতাম। দেখিলাম একটি স্থূলাঙ্গিনী, শ্যামবর্ণা, মধ্যমবয়স্কা রমণী স্ত্রীর সঙ্গে অবগাহন করিতেছে। সে ইতি মধ্যে খাটুলি হইতে উঠিয়া স্ত্রীর কাছে আসিয়াছে। বেহারে

একটি বাঙ্গালী মহিলা পাইয়া স্ত্রীর আনন্দের সীমা নাই। পরিচয় দিলে স্ত্রীর আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তিনি জিব কাটিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণীর সঙ্গে কাল পাথরের মূর্ত্তির মত একটী পাঁচ বৎসরের শিশু পুত্র। পতি পত্নী পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম তাহাকে ও তাহার সঙ্গীকে আহারের পর এখান হইতে বিদায় দিতে হইবে। আহারান্তে স্ত্রী আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন যে সে যাইবার পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহে। সে বলে—"কবি শুনিয়াছি বড় রসিক, আমি তাহাকে আর একবার না দেখিয়া যাইব না।" স্ত্রী অপূর্ব্ব বিক্রমপুরী সুর করিয়া কথা কয়টা বলিলেন। ইতিমধ্যে সে আপনি আসিয়া স্ত্রীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন তাহাকে আরও দেখিবার অবসর পাইলাম। দেখিলাম যে তাহার শরীরে রূপ কি যৌবনের গন্ধ পর্য্যন্ত নাই, তাহার উপর লজ্জাও নাই। সঙ্গের হতভাগ্য শিশুটীকে দেখিয়া আমার বড় দয়া হইয়াছিল। আমি তাই তাহাকে আহারপর্য্যন্ত থাকিতে দিয়াছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে পাপিষ্ঠা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শিশুটীকে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেছিল, এবং শিশু এরূপ নীরবে তাহা সহিতেছিল স্ত্রী বলিলেন যে তাহা দেখিলে পাষাণও দ্রব হইবে। আমি তাহাকে বলিলাম যে তাহার আর বিলম্ব করা উচিত নহে। এ অঞ্চলে তাহার থাকিবার স্থান হইবে না। সে কিছুতেই যাইবে না। শেষে শিশুটীকে আর একবার খুব প্রহার করিয়া খাটুলিতে উঠিল। তাহারা চলিয়া গেলে আমার যেন নিশ্বাস পড়িল। স্ত্রী বলিলেন পাপীয়সী চারিটী ছেলে ফেলিয়া আসিয়াছে। এটীকেও মারিয়া ফেলিবে। পরে শুনিয়াছিলাম সে তাহাই করিয়াছিল। রমণী যে এমন রাক্ষসী হইতে পারে, আগে বিশ্বাস করিতাম না। পাপীয়সী আমার একটী পরম বন্ধুকে এরূপ বিপদস্থ করিয়াছে। অথচ তাহার সর্ব্বাঙ্গে

তজ্জন্য কোনও ভয় কি চিন্তার চিহ্ন মাত্র দেখিলাম না। সে স্নান করিয়া বহুক্ষণ সাজ সজ্জা করিয়া, তাহার পর আমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করিতে আসিয়াছিল। পরে শুনিয়াছিলাম তাহার সঙ্গী তাহাকে কিছু দিন পাটনায় লুকাইয়া রাখিয়া, পরে কাশী লইয়া গিয়াছিল।

এ দিকে বন্ধুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। নাগ সৈন্যের কেহ সাক্ষী হইয়াছে, কেহ সাক্ষী সৃষ্টি করিতেছে, এবং সকলে মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা ভুজঙ্গ নিজে কমিশনার, কালেক্টর, ও জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত সকলেরই মন অপূর্ব্ব পরদারের আখ্যায়িকা প্রস্তুত করিয়া বিষাক্ত করিয়াছেন। চট্টগ্রামে একটা ঘোরতর আন্দোলনের কোলাহল উঠিয়াছে। বন্ধু প্রত্যহ আমার কাছে উত্তরের জন্য টাকা জমা দিয়া (Reply prepaid) একাধিক দীর্ঘ দীর্ঘ টেলিগ্রাম করিয়া পদে পদে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভুজঙ্গ দলের ভয়ে চট্টগ্রামের কেহ তাঁহার কাছে পর্য্যন্ত যাইতেছে না। তাঁহার একমাত্র সহায় আমার খুড়তত ভাই রমেশ। সে বন্ধুর দ্বারা নিয়োজিত একটী ক্ষুদ্র কেরাণী। শত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, এবং তাহার চাকরির আশা বিসর্জ্জন করিয়া সে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। পরামর্শ মাত্র করিবেন তাঁহার এমন বন্ধু এখন চট্টগ্রামে কেহ নাই। সে জন্য প্রত্যহ কেবল আমার কাছে টেলিগ্রামে তাঁহার পঞ্চাশ ষাইট টাকা খরচ হইতেছিল। বলা বাহুল্য মোকদ্দমা কিছুমাত্র প্রমাণ না হইলেও ভুজঙ্গের ষড়যন্ত্রে উহা সেসনে অর্পিত হইল।

কি একটা বন্ধ উপস্থিত হইল। রমেশ কাগজ পত্র লইয়া কলিকাতায় আসিল। কলিকাতায় গিয়া মনোমোহন ঘোষকে নিযুক্ত করিতে বন্ধু আমাকে টেলিগ্রাফের পর টেলিগ্রাফ করিতে লাগিলেন। আমি কলিকাতায় গিয়া এক নিশ্বাসে সমস্ত কাগজ

পাঠ করিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল যে এরূপ মোকদ্দমা সেসনে অর্পিত হইয়াছে। আমি বন্ধুকে টেলিগ্রাফ করিলাম যে এরূপ মোকদ্দমা একজন সামান্য উকিল চালাইলেও তিনি মুক্তিলাভ করিবেন, অতএব বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মনোমোহনকে পাঠাইবার কিছু প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। রমেশ বলিল অনুমান পনর শত টাকা চাঁদা চট্টগ্রামের লোকেরা বন্ধুর পক্ষে তুলিয়াছে। কিন্তু তাহাতে মনোমোহন ঘোষ যাইবেন কেন? তথাপি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া কাগজ পত্র রাখিয়া আসিলাম। পরদিন তাঁহার কাছে গেলে তিনিও আমাকে বলিলেন যে তিনি কাগজ পত্র পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন আমি নিজে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, আমি কি বুঝিতে পারিতেছি না যে আমার বন্ধুর বিপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই। অতএব এরূপ মোকদ্দমায় তাঁহাকে পাঠাইবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। আমি বলিলাম আমি তাহা বুঝি, কিন্তু আমার বন্ধু বুঝিতেছে না। সে বিপন্ন, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি না গেলে এ ক্ষমতাবান ষড়যন্ত্র হইতে তাহার উদ্ধার নাই। তিনি তখন বলিলেন যে তিনি সাত হাজার টাকার কম যাইতে পারিবেন না। অতএব বলিলেন লালমোহনকে লইলে, কিম্বা আনন্দমোহনকে লইলে অল্প টাকায় চলিবে। অনেক সাধনায় তাঁহাকে সম্মত করিতে না পারিয়া, শেষে আমি কিছু দুঃখিত হইয়া বলিলাম যে আমি চট্টগ্রাম হইতে তাঁহাকে অনেক টাকা দেওয়াইয়াছি, ভবিষ্যতেও আমি ও আমার বন্ধু দেওয়াইতে পারিব। তিনি কি একটি মোকদ্দমা আমাদের অনুরোধে অল্প টাকায় লইবেন না? আমাকে দুঃখিত ও বিরক্ত দেখিয়া তিনি সম্মত হইলেন, এবং যথাসময়ে চট্টগ্রামে গেলেন। আমি সেই তক্ষক মহাশয়ের জন্য এক বহি জেরা লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহাতে

তাঁহার সমস্ত কীর্ত্তি-কাহিনী উদ্ঘাটিত হইত। তিনি নিজে একজন প্রধান সাক্ষী ছিলেন, কারণ যষ্টিস্কন্ধে করিয়া তিনিই একবার সেই সতী-উদ্ধার করিয়াছিলেন। আমি যত জেরা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, মনোমোহন তাহার চতুর্থাংশও জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি পদে পদে এই নিশিত জেরাস্ত্র হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে জজের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছিলেন। জজ তাঁহাকে বলিলেন যে বিবাদী অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক বিপন্ন বোধ হইতেছে। কোর্টে লোকারণ্য। সকলের সহানুভূতি বিবাদীর প্রতি, কারণ সকলে এই মোকদ্দমার ভিতরের কথা, এবং উহা যে ভুজঙ্গ চক্রের শক্রতা হইতে উত্থিত, এবং বন্ধুর চট্টগ্রামবাসীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব যে সেই শক্রতার কারণ, তাহা সকলে জানিত। অতএব চারি দিকে হাসির টিটকারী চাপা শব্দ হইতেছে। বিবাদীর স্থানে দাঁড়াইয়া বন্ধু পর্য্যন্ত হাসিতেছেন। এরূপ অবস্থায় জজের উপহাস শুনিয়া কাল সর্প কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন জজ মিঃ ঘোষকে বলিলেন যে এরূপ অবস্থায় সাক্ষীকে তাঁহার দয়া ও ক্ষমা করা উচিত। মনোমোহন বলিলেন জজ যখন এরূপ বলিয়াছেন তখন তিনি সাক্ষীকে অব্যাহতি দিলেন, যদিও তাঁহার জেরার চতুর্থাংশ মাত্র হইয়াছে। কাছারি হইতেই মনোমোহন এ সকল কথা আমাকে এক দীর্ঘ টেলিগ্রাফ দ্বারা অবগত করাইলেন। পর দিন আর দুই একজন সাক্ষীর জবানবন্দীর পর জজ বন্ধুকে অব্যাহতি দিলেম। মিঃ ঘোষকে একটী কথাও কহিতে হইল না। চট্টগ্রামব্যাপী একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। মনোমোহন যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাতে প্রকাশ হইয়াছিল যে ভুজঙ্গ মহাশয় বেনামি চিঠির দ্বারা পর্য্যন্ত চট্টগ্রামবাসীদের সরাইয়া তাহাদের স্থানে তাঁহার এক ডজন সর্পবংশীয় আত্মীয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সাক্ষ্যের সে অংশ উদ্ধৃত করিয়া "তাঁহার একরার"(Confession)

নাম দিয়া "হিন্দু পেট্রিয়টে" প্রকাশিত করি। তাহাতে তাঁহার পতন ও বদলি হয়, এবং চট্টগ্রামে জন্মজয়ের সর্প-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া সর্পবংশ নির্ম্মূল হয়। আমি তাঁহাকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে বিশ্বাস ও স্নেহ করিতাম। আর তিনি আমার গ্রীবা ছেদন করিয়া এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের নীতি অলঙ্ঘনীয়। আমি সেই বিপদের পর হাসিতে হাসিতে চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম, আর চট্টগ্রামের সকল লোক কাঁদিয়াছিল। আর তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে চট্টগ্রাম ছাড়িলেন। আর চট্টগ্রামের লোক হাসিতেছিল।

চট্টগ্রামবাসীরা এ মোকদ্দমার জন্য তিন হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়াছিলেন। মনোমোহনকে তাহা দেওয়া হইল। ইহাতে আমার নিজের চাঁদা ও খরচ পাঁচ শত টাকার উপর হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বন্ধুবর এরূপ মুক্ত হস্তে ইহাতে টেলিগ্রাম ইত্যাদিতে টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, এবং তিনি এরূপ অকাতরে দান করিতেন, এবং নিজে বাবুগিরি করিতেন, যে লোকের মনে সন্দেহ হইল যে তিনি কোনওরূপে ট্রেজারির টাকা ভাঙ্গিতেছেন। ইহার কিছু দিন পরে আমি ছুটী লইয়া বাড়ী গেলে বন্ধুবর একদিন আমাকে তাঁহার গৃহে অতিথি করিয়া বড় আগ্রহের সহিত রাখিলেন। দুজন পাশাপাশি শুইয়া আছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি ট্রেজারির টাকা ভাঙ্গিতেছেন বলিয়া লোকে সন্দেহ করিতেছে। তিনি বলিলেন—"লোকে যাহা বলুক, তুমি সবডিভিসনাল অফিসার, নিত্য ট্রেজারির কায করিতেছ, তুমি কি জান না যে টাকার সঙ্গে আমার কাযের কোনও সম্পর্ক নাই। অতএব আমি কেমন করিয়া টাকা ভাঙ্গিব।" তাহার পর তিনি আমাকে বলেন লোকে তাঁহার যেরূপ খরচ বিবেচনা করে, তাঁহার তাহা নাই। তাহার গাড়ী ঘোড়া একজন রেঙ্গুনের সদাগর দিয়াছে এবং তাহার মাসিক খরচটাও সে দেয়, কারণ তিনি

তাহার চট্টগ্রামের জমীদারী ইত্যাদি দেখেন। তাঁহার পরিচ্ছদ সামান্য লংক্লথ মাত্র, তবে নিত্য একছুট পরেন, এই মাত্র। তাঁহার কোনও বহুমূল্য পরিচ্ছদ নাই। আহার—আমি তাঁহার বাড়ীতে একদিন কাটাইলাম, তাহাতে বুঝিতেছি যে তাঁহার আহার মোটা চাউলের ভাত মাত্র। তিনি তাহাই গোগ্রাসে গিলেন। এরূপ ভাতের এত বড় গ্রাস কাহাকেও খাইতে আমি বাস্তবিকই দেখি নাই। তাঁহার সমস্ত উত্তর আমার কাছে সঙ্গত বোধ হইল এবং আমার সন্দেহ দুর হইল। তাহার পর তাঁহার ভূতপূর্ব্ব বিপদ স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহার পরিবার সঙ্গে রাখিতে আমি বিশেষ অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন উহা অসম্ভব। তিনি অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন, পারেন নাই। তাঁহার শ্বশুরকুল ডাকাত বলিয়া পরিচিত এবং স্ত্রীও একটী ডাকাত বিশেষ। একেত ক্রোধে একজন "চণ্ডাবতী-চণ্ডিকা", তাহাতে আবার "ছুঁচ-রোগ" গ্রস্ত। ঘরের জিনিষ পত্র দিনে শতবার ধোয়াইবে, এবং গৃহে শত বার গোবর দিয়া পালঙ্গ ট্রাঙ্ক ইত্যাদি পর্য্যন্ত গোবরাক্ত করিয়া রাখিবে। দুই দিন সঙ্গে থাকিলে চাকর সমস্তই পলায়ন করে। তাহাতে বন্ধুও তাঁহার অপেক্ষা ঈশ্বরেচ্ছায় গোঁয়ার কম নহেন। এরূপ দুই অগ্নির সংঘর্ষণে গৃহে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়। কিছুদিন এরূপ হইলে চণ্ডিকা শিশুপুত্র কন্যা লইয়া ছুটিয়া একবারে শ্রীপাঠ বিক্রমপুরে গিয়া দাখিল হন। ব্রাহ্মরা তাঁহার মত লোকের স্খলিত চরিত্র উপলক্ষ্যে উপদেশ দিলে তিনি বলিতেন—"ভাই! নিজের স্ত্রী ত সঙ্গে রাখিতে পারি না, যদি তোমাদের স্ত্রী আমাকে দেও, তবে আমি রাজি আছি।" হতভাগ্যের অমৃতময় জীবন এই এক বিন্দু বিষে—পত্নীর উগ্র চরিত্রে—বিষাক্ত হইয়া শেষে একটা শোকাত্মক নাটকে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার পারিবারিক জীবনের শোচনীয় কাহিনী কহিতে কহিতে বন্ধু

অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমিও সেই অশ্রুতে অশ্রু না মিশাইয়া থাকিতে পারিলাম না। যদি পতি পত্নী উভয়ের হৃদয় এরূপ ক্রোধপরায়ণ না হইত, যদি উভয়ের মধ্যে একজনেরও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য থাকিত, তাহা হইলে দুইটী জীবন এরূপ ভস্মে পরিণত হইত না।

ইহার কিছু দিন পরে শুনিলাম বন্ধু ছুটী লইয়া গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। ছুটী অতীত হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার কোনও খবর নাই। কালেক্টর তাঁহাকে এত ভাল বাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন যে তিনি বলিলেন যে বন্ধুর কোনও গুরুতর পীড়া হইয়া থাকিবে। দুই চারি দিন পরে হইলেও তাঁহার সংবাদ আসিবেই। কিন্তু সপ্তাহ চলিয়া গেল। দেশে একটা কোলাহল পড়িয়া গেল যে তিনি পলায়ন করিয়াছেন। তথাপি কালেক্টর তাঁহার গৃহে পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিলেন না। বলিলেন, আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া দেখিবেন। কই ট্রেজারির কোনও হিসাবে ত কিছুই গোলযোগ বাহির হইতেছে না। অগত্যা আর একদিন তাঁহার গৃহে গিয়া তাঁহার বাক্স সিন্দুক ভাঙ্গিয়া পরীক্ষা করিলে এক বাক্সে, সেভিং বেঙ্কে যাহারা টাকা আমানত করিয়াছে, তাহাদের অনেকের পাশ-বহি পাইলেন। এ সকল বহি আমানতকারীদের হাতে থাকিবার কথা। তাহারা ইঁহার বাক্সে কোথা হইতে আসিল? তখন তদন্তে এক অদ্ভুত ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িল।

চট্টগ্রামের লোক তাঁহাকে এরূপ বিশ্বাস করিত যে সেভিংবেঙ্কে টাকা আমানত করিয়া পাশবুকও তাঁহার কাছে রাখিয়া আসিত। মনে কর রাম দুই শত টাকা আমানত করিয়াছে। তিনি দুই শত টাকার পাশ-বহি রামকে দিতেন, কিন্তু কালেক্টরীতে তাহার নামে এক শত টাকা মাত্র জমা দিয়া, অবশিষ্ট একশত টাকা একজন অপ্রকৃত শ্যামের নামে জমা

দিয়া রাখিতেন। তাঁহার ইচ্ছামত তিনি এই শ্যামের নামের জমা হইতে টাকা লইতেন এবং রামের একশত টাকার বেশী আবশ্যক হইলে, তাহাকে এ শ্যামের নামের কি অন্য এরূপ জাল নামের জমা হইতে দিতেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি এ খেলা খেলিতেছিলেন। তাঁহার পলায়নের পর অডিট আফিস পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে তিনি এরূপে পনর বৎসরে ষাট হাজার টাকা ট্রেজারি হইতে ভাঙ্গাইয়াছিলেন। কত কালেক্টর, কত ডেপুটি কালেক্টর গিয়াছেন, কেহই তাহা টের পান নাই। কেহ যদি আমানতকারীর হাতের পাশ বহির সঙ্গে কখনও ট্রেজারির সেভিং বেঙ্কের জমা খরচ মিলাইয়া দেখিতেন তবে এ চতুরতা অবশ্য ধরা পড়িত। কিন্তু সকলে ইহাঁকে এত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতেন যে কেহ তাহা করেন নাই। এ জন্য তাঁহাদের কাহারও কাহারও অর্থ দণ্ড দিতে হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের হিসাবের এমন কড়াকড়ি যে তাহাতে একটা চুল চালাইবার ফাঁক নাই। তাহার ভিতর হইতে এরূপ ভাবে এত কাল এত টাকা বাহির করিয়া লওয়া সামান্য কৌশলের কার্য্য নহে। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চতুরতার প্রশংসা শত্রু মিত্রে সকলেই করিতে লাগিল। তিনি যাবৎ জীবন এ খেলা খেলিলেও কেহ ধরিতে পারিত না। ধরা পড়িবার একটা বিশেষ কারণ হইল। গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিলেন যে অতঃপর সেভিং বেঙ্কের কার্য্য পোষ্টাফিসের হস্তে যাইবে। এখনও পোষ্ট আফিসেই আছে। বন্ধু তখন বুঝিলেন যে পোষ্ট আফিসে হিসাব বুঝাইয়া দিতে গেলেই তাঁহার কৌশল ধরা পড়িবে। এখন তিরোধান ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অতএব তিনি ছুটী লইয়া সরিয়া পড়িলেন। তিনি এমনই লোকপ্রিয় ছিলেন যে ষ্টীমারে যাইবার সময়ে সহর ভাঙ্গিয়া লোক তাঁহার পশ্চাতে গিয়াছিল। কেবল সামান্য ধুতি ও চাদর পরিয়া ও সামান্য চটি মাত্র পায়ে দিয়া তিনি একা হাসিতে

হাসিতে চলিয়া যান। তিনি যে ভাবে গিয়াছিলেন কেহ এখনও বিশ্বাস করে না যে তিনি একটি পয়সাও লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্‌স ভাঙ্গিলে কালেক্টর তাহার মধ্যে এক তালিকা সম্বলিত সমস্ত আমানত-কারীর পাশ-বহি সজ্জিত ভাবে লাল ফিতায় বাঁধা পান। এ সকল বহিতে যে যত টাকা আমানত করিয়াছিল ও উঠাইয়া লইয়াছিল তাহার ঠিক হিসাব ছিল। কাযেই কাহারও একটী পয়সাও ক্ষতি হইল না। ইহাদের সমস্ত টাকা গবর্ণমেণ্টের দিতে হইল। বন্ধু বরাবর বলিতেন যে মারিতে হয় পুলিসকে মারিবেন, চুরি করিতে হয় গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারি হইতে চুরি করিবেন। কাযে তাহাই করিলেন। পনর বৎসরে ষাট হাজার টাকা লইয়াছেন বলিয়া অডিটার স্থির করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বের আর হিসাবই করিতে পারিলেন না। কিন্তু দেখা গেল যে উক্ত মোকদ্দমার পূর্ব্বে তিনি টাকা ভাঙ্গেন নাই। সেই মোকদ্দমাতেই তিনি অধিকাংশ টাকা ভাঙ্গেন এবং তাহার পরেও সে অভ্যাস রাখেন। মানুষের কর্ত্তব্যের বাঁধ একবার ভাঙ্গিলে তাহা আবার বাঁধা বড় শক্ত। তিনি বিনা দোষে সেই মোকদ্দমাগ্রস্ত হইয়া বিপদস্থ না হইলে কখনও এ পথের পথিক হইতেন না, এবং একটি এমন লোকের এই পরিণাম ঘটিত না। তিনি এরূপ সদাশয়, তেজস্বী, লোকহিতপরায়ণ ও লোক-প্রিয় ছিলেন যে তাঁহার পলায়ণ সংবাদে চট্টগ্রামের সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত একটা হাহাকার উঠিয়াছিল। কত লোক কাঁদিয়াছিল। আমানতকারীরা বলিতেছিল যদি তিনি এ বিপদের কথা তাহাদের বলিতেন, তাহারা ক্ষতি স্বীকার করিয়া যাহার নামে যত টাকা ট্রেজারিতে আছে তাহা সত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিত। আমার কাছে অশ্রুপাত করিতে করিতে কত লোক এরূপ আক্ষেপ করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম—অবস্থা, না বিধাতা? অনেক সময়ে

অনিচ্ছায় অজ্ঞাতসারে মানুষ কোন অবস্থা বিশেষের এরূপ খরস্রোতে পতিত হইয়া তাহাতে তৃণের মত ভাসিয়া যায়। বিধাতা করেন কি না জানি না, কিন্তু অবস্থা যে মানুষের ভাগ্য ঘটিত করে, তাহা অনেক সময়ে দেখিতে পাই। মানুষ মাত্রেই অবস্থার দাস।

—o—
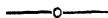
বেহারের উৎপাত।

(১)

পুত্রের পীড়া।

এক মাত্র সন্তান শিশুপুত্র নির্ম্মলকে দুই বৎসরের লইয়া বেহার গিয়াছিলাম। পূজার পূর্ব্বে বেহারে গিয়া শীত বেশ কাটিল। গ্রীষ্মের সময়ে তাহার জ্বর ও উদরাময় হইল। সেখানে প্রথম শ্রেণীর একজন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন। তিনি যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতেছেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে রোগ গুরুতর হইয়া উঠিল। প্রায় পনর কুড়ি দিন এরূপে গেল। কিছুই উপশম হইল না। এক শিশু পদ্মায় ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছি। আমাদের দুশ্চিন্তায় অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত শুষ্ক হইল। এক দিন হঠাৎ সন্ধ্যার সময়ে ডাক্তার বাবু বলিলেন যে রোগ তাঁহার চিকিৎসার অতীত হইয়াছে, শিশুকে তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় লইয়া যাওয়া উচিত। মাথায় বজ্র পড়িল। কয়েক দিন যাবতই আমাদের আহার নিদ্রা ছিল না। কিন্তু এ দারুণ কথা শুনিয়া দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। যেন জীবনের সকল আলো নিবিয়া গেল। সংসার অন্ধকার হইল। তথাপি বুকে পাথর চাপা দিয়া শিশুকে লইয়া দুই পাল্কিতে পতি পত্নী কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। ডাক্তার বাবু তৃতীয় পাল্কীতে সঙ্গে যাইবেন। তিনি এমন সময় ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন যে তাঁহার বড় বিপদ, তাঁহার স্ত্রী খুনাখুনি আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাকে কোনও মতে যাইতে দিবেন না। আমাকে নিজে একবার গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বুঝাইতে বলিলেন। আমি তাঁহার বাড়ীতে গেলাম, এবং আমার হৃদয়ের সেই শোচনীয় অবস্থায় কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিলাম তাহাতে একখানি পাষাণও দ্রব হইত। কিন্তু তাঁহার পত্নীর মন কিছুতেই গলিল

না। তাঁহার বাড়ী আমি পুলিস দিয়া ঘেরিয়া রাখিব বলিলাম, কয়েকজন নিকটস্থ জমীদার ইতিমধ্যে আসিয়া প্রহরী হইবেন বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হইল না। ডাক্তার বাবুটির বিলক্ষণ দক্ষিণ হস্তের রোগ ছিল। লোকের বিশ্বাস তিনি অনেক টাকা বেহারে ফৌজদারী মোকদ্দমায় সাক্ষীর দ্বারা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর টাকা পয়সা গহনা আমি ট্রেজারিতে রাখিতে পর্য্যন্ত চাহিলাম। কিন্তু তিনি তথাপি সম্মত হইলেন না। ডাক্তার বাবুকে ধরিয়া বসিয়া আছেন, এবং বলিতেছেন এক পা সরিলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। ডাক্তার বাবু শেষে অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি তারস্বরে রোদন আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্র কন্যারাও রোদন আরম্ভ করিল। রমণী যে এমন হৃদয়শূন্যা ভীষণ পশু হইতে পারে আমি জানিতাম না। কিন্তু আমার বোধ হইল তিনি একটী (idiot) মস্তিষ্কহীনা রমণী। অথচ তিনি একটী বড় ঘরের মেয়ে। শেষে ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আপনি অগ্রসর হউন, আমি আসিতেছি।" আমি ফিরিয়া আসিলাম। নিরুপায় হইয়া শিশুকে সম্মুখে রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সে যেন আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছিল, এবং তাহার সেই দারুণ রোগ যন্ত্রণার মধ্যে ঈষৎ হাসিয়া ও আমাদের চক্ষে হাত বুলাইয়া যেন শান্তি দিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহাতে আমাদের হৃদয় যেন আরও ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে ডাক্তার বাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"মরে মরুক! মহাশয় চলুন!" সকলে পাল্কীতে উঠিলাম, এবং শিবিকা তিনখানি দ্রুতবেগে বেহার নগরের সীমা পর্য্যন্ত না যাইতে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র—ইহার বয়স বার কি চৌদ্দ বৎসর—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিতেছে—"বাবা তুমি গেলে মা গলায়

দড়ী দিয়া মরিবে।” ডাক্তার বাবু আবার পুত্রকে লইয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। ঠিক এমন সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। বেহারে এমন বর্ষণ আমি দেখি নাই। দেখিলাম এই বৃষ্টিতে শিশুকে লইয়া যাওয়াও মহা বিপদের কথা। অতএব বিপদভঞ্জনকে ডাকিতে ডাকিতে আবার গৃহে ফিরিলাম, এবং পতি পত্নী দুজনে শিশুর শয্যার উভয় পার্শ্বে বসিয়া অশ্রুজলে তাহার বিছানা সিক্ত করিয়া রাত্রি কাটাইলাম। চারিটার সময়ে ডাক্তার বাবু আসিয়া বলিলেন—“মহাশয়। চলুন! মরে মরুক!” কিন্তু তখন গিয়া ট্রেণ পাইবার সম্ভাবনা নাই। বাহকদেরও বিদায় দিয়াছি। তখন তিনি শিশুকে দেখিয়া বলিলেন—“এখন ইহার অবস্থা অনেক ভাল। আমি আর দুই এক দিন চিকিৎসা করি। না হয়, তাহার পর কলিকাতায় যাইব।” তখন আবার আশায় বুক বাঁধিলাম। শিশুও যেন ডাক্তারের আশ্বাস-বাণী বুঝিল। আমাদের আরও হাসি মুখে ডাকিতে লাগিল, এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিতে লাগিল সে ভাল হইয়াছে। শ্রীভগবানের কৃপায় সে সত্য সত্যই ক্রমশঃ ভাল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরের বৎসর গ্রীষ্মের সময়ে আবার সেরূপ রুগ্ন হইয়া পড়িল। ডাক্তার বাবুর আদর্শ পত্নীর কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমরা বড়ই চিন্তিত হইলাম। এমন সময়ে একজন মুসলমান হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া শিশুকে একবার দেখিতে চাহিল, এবং দেখিয়া ও লক্ষণ শুনিয়া তিন দিন মাত্র চিকিৎসা করিতে চাহিল। ডাক্তার বাবু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার কথা শুনিয়া হাসিয়া আকুল। তিনি বলিলেন গুড়্‌হিব চক্রবর্ত্তী বলিতেন যে কলিকাতায় এক ফোটা ঔষধ গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া গঙ্গাসাগরে গিয়া এক ঢোক জল খাওয়া যাহা, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করাও তাহা। তবে তিন দিন মাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কি

আশ্চর্য্য! তিন দিনে শিশু প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। ডাক্তার বাবু তৃতীয় দিবসে তাহাকে খুব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন—"মহাশয়! এ কি! এ কি যাদু! এ যে সত্য সত্যই তিন দিনে ভাল করিয়া দিলে! হোমিওপ্যাথিটা শিখ্‌তে হবে।" আমার সে অবধি হোমিওপ্যাথির উপর শিশুর চিকিৎসার জন্য অচলা ভক্তি হয়, এবং হোমিওপ্যাথির বাক্স সঙ্গে রাখিয়া ইহার পর, শুধু আমার শিশুর নহে, অনেক শিশুর রোগ নিজে চিকিৎসা করিয়াছি। হোমিওপ্যাথির কল্যাণে নির্ম্মলের শৈশব জীবনে আর কোনও গুরুতর রোগ হয় নাই।

(২)
বেহারের জমীদার ও প্রজা।

আমি বেহার যাইবার পূর্ব্বে বহু বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্টের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে বেহারের জমীদারেরা ঘোরতর অত্যাচারী এবং তাঁহাদের অত্যাচারের ফলে তাঁহারা খুব ধনী ও ভোগবিলাসী; আর প্রজারা নিঃস্ব দরিদ্র, দুই বেলা তাহাদের শাকান্নও জুটে না। সিভিল সার্ভিস শিবাপাল! এক প্রভু যদি কোনও ধুয়া ধরিলেন, তাহা সকলেই তার স্বরে ঘোষিত করিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বশেষ গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহা শত কণ্ঠে শতরূপে প্রচারিত হইতে লাগিল। এরূপে এই ধুয়া উঠিয়া কমিশন বসিয়াছিল এবং তাহার পর জমীদারদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য আইনের কারখানায় ভিন্দিপাল প্রস্তুত হইতেছিল। বেহারে যত সবডিভিসনাল অফিসার গিয়াছেন, ইংরাজ এবং তাঁহাদের প্রসাদভোজী দেশীয়, সকলেরই বাৎসরিক বিজ্ঞাপনীতে সেই এক ধুয়া। আমি বড় সঙ্কটে পড়িলাম। এক শীত বেহারে ঘুরিয়া আসিয়া আমার ঠিক বিপরীত ধারণা হইল। আমি

সেই বারের বাৎসরিক রিপোর্টে লিখিলাম যে বেহারের প্রজা বেহদ্দ দরিদ্র, তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু এ দরিদ্রতার কারণ জমীদার নহে। আমি বেহারের ও বাঙ্গালার জমীদারের মধ্যে একটা তুলনায় সমালোচনা লিখিয়া দেখাইলাম যে বাঙ্গালার জমীদার বৃত্তিভোগীর মত পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকেন। কিস্তে কিস্তে কলের মত খাজানা আদায় হইয়া তাঁহার গৃহে আসে। জমীদারীর উন্নতি কি রক্ষার জন্য সিকি পয়সাও খরচ করিতে হয় না। জমীদারি কোথায়, জিনিসটা কি, তাহাও বোধ হয় অনেকে জানেন না। কিন্তু বেহারের জমীদারের অবস্থা তাহার ঠিক বিপরীত। মানুষের যেরূপ সন্তান পুষিতে হয়, ইঁহাদেরও সেইরূপ জমীদারী পুষিতে হয়। প্রত্যেক গ্রামে 'আলঙ্গ' (বাঁধ) গ্রাম বেষ্টন করিয়া বর্ষার জলপ্লাবন হইতে ফসল রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে হয়। প্রত্যেক গ্রামে ফসলে জলসেচন করিবার জন্য প্রকাণ্ড 'আহারা' বা ঝিল ও ইন্দারা প্রস্তুত করিতে হয়। এই উভয় না হইলে কিছুই উৎপন্ন হয় না। অথচ এ সকল প্রস্তুত করিতে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। তাহার উপর বেহারে সুবৎসর অপেক্ষা দুর্বৎসর অধিক। দুর্বৎসরে জমীদার কিছুই পায় না। কারণ বেহারে নগদ খাজনা নাই বলিলেও চলে। জমীদার ফসলের অংশ মাত্র পায়। ফসল না হইলে কিছুই পায় না। এ কারণে বেহারের জমীদারেরা প্রায় ঋণজালে জড়িত। তাহাদের গৃহের সম্মুখ ভাগ ইষ্টকনির্ম্মিত। দেখিলে একটা বৃহৎ অট্টালিকা বলিয়া ভ্রম হয়, এবং তাহার পার্শ্বে দরিদ্র প্রজার পর্ণ ও মৃত্তিকা কুটির দেখিলেই বোধ হয় যে এই অট্টালিকাই প্রজার দরিদ্রতার কারণ। কিন্তু জমীদার-গৃহের পশ্চাৎভাগ প্রায় সমস্ত মৃণ্ময়, এবং প্রজার গৃহ হইতে অভিন্ন। তদ্ভিন্ন তাহাদের পুরুষানুক্রমিক পরিচ্ছদ, এবং দায়-প্রদত্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড "ডালি" দেখিয়া সাহেবেরা তাহাদের অবস্থা

সম্বন্ধে ভ্রান্ত হন। আমি দেখাইলাম সমস্ত বেহার সবডিভিসনে কেবল দুজন জমীদার ঋণ-হীন। অন্য দিকে তাহাদের অপেক্ষা তাহাদের 'বাভন', কৌরি, কুর্ম্মি প্রজাদের অবস্থা অনেক স্থলে ভাল। তাহাদের উপর অত্যাচার করিবার ক্ষমতা তাহাদের জমীদারদের নাই।

এ 'সালতামামি' পাটনা পৌঁছিলে কালেক্টরের আফিসে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। স্বয়ং আবদুল জব্বর আমার রিপোর্ট পড়িয়া আমার সাহসের প্রশংসা করিয়া আমাকে পত্র লেখেন। দিন কত পরে পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট বাবুর পত্র পাইলাম যে কালেক্টর আমার রিপোর্টের এ অংশ তাঁহার 'সালতামামিতে' উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনি কমিশনারের 'সালতামামিতে'ও উহা উদ্ধৃত করিতেছেন, কিন্তু কমিশনার উহার জন্য আমার উপর চটিবার সম্ভাবনা। তিনি আরও লিখিয়াছেন একটা সর্ব্ববাদী সম্মত ও গৃহীত মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া বড় দুঃসাহসের কথা। দুই দিন পরে তাঁহার আর এক পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন—"আশ্চর্য্য! কমিশনারও আপনার মত গ্রহণ করিয়াছেন! আপনি কালেক্টর কমিশনার উভয়কে পূর্ব্বমতত্যাগী (convert) করিয়াছেন বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি বলেন বলা যায় না।" আমি "ত্রাহি ত্রাহি" করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে সবিস্ময়ে দেখিলাম যে বেহার সবডিভিসনাল অফিসারের বেহার ও বাঙ্গালার প্রজার ভূম্যধিকারীর তুলনা হৃদয়গ্রাহী (interesting comparison) বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং এ সমন্ধে কমিশনারের নিকট হইতে স্বতন্ত্র রিপোর্ট চাহিয়াছেন। ইহার কিছু দিন পরে কমিশনার বেহার পরিদর্শনে আসিলেন। এক দিন তাঁহার সঙ্গে আমি অশ্বারোহণে গিরিয়েকের পথে বেড়াইতেছি। ক্ষেত্রে প্রজাগণ ফসল কাটিতেছে। তিনি বলিলেন—"আপনার রিপোর্ট আমার মনে বড় লাগিয়াছে—

(I have been remarkably struck) এখন আমারও ধারণা হইয়াছে যে এ সকল "বাভন" প্রজারা বাঙ্গালার প্রজা হইতে কোনও অংশে দুর্ব্বল নহে, এবং ইহাদের প্রতি জমীদারের কোনওরূপ অত্যাচার করা অসম্ভব। আশ্চর্য্য যে এত দিন আমরা এমন একটা মোটা কথা বুঝিতে পারি নাই।" আমি তখন তাঁহাকে দুই একটা গ্রামে লইয়া জমীদারদের অট্টালিকার পশ্চাদ্‌ভাগ দেখাইলাম। প্রজাদের কাছে তাহাদের জমীদারের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিল "জমীদার ঋণে ডুবিয়াছে। তাহাদের গ্রামের "আলঙ্গ" ও "আহারা" জমীদার মেরামত করাইতে না পারাতে তাহাদের ভাল ফসল হইতেছে না। যতই এরূপ কথা শুনিতে লাগিলেন, ততই কমিশনারের মুখ গম্ভীর হইতে লাগিল। তিনি সেই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে, এবং আমার মতের সমর্থন আমার মুখে শুনিতে শুনিতে শিবিরে ফিরিলেন। তাহার কিছুকাল পরে শুনিলাম যে জমীদারদের গ্রীবাচ্ছেদের জন্য যে নূতন আইনের বা অস্ত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছিল তাহা রহিত করা হইয়াছে। শুনিয়া আমি হাঁফ ছাড়িলাম।

(৩)
ইন্‌কম্ টেক্স।

"বঙ্গদর্শন" ও ভারত প্রবাসী এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সাহেবেরা এক বাক্যে বলেন ইন্‌কম্ টেক্স বৃটিশ চন্দ্রের একমাত্র কলঙ্ক। আর "অমৃত বাজারের" ভায়ারা বলেন উহা বৃটিশ চন্দ্রের প্রকৃত অমৃত, কারণ টেক্স রাশির মধ্যে এই একটী মাত্র টেক্স ভারতীয় ইংরাজদেরও দিতে হয়। নির্জ্জল নিরাহার ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত ভারতীয় প্রজাবৃন্দের উপর যে অজস্র টেক্স শরজাল বৃষ্টি হইতেছে, তাহার মধ্যে এই একটী মাত্র অস্ত্র শ্বেতচর্ম্ম

কিঞ্চিৎ স্পর্শ করে। তাই ভারতীয় শ্বেত সিংহদের এই টেক্সের বিরুদ্ধে এত গর্জ্জন। এই গর্জ্জনে এক দিন চতুর কৃষ্ণদাস পাল পর্য্যন্ত ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু চতুর চূড়ামণি ক্ষুরধার-দৃষ্টি দাদা শিশিরকুমার ঘোষ তাহাতে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। এই টেক্স যে এত দিন রহিয়াছে, ইহাও তাঁহার একটী অক্ষয় কীর্ত্তি। তাহা হউক, কিন্তু এই টেক্স লইয়া সময়ে সময়ে ডেপুটিবর্গকে যেরূপ উৎপীড়িত হইতে হয় তাহা কেবল ভুক্তভোগীই জানেন। ভাগলপুরের টেক্সের ভার একজন সব-ডেপুটির উপর ছিল। সব-ডেপুটি বুঝিয়াছিলেন তাঁহার "সবত্ব" ঘুচাইয়া ডেপুটিত্ব প্রাপ্তির এক মাত্র উপায় টেক্স বৃদ্ধি। অতএব তিনি সাদা কাপড় দেখিলেই তাহার উপর অস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন। ভাগলপুরে একটা হাহাকার পড়িয়াছিল। তাহার তরঙ্গধ্বনি আমরা বেহার হইতে শুনিতেছিলাম। সংবাদপত্রে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল এবং গবর্ণমেণ্টে রাশি রাশি দরখাস্ত যাইতেছিল। শেষে শ্রাদ্ধ এতদূর গড়ায় যে গবর্ণমেণ্ট সব-ডেপুটিকে প্রকৃত প্রস্তাবে "শবত্বে" পরিণত করেন—তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু কাজির প্রসিদ্ধ বিচার এখনও লুপ্ত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট-কুকুর মারিলেন, কিন্তু হাঁড়ি ফেলিলেন না। সব-ডেপুটি লীলা সম্বরণ করিলেন, কিন্তু টেক্স রহিয়া গেল। তাহার ফলে পাটনা জেলা হইতে ভাগলপুর জেলার টেক্স চতুর্গুণ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট পাটনার টেক্স কম হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য বাহির করিলেন। কালেক্টর মিঃ মেটকাফ্ বেহারে আসিয়া আমাকে সেই অপূর্ব্ব মন্তব্য শুনাইলেন। আমি তাঁহাকে ভাগলপুরের উপাখ্যান শুনাইলাম, এবং বলিলাম যে আমি বেহার সব-ডিভিসনের গ্রামে গ্রামে গিয়া টেক্স পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। টেক্স আমার বেহারে আসিবার পূর্ব্বেই হইয়াছিল। তাহাতে দেখিয়াছি বরং বৎসর পাঁচ শত টাকা আয় নাই, এরূপ বহু লোকের

টেক্স হইবার সম্ভব, কিন্তু এ জাল হইতে যাহাদের পাঁচ শত টাকার আয় আছে তাহাদের কেহই বাদ পড়ে নাই। আমি আরও বলিলাম বেহার যেরূপ দরিদ্রের স্থান, বৎসর যাহার পাঁচ শত টাকা আয় আছে তাহাকে বহুদূর হইতে চিনিতে পারা যায়। মিঃ মেটকাফ বড় বাপের বেটা,—তাঁহার পিতা সার চার্লস মেটকাফ অস্থায়ী গবর্ণর জেনেরেল হইয়াছিলেন। তিনি নিজেও বড় সদাশয় লোক। তিনিও আমার কথা স্বীকার করিলেন, এবং তদ্রূপ রিপোর্ট করিলেন। কিন্তু "চোরা নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। গবর্ণমেণ্ট পরের বৎসর ইনকম্ টেক্সর বার্ষিক বিজ্ঞাপনীতে আবার সেই ধুয়া ধরিলেন,—পাটনায় টেক্স কম হইয়াছে। এবার কমিশনারের সিংহাসন টলিল। স্বয়ং মিঃ হেলিডে বেহারে ছুটিয়া আসিয়া আমার এজেলাসে বসিয়া এই বিষয়ে আমার সঙ্গে দীর্ঘ তর্ক আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁহার কাছেও উপরোক্ত মতে দীর্ঘ কৈফিয়ত দিলাম। তিনি বলিলেন আমি যেরূপ বলিতেছি, মৌলবি আবদুল জব্বারও তাহাই বলেন। ইনি তখন পাটনার ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। মুসলমানের মধ্যে এমন যোগ্য, তেজস্বী, নিরপেক্ষ এবং তৈল-মর্দ্দন-ব্যবসায়-হীন লোক আমি দেখি নাই। এই অপরাধে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অস্থায়ীরূপে কার্য্য করিয়াও স্থায়ী হইতে পারেন নাই। হায়! বৃটিশ রাজ্য! যে আবদুল জব্বারের বৃটিশ রাজ্যে এই দুর্গতি হয়, সেই আবদুল জব্বার ডেপুটিত্ব হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ভূপালের মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়া গবর্ণর জেনরেলের My dear friend (প্রিয়বন্ধু) হন, এবং তাঁহার কৃতিত্বের কথা সেই বন্ধু মহাশয় পর্য্যন্ত শতমুখে গাহিয়াছেন। যাহা হউক কমিশনার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি তবে অন্য অফিসারের দ্বারা তদন্ত করাইতে গবর্ণমেণ্টকে Challenge (কোমর বাঁধিয়া আহ্বান) করিবেন কি-না। আমি তাহাই করিতে

বলিলাম। তিনি আমার এজলাসে বসিয়াই গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যের এক তীব্র প্রতিবাদ লিখিলেন, এবং আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। গবর্ণমেণ্ট তথাস্তু বলিয়া আমাদের কার্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য এক গৌরাঙ্গ অবতার প্রেরণ করিলেন। এ সংবাদ আমাকে আবদুল জব্বারই দিলেন, এবং তিনি যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমাকেও প্রস্তুত হইতে লিখিলেন। শ্বেত মূর্ত্তি পাটনা পরীক্ষা করিয়া বেহারে উপস্থিত হইলে দেখিলাম যে তিনি মাদারিপুরে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সব-ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। আমি তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখি নাই। দেখিলাম বেচারি নিতান্ত ভদ্র লোক। তিনি আমার কাছে আসিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন —"আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। আপনার ও আবদুল জব্বারের মত লোকের কার্য্য পরীক্ষা করা কি আমার কায? আমি অনেক আপত্তি করিয়াছিলাম যে এ কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কিছুই শুনিলেন না। জোর করিয়া আমাকে পাঠাইলেন। এখন আবদুল জব্বার আমার উপর চটিয়া লাল। সে আমাকে গুলি করিতে চাহে। মিঃ মেটকাফ্ ও হেলিডেরও আমি চক্ষুঃশূল। এখন আমার উপায় কি বলুন।" আমি বলিলাম আমি তাঁহাকে চক্ষুও রাঙ্গাইব না, গুলিও করিব না। তিনি যেরূপে ইচ্ছা করেন সেরূপে আমার কার্য্য পরীক্ষা করিতে পারেন। তিনি বলিলেন তিনি কেবল বেহার সহর মাত্র পরীক্ষা করিবেন। তাহাই করিলেন। প্রত্যহ অপরাহ্ণে আমার কাছে আসিতেন, এবং পান কার্য্যটির সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে কি বিপদে পড়িয়াছেন তাহা বলিতেন। দশ বার দিন এরূপ করিয়া তিনি ছয় সাত জন টেক্সের যোগ্য ব্যক্তি বাহির করেন, এবং তাহাদের উপর দশ টাকা করিয়া টেক্স ধরিয়া "নোটিশ" দেন। তিনি যে দিন বেহার হইতে চলিয়া যাইবেন, আপত্তির বিচারের তারিখ সেই দিন দিয়াছিলেন। সেই দিন আপত্তিকারীরা

উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে আমার কাছে পাঠাইলেন। এ সকল আপত্তি শুনিবার অধিকার আমার নাই বলিয়া আমি সমস্ত আপত্তি তাঁহার কাছে ফেরত পাঠাইলাম। তিনি লাঠি বগলে করিয়া হাসিতে হাসিতে আমার এজলাসে আসিয়া বলিলেন—"কিছু একটা না করিলে গবর্ণমেণ্ট মনে করিবেন আমি কিছুই দেখি নাই। চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা,—তাই আমি এই কয়খানি নোটিশ দিয়াছিলাম। এখন আপনার যাহা খুসি করুন, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতবেগে চলিলেন, আর আপত্তিকারীরা পশ্চাৎ হইতে—"দোহাই সাহেব! দোহাই সাহেব!" করিয়া চীৎকার করিয়া চলিল। আফিস শুদ্ধ লোক হাসিয়া অস্থির। এ সকল আপত্তি আমি কি করিব কালেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। মিঃ মেটকাফ্ লিখিলেন যে পরীক্ষক মজকুর পাটনা হইতেও ঐরূপ ভাবে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা এ সম্বন্ধে বোর্ডের আদেশ চাহিয়াছেন। বোর্ড সেগুলিন খারিজ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আবদুল জব্বারের বাহাদুরী দেখে কে? আমি তাহার পর পাটনা গেলে আমার বোধ হইল যে তাঁহার ইচ্ছা আমাকে লইয়া তিনি একটী নৃত্য করেন।

বোর্ডের এ আদেশের ইতিমধ্যে একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সেই সব ডেপুটি বা ডেপুটির, আমার ঠিক স্মরণ নাই, তিরোধানের পর ডেঃ কালেক্টর দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয় ভাগলপুরে বদলি হইয়া আসেন, এবং ইন্‌কম্ টেক্সের ভারপ্রাপ্ত হন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যেমন মুক্ত হস্তে টেক্স ধরিয়াছিলেন, তিনি তেমনই মুক্তহস্তে অব্যাহতি দিতে আরম্ভ করিলেন। কালেক্টর ভ্রূকুটি করিলেন, কিন্তু দুর্গাদাস বাবু তাহাতে টলিবার পাত্র নহেন। তাহার পর তাঁহার ও কালেক্টরের মধ্যে একটা দ্বন্দ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কালেক্টর তাঁহার বিরুদ্ধে কমিশনারের কাছে রিপোর্ট করিলেন।

তিনি কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি এরূপে টেক্স দাতাগণকে অব্যাহতি দিয়া গবর্ণমেণ্টের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছেন কেন কমিশনার জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন—কেন, তাহা কমিশনার সমস্ত নথি তলব দিয়া দেখুন। যদি তিনি অন্যায়রূপে ছাড়িয়া দিয়া থাকেন, কমিশনার তাঁহার আদেশ আপিলে রহিত করিতে পারেন। কমিশনার নাচার হইলেন, কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী সব ডেপুটিকে দণ্ড দিয়া, তাঁহার কার্য্য অবৈধ হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ইনি সেই অবৈধ টেক্স হইতে দরিদ্রদিগকে অব্যাহতি দিয়া অন্যায় করিয়াছেন, কমিশনার কেমন করিয়া বলিবেন। তখন তিনি বলিলেন কালেক্টারের ও এই ন্যায়বান ডেপুটি কালেক্টরের এক স্থানে চাকরি করা এ অবস্থায় হইতে পারে না। দুর্গাদাস বাবু বদলি হইলেন। শুধু তাহা নহে শুনিয়াছিলাম তাঁহাকে অবনত (degrade) করা হইয়াছিল, কি তাঁহার উন্নতি (Promotion) বন্ধ করা হইয়াছিল। এরূপে তিনি অকাতরে আপনার বুকের রক্ত দিয়া ভাগলপুরের দরিদ্র করদাতাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। হায়! সেই দিন, আর এই দিন! এখন কোনও ডেপুটি কালেক্টর যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে এরূপ আত্ম-বলিদান দিবেন, আমার ত বোধ হয় না। এখন no conviction, no promotion, no collection, no promotion-র দিন (শাস্তি না দিবে ত, প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধি হইবে না, রাজস্ব না বাড়াইবে বা আদায় না করিবে ত প্রমোশন হইবে না।) অতএব যেমন করিয়া হউক শাস্তি দিয়া, যেমন করিয়া হউক রাজস্ব বাড়াইয়া বা বেশী আদায় দেখাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টরকে সন্তুষ্ট করিয়া, প্রমোশনের পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে,—ইহাই বর্ত্তমান ডেপুটিদের জপ মন্ত্র। অথচ দুর্গাদাস বাবু এখনকার ডেপুটিদের

মত ইংরাজি শিক্ষায় পটু ছিলেন না। না থাকুন,—তখনকার ডেপুটি অনেকেই ছিলেন না,—কিন্তু তথাপি তাঁহারা এরূপ স্বাধীন-চেতা ছিলেন, এবং তাঁহাদের এরূপ দৃঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান ও আত্মসম্মান-জ্ঞান ছিল যে তাঁহারা শত ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে, বা প্রমোশন বন্ধের ভয়ে, আপন কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হইতেন না। শুনিয়াছি এ দুর্গাদাস বাবু কতবার এরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, কত বার 'ডিগ্রেড' হইয়াছিলেন, এবং কতবার তাঁহার প্রমোশন বন্ধ হইয়াছিল। তিনি একবার মাত্র তজ্জন্য মুখ ম্লান করেন নাই। শুনিয়াছি অবশেষে এক জীবন চাকরির পর পাঁচ শত টাকার গ্রেড হইতে পেন্সন গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উপরেও একটী গবর্ণমেণ্ট আছেন, রাজার উপর একজন রাজা আছেন। তিনি এরূপ অগ্নি পরীক্ষাতে পড়িয়া তাঁহার নিজের প্রতি এবং পরের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিয়া সেই রাজ্যে, সেই রাজার কাছে পুরস্কৃত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ আজ বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র। যাহা হউক দুর্গাদাস চৌধুরীর দুর্গতি হইল বটে, কিন্তু তিনি ভাগল-পুরের অবৈধ টেক্স যে ন্যায়ের খড়্গে কাটিয়া কমাইয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা আর বাড়াইতে পারিলেন না। কাযেই পাটনার টেক্স কম হইয়াছে বলিয়া আর উৎপাত করিলেন না, কারণ তখন ভাগলপুরের টেক্স দুর্গাদাস বাবুর ন্যায়পরায়ণতায় পাটনার কাছাকাছি হইয়াছিল।

——o——
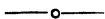
(৪)

বেহারী বনাম বাঙ্গালি।

এ সময়ে একজন বিচক্ষণ বাঙ্গালি পাটনা কমিশনারের পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট ছিলেন। তিনি এখন যাবৎ সেই পদেই প্রতিষ্ঠিত; এবং

পাটনা বিভাগে তাঁহার—বিদ্যাসাগরী ভাষায়—'অপ্রতিহত প্রভাব।' ইহাঁতে বেহার অঞ্চলে তাঁহার বহু শত্রু হইয়াছিল। ইঁহারা তাঁহাকে পাটনার "দুর্গতি" বলিতেন। বন্ধু শ্যামাধবের উপদেশে আমি মাদারিপুর হইতে বদলির পর উক্ত বাবুর কাছে দুই পত্র লিখিয়াছিলাম। বেহারে পৌছিবার কিছুদিন পরে বাঁকীপুর গেলে এক ডেপুটি বন্ধুর সঙ্গে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে বড়ই সমাদরে গ্রহণ করিলেন। আমার যে দুই খানি পত্র পাইয়াছেন তাহার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে তিনি কৃষ্ণদাস পাল ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্র পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের পত্র যেন "হিন্দু প্রেটিয়টের" এক এক 'প্যারা' para (ক্ষুদ্র প্রবন্ধ) বলিয়া বোধ হয়। তিনি এমন পত্রের ইংরাজি কোনও বাঙ্গালিকে লিখিতে দেখেন নাই। আমি অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, কারণ তিনি নিজেও একজন খুব ভাল ইংরাজি-লেখক বলিয়া খ্যাত। সে কথা বলিলে তিনি বলিলেন যে তিনি অফিসিয়াল ইংরাজি অবশ্য একরকম লিখিতে পারেন, কিন্তু ইংরাজদের পত্রের ইংরাজি সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন। তাহাতে কেমন এক প্রকার প্রচ্ছন্ন রসিকতা ও সরলতা থাকে যে সে রকম ইংরাজি বাঙ্গালি কেহ লিখিতে পারে না। তিনি আমাদের দুজনকে বাধ্য করিয়া সেই প্রাতঃকালে আহার করাইলেন, এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার আফিস দেখাইতে লইয়া গেলেন। সে সময়ে তাঁহার মুসাবিধা আবকারির বার্ষিক বিজ্ঞাপনী কমিশনার হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি উহা আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"আপনি আমার ইংরাজির প্রশংসা করিতেছিলেন। তাহার নমুনা দেখুন।" দেখিলাম কমিশনার প্রায় কিছুই পরিবর্ত্তন করেন নাই। কেবল দুই এক স্থানে পার্শ্বে কিছু কিছু লিখিয়া দিয়াছেন মাত্র। আমি তাঁহার ইংরাজি এই প্রথম দেখিয়া আবার প্রশংসা করিলে তিনি

আবার বলিলেন যে এ ইংরাজি 'অফিসিয়াল ইংরাজি', পত্রের ইংরাজি নহে। তিনি বলিলেন আমার দুইখানি পত্র তিনি রাখিয়া দিয়াছেন। আমার পত্রের এরূপ প্রশংসা আমার আরও কোন কোন বন্ধু, বিশেষতঃ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় করিয়াছিলেন। প্রফুল্লও বলিয়াছিলেন যে তিনি আমার সমস্ত পত্র রাখিয়াছেন। তিনি যদি আমার পূর্ব্বে মরেন, তবে উহা আমার স্ত্রীর কাছে পাঠাইবেন, এবং আমার পরে মরিলে তিনি আমার জীবনী লিখিবেন কি জীবনী-লেখককে উহা দিবেন। আমার সেই বন্ধু প্রফুল্লও আজ স্বর্গে। তাঁহার মৃত্যুর জন্য বোধ হয় তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কই, সেই পত্রগুলিন পাঠান নাই।

পরদিনও পার্শনাল এসিষ্টাণ্ট বাবু আমাকে ও শ্যামাধবকে রাত্রিতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। অপরাহ্নে পাটনার একজন বিখ্যাত ফৌজদারী উকীল আসিয়া জুটিলেন। ইনি ইতিমধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় কয়েক বার বেহারে গিয়াছিলেন এবং আমার সঙ্গে তাঁহার বেশ একটুকু আত্মীয়তা হইয়াছে। তিনি বেহার অঞ্চলের "গোঁয়ারি বুলি" এমন বলিতে পারিতেন এবং তাহাতে এমন সুন্দররূপে ছোট লোকদের জেরা করিতে পারিতেন যে অনেক সময়ে বেহারী আমলারা পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারিত না। সাক্ষীদের সহিত ইঁহার রসিকতাপূর্ণ আলাপ ও জেরা যে একবার শুনিয়াছে সে ভুলিতে পারিবে না। তিনি যেমন সহৃদয়, তেমনি সুরসিক। তাঁহার মুখে সর্ব্বদা সুন্দর প্রফুল্ল হাসি, এবং হৃদয়ে সর্ব্বদা আনন্দের তরঙ্গ। তিনি গৌরাঙ্গ, দীর্ঘাবয়ব, বলিষ্ঠ এবং সুন্দর। তিনি একপক্ষে নিয়োজিত হইলে আর এক পক্ষে আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক বাঁকীপুরের খ্যাতনামা উকীল গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় নিয়োজিত হইতেন। তাঁহার প্রকৃতি কিছু উগ্র ছিল, সহজে চটিয়া উঠিতেন। ইনি তাহা জানিতেন এবং সহজে তাঁহাকে ক্ষেপা-

হইয়া তুলিতেন। গুরুপ্রসাদ বাবু জেরা করিতেছেন, আর ইনি এক বার, দুই বার আপত্তি করিলেন। গুরুপ্রসাদ বাবু ক্ষেপিতে লাগিলেন। যেই তৃতীয় বার আপত্তি করিলেন, গুরুপ্রসাদ বাবু ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"Stop"—থাম। ইনি মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন—"আপনি দেওয়ানির বড় উকীল মানি। তা বলিয়া ফৌজদারীতে আপনাকে মানিব কেন? বারুদস্তূপে অগ্নিপাত হইল। গুরুপ্রসাদ জ্বলিয়া উঠিয়া টেবিলের উপর হাতের কাগজ জোরে নিক্ষেপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বলিলেন—I appeal to Court (আমি কোর্টের কাছে নালিশ করি)। আমি বলিয়া কহিয়া উভয়কে থামাইতাম। এ দৃশ্য বরাবর অভিনীত হইত। অথচ সন্ধ্যার সময়ে আমার নিমন্ত্রণে উভয়ে উপস্থিত হইলে তিনি গুরুপ্রসাদ বাবুকে পিতার তুল্য সম্মান করিতেন এবং মাথা তুলিয়া কথা কহিতেন না। উভয়ে মাসে দুই এক বার মোকদ্দমার উপলক্ষে বেহারে আসিতেন। আমি আসিয়াছি শুনিয়া তিনি অপরাহ্নে জুটিলেন। সন্ধ্যা হইলে দেখিলাম তিনি ও আমার পূর্ব্বোক্ত ডেপুটি বন্ধু সুরা-তরঙ্গে উদ্বেলিত 'টলটলায়িত'। আমি আমার বন্ধুকে নিমন্ত্রণে যাইতে নিষেধ করিলাম। তিনি ত যাইবেনই, উকীল বন্ধু অনিমন্ত্রিত; তিনিও বলিলেন তিনিও যাইবেন। অনিমন্ত্রিত ভাবে যাওয়া বড় লজ্জার কথা বলিয়া কত বুঝাইলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন এসিষ্টাণ্ট বাবু তাঁহারও বন্ধু, তাঁহার আবার নিমন্ত্রণ কি? কিছুতেই ছাড়িলেন না। দুজনে জোর করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। আমি শ্রীদুর্গা বলিয়া যাত্রা করিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে কি এক দৃশ্যই আজ অভিনীত হইবে। আশঙ্কা অমূলক হইল না, উভয়ই ঋষভ-কণ্ঠ। সঙ্গীত উল্লাসে বাঁকীপুরের পথপার্শ্বস্থ ষণ্ডদিগকে ভীত করিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে এসিষ্টাণ্ট বাবুর দ্বারে গিয়া লাগিল। আমি প্রথমে লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া

গেলাম। দেখিলাম তিনি ও আর একটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলে আমি তাঁহাকে বাহিরে ডাকিয়া উভয় বন্ধুর আগমন ও অবস্থার কথা বলিলাম। তিনি বরং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে তাঁহারা যে এরূপ merry (আমোদিত) অবস্থায় আসিয়াছেন, তাহাতে তিনি বরং সুখী হইলেন। ঠিক এমন সময়ে উভয়ে টলিতে টলিতে উপস্থিত এবং উকীল বন্ধু এসিষ্টাণ্ট বাবুর পায়ে পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—"মা দুর্গতি! তোমার পায়ে নমস্কার!" তিনি হাসিয়া বলিলেন—"বটে! তুই যে একবারে তয়ের হ'য়ছিস্।" এবং তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিতে লাগিলেন।—"এটা একবারে গোল্লায় গেছে। আমি বাবা ঠিক আছি"—বলিয়া তখন অন্য বন্ধু চরণ প্রসারিত করিয়া দ্বারের চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িলেন। আমি অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি—এ ভদ্র লোকের সঙ্গে আমার আজ মাত্র পরিচয়। জানি না কি মনে করিতেছেন। তিনি বলিলেন আপনি ব্যস্ত হইবেন না, ঘরে গিয়া বসুন। আমি দুজনকে আনিতেছি। তিনি বিরক্ত না হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে বেশ আমোদ করিতে লাগিলেন, এবং সাধ্য সাধনা করিয়া কক্ষে আনিয়া বসাইলেন। অবস্থা বুঝিয়া তিনি শীঘ্রই আমাদের আহারের স্থানে লইয়া গেলেন, এবং আমাকে প্রথম বসিতে বলিলেন। দুই বন্ধুই বলিলেন তাহা হইবে না। আমাকে ধরিয়া তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে বসাইলেন, এবং এসিষ্টাণ্ট বাবু ও তাঁহার ডাক্তার বন্ধুটী অন্য দিকে বসিলেন। আহারের পরিপাটি আয়োজন,—এঙ্গলো-ভার্নাকিউলার (Anglo vernacular)! কিন্তু আমার খাওয়া হইল না। এক দিকে উকীল বন্ধু আমার ডান হাত ধরিয়া, এবং গলা এক হাতে বেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"নবীন আমি তোরে কত ভালবাসি।" আর এক দিকে বাম হাত ডেপুটি বন্ধু ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"তাহা

হ'বে না, তোর কবিতা লিখিতে হইবে।" কিছুতেই তাঁহারাও খাইবেন না এবং আমাকেও খাইতে দিবেন না। এবার এসিষ্টাণ্ট বাবু বড় ব্যস্ত হইলেন। কপাটের অন্তরাল হইতে তাঁহার পত্নীও অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"এ ভদ্রলোককে একবারে খাইতে দিল না।" তিনি সমস্ত দিন খাটিয়া কবির জন্য এরূপ কবিত্বপূর্ণ আহার প্রস্তুত করিয়ছিলেন। কিন্তু কার কথা কে শুনে? পরে দুজনেই ধরিল—কবিতা লিখিতে হইবে। লিখিতেছি বলিয়া এক একবার হাত ছাড়াইয়া লইয়া আমি যাহা পারি মুখে তুলিয়া দিতেছিলাম। এ ভাবে আহার কার্য্য সম্পন্ন হইল। তাহারা দুটি কিছুই খাইল না। আমি আর না বসিয়া দুটিকে লইয়া বিদায় হইলাম। আমি আহার করিতে পারি নাই বলিয়া গৃহস্বামী অনেক দুঃখ করিয়া বিদায় দিলেন। আমি দুটিকে গাড়ীতে তুলিয়া চলিলাম। দুজনে প্রস্তাব করিল যে উকীল বন্ধুর বাড়ীতে বসিয়া আমোদ করিয়া সারা রাত্রি কাটাইবে। পথে উভয়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, আমি উকীল বন্ধুকে চুপে চুপে তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে নামাইয়া তাঁহার চাকরের কাছে রাখিয়া চলিলাম। কিছু ক্ষণ পরে অন্য বন্ধু জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সেই বাড়ী যাইতেছি ত? আমি বলিলাম হাঁ। ডাক বাঙ্গালায় পৌঁছিয়া তাঁহাকে নামাইলে তিনি মহা চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"এত ডাকবাঙ্গালা! তুমি ভারি সেয়ানা। তুমি আমাদের সব আমোদ মাটি করিলে।" আমি বলিলাম—"এখন শুইয়া থাক। সে কথা প্রাতে হইবে।" তিনিও ডাক বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমি প্রাতে আটটার ট্রেনে বেহার যাইবার সময় তাঁহাকে জাগাইলাম, কারণ তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহাকে না বলিয়া গেলে তিনি আমার আর মুখ দেখিবেন না। প্রাতে তিনি প্রকৃতস্থ হইয়াছেন। আমাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল—বাড়ীতে কি আমরা

বড় মাতলামি করিয়াছি ? আমি বোধ হয় কিছু অন্যায় করি নাই। যাহা —করিয়াছে। 'দুর্গতি' সহজ লোক নহে। পাটনায় তাহার অসাধারণ ক্ষমতা। জানি না, আমার কি সর্ব্বনাশ ঘটায়।" আমি বলিলাম তিনি কিছুই মনে করেন নাই। বরং বেশ আমোদ মনে করিয়াছিলেন। বন্ধু আমাকে ট্রেণে তুলিয়া দিলেন। আজ সেই আমোদ ও আনন্দের প্রতি-মূর্ত্তি দুই বন্ধুর কেহই এ জগতে নাই। জানি না কেন বহু বৎসর পরে আমার সেই উকীল বন্ধু মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে আমার কাছে একখানি বড় স্নেহপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এ মর্ত্ত্যলোকে আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই, কিন্তু সেই অল্প দিনের বন্ধুতা উভয়ের অবশিষ্ট জীবনব্যাপী হইয়াছিল।

যাহা হউক এরূপে পার্শনেল এসিস্‌টাণ্ট বাবুর সঙ্গে আমার বেশ একটুক আত্মীয়তা হইল। তাঁহার প্রভুত্বে এবং আত্মীয় বাঙ্গালির পৃষ্ঠপোষকতায় সমস্ত বেহারী তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিল। কেবল এই কারণে সে সময়ে বেহারীদের মুখপত্র স্বরূপ "ইণ্ডিয়ান ক্রনিকেল" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছিল, এবং উহার সহিত গুরুপ্রসাদ বাবুর পত্রিকা "বেহার হেরেল্ডের" সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। কিছুদিন পরে লেপ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর ইডেন বাঁকীপুরে পদার্পণ করেন। তিনি স্থানীয় অভিনন্দন পত্র সকলের যে উত্তর দেন, আমি গুরুপ্রসাদ বাবুর অনুরোধে স্মৃতি সাহায্যে পুনরাবৃত্তি (reproduce) করিয়া দিলে উহা "বেহার হেরেল্ডে" প্রকাশিত হয়। সকলে তাহার জন্য আমার স্মরণ শক্তির প্রশংসা করেন, এবং "ইণ্ডিয়ান ক্রনিকেল" উহা শুনেন। তাঁহারা উহার সারাংশ মাত্র দিতে পারিয়াছিলেন। বেহারীদের পক্ষে "ক্রনিকেলে" পার্শনেল এসিস্‌টাণ্টকে আক্রমণ করিয়া এক অভিনন্দন পত্র মুদ্রিত হয়। তাহাকে উপহাস করিয়া এক বিদ্রূপাত্মক অভিনন্দন পত্র বাঙ্গালির পক্ষে

"বেহার হেরেল্ডে" প্রকাশিত হয়। "ক্রনিকেল" শুনিতে পান উহা আমার রচনা। পাটনা অঞ্চলে একটা হাসির তরঙ্গ উঠে। "ক্রনিকেলের" দল তাহাতে ক্ষেপিয়া আমার উপকারার্থ বেহারে তাঁহাদের একজন "বিশেষ পত্রপ্রেরক" প্রেরণ করেন, এবং প্রত্যেক সংখ্যায় আমার প্রতিকূলে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে সৌম্য মূর্ত্তি কালেক্টার মিঃ মেটকাফ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া তাহার কয়েক সংখ্যা আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়া আমাকে সস্নেহভাবে সাবধান হইতে লেখেন। আমি তাহার সমস্ত লেখা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া আসল কথা খুলিয়া লিখি। তিনি সেই পত্র কমিশনার হেলিডের কাছে এক রসিকতাপূর্ণ মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। এসিস্‌টাণ্ট বাবু লিখিলেন যে সেই মন্তব্য পাইয়া এবং অভিনন্দনের রচয়িতা আমি শুনিয়া হেলিডেও বড় হাসিয়াছিলেন। প্রায় ছয় মাস কাল "ক্রনিকেল" আমাকে এরূপে আপ্যায়িত করিয়া, আর অরণ্যে রোদন বৃথা বুঝিয়া, 'পত্র প্রেরককে' উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরে আমি বাঁকীপুর যাইতেছি। বক্তিয়ারপুর ট্রেনে উঠিয়া দেখিলাম অপর দিকের বেঞ্চে দুই জন সম্ভ্রান্ত বেহারী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। দুই জনেরই প্রশান্ত দীর্ঘ দেহাবয়ব ও জ্ঞানোজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া আমার বোধ হইল যে তাঁহারা উভয়ে বেহার অঞ্চলের দুইটী রত্ন হইবেন। ট্রেন খুলিল। আমি গবাক্ষ পথে চঞ্চল প্রাকৃতিক শোভা দেখিতেছি। তাঁহারা স্থির নয়নে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। আমি মুখ ফিরাইলে তাঁহারা আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলেন। নানা বিষয়ে—রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য,—যতই আলাপ হইতে লাগিল, ততই পরস্পর পরস্পরের দিকে আকর্ষিত হইতে লাগিলাম। বাঁকীপুর পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহারা একটু কাণা-

কাণি করিয়া বলিলেন—"আমরা বুঝিতেছি যে আমরা কোন বিখ্যাত বাঙ্গালির সঙ্গে আলাপ করিতেছি। আমরা এত মুগ্ধ হইয়াছি যে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।" আমি বলিলাম—"বেহার অঞ্চলে যেরূপ 'বেহারী বনাম বাঙ্গালি' বিবাদ চলিতেছে, এখানে বাঙ্গালির পরিচয় না দেওয়াই ভাল। কিন্তু বেহার অঞ্চলের এই দুটী রত্নের আমাকে পরিচয় দিতে তাঁহাদের পক্ষে কোন আপত্তি না হইতে পারে।" উত্তর শুনিয়া তাঁহারা কিছু অপ্রতিভ হইলেন। জ্যেষ্ঠ বলিলেন—"আমার নাম শালেগ্রাম সিংহ, আমি হাই-কোর্টের উকীল, এবং ইনি আমার কনিষ্ঠ বিশ্বেশ্বর দয়াল সিংহ। পাটনা জজ কোর্টের উকীল।" আমার সাক্ষাতে হঠাৎ দুইটী নক্ষত্র খসিয়া পড়িলে আমি অধিক বিস্মিত হইতাম না। ইঁহারা দুই ভ্রাতাই বেহারীদের নেতা, "ক্রনিকেলের" স্বত্বাধিকারী এবং খ্যাতনামা জমীদার। আমি তাড়িত-চালিতবৎ উঠিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলাম—"তবে আমি আপনাদের মহা শত্রু—বেহারের সবডিভিসনাল অফিসার!" তাঁহারা উভয়েও বিস্মিত হইয়া সেরূপ বেগে উঠিয়া আমার কর ধারণ করিলেন, এবং উভয়ে আমাকে টানিয়া লইয়া তাঁহাদের মধ্যে বসাইলেন। গাড়ীতে একটা বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দের ও হাসির তরঙ্গ উঠিল। আমাদের হাতে হাতে ধরা আছে, ট্রেন বাঁকীপুর ষ্টেসনে থামিল। গুরু-প্রসাদ বাবু স্বয়ং আমাকে লইতে আসিয়াছেন। তিনি এই তিন মূর্ত্তির একত্র সমাবেশ দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুজনই আমাকে ফৌজদারীর আসামীর মত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া গুরুপ্রসাদ বাবুকে বলিলেন—"আমরা আমাদের পরম শত্রুকে গ্রেপ্তার করিয়াছি। আমাদের বাড়ী লইয়া যাইব।" গুরুপ্রসাদ বাবুর বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন—"ব্যাপারখানা কি? এ যেন

আরব্য উপন্যাস!" কিন্তু তাঁহারা আমাকে টানিয়া তাঁহাদের গাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন। শেষে গুরুপ্রসাদ বাবু বলিলেন যে সেই সন্ধ্যা তিনি আমাকে কোনও মতে ছাড়িতে পারিবেন না, কারণ আমার সঙ্গে আহারের জন্য তিনি তাঁহার কয়েক জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তখন তাঁহারা দুই ভাইও তাঁহাদের গাড়ী ফেলিয়া আমার সঙ্গে গুরুপ্রসাদ বাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া পর দিন তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিতে প্রতিশ্রুত করাইলেন। তখন আমি বলিলাম—"আপনারা দুইটী দেবতুল্য ভাই, বেহারের দুইটী মহামূল্য রত্ন। আপনারা আমার মত একটা সামান্য বাঙ্গালিকে এক ঘণ্টার পরিচয়ে এতদূর আদর করিতেছেন, তবে এই বেহারা-বাঙ্গালি-বিদ্বেষে এই 'সোনার' বেহার অঞ্চলকে আপনারা অশান্তি পূর্ণ করিতেছেন কেন? বিশেষতঃ বিবাদের কারণ যে পার্শনাল এসিস্‌টাণ্ট তিনি ইতিমধ্যে এ আন্দোলনের ফলে স্থানান্তরিত হইয়া প্রেসিডেন্সি কমিশনারের পার্শনেল এসিস্‌টাণ্ট হইয়া গিয়াছেন।" তখন এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ আলাপ হইল। শুনিলাম এই "বেহারী বনাম বাঙ্গালি" নাটকের মধ্যে আবার একটা প্রহসন আছে। শুনিলাম একজন উকীলকে লইয়া বাঙ্গালিতে বাঙ্গালিতেও একটা রহস্যপূর্ণ দলাদলি হইয়াছে। এক দলের নেতা সেই পার্শনেল এসিস্‌টাণ্ট, এবং অন্য দলের নেতা একজন সবজজ। ইহার ফলে উকীল বাবুটীর কপাল ফুলিয়া গিয়াছে। বেহারীদের বিশ্বাস হইয়াছে যে তাহাকে উকীল দিলে আর সবজজ কোর্টের মোকদ্দমায় পরাজয় নাই। গিরিজায়ার ঝাটার উপলক্ষে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন প্রণয় একরূপ নহে। তেমনি উকীলের ব্যবসায়-বৃদ্ধির পথও একরূপ নহে। গুরুপ্রসাদ এই দলাদলি মিটাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বহুক্ষণ আলোচনার পর বাবু শালেগ্রাম ও বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিলেন যে তাঁহারা পরদিন প্রাতে ডুমরাঁওর ভাগ্যবান ও

খ্যাতনামা দেওয়ান জয় প্রকাশ লালকে লইয়া আসিবেন। বলিলেন আমি বেহার সব-ডিভিসনে শান্তি স্থাপন করিয়াছি, বেহার দেশেও আমার দ্বারা শান্তি স্থাপন হইবে। পর দিন প্রাতে তাঁহারা তিন জনই আসিলেন। আমি ইতিমধ্যে গুরুপ্রসাদ বাবুকে হাত করিলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি নিজে দুঃখ করিয়া বলিলেন যে এই বিবাদের পূর্ব্বে বেহারের লোক তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করিত। তখন আমার দুতিপনায় স্থির হইল সেই সন্ধ্যায় ডুমারাঁও বাঙ্গালায় বেহারী ও বাঙ্গালি দলের নেতাদের সান্ধ্য সম্মিলনী ভোজ হইবে। জয় প্রকাশ কেবল এইমাত্র বলিলেন যে বেহারীরা স্বতন্ত্র গৃহে আহার করিবে। আমরা বলিলাম আমরা তাহাতে কিছুমাত্র অপমান মনে করিব না। সন্ধ্যার সময় উভয় পক্ষের নেতাগণ উপস্থিত হইলে দেখিলাম যে ইঁহাদের মধ্যে এরূপ বন্ধুতা যে পার্শনেল এসিস্‌টাণ্ট মহাশয়ের মত চতুর লোক না হইলে ইঁহাদিগকে এ দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন ও বিদ্বেষযুক্ত করিবার আর কাহারও ক্ষমতা হইত না। আমার প্রস্তাব মতে তখনই কোন্দলের ঢোল "ক্রনিকেল" বন্ধ হইল, এবং একটী 'বেহারী-বাঙ্গালির সম্মিলনী' (ক্লব) স্থাপিত হইল। কি আনন্দে সন্ধ্যা কাটাইলাম বলিতে পারি না। তখন আর স্বতন্ত্র গৃহও আবশ্যক হইল না। বেহার অঞ্চলে বোধ হয় এই প্রথম বেহারী ও বাঙ্গালি এক গৃহে দুই শ্রেণীতে মাত্র বসিয়া অপর্য্যাপ্ত আহার করিলাম। আমাকে সকলে কত আদর, এবং আমার বেহার-শাসনের জন্য ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য কত প্রশংসাপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। জীবনে এরূপ সুখ-সন্ধ্যা অল্পই অতিবাহিত করিয়াছি। আমি পর দিন বেহারে ফিরিয়া আসিলাম।

———০———

বেহার হইতে বিদায়।

বেহারে আমার তিন বৎসর আয়ুঃকাল পূর্ণ হইল। কালেক্টর মিঃ মেটকাফ্ বেহারে আসিলে তাঁহাকে বলিলাম যে এরূপ বাঞ্ছিত (Prize) সব-ডিভিসনে আমাকে তিন বৎসরের অধিক রাখিবে না। অতএব আমার শীঘ্র বদলি হইবে। তিনি বলিলেন, তাঁহাকে ও কমিশনারকে না জিজ্ঞাসা করিয়া বেহারের মত বৃহৎ সব-ডিভিসন হইতে আমার মত একজন কর্ম্মচারীর বদলি হইতে পারে না। আমি তাহা বিশ্বাস করিলাম না। শরৎকাল যেন আমার বদলির সময় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শরৎকাল আসিবা মাত্র আমার সত্য সত্যই ভাগলপুরে বদলির আদেশ গেজেটে প্রচারিত হইল। উহা দেখিয়াই মেটকাফ্ আমাকে লিখিলেন—"আমি ও কমিশনার এ বদলির কথা কিছুই জানি না। আপনি কি কিছু জানেন?" পুলিস সুপারিণ্টেনডেণ্ট সাটলওয়ার্থ (Shuttleworth) ও লিখিলেন যে আমি থাকিতে চাহিলে কমিশনার ও কালেক্টর উভয়ে তীব্রভাবে আমার বদলির প্রতিবাদ করিবেন। তিনি লিখিয়াছেন, তিনি নিজে আর ছয় মাস পরে পাটনা ছাড়িবেন। অতএব অন্ততঃ আমি যেন আর ছয়টী মাস থাকিবার প্রার্থনা করি। তাহা হইলে দুজন এক সঙ্গে যাইব। আমি সঙ্কটে পড়িলাম। শেষে মন্ত্রিণী ওরফে পত্নী মহাশয়ার সঙ্গে অনেক পরামর্শের পর লিখিলাম যে আমি এই বদলির বিষয় কিছুই জানি না। তাঁহারা সকলেই যখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে রাখিতে চাহিতেছেন, তখন আমি এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া আর কি বলিব। তবে বেহারের মত উৎকৃষ্ট স্থানে আমাকে তিন বৎসরের বেশী রাখিবে না। কমিশনার কালেক্টর জিদ করিলে ছয় মাস কি এক বৎসর রাখিতে পারে। এখন আমি ভাগলপুরের মত একটী উৎকৃষ্ট স্থান পাইয়াছি। ইহার পর কোথায়

লইয়া ফেলে ঠিক নাই। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট মনে করিবেন, আমি কমিশনার কালেক্টরকে ধরিয়া আমার বদলি রহিত করাইয়াছি। তখন এ কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দণ্ড দিবার জন্য একটি মন্দ স্থানে লইয়া ফেলা আশ্চর্য্য নহে। উপসংহারে তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ ভার দিলাম। তদুত্তরে মিঃ মেটকাফ্ লিখিলেন—"আমি ও কমিশনার হেলিডে এই বিষয় পরামর্শ করিলাম। যখন আপনি ভাগলপুর যাইতে চাহিতেছেন, তখন আপনার পথে আমরা দাঁড়াইব না। কিন্তু আমি এমন যোগ্য কর্ম্মচারী আর পাইব না। আপনার বেহারের ভাল কার্য্য (good work) আমি বিশেষ রূপে গবর্ণমেণ্টকে বিদিত করিব। আপনি যাইবার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন।"

বেহারে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। যে দিকে অশ্বারোহণে যাই কেবল এক কথা—"এমন হাকিম আমরা আর পাইব না। এমন 'রেয়াছত' ও "রহম" (সৌজন্য ও দয়া) কোনও হাকিমের দেখি নাই।" মফঃস্বল হইতে জমীদারগণ ছুটিয়া আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। একদিনেই আমার প্রায় তিন হাজার টাকার জিনিস পত্র, ঘোড়া, বন্দুক ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া গেল। উহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িল। সকলে বলিতে লাগিলেন, আমার একটি নিশান তাঁহাকে দিয়া যাইতে হইবে। লাহিরি মহল্লার মৌলবি আলি আহম্মদ সে সময়ে বেহারে ছিলেন না। তিনি আসিতে আসিতে সমস্ত জিনিস বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আমি সেই পাল্কি খানি ও একখানি লিখিবার টেবল (writing table) নিজের পসন্দ মত প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। পাল্কি খানি প্রথম চোটেই মফঃস্বলের ঘেরার বনাত শুদ্ধ উঠিয়া গিয়াছে। উহাদের জন্য সমস্ত জমীদার গ্রাহক। টেবল খানি বিক্রয় করিব না বলিয়া রাখিয়াছিলাম। সুহৃদ্বর আলি আহম্মদ আসিয়া বলিলেন তাহা হইবে না। সেখানি তাঁহাকে

আমার চিহ্ন স্বরূপ দিতে হইবে। আমি আপত্তি করিলাম; তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। জোর করিয়া আমার কাগজ পত্র শুদ্ধ টেবল খানি শেষ দিন তুলিয়া লইয়া গেলেন, এবং তাহার পর তাঁহার একখানি দানাপুরের নির্ম্মিত সুন্দর রাইটিং টেবল আতরে সুবাসিত করিয়া ও তাহাতে আমার কাগজ পত্র পুরিয়া পাঠাইয়া দিলেন। প্রকাণ্ড সান্ধ্য নিমন্ত্রণ পাইলাম,—তখনও উহা একটা কল্পিত দস্তুর হইয়া উঠে নাই—এবং তাহাতে যে আদর অভ্যর্থনা পাইলাম শুনিলাম বেহারে তাহা কখনও হয় নাই। বেহার হইতে সকলে প্রায় অপ্রীতিভাজন হইয়া, দুই একজন বিপদস্থ হইয়া গিয়াছেন।

বিদায়ের দিন আসিল। যিনি আমার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ-খৃষ্টান। তিনি সপরিবারে আসিতেছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চট্টগ্রামে মুনসেফ ছিলেন। তিনি আমার একজন পরম বন্ধু। আমি সবডিভিসন গৃহ ছাড়িয়া প্রাতে স্ত্রীকে ব্যক্তিয়ারপুর বাঙ্গালায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতে পাঠাইয়া নিজে আমার নির্ম্মিত সেই তাল বনস্থ সুন্দর ডাক বাঙ্গালায় গেলাম এবং তাহাদের জন্য প্রাতের আহার প্রস্তুত রাখিলাম। তাঁহারা প্রাতে নয়টার সময় বক্তিয়ারপুর হইতে আমার দ্বারা স্থাপিত মেল কার্টে আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং ডাক বাঙ্গালায় আমার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা পতি পত্নী ও সঙ্গে একটি সুন্দরী কন্যা। সে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাকে পাইয়া বসিল এবং uncle, uncle করিয়া আমার সঙ্গে চির-পরিচিতার মত ব্যবহার করিতে লাগিল। আহারের পর নূতন কর্ত্তাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া কার্য্যভার দিব স্থির করিয়া আহারে বসিলাম। আহার শেষ হইল, কিন্তু গল্প এমন জমিল, আর তাঁহাদের সঙ্গে এমন আত্মীয়তা হইয়া গেল যে তাঁহারা কিছুতেই উঠিবেন না। অগত্যা আমি জোর

করিয়া বারটার সময় তাঁহাদের মৌলবি আলি আহম্মদের 'ফিটনে' সব-ডিভিসন গৃহে লইয়া গেলাম। মাতা কন্যা আমাকে বলিলেন যে আমি তাঁহাদের ছাড়িয়া আফিসে যাইতে পারিব না। মেয়ে আমার গলা ধরিয়া রহিল। তাঁহারা হাসিতে লাগিলেন। শেষে আমি বলিলাম, যে নূতন কর্ত্তাকে আফিস দেখাইয়া দিয়া এবং ট্রেজারির চাবি দিয়া চলিয়া আসিব। তাহাই করিলাম। মেয়েটী আমাকে লইয়া কক্ষে কক্ষে এবং হাতার চারি দিকে বেড়াইতে এবং গল্প করিতে চাহে। মাতা স্থূলাঙ্গিনী! তিনি চাহেন তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প করি। এ দিকে জমীদারগণ বাগানের অপর দিকস্থ সেই বাঙ্গালাতে সমবেত হইয়া আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। মা মেয়ে আমাকে একটিবারও সেইখানে যাইতে দিবেন না। একবার জোর করিয়া দুইটার সময়ে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদের বলিলাম যে তাঁহারা আমার জন্য আর কেন কষ্ট পাইতেছেন। আমাকে বিদায় দিয়া বাড়ী চলিয়া যাউন। তাঁহারা বলিলেন তাহা হইবে না। আমি যে পর্য্যন্ত বেহারে আছি সে পর্য্যন্ত তাঁহারা সেখানে বসিয়া আমাকে দেখিবেন। এই স্নেহের কি উত্তর দিব? কিন্তু মেয়েটী ইতিমধ্যেই আমাকে uncle, uncle (কাকা, কাকা) বলিয়া চেঁচাইতেছিল। জমীদারেরা এ জন্য আমাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। হাতা লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। তাহাদেরও কত করিয়া যাইতে বলিলাম, তাহারাও কিছুতেই যাইবে না। কর্ত্তাটি চারিটার সময় চার্জ লইয়া আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। লোকসমাগমে তাঁহারা জ্বালাতন হইতেছেন। আমি বলিলাম আমি না গেলে তাঁহারা তিষ্ঠিতে পারিবেন না। তাঁহারা তথাপি কিছুতে ছাড়িবেন না। এমন সময়ে আমার বদলির সংবাদ পাইয়া পাটনা হইতে বাবু শালেগ্রাম-সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা বিশ্বেশ্বর দয়াল আসিলেন। এক দিন তাঁহারা আমার কত অনিষ্ট

করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সৌজন্য ও সস্নেহ বচনে আমার চক্ষে জল আসিল। তাঁহারা আসাতে আমি আরও আটক হইলাম। তাঁহারা বলিলেন যে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে হইবে। তখন মা মেয়ে খুব ধরিলেন যে সে রাত্রিতে আমাকে যাইতে দিবেন না, এবং স্ত্রীকে বক্তিয়ারপুর হইতে ফিরাইয়া আনিয়া এক দিন এই বাঙ্গালায় তাঁহাদের সঙ্গে কাটাইতে হইবে। আমি আমার পত্নীর উৎকট হিন্দুয়ানীর কত উপাখ্যান বলিলাম। তাঁহারা কিছুই শুনিবেন না। মেয়েটী স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিতে চুপে চুপে আর্দ্দালিদের কতবার পাঠাইয়া দিল, আমি মাথা কুটিয়া ফিরাইয়া আনিলাম। সমস্ত বেহার তখন হাতায় সমবেত। আর এক দিন থাকিতে সকলে অনুনয় করিতে লাগিলেন। অগত্যা সন্ধ্যার সময় গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি, মা মেয়ে দুজনে খাদ্য দ্রব্যে আমার গাড়ী ভরাইয়া দিয়া বলিল—"এটি তোমার স্ত্রীর জন্য, এটি তোমার ছেলের জন্য।" গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছি তখন মেয়েটী গাড়ীতে উঠিয়া আমার গলা ধরিয়া বলিল—"uncle! (কাকা) তুমি আমাকে হাতার পশ্চিম উত্তর কোণার পুকুর দেখাও নাই—(সে দিকে জমীদারেরা বসিয়াছিলেন বলিয়া লইয়া যাই নাই)—আমাকে উহা না দেখাইলে আমি ছাড়িব না।" সকলে হাসিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে লইয়া সেই পুকুর দেখাইলাম। সে তখন সজল নয়নে বলিল—"uncle! তুমি একটি রাত্রি থাকিবে না। তুমি আমাকে এরূপে কাঁদাইয়া ফেলিয়া যাইবে।" আমি তাহাকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম, এবং মুখচুম্বন করিয়া বলিলাম—"মেবেল (তাহার নাম মেবেল রাজবালা Mabel Rajabala) পাগলি! তুই কাঁদিলে আমি যাইব না। আমাকে দুই ঘণ্টা মাত্র দেখিয়া তোর কেন এত ভালবাসা হইল।" সে বলিল—"জানি না।" তাহার পর তাহাকে অনেক বুঝাইয়া ফিরাইয়া আনি-

লাম। তখন আর একবার পতি পত্নী মেয়ে ও সমবেত লোকেরা আমাকে রাত্রিটি থাকিতে জিদ করিতে লাগিল, কারণ বক্তিয়ারপুর পৌঁছিতে অনেক রাত্রি হইবে। মেয়ে গলায় লাগিয়া আছে। এখনকার দিনে কি এরূপ সৌজন্য দেখাইয়া একজন ডেপুটি আর একজনকে বিদায় দিতে পারেন? এখনই উহা অনেকের কাছে গল্প বলিয়া বোধ হইবে। আমাদের সার্ভিসে এক দিন এমনিই উচ্চ অঙ্গের সহৃদয়তা ও মনুষ্যত্ব ছিল। মা মেয়েকে বলিলেন—"আর কেন? যখন উনি থাকিতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহার আর রাত্রি করিয়া ফল কি? তাঁহাকে ছাড়িয়া দেও।" তখন 'মেবেল' আমার গলা ছাড়িল। আমি তাহার আবার মুখচুম্বন করিয়া গলদশ্রুনয়নে বিদায় হইলাম। দেখিলাম, এই দৃশ্যে দর্শকমণ্ডলীর সকলের চক্ষু সজল হইয়াছে। মেবেলের সঙ্গে আমার আলিপুর থাকিবার সময়ে দশ বৎসর পরে আর একবার দেখা হইয়াছিল। তখন তাহারা হাওড়ায় ছিল। আমাকে খবর দিয়াছিল। তখন সে শান্ত স্থির পরিণতযৌবনা। তখনও সে অবিবাহিতা। ভরসা করি তাহার পরে মেবেল পরিণীতা হইয়া সংসারসুখে সুখী হইয়াছে।

গাড়ীর চারিদিকে জমীদার ও অন্যান্য ভদ্রমণ্ডলী ঘেরিয়া আছেন। অতএব আমি আর গাড়ীতে না উঠিয়া, উহা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনিতে বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে হাঁটিয়া ডাক বাঙ্গালায় চলিলাম। প্রায় দুই সহস্র লোক আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আমি তাহাদের কাছে বিদায় চাহিলে, যাঁহারা পার্শ্বে ছিলেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে আমাকে কয়েক ঘণ্টা মাত্র দেখিয়া যখন নবাগত ডেপুটি, তাঁহার পত্নী ও মেয়ে ছাড়িতে চাহিতেছেন না, তখন তিন বৎসরের পরিচিত তাঁহারা আমাকে কিরূপে ছাড়িতে চাহিবেন। ডাক বাঙ্গালায় পৌঁছিয়া দেখি তাহার হাতা ও রাস্তাও লোকপূর্ণ। সেখানে প্রায় আরও সহস্র লোক একত্রিত হইয়াছে।

ইহারা অধিকাংশ আমলা, মোক্তার, পুলিস, ও সামান্য লোক। বাঙ্গালা হইতে আমার জিনিস পত্র গাড়ীতে উঠিলে আমি সকলের কাছে শেষ বিদায় চাহিলাম। তখন যে দৃশ্য অভিনীত হইল স্মরণ করিতে আমার চক্ষে জল আসিতেছে। আমি তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। জমীদার ও উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোকগণ প্রত্যেকে আমাকে বুকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত কথাই বলিয়া বিদায় দিতে লাগিলেন। কেহ যেন পুত্র, কেহ যেন ভাই, কেহ যেন চির-সুহৃদকে জীবনের জন্য বিদায় দিতেছেন। আমি নিজে একটী শিশুর মত কাঁদিতেছি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-প্রায়। বহু কষ্টে তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। তখন একটা কান্নার রোল উঠিল। মোক্তার, আমলা, পুলিস গাড়ীর দুই দিক হইতে আমার দুই পা ধরিয়া পাগলের মত গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আমাকে আবার গাড়ী হইতে নামাইয়া ফেলিল। চারি দিকে পায় পড়িয়া কত লোক গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সকলের মুখে এক কথা—"আমাদের মা বাপ চলিয়া যাইতেছে। এমন দয়ালু হাকিম আমরা আর পাইব না।" আমি আবার গাড়ীতে উঠিলাম। আবার সেই দৃশ্য! কোচমান শেষে বলিতে লাগিল—"এখন তোমরা ছাড়! রাত্রি হইয়া আসিল। আমি কেমন করিয়া লইয়া যাইব।" সেও কাঁদিতেছে। আমি রুমাল চোকে দিয়া অধোমুখে কাঁদিতেছি। আমি এ দৃশ্য দেখিতে পারিতেছি না। আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। শেষে অনেক বলিয়া কহিয়া কোচমান একটু জনতা ফাঁক করিয়া গাড়ী খুলিল। তখন রোদনের রোল দ্বিগুণ হইল। বহুলোক গাড়ীর পশ্চাতে ছুটিল। কেবল বলিতেছে—"আর একটু রাখ! আমরা আর একটি বার দেখি।" আমি গাড়ী ধীরে ধীরে চালাইতে বলিলাম। লোকের জন্য বেগে চালাইবার সাধ্যও নাই। পাগলের মত প্রায় সহস্র

লোক গাড়ী বেড়িয়া চলিয়াছে। এরূপে "সোহো" আউট পোষ্ট পর্য্যন্ত দুই মাইল গেলে গাড়ী হইতে আবার নামিলাম। লোকেরা আবার সেরূপ করিয়া পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ইহারা সকলেই আমলা, পুলিস, মোক্তার ও সামান্য লোক। আমি সকলের গায়ে হাত দিয়া আদর করিয়া এখন ফিরিয়া যাইতে বলিতে লাগিলাম। তাহারাও কাঁদিতেছে, আমিও কাঁদিতেছি। এরূপে তাহাদের কাছে শেষ বিদায় লইয়া আমি গাড়ীতে উঠিলে এবার কোচমান নক্ষত্র বেগে গাড়ী ছাড়িল। যতদূর দেখা যায় লোক সকল দাঁড়াইয়া দেখিল। তাহার পর অন্ধকারে তাহাদের ছায়া মিশিয়া গেল। কোচমান বলিল—"গরিব পরওর! কেবল এখানে বলিয়া নহে। আজ বেহারের নরনারী কাহারও চক্ষু শুষ্ক নাই। কোনও হাকিম এমন ভাবে এ সব-ডিভিসনকে কাঁদাইয়া যায় নাই।" আমি ভাবিতে লাগিলাম। কেন?—আমি ইহাদের এমন কি করিয়াছি? নান্নু সিংহের কথা মনে পড়িল। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা ভয় চাহিয়াছেন, লোকে তাঁহাদিগকে ভয় করিয়াছে। আমি তাহাদের প্রীতি চাহিয়াছি, প্রীতি পাইয়াছি। হায়! মানুষ এমন স্বর্গ ছাড়িয়া কেন লোকের ভয়ের পাত্র হইতে চাহে? আর মনে নাই। আমার হৃদয় যেন ভগ্ন, অবসন্ন। আমার শরীর অবশ, আমি গাড়ীতে মাথা রাখিয়া এক প্রকার অর্দ্ধ নিদ্রিত অর্দ্ধ জাগ্রতবৎ পড়িয়া রহিলাম। কিরূপে আর ষোল মাইল পথ গেলাম, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। বক্তিয়ারপুর পৌঁছিলে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিল। দেখিলাম পথে আমার নূতন পাগড়িটী হারাইয়া আসিয়াছি। গাড়ী হইতে মৃতবৎ নামিলাম। কোচমান ও সহিসেরা ভৃত্যদের কাছে আমার শোক-কাহিনী বলিতে লাগিল। স্ত্রী দাঁড়াইয়া শুনিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, পথে স্থানে স্থানে তাঁহার পাল্কী ঘেরিয়া লোকে সেরূপ

কাঁদাকাটা করিয়াছে'। আমার কত প্রশংসা শুনিতে শুনিতে তিনি বক্তিয়ারপুর আসিয়াছেন।

ইহার ছয় বৎসর পরে যখন আমি পশ্চিমে বেড়াইতে যাই, তখন লাহোরে বেহারের জমীদার পক্ষ হইতে কেবল একটি দিন হইলেও বেহারে গিয়া তাঁহাদের দেখা দিয়া আসিতে নিমন্ত্রণ পাই। সময়াভাবে উহা অস্বীকার করিলে, আমি কোন ট্রেনে কলিকাতায় ফিরিব তাহা জানাইলে তাঁহারা আমার সঙ্গে বক্তিয়ারপুর আসিয়া দেখা করিতে চাহেন। আমি কোন ট্রেণে কখন ফিরিব কিছু নিশ্চয়তা নাই, তাঁহারা ষ্টেশনে আসিয়া কষ্ট পাইবেন বলিয়া এ প্রস্তাবেও অসম্মত হই। আরও চারি বৎসর পরে আমি রাণাঘাট সব-ডিভিসনাল অফিসার হইয়া যাইবার অল্প দিন পরে দেখিলাম একটি উচ্চ রকমের মুসলমান ভদ্র লোক মোক্তারদের পশ্চাতে এক 'বেঞ্চে' বসিয়া আছেন। তাঁহার চেহারা পরিচিত বোধ হইতেছে, অথচ চিনিতে পারিতেছি না। তিনি রাণাঘাটের উপ-বিভাগের কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কি না 'বেঞ্চ ক্লার্ককে' পরে তাহার দ্বারা মোক্তারদিগকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলাম। ভদ্রলোকটি মাথা হেট করিয়া বসিয়া ঈষৎ হাসিতেছেন। তাহারা বলিল যে তাহারা তাঁহাকে কখনও দেখে নাই। তিনি এ অঞ্চলের লোক নহেন। তখন তিনি হাস্যমুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হাম্ আলি আহম্মদ!" কেয়া মৌলবি সাহেব, তস্রিপলে আপ্ কাঁহাছে আয়ে হে"—সে কি মৌলবি সাহেব! আপনি কোথায় হইতে আসিলেন—বলিয়া আমি এজলাস হইতে ছুটিলাম। তিনিও ছুটিয়া আসিয়া আমার গলায় পড়িলেন। সমস্ত কাছারি অবাক! আজ আর কাছারি হইবে না বলিয়া আমি তাঁহাকে জড়াইয়া লইয়া গৃহে গেলাম। তিনি সেইখানে পৌছিয়া "বাবুয়া!, বাবুয়া!" বলিয়া নির্ম্মলকে ডাকিতে লাগিলেন। পরিচিত কণ্ঠ শুনিয়া

স্ত্রী নির্ম্মলকে পাঠাইয়া দিলে তিনি তাহাকে কোলে লইয়া বসিলেন, এবং কত আদর করিতে লাগিলেন। তখন শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, আমি কলিকাতার কাছে রাণাঘাট আসিয়াছি শুনিয়া কেবল আমাকে দেখিবার জন্য একজন ভৃত্য ও একটী বদনা মাত্র সঙ্গে লইয়া বেহারের এই লক্ষপতি হুগলীর পুল পার হইয়া প্রাতে দশটার ট্রেণে রাণাঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছিলেন। আমি কোন সময়ে কাছারিতে বসি তাহা খবর লইয়া আমাকে অপ্রস্তুত করিবার জন্য ঐরূপ ভাবে কাছারিতে গিয়া বসিয়াছিলেন। তখন আমার একজন বন্ধু আমার পরামর্শমতে বেহারের সব-ডিভিসনাল অফিসার হইয়া গিয়াছেন। তিনি সেখানে গিয়াই আমাকে পত্র লেখেন—"তোমার আশ্চর্য্য শক্তি! তুমি এখানে অমর নাম রাখিয়া গিয়াছ। এত বৎসর হইয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও তোমার নাম সকলের মুখে মুখে। যাহা দেখি, জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"নবীন বাবু কা কিয়া হুয়া (নবীন বাবু করিয়া গিয়াছেন)।" ইনি তাঁহারই নিকট পথের খবর লইয়া আমার কাছে আসিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম কোন মোকদ্দমায় পড়িয়া কি অন্য কোন বিষয়ের সুপারীসের জন্য তিনি আসিয়াছেন। কই, সমস্ত দিন গেল; কত গল্প, কত কথা। কিন্তু কই সেরূপ কোনও অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিলেন না। অগত্যা রাত্রিতে আহারের সময় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার কি কিছু প্রয়োজন আছে?" তিনি বলিলেন—"কিছুই না। কেবল আপনি কলিকাতার কাছে আসিয়াছেন শুনিয়া আপনাকে একবার দেখিবার জন্য কেমন প্রাণ চাহিল। তাই চলিয়া আসিলাম।" তিনি বড় সাধু পুরুষ, বড় ধার্ম্মিক মুসলমান। সঙ্গে ঘোড়ায় বেড়াইতেছি, যেই নমাজের সময় হইল, ইনি অমনি ঘোড়া হইতে নামিয়া রাস্তার এক পার্শ্বে রুমাল বিছাইয়া নমাজ পড়িতে বসিতেন। আমি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে

চাহিয়া থাকিতাম।. কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে আমার প্রতি এই অপরিসীম স্নেহ আছে আমি জানিতাম না। রাত্রিতে কেবল একবার মাত্র বলিলেন যে তাঁহার শ্বশুর মরিয়া গিয়াছেন। তাহার স্ত্রী পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। এখন কেবল তাঁহার শোকাতুরা শাশুড়ী ও তিনি মাত্র আছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা তাঁহাদের লক্ষ টাকার মুনফার ভূসম্পত্তি 'ওকফ' করিয়া ধর্ম্মার্থ দান করিবেন। অতএব তিনি মাসেক পরে সে বিষয়ের পরামর্শের জন্য আবার আসিবেন। আমাকে তাহা স্থির করিয়া দিতে হইবে। পর দিন প্রাতে দশটার ট্রেণে তিনি চলিয়া গেলেন। আবার দুই বন্ধু বুকে বুক দিয়া গলদশ্রুনয়নে বিদায় হইলাম। ট্রেণ যখন খুলিল তখনও তিনি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আছেন। যতদূর দেখা গেল গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রুমালে অশ্রু মুছিতেছিলেন, ও রুমাল উড়াইয়া আমাকে আদর জানাইতেছিলেন। আমিও তাহাই করিতেছিলাম। একজন পশ্চিমী মুসলমানের সঙ্গে আমার এ আত্মীয়তা সমস্ত ষ্টেশন স্থির নয়নে দেখিতেছিল। শেষে ষ্টেশন মাষ্টার না জিজ্ঞাসা করিয়া পারিলেন না। ইহার এক পক্ষ কাল পরে বেহারের অন্য এক জন জমীদার লিখিলেন —"মৌলবি আলি আহম্মদ পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময়ে আপনাকে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ শেষ সেলাম জানাইয়াছেন।" পত্র হাতে করিয়া পতি পত্নী পুত্র তিন জনে কাঁদিতে লাগিলাম। আমার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইল। হায়! মরিবেন বলিয়া জানিয়া কি এই সাধু পুরুষ আমার কাছে এতদূরে বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন? আমার বোধ হইল, আমার একটি সহোদর হারাইয়াছি। আমরা সপ্তাহ কাল তাঁহার অশৌচ গ্রহণ করিয়া নিরামিষ খাইয়াছিলাম। ভাই! তুমি আজ তোমার পবিত্র চরিত্রানুযায়ী পবিত্র লোকে দেববৎ বিরাজ করিতেছ।

কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ আমি এই নির্জ্জন গৃহে তোমার অতুল স্নেহের কাহিনী লিখিতে লিখিতে শোকপূর্ণ হৃদয়ে অশ্রু বর্ষণ করিতেছি। তুমি দেব-লোক হইতে আমাদের তিনটির প্রতি তোমার অজস্র দেব-আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিও, যেন এ শেষ জীবনে দুটী দিন শান্তিতে কাটাইয়া তোমার কাছে গিয়া তোমার সেই অপার্থিব বন্ধুতা উপভোগ করিতে পারি। তোমারই জন্য বেহার আমার পক্ষে একটি পবিত্র তীর্থ হইয়া রহিয়াছে।

পর দিন প্রাতের ট্রেণে মিঃ মেটকাফের অনুরোধ মতে তাঁহার কাছে বিদায় হইতে পাটনা গেলাম। তিনি এবার আমাকে Drawing room কক্ষে লইয়া গেলেন, এবং প্রায় দুই ঘণ্টা কাল কত আদরের কথা, কত প্রশংসার কথা, আমাকে হারাইয়া কত আক্ষেপের কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন ভাগলপুরের কালেক্টর মিঃ ডয়লি (Doyle) তাঁহার এক জন বিশেষ বন্ধু। তিনি তাঁহার কাছে আমার কথা লিখিবেন। আমার সেখানে কোনও কষ্ট হইবে না। যখন বিদায় হইতে উঠিলাম তাঁহার চক্ষু সজল হইল। তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার গাড়ী পর্য্যন্ত আসিলেন। গাড়ীর কপাট নিজে খুলিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন, এবং কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া সজল-নেত্রে আরও কত কি বলিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি রুমাল দিয়া চোক চাপিয়া অধোমুখে শুনিতেছিলাম। গাড়ী চলিল, আমার বোধ হইল আমার একজন স্নেহময় পিতৃব্য হইতে আমি এ জীবনের জন্য বিদায় হইয়া আসিলাম। দাসত্বের ঘূর্ণচক্রে আর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। হায়! সে সকল উচ্চবংশীয় উন্নতমনা সহৃদয় ইংরাজ কর্ম্মচারী আজ কোথায় গেল? তাহার পরও বিশ বৎসর চাকরি করিলাম। কই, আর একটি লোক তেমন দেখিলাম না। 'ইলবার্ট বিলের' ঝড়ের

সময়ে এক দিন সেই কথা তুলিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"নবীন বাবু! তোমার মত লোক ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে, আমি যদি অপরাধী হই এক জন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা তোমার কাছে আমার বিচার হইতে আমি কিঞ্চিৎমাত্র আপত্তি করিব না, বরং সন্তুষ্ট হইব। কিন্তু তোমার মত লোককে ম্যাজিষ্ট্রেট ত গবর্ণমেণ্ট কখনও করিবেন না।" আর এক দিন সন্ধ্যার পর একত্রে গাড়ী করিয়া উভয়ে বেড়াইয়া আসিলে, তিনি আমাকে বসিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"নবীন বাবু! তোমার যদি বিশেষ কায না থাকে, এবং তুমি যদি কিছু কাল বসিতে চাহ, আমি তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাপ করিতে চাহি। আমি ত্রিশ বৎসর তোমাদের দেশে অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমি এখনও তোমার দেশের কিছুই জানিতে পারি নাই। ইহার এক মাত্র কারণ ইংরাজ ও দেশীয় ভদ্রলোকদের সামাজিক সম্মিলনের অভাব। তাহাতে দুইটি প্রধান অন্তরায়—তোমাদের স্ত্রীলোকের পর্দ্দা প্রণালী, এবং তোমাদের আচার ব্যবহার। দেখ দ্বারভাঙ্গার বর্ত্তমান মহারাজা যখন বালক ছিলেন, তখন তাঁহাকে আমি ও আমার স্ত্রী অত্যন্ত ভাল বাসিতাম। এমন কি, এক পরিবারস্থের মত দেখিতাম। তিনি আমার গৃহে আমার সন্তানদের সঙ্গে আমার সন্তানের মত থাকিতেন। কিন্তু তিনি যেই মহারাজা হইলেন, আমি দেখিলাম তাঁহাকে আর সঙ্গে রাখা অসম্ভব। তাঁহার সেই তৈল-মর্দ্দন, পূজা ইত্যাদি আমাদের গৃহে হইতে পারে না। সে অবধি তাঁহাকে আমি তাঁবু দিয়া স্বতন্ত্র ভাবে রাখিতে বাধ্য হই।" আমি বড় সঙ্কটে পড়িলাম। উপরিস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর সঙ্গে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, এবং সমাজনীতি সম্বন্ধে কোনও আলাপ করা আমার নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া আমি ক্ষমা চাহিলাম। তিনি বলিলেন যে তিনি উপরিস্থ কর্ম্মচারী ভাবে নহে, বন্ধু ভাবে আমার সঙ্গে এ সকল বিষয়ে

আলাপ করিতে চাহেন, কারণ তাঁহার বিশ্বাস যে আমি কখনও অসরল ভাবে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার মন যোগাইয়া কথা বলিব না। আমি তখন বলিলাম—"আপনি যখন এরূপ বলিতেছেন, তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সাহেব সাজিলে কি আপনি শ্রদ্ধা করিবেন।" উত্তর—"না। আমি তাহাকে বরং ঘৃণা করিব।" প্রশ্ন—"তবে সাহেবি আচার ও দেশীয় আচারের মধ্যে তাঁহার দেশীয় আচার অনুসরণ করা ভিন্ন দ্বারভাঙ্গার মহারাজার উপায়ান্তর কি? তিনি আপনার গৃহে প্রকাশ্য তৈল মর্দ্দনটা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু পূজা ত ত্যাগ করিতে পারিবেন না।" তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমি বলিতে লাগিলাম—"আর পর্দা কি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে নাই। ইহারা ত পরস্পরের কাছে স্ত্রী বাহির করে না। অথচ তাহাদের মধ্যেও ত বেশ বন্ধুতা ও সদ্‌ভাব আছে। মোগল সম্রাটেরা তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব ও সেনাপতিত্ব পর্য্যন্ত হিন্দুদিগকে দিয়াছিলেন।" এ সকল কথা আর এক দিন আর এক উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারীর সঙ্গেও হইয়াছিল। অতএব উহা পরে স্থানান্তরে বলিব। তিনি আমার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। আমাকে প্রায় রাত্রি এগারটার সময়ে বিদায় দিয়া বলিলেন—"অদ্যকার আলাপে আমি আপনার কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ হইলাম। আমি অনেক কথা নূতন শুনিলাম ও বুঝিলাম। আমার অনেক ভ্রান্তি দূর হইল।" আমি এই মহানুভব ব্যক্তি হইতে বিদায় লইয়া বক্তিয়ারপুর ফিরিলাম এবং সেখান হইতে সপরিবার ভাগলপুর চলিলাম।

———o———

ভাগলপুর।

ভাগলপুর বড় সুন্দর স্থান। উহা ভাগীরথীর তীরে স্থাপিত। যদিও গঙ্গা এখন চড়া পড়িয়া স্থানে স্থানে ভাগলপুর হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন, তথাপি আমরা যখন ভাগলপুরে উপস্থিত হইলাম, তখন শরতের প্রারম্ভ। দেবী তখন আকূলপূরিতা, দিগন্তপ্রসারিতা, তরঙ্গ-বিক্ষোভিতা। সৌভাগ্যক্রমে একজন বন্ধু বর্দ্ধমান মহারাজার 'পুলিনপুরী' নামক উদ্যান-বাটিকা আমার জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। গৃহখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু বড় সুন্দর। তাহাতে দুইটি বিস্তৃত কক্ষ। তাহার চারিদিকে প্রশস্ত বারাণ্ডা, এবং বারাণ্ডার চারি কোণায় চারিটি সুন্দর কক্ষ। গৃহ-খানি ভাগিরথীর তটপ্রান্তে অবস্থিত, এজন্য নাম 'পুলিনপুরী', এবং তাহার চারি দিকে গোলাপ ও কামিনী ফুলের কেয়ারি সজ্জিত পুষ্পোদ্যান। ইহার অতুলনীয় শোভার কথা আর কি বলিব? স্থানটি একটী কবিকুঞ্জ বলিলেও চলে। বাড়ী দেখিয়া, এবং তাহার সম্মুখস্থ ভারত-পূজিতা জননী জাহ্নবীর কল্পনাতীত লীলাময়ী শোভা দেখিয়া আমার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল। আমি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পূজার পূর্ব্বক্ষণে আগষ্ট মাসে ভাগলপুর পৌঁছি, এবং সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষেই ছুটী লইয়া ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া আসি। অতএব তিন চারি মাস মাত্র আমি ভাগলপুরে ছিলাম। যতক্ষণ গৃহে থাকিতাম, আমি আত্মহারা হইয়া ভাগীরথীর সলিল-শোভা মুগ্ধপ্রাণে দেখিতাম। এরূপ নদীতীরে, বিশেষতঃ গঙ্গাতীরে, বাস আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

উকীল সম্প্রদায়ই ভাগলপুরের সর্ব্বস্ব। হা! অদৃষ্ট! আমার সঙ্গে যাঁহারা বি, এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা এখানে ওকালতী করিয়া এক একজন ক্ষুদ্র কুবেরের মত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই মনোহর

উদ্যান-শোভিত অট্টালিকা। আমার "পুলিনপুরীর" পার্শ্বেই উকীল-তিলক সূর্য্যকান্ত সিংহের বৃক্ষরাজি-শোভিত প্রকাণ্ড হাতাবেষ্টিত অট্টালিকা। যখন দার্জ্জিলিং ছিল না, তখন বঙ্গেশ্বর স্থান-পরিবর্ত্তনের জন্য ভাগলপুর আসিয়া এই অট্টালিকায় থাকিতেন। অতএব ইহার নাম ছোট "বেলভিডিয়র"। কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর বাড়ী! একটী রাজপ্রাসাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুনিলাম, সূর্য্যকান্ত উহা জলের দামে কিনিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া উকীলদের একটী ক্লব (club) আছে। তাহাতে হাকিম সম্প্রদায়ও স্থান পাইয়া থাকেন। আমিও পাইলাম। সাহেবদের ক্লব (club) দেখিয়া ভাবিতাম বাঙ্গালিদের কখনও কি ক্লব হইবে। অতএব এখানে বাঙ্গালির ক্লব আছে শুনিয়া আমার আনন্দের সীমা রহিল না। যে দিন এখানে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলাম, সেই দিনই সন্ধ্যার সময়ে উহা দেখিতে গেলাম। দেখিয়া নিরাশ হইলাম। সাহেবদের ক্লবে পঞ্চ মকারের সন্নিবেশে বিদ্যুৎ খেলে। আর বাঙ্গালির ক্লবে দেখিলাম বড় জোর লেমোনেড, সোডা —বিদ্যুৎ-বিহীন বারি মাত্র। কিছুক্ষণ বসিলেই—

"ঘন ঘন উঠে হাই, না মানে দোহাই"

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত Lawn tennis খেলিয়া কোনও মতে সায়াহ্ন কাটিত। তাহার পর গৃহে প্রবেশ করিলে যেখানে উকীল, সেখানে মোকদ্দমার, যেখানে ডেপুটি, সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেটের মেজাজের; এবং যেখানে সবজজ মুন্সেফ্, সেখানে জজ সাহেবের বেত্রাঘাতে খাটুনির কথা। আমি কিছুক্ষণ হাই তুলিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়া বরং ভাগীরথীর বক্ষে অচল ও সচল তরণীস্থ আলোক-ক্রীড়া দেখিয়া প্রাণে আরাম অনুভব করিতাম। কিছু দিন পরে দেখিলাম, যাঁহারা ক্লবে উপস্থিত হন, তাঁহাদের কাহারও মধ্যে প্রকৃত বন্ধুতা, এমন

কি সদ্ভাব পর্য্যন্ত নাই। কেবল ফাঁকা হৃদয়শূন্য শিষ্টাচার। কখন বা পরস্পরের নিন্দা। আমি এভাব দেখিয়া ক্লব হইতে বিজয়া করিলাম। তদপেক্ষা সূর্য্যনারায়ণবাবুর কাছে বসিয়া যেন আনন্দ অনুভব করিতাম। তাঁহার ও আমার প্রকৃতি বিপরীত হইলেও তথাপি লোকটী খাঁটি। অন্তরে বাহিরে এক। আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি আমাকে এতদূর স্নেহ করিতেন যে সপরিবার তাঁহার বাড়ীতে গিয়া থাকিতে বরাবর অনুরোধ করিতেন। তিনি বিপত্নীক। পরিবারের মধ্যে একজন বিধবা ভ্রাতৃবধূ কি ভগ্নী ও তাঁহার দুই শিশুপুত্র। তিনি আমাকে অর্দ্ধেক বাড়ী ছাড়িয়া দিতে চাহিতেন। তিনি এক দিন বলিলেন যে তিনি উকীলির দ্বারা দশ লক্ষ টাকা করিয়াছিলেন। লোকে সঞ্চয়ের কথা বলিতে চাহে না। তাঁহার সে আপত্তি নাই। তাঁহার একখানি নোটবুক আমাকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন যে তাঁহার কি আছে আমি দেখিয়া লইতে পারি। তবে এক জমীদারী কিনিয়া তাঁহার এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। তাহা পূরণ করিলে তিনি ওকালতি ত্যাগ করিবেন। কিন্তু রূপচাঁদের এমন মায়া; তাহা পারেন নাই। তিনি আজ স্বর্গে। শ্রীভগবান তাঁহার পুত্রদের দীর্ঘজীবী করুন এবং তাহাদের দ্বারা তাঁহার মুখোজ্জ্বল করুন! ইতিমধ্যেই তাঁহারা অর্থ সৎপথে ব্যয় করিতেছেন।

—o—
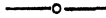
(১)

খাসমহল
বা
খাম খেয়াল।

আমার হাতে সার্টিফিকেটের ভার পড়িয়াছে। দেখিলাম প্রায় তিন শত মোকদ্দমা খাস মহালের দরিদ্র প্রজাদের নামে উপস্থিত আছে। বলিয়াছি এ অঞ্চলে বৃষ্টির অভাবে সুফল-বৎসর বড় অল্প হইয়া থাকে। তাহাতে খাসমহলে ফসলের অংশের দ্বারা খাজানা আদায় হয় না। নগদ টাকা দিতে হয়। ফসল হউক না হউক এ খাজানা দিতেই হইবে। প্রজারা তাহা পারে নাই। মানুষেরত বিধাতার উপর হাত নাই। ফসল ভাল না হইলে খাজানা কোথায় হইতে দিবে? লাঠির চোটে প্রজাদের নিকট হইতে তমসুক লওয়া হইয়াছে। তাহাও রেজেষ্টারী করা হয় নাই। তাহার উপর এ সকল তমসুকের মেয়াদও অতীত হইয়াছে। প্রজা এমন দুরবস্থাপন্ন যে বাকী খাজানার জন্য তমসুক দিয়া তিন বৎসরের মধ্যে তাহারও কিছু দিতে পারে নাই। তার পর তাহাদের নামে এ টাকার জন্য সার্টিফিকেট হইয়াছে। কেমন করিয়া ডেপুটি প্রভুরা এ সার্টিফিকেট-অস্ত্র গরিবদের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন জানি না। তমসুক আইনমতে রেজেষ্টারী হয় নাই, তাহার উপর মেয়াদ গিয়াছে, অতএব এ সকল মোকদ্দমা চলিতে পারে না বলিয়া আমি উপ-রোক্ত তিন শত মোকদ্দমা এক হুকুমে খারিজ করিয়া দিয়াছি। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রায় তিন হাজার টাকা ধ্বংসপুরে গিয়াছে। খাস মহল ডেপুটি কালেক্টর আমার এ গুরুতর 'গোস্তাকির' বা রাজভক্তি বিহীনতার জন্য কালেক্টরের কাছে নালিশ করিয়াছেন। কালেক্টর আমার সেই আরার

কালেক্টর মিঃ ডয়েলি (Doyle)। তিনি আমাকে খুব ভাল জানিতেন এবং এখানেও আসিবামাত্র বড় আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে মিঃ মেটকাফ আমার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিন হাজার টাকা এক হুকুমে উড়াইয়া দিয়াছি,— অতএব অনুরোধ ও শিষ্টাচার সব উড়িয়া গেল। তিনি আমাকে তলব দিলেন। গিয়া দেখিলাম তিনি এজলাসে ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম গতিক ভাল নহে। আজ প্রকাশ্য কোর্টে অপমানিত হইব। আমাকে এজলাসে এক পার্শ্বে বসিতে দিলেন। কিছুক্ষণ ক্রোধে কথা কহিতে পারিলেন না। শেষে শ্বেত বদন মণ্ডল হইতে রক্ত মেঘ কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া প্রশমিত ক্রোধে বলিলেন—"আপনি খাস মহলের তিন শত সার্টিফিকেট একসঙ্গে খারিজ করিয়া দিয়াছেন ?"

উ। হাঁ।

প্র। কেন ?

উ। তাহাত আপনার সম্মুখস্থ আমার আদেশ পত্রেই লিখিত আছে।

প্র। আপনি বলিতেছেন তমসুক রেজেষ্টারী হয় নাই ও মেয়াদ গিয়াছে। আপনি কোন আইন মতে খারিজ করিলেন ?

আমি সার্টিফিকেট আইনের ধারাটী উল্টাইয়া দেখাইলাম। তখন আবার তাঁহার মুখ জবা-কুসুম-সঙ্কাশ হইয়া উঠিল।

প্র। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তীরা কেমন করিয়া এরূপ অবস্থায় ডিক্রি দিয়াছিলেন ?

উ। আমি বলিতে পারি না।

প্র। তাঁহারা যখন ডিক্রি দিয়াছেন, আপনারও দেওয়া উচিত ছিল।

উ। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া সেরূপ লিখিত আদেশ দিন।

প্র। আমি কেমন করিয়া সেরূপ আদেশ দিব?

উ। আপনি জেলার কালেক্টর। আপনার যাহা আদেশ করিতে সাহস হইতেছে না, আমি কার্য্যে তাহা কিরূপে করিব? আমার ডিক্রির প্রতিকূলে সিভিল কোর্টে নালিস হইলে আপনি কি জবাব দিবেন? তখন গবর্ণমেণ্ট আমার কৈফিয়ত চাহিবেন। আমি কি জবাব দিব? গবর্ণমেণ্ট তখন বলিবেন—"তোমাকে এরূপ অন্যায় ডিক্রি দিতে কে বলিয়াছিল? এ সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে উভয় পক্ষের যাহা ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তোমাকে পূরণ করিতে হইবে।" তখনই বা কি জবাব দিব?

প্র। তবে এ সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন?

উ। আপনিই কোন্ বুঝিতে পারিতেছেন না। আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা অনুগ্রহ মাত্র। যদি প্রজার অবস্থা শোচনীয় হয়, এবং এ সকল টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে উহা আদায়ের অযোগ্য বলিয়া খারিজ করিয়া দেওয়া উচিত। আর না হয় একবার যেরূপ গবর্ণমেণ্ট তমস্থক লইয়াছেন, আর একবার লইয়া তাহা রেজেষ্টারী করিয়া লউন, এবং এই তমস্থকের মেয়াদ মধ্যেও টাকা আদায় না হইলে তখন আইন মতে সার্টিফিকেট জারি করিতে পারিবেন।

তিনি খাস মহালের ডেপুটি কালেক্টরকে ডাকিলেন। ইনি দেখিলাম একজন "ইম্পিরিয়েল এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান।" কালেক্টর তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। অনেক টাকা আমি উঠাইয়া দিয়াছি বলিয়া তিনি একটু গ্রীবা কণ্ডূয়ন করিয়া বলিলেন তমস্থক লইতে পারেন কি না

চেষ্টা করিবেন। তখন কালেক্টর তাঁহাকে ও আমাকে বিদায় দিলেন। মিঃ ডয়েলিকে আমি বড় ভদ্রলোক বলিয়া জানিতাম, দেখিলাম দেশীয় দরিদ্র প্রজার গ্রীবাচ্ছেদ করিতে ভদ্র ইংরাজেরও সর্ব্বদা দয়ার উদ্রেক হয় না।

আমি এজেলাসে ফিরিয়া আসিলে কালেক্টরির বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেরেস্তাদার আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার চাপকানের অভ্যন্তর হইতে যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া বলিলেন—"আমি ব্রাহ্মণ। এই পৈতা ছুঁইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এ সাহস এক দিন দুর্গাদাস চৌধুরীর দেখিয়াছিলাম; আর আজ আপনার দেখিলাম। এ গরিব প্রজাদের মুষ্ঠ্যন্নও দিনান্তে জোটে না। আমি এই সার্টিফিকেট জারির ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু কালেক্টর শুনিলেন না। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী ডেপুটি কালেক্টরেরাও অম্লান মুখে ডিক্রি দিলেন। অথচ তাহার এক পয়সাও উশুল হয় নাই। হতভাগ্যদের কিছুই নাই। কি হইতে উশুল হইবে। আজও কালেক্টরের সঙ্গে আপনার খারিজি মোকদ্দমা লইয়া আমার এক হাত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি আমার প্রতিবাদ শুনিলেন না। যখন ক্রোধে মুখ লাল করিয়া আপনাকে তলব দিলেন, আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, আপনাকে প্রকাশ্য কোর্টে কি একটা অপমান করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশের প্রাণে ব্যথা দিবেন। আপনাতে ও অন্য ডেপুটি কালেক্টরে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কিন্তু আপনার দৃঢ় নির্ভীকতায় ও সতেজ বাক্যে সাহেবের মুখ চূণ হইয়া গেল। সমস্ত কাছারিতে একটা ঢি ঢি পড়িয়া গিয়াছে।" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া দুর্গাদাস বাবুর উপাখ্যানটি শুনিতে চাহিলাম। তিনি তখন আমাকে ভাগলপুরের সেই ইন্‌কম্ টেক্সের কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনাইলেন। তাহা আমি

পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। সন্ধ্যার সময়ে ক্লবে গিয়া দেখিলাম যে এ কথার খুব আলোচনা হইতেছে। অনেক সভ্যেরা আমাকে আমার সাহসের ও সুবিচারের জন্য Congratulate করিলেন। একজন খ্যাত-নামা উকীল অন্য ডেপুটিদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বাবা! কেবল খোসমুদি কর। নবীনের কাছে একটু সৎসাহস (Courage) শিক্ষা কর।"

—o—
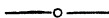
(২)

মন্দার দর্শন।

উক্ত উকীল মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটু বেশ আত্মীয়তা হইয়াছিল। তিনি বড় দরিদ্রের সন্তান। মাতুলালয়ে থাকিয়া শিক্ষা করিয়া বি, এল, পাস করিয়া ভাগলপুরে উকীল হন, এবং তাঁহার মাতুলের আদেশমতে মুন্সেফির প্রার্থনা করেন। ইতিমধ্যে কয়েক মাস চলিয়া যায়। যখন মুন্সেফির নিয়োগ পত্র আসিল, তখন তাঁহার এরূপ পসার হইয়াছে যে মুন্সেফী গ্রহণ করা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন না। এরূপে চাকরির দুর্গতি হইতে তাঁহার ভাগ্য-দেবী তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। আমার সঙ্গেই বি, এ, দিয়াছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই শুনিলাম আট দশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। আর আমার তখনও চারি শত মুদ্রা বেতন। হা! অদৃষ্ট! যাহা হউক তিনি আমাকে ঐ অল্পদিনেই ভাল বাসিতেন, ও 'কবি' বলিয়া সর্ব্বদা ডাকিতেন। তাঁহার কেমন একটা গোঁ ছিল যে তখনই আমার সময়ে সময়ে বিশ্বাস হইত যে তিনি পাগল হইবেন। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে দুজনে তাঁহার গৃহে বসিয়া গল্প করিতেছি তিনি পার্শ্বের একটি কামরার

দিকে চাহিয়াছিলেন। অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন—"দেখ নবীন! আমি যখন আমার মামার বাড়ীতে থাকিয়া পড়িতাম, তখন আমার এক পয়সার তৈল মিলিত। সমস্ত রাত্রি তাহার দ্বারা পড়িতে হইবে। তাহা একটা মাটির প্রদীপে একটা সরু শলিতা দিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া পড়িতাম। আর ঐ দেখ আমার পুত্রের পড়ার ঘরে ঐ বৃহৎ 'অর্গাণ-লেম্প' জ্বলিতেছে। এ লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়ার কিছু লেখা পড়া যে হইবে না, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।" আমি কত প্রতিবাদ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সিদ্ধান্ত টলিল না। ফলেও তাহাই হইয়াছে।

আর এক দিন প্রাতে "আলেষ্টার" গায়ে আমি বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার বাড়ী গিয়াছি। বেলা অনুমান আটটা। তিনি বলিলেন—"কবি! তুমি মন্দার পর্ব্বত দেখিতে চাহিয়াছিলে। আজ আমার সঙ্গে চল। আমি বাঁকা সব-ডিভিসনাল অফিসারের কাছে এক মোকদ্দমায় যাইতেছি। তিনি মন্দার পর্ব্বতের গোড়ায় তাঁবুতে আছেন। অতএব তুমি চল।" আমি—"তুমি কখন যাইবে?" উত্তর—"এই এখনই খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হইব তুমিও এখানে স্নান করিবে ও খাইবে, এবং আমার সঙ্গে যাইবে।" আমি—"সে কি কথা? আমি বেড়াইতে আসিয়াছি। এখান হইতে কেমন করিয়া যাইব।" তিনি কালী কলম কাগজ দিয়া বলিলেন—"জ্বালাতন করিও না। তোমার স্ত্রীর কাছে পত্র লিখিয়া দেও। আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না।" তিনি এ কথাগুলিন কেমন একটা জিদ করিয়া বলিলেন যে আমার ভয় হইল। চক্ষে কেমন সেই এক অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ। কি করিব? স্ত্রীর কাছে পত্র লিখিলাম। স্নান করিলাম না। পাছে পলাইয়া যাই; তিনি হাত ধরিয়া খাইতে লইয়া গেলেন, এবং আমাকে সেই অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ সহ লইয়া এক ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বাঁকা রওনা হইলেন। তখন বেলা অনুমান দশটা। বাঁকা

সেখান হইতে পঁচিশ কি ত্রিশ মাইল। বলিলেন গাড়ীর ডাক বসাইয়াছেন, আমাকে চারি পাঁচটার সময়ে আনিয়া আমার বাসায় লইয়া আমার স্ত্রীর হাতে হাতে তুলিয়া দিবেন।

কোথায় বা গাড়ীর ডাক। সেই এক রথে শীতের সময়ের সেই দীর্ঘ পথের ধূলা গলাধঃকরণ করিতে করিতে মৃতবৎ মন্দার পর্ব্বতের পাদমূলস্থ ডাক বাঙ্গালায় পৌঁছিলাম। তখন বেলা দুইটা। আমি এক 'চারপায়ার' উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া গেলাম। বন্ধুবর চোগা, সামলা চড়াইয়া বলিলেন—"নবীন! তুমি মুখ হাত ধোও, আমি কাযটা সারিয়া আসি।" আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলাম—"দোহাই! তোমার। তুমি কখনও ছয়টার আগে ফিরিবে না। আমি একাকিনী অসহায়া স্ত্রীকে একটি শিশু পুত্র সহ সেই ভাগিরথীর তীরে ফেলিয়া আসিয়াছি। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পারিলে বড় বিপদের কথা। তুমি ঘণ্টাখানেক পরে আমার ফিরিয়া যাইবার কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাও।" তিনি আবার তাঁহার সেই অস্বাভাবিক জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নে বলিলেন—"তুমি পাগল না কি? আমি এখনি ফিরিয়া আসিতেছি। আসিয়া তোমাকে মন্দার পাহাড়ের উপর লইয়া যাইব। তাহার পর ভাগলপুর ফিরিয়া যাইব। আমি কি স্ত্রী পুত্র ফেলিয়া আসি নাই?" তিনি চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম না জানি আজ আরও কি দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। কিন্তু তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"কৈ! কবি! তুমি প্রস্তুত?" আমি আশ্চর্য্য হইলাম। বলিলাম—"তুমি এখনই ফিরিয়া আসিলে যে? তোমার মোকদ্দমার কি হইল?" তিনি বলিলেন—"আরে মোকদ্দমা নহে। ৩২৩ ধারার একটা মোকদ্দমায় বিবাদীর পক্ষে একটা আপোসের দরখাস্ত মাত্র করিতে আসিয়াছিলাম। তাহা দিয়া আসিলাম।" আমি—"৩২৩ ধারার মোকদ্দমায় ত আপোসের

দরখাস্ত দিলেই কোর্ট লইতে বাধ্য! তোমার আসিবার কি প্রয়োজন ছিল?" তিনি হাসিয়া বলিলেন—"তোমার যেমন বিদ্যা! আমি এই আসামীকে বলিয়াছিলাম দরখাস্ত মঞ্জুর না হইলে আইনমতে তিন বৎসর মেয়াদ হইতে পারে। তাহাতেই ত সে আমাকে আনিয়াছে।" আমি—"তুমি কত টাকা লইয়াছ? উত্তর—"আড়াই শত।" আমি স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পরে বলিলাম—"তুমি এমন করিয়া বেচারিকে ঠকাইলে! তোমার কি Conscience (বিবেক শক্তি) নাই?" উত্তর—"উকীলের Conscience তাহার পকেটে। তুমি এখন চল।" তখন আমার ষ্টেটস্‌মেন পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক রবার্ট নাইটের একটি কথা মনে পড়িল—Bar has a morality of its own (উকীল প্রভৃতির নিজের একটা ধর্ম্মশাস্ত্র আছে)। উকীল মহাশয়েরা এরূপেই লক্ষপতি হইয়া থাকেন; এবং ভারত উদ্ধারের দলপতি হন। ভারতচন্দ্রের উকীলের পত্নী বলিয়াছেন—

"উকীল আমার পতি কিল খেতে দড়।"

আবার

"উকীল আছিল যারা, কিল খেয়ে হ'ল সারা।"

এখনকার উকীল পত্নী বলিতে পারেন—

"উকীল আমার পতি টাকা নিতে দড়।"

তবে উকীল-কুল তিলক হেমচন্দ্র উকীলদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"সারা দিন ঘুরে বেড়ায় এজলাসে এজলাসে।
তিন তের লাথি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে।"

এরূপভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে গেলে যদি উনচল্লিশটী পাদপদ্ম উপহার পাইতে হয় তাহা অনুচিত বলিয়াত বোধ হয় না।

যাক। আমরা মন্দার পর্ব্বত দর্শন করিতে গেলাম। পর্ব্বতের সানুদেশে একটি সামান্য মন্দিরে কি একটা বিগ্রহ দেখিয়াছিলাম স্মরণ নাই। পর্ব্বতটী বেহারের পর্ব্বতমালার মত কৃষ্ণ শিলাময়। তাহার অঙ্গ বেষ্টন করিয়া একটি সর্পের রেখা অতি কদর্য্য ভাবে কাটা দেখিয়াছিলাম। পৌরাণিক উপাখ্যান মতে দেবগণ বাসুকিকে রজ্জু করিয়া মন্দার পর্ব্বতের দ্বারা সমুদ্র মন্থন করিয়া সুধা, চন্দ্র, লক্ষ্মী, ধন্বন্তরি, উচ্চৈশ্রবা অশ্ব ইত্যাদি উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ভার তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উপর। কিন্তু আত্মিক ব্যাখ্যায় এই গল্পের মাথা মুণ্ড সার্থকতা ত কিছুই বুঝিলাম না। তবে ইহা হইতে পারে যে এক কালে সমুদ্র এই শৈল বেষ্টন করিয়াছিল। ইহার দ্বারা সমুদ্রতরঙ্গ প্রহত ও সমুদ্র মথিত হইত। তখন হয় ত ইহা সর্পের উপনিবাস ছিল। ক্রমে সমুদ্র সরিয়া গিয়া তাহার পল্ললে যে উর্ব্বরা ভূমি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সলিল এখনও সুধা, এবং ভূমি এখনও লক্ষ্মীপ্রসবিনী। বুঝি এক কালে তাহাতে চন্দ্রবংশীয় নৃপতি কেহ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং তাহা বিখ্যাত চিকিৎসক ও অশ্বের জন্য খ্যাত ছিল। যাহা হউক পার্ব্বতী চট্টল মাতার অঙ্কে পালিত আমার পক্ষে মন্দার পর্ব্বতে দেখিবার কিছুই দেখিলাম না। কেবল সানুদেশ হইতে চারিদিকে মগধ রাজ্যের আম্রকানন খচিত কৃষিক্ষেত্রের যে বিস্তৃত শোভা দেখা যায়, তাহা ভুলিবার নহে।

পর্ব্বত দর্শন করিয়া আমরা যখন নামিয়া আসিলাম তখন বেলা পাঁচটা। সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশ রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া শান্ত শ্রান্ত ভাবে অস্ত যাইতেছেন। পর্ব্বত হইতে নামিয়াই দেখি বাঁকার সব-ডিভিসনাল অফিসার বাবু আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিলেন যে শুধু তিনি নহেন তাঁহার পুত্র কন্যারাও আমাকে দেখিবার জন্য এত লালা-

য়িত যে আমি পৌঁছিবা মাত্র তিনি তাহাদিগকে বাঁকা হইতে আনিবার জন্য তাঁহার গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব তাঁহার অনুরোধ ঠেলিয়াও যদি আমি যাই, কোমল শিশুদিগকে নিরাশ করা উচিত হইবে না। দেখিলাম তিনি একজন আমাদের সময়ের উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোক ডেপুটি। তাঁহার অভ্যর্থনা ও সুজনতার জন্য শত ধন্যবাদ দিয়া আমি থাকিতে অসম্মত হইলাম, এবং কি ভাবে আমি স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে অসহায় ফেলিয়া সেই পাগলের কথায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। তখন তিনি আমাকে যাইতে বলিলেন। আমরা গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। কিন্তু ঘোড়া ও কোচমান কোথায়? তাহাদিগকে সঙ্গীয় ভৃত্যদের ডাকিতে ডাকিতে গলা চিরিয়া গেল। কোনও সাড়া শব্দ নাই। আমি উকীল বন্ধুকে তখন বড়ই তিরস্কার করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন—"তুমি আমাকে বকিতেছ কেন? তুমি দেখিতেছ না—বাবু দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। তিনি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। তুমি ওই ঘোড়ার ডিম কবি নাম করিয়াছ কেন? দোষ তোমার না আমার। তোমাকে সঙ্গে আনিয়া আমিও স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া বিপদে পড়িলাম।" আমি দেখিলাম এই প্রহসন মন্দ নহে। আমি দুই দিকেরই রসিকতার পাত্র হইয়াছি। ডেপুটি বাবু হাসিয়া বলিলেন—"আপনি জানেন আমি এখানের সব-ডিভিসনাল অফিসার। যখন ইঁহার কাছে শুনিলাম আপনি কিছুতেই থাকিবেন না, তখন আপনারা পাহাড়ে উঠিলে আমি আপনাদের সারথি ও তাহার পক্ষিরাজ যুগলকে তাহাদের বাহকের শিষ্টাচার শূন্যতার অপরাধে জেলে প্রেরণ করিয়াছি। 'সমাধি' বিচার।" তখন বিষয়টী কি আমি বুঝিলাম। তখন বন্ধু বলিলেন—"আরে বোকা! দিব্বি 'ডিনার' প্রস্তুত। ভাল মানুষের মত চল, পেট ভরিয়া খাইয়া সন্ধ্যার পর রওনা হইয়া বেশ ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় রাত্রি নয়টার সময়

গিয়া ভাগলপুর পৌঁছিব। এখন গিয়া আবার ধূলা খাইয়াত পেট ভরিবে না। আমার অন্তরাত্মা জ্বলিতেছে।” তখন দুজনে আমার দুহাত ধরিয়া গাড়ী হইতে টানিয়া গ্রেফতারী আসামীর মত লইয়া চলিলেন এবং ডেপুটি বাবুর শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম আমলা মোক্তার প্রভৃতি বহুতর লোক কবি দর্শনের জন্য দাঁড়াইয়া আছে। বাবুটি আমাকে দেখাইলেন, এবং আমার কবি ও ডেপুটিগিরির অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া তাহাদের বিদায় দিলেন। তখন নির্জ্জন শিবিরে আনন্দের বাজার খুলিয়া গেল। সত্য সত্যই কিছুক্ষণ পরে ডেপুটি বাবুর বালক বালিকা পুত্র কন্যাগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে পাইয়া তাহাদের, ও তাহাদের পাইয়া আমার আনন্দ দেখে কে? নয় দশ বৎসরের পুত্রটি “পলাশির যুদ্ধ” মুখস্থ আবৃত্তি করিতে লাগিল। কোথায় সন্ধ্যার পর যাওয়া—আনন্দে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া, এবং উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া, আমরা তাঁহার কাছে বিদায় হইলাম। গাড়ী দুই এক পা আসিয়াছে। তিনি পশ্চাৎ হইতে ডাকিয়া থামাইলেন, এবং আসিয়া বলিলেন—“এই দারুণ শীতে তোমরা এত পথ কেমন করিয়া যাইবে। অতএব তোমাদের জন্য আমি কিঞ্চিৎ ঔষধ আনিয়াছি, লইয়া যাও।” দেখিলাম জল মিশ্রিত করিয়া তিনি এক বোতল ব্রাণ্ডি আনিয়াছেন। বন্ধু বলিলেন এটী বড় ভাল ব্যবস্থা হইয়াছে। আর পথের জন্য ভয় নাই। ডেপুটি বাবু তাহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। শত নিষেধ সত্বেও তিনি গাড়ীতে উঠিলেন। বলিলেন—“সুন্দর জোৎস্না রাত্রি। আর কবে ইঁহাকে পাইব। আমি তোমাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকিব। কিছু দুর গিয়া নামিয়া আসিব।” তাহাই হইল। প্রায় দুই মাইল পথ আসিলে আমরা জোর করিয়া তাঁহাকে নামাইয়া দিলাম। গাড়ী খুব বেগে চলিল। হায়! এই শিষ্টাচার, এই অতিথিসৎকার, এবং প্রাণভরা আত্মীয়তা ও

আমোদ ইতিমধ্যেই এই সার্ভিসের স্বপ্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজ হইতেও এক প্রকার তিরোহিত বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

বড় সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি। কিন্তু যে শীত, গাড়ীর কপাট খুলিয়া সেই জ্যোৎস্না প্লাবিত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভোগ করিব সাধ্য নাই। ক্রমে রাত্রি যত গভীরা হইতে লাগিল যেন বরফ পড়িতে লাগিল। তখন মুহুর্মুহুঃ সেই ঔষধ সেবন করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও শীত নিবারণ হইল না। অবশেষে শীতে আড়ষ্ট হইয়া গাড়ীতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। শীত নিবারণের জন্য উভয়ে পাশাপাশি বসিয়াছিলাম। সম্মুখের আসনে একজন ওভারসিয়ার ছিলেন। উকীল বন্ধু ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ছোটকর্ত্তা। বুঝিলাম যে কেবল আড়াই শত টাকা নহে। রাস্তা পরিদর্শন ছলনা করিয়া পথখর্চ্চাটাও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে আদায় করিবেন। যাহা হউক কেরাঞ্চি গাড়ীর আন্দোলনে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে পতিত হইতে হইতে, এবং সময়ে সময়ে সম্মুখস্থ ওভারসিয়ার মহাশয় অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় আমাদের উভয়ের উপর পড়িয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতে করিতে, আমরা রাত্রি দুইটার সময়ে ভাগলপুর আসিলাম। এমন সুখের সন্ধ্যার পর এমন কষ্টকর রাত্রি এ জীবনে আর কাটিয়াছে কিনা স্মরণ হয় না। মন্দার পর্ব্বত মাথায় থাকুন, মন্দার কুসুমের জন্যও নন্দন কাননে এত কষ্টে যাইতে আমি সম্মত নহি।

এই উকীল বন্ধুটী সত্য সত্যই কিছু দিন পরে পাগল হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখিতে হইয়াছিল। পাগলামির মধ্যে কেবল তাঁহার প্রতিযোগী উকীলদের নাম করিয়া বলিতেন—"অমুক উকীল ঐ মোকদ্দমায় দেড় শত টাকা ফিস নিল। তোরা আমাকে ছাড়িয়া দে।" হা অদৃষ্ট! ইনি দশ লক্ষ টাকার বেশী সঞ্চয়

করিয়াছেন, কিন্তু এখনও দুষ্পূরণীয় অর্থ-পিপাসা মিটে নাই। তাহারই জন্য উন্মাদ হইয়াছেন। আমি এরূপ আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত জানি। আরও দুই এক জন উকীল "হায় টাকা! হায় টাকা!" করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ধন্য রূপচাঁদ! তোমার মাহাত্ম্য ধন্য! তুমিই—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরা চর।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীরূপচাঁদে নমঃ।"

তুমিই অখণ্ড মণ্ডলাকার। তুমিই একমেবাদ্বিতীয়ং। তুমি থাকিলে সব থাকে, অতএব তুমি সৎ। তুমি না থাকিলেই এ সংসারে চিৎ, এবং বাক্সে বিরাজ করিলেই আনন্দ। অতএব তুমিই সচ্চিদানন্দ।

১৮৯৫।৯৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার সঙ্গে আমার কলিকাতায় সাক্ষাৎ হয়। তখন ইনি রোগ-মুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি সেই রোগ-আশঙ্কায় এক প্রকার ওকালতি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আছেন। বেশী ফিস পাইলে তখনও কোন কোন মোকদ্দমা লইয়া ভাগলপুর ছুটিতেন। তখনও তাঁহার অর্থ-লিপ্সা এতদূর যে তাহার একটা হাস্যকর দৃষ্টান্ত দিব। কলিকাতায় এক বন্ধুর বাড়ীতে উভয়ের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। আহারান্তে আমি আসিতে চাহিলে উকীল বন্ধুটী পূর্ব্ববৎ রোখের সহিত আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"বস। গাড়ী আনিতে পাঠাইয়াছি। এক সঙ্গে যাইব। আমি তোমাকে নামাইয়া দিয়া যাইব।" আমি বলিলাম—"আমার বাড়ী এখান হইতে কয়েক পা মাত্র। জ্যোৎস্না রাত্রি। আমার গাড়ীর কোনও প্রয়োজন নাই।" তিনি আবার বলিলেন —"আর জ্বালাতন কর কেন? আমি তোমাকে নামাইয়া দিয়া যাইব। তোমার বাড়ীর সম্মুখ দিয়াইত আমাকে যাইতে হইবে।" তিনি চৌরঙ্গি যাইবেন। আমার বাড়ী হেরিসন রোডের পূর্ব্ব সীমায়। বন্ধু থাকিতেন

মেছুয়া বাজার রাস্তার মোড়ে লোয়ার সারকুলার রোডের উপর সেই স্থন্দর বিচিত্র বাড়ী খানিতে। উকীল বন্ধু আমাকে ধরিয়া রাখিলেন। গাড়ী হইতে আমার বাড়ীর সম্মুখে আমি নামিলে, তিনি গাড়ী হইতে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—"কবি! ভাড়ার টাকাটা দিয়া যাওত।" আমি বিস্মিত হইলাম। চৌরঙ্গি পর্য্যন্ত তাঁহার গাড়ী ভাড়া আমি কেন দিব? তিনি কেমন করিয়া আমাকে আটকাইয়া রাখিয়া এমন নির্লজ্জের মত একটা টাকা চাহিতেছেন! কিন্তু আমার সঙ্গে টাকা ছিল না। আমি তাহা বলিলে, তিনি বলিলেন—"উপরের ঘরে যাও। তোমার স্ত্রীকে জাগাইয়া একটি টাকা পাঠাইয়া দেও।" তখন রাত্রি বারটা। আমার তখন প্রকৃতই তাঁহাকে নিতান্ত কৃপাপাত্র বলিয়া মনে হইল। কি করিব। উপরে গিয়া স্ত্রীকে জাগাইলাম। তাঁহাকে একথা বলিলে আশ্চর্য্য হইয়া একটি টাকা বাক্স হইতে বাহির করিয়া দিলেন। আমি নীচে গিয়া বন্ধুর হাতে দিলে, তাহা পকেটে লইয়া চলিয়া গেলেন। ইহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তিনি ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে রাণাঘাটে একটি মোকদ্দমায় আমার কোর্টে ওকালতি করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ওকালতিতে এমন কিছুই দেখিলাম না, যাহাতে তিনি একটি ক্ষুদ্র কুবের হইয়াছেন। ঠিক কথা, ভাগ্যই সকল। বিদ্যা কি পৌরুষ কিছুই নহে। মনুষ্যের অদৃষ্টেরও স্রোত আছে। ঠিক জোয়ারের সময়ে নৌকা ছাড়িতে পারিলে, সৌভাগ্যের পারে যাইতে পারা যায়। ইঁহাদের পূর্ব্বে বি, এল, উকীল কোথায়ও ছিল না। সে সময়ে যিনি যেখানে ওকালতীতে গিয়াছিলেন, তিনিই কুবের হইয়াছেন। ওকালতীর সেই এক স্বর্ণ-যুগ গিয়াছে।

—০—

(৩)

"কাকের ধন চালে।"

আর আমার স্ত্রীর ধন গালে, না হইলেও এক হাত-বাক্সে। তিনি কোথায়ও যাইতে তাহা নিজের গাড়ীতে ভিন্ন আর কোথায়ও দিবেন না। উহা ট্রাঙ্কে তাঁহার নিজ গাড়ীতে রাখিয়াও তাঁহার বিশ্বাস হয় না। আমার ত এ ছত্রিশ বৎসর চাকরির পর কিছুই নিজের নাই। তাঁহার এই মহামূল্য ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-কারাগারে কোন্ সাত রাজার ধন আবদ্ধ আছে, তাহা জানি না। উহার জন্য আমাকে এ জীবনে কতবার যে উৎপাতে পড়িতে হইয়াছে বলিতে পারি না। কলিকাতায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের সেই "মহা প্রদর্শনী।" দশ দিন করিয়া ডেপুটিরা ছুটী পাইয়াছেন, এবং পালা করিয়া যাইতেছেন। আমার পালা আসিল। আমি তিন মাসের ছুটীর প্রার্থনা করিয়াছি। সঙ্গে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়াছি। ছুটী নিশ্চয় পাইব। অতএব স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি। তাঁহাদের কলিকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রাখিয়া আসিব। আমি ছুটীর অপেক্ষায় একা ফিরিয়া আসিব। রেলে এমনই ভিড় যে 'রিজার্ভ' গাড়ী পাওয়া যায় না। বড় চিন্তিত হইয়া 'রেলওয়ে' ষ্টেশনে সকালে গেলাম, দেখি যদি ষ্টেশন মাষ্টারকে ধরিয়া কোনও কিনারা করিতে পারি। অনেক সাধ্য সাধনায় তিনি একটা 'রিজার্ভ' দিতে সম্মত হইলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া রাত্রি বারটার সময়ে গাড়ী আসিল। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী পর্য্যন্ত প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঠাসা হইয়াছে। ষ্টেশন মাষ্টার একখানি কক্ষ বহু কষ্টে খালি করিয়া রিজার্ভ টিকিট লাগাইয়া দিলেন, এবং অবিলম্বে উঠিতে বলিলেন। জিনিস পত্র 'ব্রেকে' উঠাইয়া স্ত্রীকে তাঁহার মহামূল্য বাক্সসহ লইয়া আসিলাম,

এবং সমস্ত গাড়ীতে উঠাইয়া আমি মালের পাস আনিতে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি স্ত্রী চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিতেছেন। আমার দুই ভ্রাতা দুই অবতার বিশেষ। কনিষ্ঠের কাছে বাক্স রাখিয়া স্ত্রী গাড়ীতে উঠিয়া বিছানা করিয়া বাক্স চাহিলে ভ্রাতা পুঙ্গব বলিলেন তিনি বাক্স তুলিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী বাক্স না পাইয়া বুকে করাঘাত করিয়া কাঁদিতেছেন। আমি বজ্রাহত হইলাম। গাড়ী খুলিয়াছে, আর দাঁড়াইবার সময় নাই। লাফাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী জীমূত মন্দ্রে নৈশ নীরবতা ভিন্ন করিয়া ছুটিল। আর সেই মন্দ্রের উপর স্ত্রীর রোদনধ্বনি উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি হঠাৎ রেলিংএর ভিতর দিয়া পার্শ্বের কক্ষের দিকে দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ ত আমার বাক্স দেখা যাইতেছে।" দেখিলাম একটি হিন্দুস্থানী বাক্সটী বেঞ্চের নীচে তাহার পায়ের আড়ালে রাখিয়াছে। গাড়ী পরের ষ্টেশনে আসিলে আমি ছুটিয়া সেই কক্ষে গিয়া তাহার পা সরাইতে বলিলে সে মহা ক্ষেপিয়া বলিল—"কাহে" আমি সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া তাহাকে চোর বলিয়া পুলিস ডাকিতে লগিলে সে পা সরাইয়া লইল। আমি বাক্স লইয়া আসিলাম। পুলিস ছুটিয়া আসিল। দেখিলাম লোকটি নাই। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গাড়ী খুলিল। পরে যাহা শুনিলাম তাহাতে বোধ হইল যে বুদ্ধিমান ভ্রাতা বাক্সটি ভার বলিয়া পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া ষ্টেশনে যাত্রীদের তামাসা দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে সেই চোর সুযোগ দেখিয়া বাক্সটী তাহার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়াছিল। বড় দুঃখের উপার্জ্জন বলিয়া বোধ হয় বাক্সটী এরূপে পাওয়া গেল। আর কিছুক্ষণ স্ত্রী দেখিতে না পাইলে সেই চোর বাক্স লইয়া পরের ষ্টেশনেই সরিয়া পড়িত। শ্রীভগবান কি বিপদ হইতেই উদ্ধার করিলেন।

তাহার পর নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌছিয়া 'মহা-প্রদর্শনী' দেখিলাম।

তাহাতে ত আর কিছু বড় দেখিয়াছিলাম স্মরণ হয় না। তবে স্ত্রীলোকদের দর্শনের রাত্রিতে যে একটা দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। রমণীদের দর্শনের রাত্রি—কলিকাতা সহর—বলা বাহুল্য বঙ্গদেশের চাঁদের বাজার মিলিয়াছে। বাঙ্গালী রমণীদিগের পরিধানের ব্যবস্থায় কেহ কেহ বা মেঘমুক্ত চন্দ্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন, এবং ইউরোপীয় নর নারীর তীক্ষ্ণ শ্লেষের অস্ত্রে রাহুগ্রস্তা হইতেছেন। ইহার মধ্যে প্রকৃত দর্শনীয় যোগ্য হইয়াছেন বেঙ্গল আফিসের স্থূলোদর ও খর্ব্বাকৃতি এক বৃদ্ধ বড় বাবু ও তাঁহার তরুণী দ্বিতীয়া ভার্য্যা। তাঁহার বেশ ভুষার কথা না বলিলেও চলে। কিন্তু বৃদ্ধ পতি যেরূপ সাজিয়াছেন, এবং তাঁহাকে যুবকপ্রণয়ী প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি যেরূপ তাঁহার "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষমাকে" লইয়া ছুটাছুটি করিতেছেন, আমি ও আমার একজন বন্ধু এক নিভৃত কোণায় দাঁড়াইয়া কেবল তাহাই দেখিতেছিলাম। হাসিতে আমাদের দুই পার্শ্বের ব্যথা উপস্থিত হইয়াছিল। একবার আমার সঙ্গে তাঁহার চোকচোকি হইলে তিনি একটুক সরিয়া আসিয়া বলিলেন—"এ যে নবীন যে! অনেক দিন পরে দেখা হলো। স্ত্রীর জন্য না আসিয়া পারিলাম না।" আমি অভিবাদন করিয়া বলিলাম—"আমাদের বুড়া স্ত্রী, তাঁহারাই ছাড়িতেছেন না। আর ইনি ছেলে মানুষ। তাঁর আর কথাই কি?" বুড়া অপ্রতিভ হইয়া আর কিছু না বলিয়া 'বালা স্ত্রীর' পশ্চাতে ছুটিলেন। ফলতঃ সেবারকার 'একজিভিসনে' এমন দেখিবার জিনিস আর দুটী দেখি নাই।

স্মরণ হয় ঠিক এমন সময়ে রসিক-চূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সঙ্গে সেই কাঁটালপাড়ার সাক্ষাতের পর হইতে তাঁহার ও আমার মধ্যে ঠাকুরদাদা ও নাতি সম্পর্ক হইয়াছিল। তিনি আমাকে ও আমার বন্ধুকে দেখিয়া বলিলেন—"কি নাতি! তোমরা প্রথম

পক্ষীয়েরা বুঝি আমাদের দ্বিতীয় পক্ষীয়দের মজা দেখিতেছ?" আমি হাসিয়া বলিলাম—"আপনার দ্বিতীয় পক্ষ হইলেও শ্রীশ্রীত্রয়োদশী। তাঁহার আর মজা কি দেখিব? দেখিতেছি ত ঐ শ্রীপঞ্চমীর মজা।" আমি এই কথাটি বেঙ্গল আফিসের প্রবীন বৃদ্ধ নাগরকে দেখাইয়া বলিলাম। তিনি তখন তাঁহার শ্রীপঞ্চমীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ কারিতেছিলেন। বঙ্কিম বাবু সেই দিক চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"লোকটা বড় ঢলানই ঢলাচ্ছে।" হেম বাবু লিখিয়াছেন—

"হায় কি হলো! আধখানি মাঠ জুবার্ট, নেছে ঘেরে।
বিষয়টা কি বুঝতে নারি কাণ্ডখানা হেরে।"

তিনি যদি এই দৃশ্য দেখিতেন। তবে বিষয়টা কি নিশ্চয় বুঝিতেন।

"হায় কি হলো! বুড় বর কচি বউ নিয়ে,
কচ্চে কেমন নাগরালী চুলে কলপ দিয়ে।"

———o———

(৪)
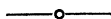
"জজ সাহেব নোট মাঙ্গতায়।"

স্ত্রীকে কলিকাতায় রাখিয়া আমি আবার ভাগলপুর ফিরিয়া আসিলাম। ট্রেজারির ডেপুটি 'একজিভিসন' দেখিতে গেলেন। দশ দিনের জন্য ট্রেজারির ভার আমার উপর পড়িল। আমি খাজাঞ্চিকে বলিলাম যে তাঁহারা ঠিক তিনটার সময়ে হিসাব একাউণ্টেণ্ট জেনেরেলের আদেশ মতে বন্ধ করিবেন। আমি চারিটার সময় ট্রেজারিতে টাকা তুলিয়া, ও 'কেস বহি' সহি করিয়া চলিয়া যাইব। তিনি বলিলেন তাহাও কি হয়। তাঁহারা রাত্রি নয় দশটার সময় পর্য্যন্ত কায করেন, কারণ ট্রেজারির ডেপুটি বাবু সাহেবদের নোট দেওয়ার জন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত

ট্রেজারি খোলা রাখেন,এবং যখন তাঁহাদের নোটের প্রয়োজন হয়, তখনই সকল কাষ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ নোট বাহির করিয়া দেন। আমি বলিলাম তিনটার পর আমি সাহেবদেরও নোট দিব না। তাঁহারা যেন ঠিক তিনটার সময়ে হিসাব বন্ধ করেন। তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তিনি বলিলেন তাহা করিতে পারিলে তিনি দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। পর দিন সাড়ে তিনটার সময় জজের আর্দালি আসিয়া বলিল—"হুজুর! জজ সাহেব নোট মাঙ্গতায়—তিন হাজার রোপেয়াকা।" হিন্দীতে আলাপ চলিল। বাঙ্গালায় লিখিতেছি। আমি বলিলাম—"আমি কি নোট লইয়া এজলাসে বসিয়া আছি।" সে বলিল—"আপনার হুকুম ছাড়া খাজাঞ্চি নোট দিতেছে না, কারণ হিসাব বন্ধ হইয়াছে।" আমি বলিলাম—"তবে আমি কেমন করিয়া হিসাব কাটিয়া নোট দিতে বলিব?" সে চলিয়া গেল। আবার মিনিট কয়েক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"হুজুর! জজ সাহেব সেলাম দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে তাঁহার নোটের বড় প্রয়োজন।" আমি বলিলাম—"আমি বড় দুঃখিত হইলাম। তবে জজ সাহেব যদি ট্রেজারির হিসাব কাটিয়া চারিটার সময়ে তাঁহাকে নোট দেওয়ার জন্য আমার কাছে লিখিত আদেশ পাঠান, তবে আমি দিতে পারি।" সে সেবার যে চলিয়া গেল, আর আসিল না। এ দিকে ট্রেজারি আফিসে মহা আন্দোলন উঠিয়াছে। আমি যদিও বলিয়াছিলাম, তাহারা বিশ্বাস করে নাই যে সাহেবেরা নোট চাহিলে আমি তিনটার পর দিব না। খাজাঞ্চি বলিলেন যে নিশ্চয় কালেক্টারের কাছে নালিশ আসিবে। ভয়ে তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়াছে। আমি বলিলাম কালেক্টর জিজ্ঞাসা করিলে, আপনি বলিবেন আমি তিনটার পর হিসাব বন্ধ করিতে আদেশ দিয়াছি, এবং তাহার পর নোট দিতে নিষেধ করিয়াছি। তথাপি দেখিলাম

যে তাঁহার ভয় ঘুচিল না। যাহা হউক দশ দিন চলিয়া গেল। নালিশ আর আসিল না। আসিবার জোও ছিল না। কারণ একাউণ্টেণ্ট জেনেরেল ইংরাজ রাজ্যের চিত্রগুপ্ত। পর দিন যথাসময়ে আর্দালি মহাশয় আসিয়া নোট লইয়া গেলেন। ট্রেজারি আফিসার ফিরিয়া আসিয়া আমাকে অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"আপনি নাকি চারিটার সময়ে টাকা তুলিয়া ও কেশ বহি সহি করিয়া চলিয়া যাইতেন ?" খাজাঞ্চি বলিলেন—"তিনি পারিয়াছেন, আপনি পারিবেন না।" প্রঃ। "কেন ?" তখন খাজাঞ্চি সেই জজ সাহেবের নোটের উপাখ্যান বলিলেন। ডেপুটি বাবু দুই নেত্র বিস্তৃত করিয়া বলিলেন—"সে কি! আপনি সত্য সত্যই জজ সাহেবকে নোট দেন নাই ?" তিনি আমাকে যেন অপূর্ব্ব জীব মনে করিয়া বিস্মিত মুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি হাসিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন,—"আপনার কি সাহস ! জজ সাহেব আপিলের কর্ত্তা। এক লাইন কালেক্টর কমিশনারকে লিখিলেই সর্ব্বনাশ। 'প্রমোশনের' দফা রফা। না মহাশয় ! আমি তাহা পারিব না। আপনার এত বড় নাম, তাই আপনাকে কিছু বলে নাই। আমার সর্ব্বনাশ করিবে।" আমি ট্রেজারি হইতে বাহির হইয়া আসিতে খাজাঞ্চি বলিলেন—"দেখিলেন মহাশয় ! আজ হইতে আবার আমাদের দশটা রাত্রি। এই কয় দিন কি সুখেই আমরা কায করিয়াছি। সমস্ত আফিসে আপনার জয় জয়কার পড়িয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হউন। যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমন দেখিলাম।" আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ইহার কয়েক দিন পরে আমার তিন মাসের ছুটী মঞ্জুর হইলে ভাগলপুর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। সকলেই ভাগলপুর ফিরিয়া যাইতে জিদ করিতেছিলেন। সূর্য্যনারায়ণ বাবু ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে

থাকিতে জিদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে একটী নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল। উহা আমার পছন্দ হওয়াতে তাহার মালিককে ডাকিয়া আনিয়া আমার সাক্ষাতে তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন যে আমি ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত সে বাড়ী অন্য কাহাকেও ভাড়া দিতে পারিবে না। চারিটি মাস মাত্র ভাগলপুরে বড় সুখে কাটাইয়া কলিকাতায় আসিলাম। আমার কুকুরগুলিন পর্য্যন্ত ভাগলপুরে ফিরিয়া যাইব বলিয়া এক বন্ধুর কাছে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। কলিকাতার সেক্রেটারী পিকক সাহেবও বলিলেন যে ছুটির পরে আমি ভাগলপুর ফিরিয়া যাইব, বদলি করিবেন না। তখন আনন্দে বাড়ী চলিয়া গেলাম।

—o—

স্বদেশ।

(১)
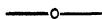
শিব স্থাপন।

ভাগলপুর হইতে বাড়ী আসিলাম। চারি বৎসর পর জন্মভূমির শোভা সমুদ্র বক্ষ হইতে সন্দর্শন করিয়া প্রাণে কত স্মৃতি, কত সুখ, কত শোক জাগিয়া উঠিল। বহু আত্মীয় ষ্টীমার হইতে লইতে আসিয়াছিলেন। দুই এক দিন চট্টগ্রাম সহরে থাকিয়া নয়াপাড়ায় আমার পল্লীগ্রামের বাড়ীতে গেলাম, এবং তিন মাস বিদায়কাল সেখানে গ্রাম্য শান্তির ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া কাটাইলাম, আমার কোনও আত্মীয় বলিলেন যে আমার স্বাস্থ্যের সঙ্গে চরিত্রেরও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বেহারের উৎকৃষ্ট জলবায়ুতে স্বাস্থ্য ভাল হইবারই কথা। কিন্তু তিনি বলিলেন আমার হৃদয়ও পূর্ব্বপেক্ষা অধিক উদার, প্রেম-প্রবণ ও ধর্ম্ম-প্রবণ হইয়াছে। আমি তাঁহাদের সকলকে বেশ ভাল বাসিতেছি। ইহার একমাত্র কারণ হইতে পারে যে আমি তখন শ্রীভগবানের ধ্যানে বিহ্বল। 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' বেহারে সূচিত হয় এবং রৈবতক সেখানে লিখিতে আরম্ভ করি। এই অবকাশ সময়েও বাড়ীতে লিখিতেছিলাম। হৃদয় সত্য সত্যই কি এক অজ্ঞাত প্রেমে আদ্র, কি এক অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত, এবং কি এক অজ্ঞাত আনন্দে পূর্ণিত ছিল। অপরাহ্ণে এক দিন পিতৃব্য ভ্রাতাদের এবং একজন পিতৃব্যকে,—ইনি সম্পর্কে আমার পিতৃব্য, ব্যবহারে আমার বন্ধু,—লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মগধেশ্বরী নদী তীরস্থ আমাদের বংশীয় শ্মশানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুরোধে বংশধরগণ দুই হাত মাত্র স্থান রাখিয়া অবশিষ্ট শ্মশান স্থানটি পর্য্যন্ত

চাষ করিয়াছেন। বংশও প্রাচীন হইলে বৃক্ষের ন্যায় তাহার ফলের এরূপ অধঃপতন ঘটে। এই হৃদয়-শূন্যতায় প্রাণে বড় আঘাত পাইলাম। আমি বাড়ী গেলেই পিতৃশ্মশানে গিয়া সময়ে সময়ে অশ্রু বর্ষণ করিতাম। তাহাতে প্রাণে বড় শান্তি, বড় শক্তি পাইতাম। বড় ব্যথিত হৃদয়ে আমি বংশীয়গণকে তিরস্কার করিলাম। সকলে সেখানে বসিয়া স্থির করিলাম যে স্থানটি ভবিষ্যতে পবিত্র রাখিবার জন্য তাহার মধ্যস্থলে একটি শিবালয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে একটি শিবমূর্ত্তি স্থাপিত করিব; এবং তাহার চারি দিকে পুষ্পোদ্যান রোপিত করিব। দেবালয় ও স্থান বংশের এই শাখার সাধারণ সম্পত্তি হইবে, এবং সকলে পূজার ও সংরক্ষণের ব্যয়ভার বহণ করিব। সেখানে বসিয়াই সমস্ত কার্য্যের ব্যয়ের হিসাব করিলাম, এবং এক পিতৃব্য ভ্রাতা সমস্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেই রাত্রিতে সমস্ত সঙ্কল্প জ্ঞাতিত্ব-বিদ্বেষে উড়িয়া গেল। সর্ব্ব প্রাচীন পিতৃব্য মহাশয়ের অমত হইল। তাঁহার পুত্র পর দিন আসিয়া বলিলেন যে পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন এ কর্ম্ম করেন নাই, তাহার পিতা করিতে অসম্মত। বিশেষতঃ একটা শিবালয় করিলে শ্মশানের স্থান সংকীর্ণ হইয়া পড়িবে। হা ঈশ্বর! শ্মশানের জন্য সাড়ে তিন হাত মাত্র ভূমির প্রয়োজন। একটা দীর্ঘ নদী তীরেও কি তাহার অভাব হইবে? মোট কথা আমি বুঝিলাম যে এরূপ একটা কার্য্য আমার প্রস্তাব মতে হইবে, ইহাই তাঁহার মনো-বাদের কারণ হইয়াছে। যাহা হউক তাঁহার অমত হওয়াতে তাঁহার অংশীদার অন্য পিতৃব্য ও পিতৃব্যপুত্রদেরও অনিচ্ছায় পশ্চাৎপদ হইতে হইল। কেহ কেহ গোপনে কার্য্যটী একা করিতে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। আমিও বলিলাম যে যখন প্রস্তাবটি মুখের বাহির হইয়াছে এবং অনেক লোক শুনিয়াছে আমি

উহা কার্য্যে পরিণত করিবই। বিশেষতঃ শ্মশানের দুরবস্থা আমার প্রাণে বড় ব্যথা দিয়াছিল। দুই চারি দিনের মধ্যে একখানি গৃহ আমার পিতার শ্মশানে নির্ম্মাণ করিয়া অশোক অষ্টমীর দিবস শিব স্থাপনের সঙ্কল্প করিলাম। শিবলিঙ্গ আমার কাছে বড়ই ঘৃণিত বোধ হয়। আমি সেজন্য মূর্ত্তি স্থাপন স্থির করিলাম। কিন্তু মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে গিয়া শিবের ধ্যান লইয়া বিপদে পড়িলাম। "পরশু মৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং"—মৃগটি কি? দেশের পঞ্চাননের দল কোন অর্থই করিতে পারিলেন না। কেহ বলিলেন 'মৃগ' অর্থে হরিণ, কেহ বলিলেন 'নরকপাল'।—ঈশ্বর গুপ্ত একবার লিখিয়াছিলেন,—

"তথাপিও পঞ্চানন পশু ভিন্ন নহে।"

বুঝিলাম সে কথা ঠিক। দেশের পঞ্চাননগণ মরা গরুর ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। একজন অর্দ্ধপণ্ডিত আমার পিতার বড় প্রিয় ছিলেন। তিনিও পিতার মত তান্ত্রিক। অবশেষে প্রচলিত ধ্যান ছাড়িয়া দিয়া, তিনি তন্ত্র হইতে আমার অভিপ্রায়মতে একটি দ্বিভুজ মূর্ত্তির ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া দিলেন। দ্বিভুজ মূর্ত্তি দেখিলে আমার ধ্যানস্থ পিতৃদেবকে মনে পড়িবে এজন্য আমি এরূপ ধ্যান চাহিয়াছিলাম। ধ্যানটি বড় সুন্দর, বড় ভাবপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। গৃহ ও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। পিতৃদেব পূজায় বসিয়া যেরূপ আনন্দপূর্ণ মুখে ধ্যানস্থ থাকিতেন, মূর্ত্তিটি সেইরূপই নির্ম্মাণ করিলাম। আমার কনিষ্ঠ পিতৃব্যভ্রাতা প্রসন্ন আমায় এ সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। সব প্রস্তুত হইল। শ্মশান-সংলগ্ন একখণ্ড ভূমি শিবালয়ের উদ্যান ও প্রাঙ্গণের জন্য বংশীয়দের অজ্ঞাতে ক্রয় করিয়া লইলাম। তাঁহাদের জ্ঞাতসারে পারিতাম না। উৎসবের পূর্ব্ব দিন দেখিলাম যে আমার শিবালয়ের নদীতীরবাহী পথের উপর আমার উক্ত প্রাচীন পিতৃব্যের লোকেরা

এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পথটি বন্ধ করিতেছে। শুনিলাম যে তাহাতে ওলাদেবী—চট্টগ্রামে তাঁহাকে জ্বালাকুমারী বলে—স্থাপিত হইবেন। বড় দুঃখিত হইয়া তাঁহার পুত্রকে অনুযোগ দিলে তিনি বলিলেন যে তাঁহার যে এক উন্মাদ পিতৃব্য আছেন, উহা তাঁহারই কার্য্য, তাঁহার পিতার কার্য্য নহে। যাহা হউক এ সময়ে একটা গোলযোগ করিলে আমার উৎসবটি নষ্ট হইবে, এবং উহাই এ ওলাদেবী স্থাপনের উদ্দেশ্য, অতএব আমি আর কথাটি না কহিয়া অশোক অষ্টমীর দিবস ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া উৎসব নির্ব্বাহ করিলাম। গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিবার জন্য পিতামাতার অস্থি আমার কাছে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিল। আমি তাহার একাংশ বড় যত্নে রাখিয়াছিলাম। আজ তাহা একটি রজত কৌটায় শিবের বেদি মধ্যে প্রস্তর পাত্রে রাখিতে আকুল প্রাণে কাঁদিলাম। পিতামাতার শোক যেন নূতন হইয়া উঠিল। সমস্ত গৃহ রোদন ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ভাদ্র মাসে পিতা স্বর্গারোহণ করেন। আজ ১৮৮৩ ইংরাজির বৈশাখ মাস। ষোল বৎসর পূর্ব্বে একদিন গঙ্গার বক্ষে যেরূপ অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলাম, আজ সমস্ত দিন পিতৃশ্মশানে আত্মহারা ভাবে পূজা দেখিতে দেখিতে মগধেশ্বরীর স্রোতের সহিত অশ্রুস্রোত সেরূপে মিশাইয়া প্রাণে বড় শান্তি পাইলাম। শিবমূর্ত্তিতে পিতৃদেবকেই আমি দেখিতেছিলাম, আর বালকের মত কাঁদিতেছিলাম। প্রতিমা উপাসকদের এ আন্তরিকতা ও সার্থকতা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কেমন করিয়া বুঝিবে? প্রসন্ন বড় সুন্দর যুবা, অনুমান বিশ বৎসর বয়স। শান্ত, শিষ্ট ও অমায়িক। সে নিজে বড় সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিত। তাহার অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া আমি এই শিব স্থাপন উপলক্ষে সে দিন প্রাতে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম, এবং তাহাতে এ

প্রতিমূর্ত্তির ও ধ্যানের ব্যাখ্যা ছিল। প্রসন্ন আমার পার্শ্বে বসিয়া সে কবিতা পড়িতেছিল, ও নিজেও অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। সেও আমার মত পিতৃহীন। আজ সেই প্রসন্নও স্বর্গে। কবিতাটি স্মরণ হয়, "নবজীবন" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং উহার পর আমার "অবকাশরঞ্জিনীর" দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

দিবসে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ ছিল। আমার নিজ গ্রামে আমার বিপুল পুরোহিত বংশ ছাড়া বহু ব্রাহ্মণের বাস। প্রাঙ্গণে পাঁচ ছয় শত ব্রাহ্মণ আহার করিতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কত জন লেখা পড়া জানেন জিজ্ঞাসা করিলে, আমার পুরোহিত মাথা গণিয়া বলিলেন বিশ জন! ব্রাহ্মণের এতাদৃশ অধঃপতন না ঘটিলে হিন্দুদের এ অবস্থা ঘটিবে কেন? রাত্রিতে এই শাখা ভিন্ন আমার সমস্ত বংশীয়দের ও আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিলেন তাঁহাদিগকে নূতন ধরণে ইংরাজী ও মোগলাই রান্না খাওয়াইতে হইবে। চামচ কাঁটা ভিন্ন ইংরাজী রান্না খাওয়া অসাধ্য। তাঁহারা এ আপত্তি শুনিলেন না। স্ত্রী রন্ধন বিদ্যায় 'প্রেমচাঁদ'—সিদ্ধহস্তা, এবং দেশ-বিদেশ-খ্যাত। আমি অনেক ইংরাজী রন্ধনের বহি অনুবাদ করিয়া হিন্দুস্থানী, মোগল ও মুসলমান পাচক রাখিয়া তাঁহাকে সকল প্রকার রন্ধন শিক্ষা দিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন আমি যেখানে নূতন যাহা খাইতাম, তাহার উপকরণ ও রন্ধন প্রণালী লক্ষ্য করিয়া আসিতাম। পরে যুগল মস্তক একত্র করিয়া তাহার সংস্করণের পর সংস্করণের চেষ্টা করিয়া শেষে কৃতকার্য্য হইতাম। এক স্থানে খরসুল মৎস্য সিদ্ধ খাইয়া মুগ্ধ হইয়া আসি। পাচিকা রন্ধন প্রণালী ফরাসি বলিলেন, এবং কিছুতেই তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু আমরা উক্তরূপে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইলাম। "ঘটিরাম ডেপুটি" বেহারে পৌঁছিয়া বলিলেন

—"লাল বাদাম" রুটি খাইব, তাহা বেহারের একজন মাত্র লোক প্রস্তুত করিতে জানে। তাহাকে আনিয়া প্রস্তুত করাইলাম। সে বাদামের রুটি অপূর্ব্ব খাদ্য। তাহার প্রস্তুত-প্রণালী শিখাইতে লোকটিকে টাকা, পরে চাকরি পর্য্যন্ত দিতে চাহিলাম। সে সম্মত হইল না। বলিল উহা তাহার ওস্তাদের নিষেধ। যাহা হউক কয়েকবার চেষ্টা করিয়া শেষে আমরা এই রুটি প্রস্তুত করিয়া তাহাকে দেখাইলাম। সে বলিল—"তাজ্জব!" এরূপে স্ত্রী রন্ধন "ডিপার্টমেণ্টে" স্বনাম ধন্যা। এজন্য স্বদেশ বিদেশে আত্মীয় বন্ধুগণ আমার নিমন্ত্রণ পাইলে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিতেন। আমার সেই প্রাচীন অন্ধ পিতৃব্য মহাশয় পর্য্যন্ত আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে আসিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার জন্য আহার্য্য পাঠাইয়া দিতে স্ত্রীর কাছে আবদার করিয়া বলিয়া পাঠাইতেন; এবং তদপেক্ষায় উপবাসী থাকিতেন। তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় তিনি স্ত্রীর হাতের প্রস্তুত আচার চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আচারও স্ত্রী বহু 'এঙ্গলো ভার্নিকিউলার' রকম প্রস্তুত করিতে পারেন। অতএব আত্মীয়দের আবদার শুনিয়া তিনি কোমর বাঁধিয়া, এবং মাথার সম্মুখে চুলের কৃষ্ণ-চূড়া বাঁধিয়া রন্ধনশালায় উপস্থিত হইলেন, এবং হিন্দুস্থানী, মোগলাই এবং খৃষ্টীয় মতে রন্ধনের একটা "নববিধান" রচনা করিলেন। চামচ কাঁটা ছাড়া যে সকল 'ডিস্' চলে, তাহাই প্রস্তুত করা হইয়াছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম 'ভিনিগার' ও 'সসের' গন্ধে নিমন্ত্রিতদের অন্ন-প্রাশনের হিন্দুয়ানি পর্য্যন্ত বহির্গত হইয়া পড়িবে, এবং অনেক বিশুদ্ধ "শশধরী হিন্দু" পৃষ্ঠভঙ্গ দিবেন। রুটির স্থলে "সাইড ডিসের" সঙ্গে লুচি দিয়াছিলাম। নিজে দাঁড়াইয়া কিরূপে খাইতে হইবে দেখাইয়া দিতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ খাইতে লাগিলেন ও রন্ধনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন,আমার ভয় হইল যে শেষে রন্ধনের হাঁড়ি শুদ্ধ

পাতে দিতে না হয়। স্ত্রীর আনন্দের সীমা নাই। একবার একজন বেরিষ্টার বন্ধু 'ডাকবাঙ্গালায়' রামপাখীর পাদপদ্ম চর্ব্বণ করিয়া অস্থির হইয়া স্ত্রীর কাছে দেশীয় নিমন্ত্রণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে দিন স্ত্রী প্রভাত হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত রন্ধন করেন। বন্ধুবর ও অন্য নিমন্ত্রিতগণ নয়টা হইতে বারটা পর্য্যন্ত আহার করেন। বেরিষ্টার বন্ধু রাশীকৃত শাক তরকারী বোঝাই করিতেছেন দেখিয়া আমি নিষেধ করি। তিনি বলি-লেন যে তিনি কি অমৃত খাইতেছেন তিনিই জানেন। শেষে যখন মৎস্য মাংসের ভাল ভাল জিনিস ও নানাবিধ পোলাও ও পিষ্টক আসিতে লাগিল তিনি হাহাকার করিতে লাগিলেন। যাহা হউক খাইতে ছাড়িলেন না। তাঁহার চলিবার শক্তি নাই বলিয়া ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠিয়া স্ত্রীকে অজস্র ধন্যবাদ ও লম্বা চৌড়া সার্টিফিকেট দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখি যে স্ত্রী এক স্থানে বসিয়া যেন নিদ্রা যাইতেছেন। ডাকিলাম, উত্তর নাই ;—তিনি সমস্ত দিনের পরি-শ্রমে মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। আর একজন খুব উচ্চ সাহেবী ধরণের বেরি-ষ্টার-বন্ধু কলিকাতায় যাইয়া গল্প করিয়াছিলেন যে এমন 'ডিনার' তিনি কখনও খান নাই। দেশে পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ বলিতে দশ রকমের ভাজা, পাঁচ রকমের ডাল ও মৎস্য এবং মাংসের লঙ্কারঞ্জিত ঝাল বুঝাইত। আমি প্রথম ডেপুটি কালেক্টর হইয়া দেশে গেলে স্ত্রীর দ্বারা কোর্ম্মা কালিয়া ও পোলাও প্রচলিত হয়। এ নিমন্ত্রণে চপ্ কাট্‌লেটের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। দুই এক স্থানে তাহার অপূর্ব্ব প্রহসনও পাইতে লাগিলাম। এ কারণে দেশে আমার এরূপ ভোজন বিলাস খ্যাতি যে আমাকে কেহ সহজে নিমন্ত্রণ করিতে চাহে না। কলিকাতায় দাদার বাসায় গেলে তিনি কি খাইতে দিবেন ভাবিয়া অস্থির হইতেন। আমি যেন কি আকাশের কুসুম খাইয়া থাকি। যাহা হউক আত্মীয়েরা আহারের বড়ই প্রশংসা করিলেন।

এরূপে বড় আনন্দে এই উৎসব সমাপিত হইল। কিন্তু তাহাতে একজনের হিংসানল জ্বলিয়া উঠিল,—এরূপ বিদ্বেষ চট্টগ্রামের বিশেষ লক্ষণ। সে সময়ে চট্টগ্রামে একজন বক-ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি তান্ত্রিক এবং চট্টগ্রামের দেওয়ানি বিভাগে তাঁহার একাধিপত্য। তাঁহার উগ্র তান্ত্রিকতার একটি গল্প পূর্ব্বে দিয়াছি, এবং আর দুই একটা যাহা আমি জানি তাহা অকথ্য। তাঁহার তান্ত্রিকতায় আমি বিশ্বাসহীন বলিয়া এবং অন্য কারণেও তিনি আমাকে বিষচক্ষে দেখিতেন। তিনি আমার প্রতি এক ভিন্দিপাল নিক্ষেপ করিলেন। একজন বন্ধুর দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে আমি কোন্ শাস্ত্রানুসারে শিব মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছি, এবং তাহাও চৈত্র মাসে করিয়াছি। আমি উত্তরে বলিয়া পাঠাইলাম যে তাঁহার পিতা মাতার শ্মশানে যদি তিনি সংযুক্ত লিঙ্গ ও যোনি মূর্ত্তি স্থাপন করেন, উহা তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্মই হইবে। আমার তাহাতে আপত্তি নাই। আর চৈত্র মাসটা ত আমি সৃষ্টি করি নাই। মাস কাল যাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার পূজার জন্য সকল সময়ই শ্রেষ্ঠ। পিতামাতার শ্মশানে শিব-স্থাপনের জন্য "অশোক অষ্টমীর" মত এমন উপযোগী সময় আর কি হইতে পারে? শুনিলাম এ উত্তর শুনিয়া তিনি আর বাক্যব্যয় করেন নাই। আর বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল সেই আপত্তিকারী পিতৃব্য মহাশয়ের। শিব স্থাপিত হওয়াতে নয় পুরুষের পৈতৃক নদীতীরস্থ শ্মশান তাঁহার চক্ষে অপবিত্র হইয়া পড়ে। তিনি সে অবধি উহা পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের মল মূত্রে পবিত্রিত তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের দীর্ঘিকার এক কোণায় তাঁহার পরিবারস্থের শ্মশান স্থির করেন। তাঁহার বংশধর গ্রামের লোককে পূতিগন্ধে উৎপীড়িত করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানে দাহন করিয়াছিল, এবং তাঁহার পরিবারস্থগণকে সেই পবিত্র স্থান প্রাপ্ত করিতেছেন। সেই ওলাদেবীর গৃহ বলা বাহুল্য অল্প

দিন পরেই তিরোহিত হয়। কিন্তু তাঁহার সৎ কীর্ত্তি স্বরূপ দীঘির পারস্থ শ্মশান এখনও রহিয়াছে। দণ্ডবিধির সাহায্যে তাহা রহিত না হইলে তাঁহার বংশধরেরা এমন কীর্ত্তি ছাড়িবেন না। হা ভগবান্! মানুষের এমন প্রবৃত্তি কেন হয়?

---
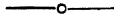
(২)

আবার লাট টম্প্সন্ (Tompson)।

এ সময়ে লাট টম্সন্ চট্টগ্রামে পরিদর্শনে অর্থাৎ কদলি বৃক্ষের বংশ ধ্বংস এবং বাজার শালুশূন্য করিতে আসেন। লাট প্রভুদের দর্শনে কার্য্যের মধ্যে যাহা হয় কদলিবৃক্ষ রোপণ, নানাবিধ পতাকার লীলা-দর্শন ও বোমের শব্দে ভূকম্পন। ইহাতে প্রত্যেক বৎসর যত টাকা অনলে ও জলে যায়, তাহার দ্বারা কত শত কার্য্য সাধিত হইতে পারে। প্রভুদের যে কদলির ও শালুর পিপাসা পাঁচ বৎসরেও পরিতৃপ্ত হয় না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। আর যিনি কিছু বাস্তবিকই পরিদর্শন করিতে যান, তিনিই রাজপদ হইতে একজন ইন্স্পেক্টারের পদে অবনত হন। এবং সাধারণের চক্ষে সম্মানচ্যুত হন। লাট ইলিয়টের এ অবস্থা ঘটিয়াছিল। তিনি একদিন একা চট্টগ্রামের সহরের লোকের পায়খানা পরিদর্শন করিতে যান এবং একটি মুসলমানের বাড়ীতে গিয়া প্রবেশ করেন। সে মনে করিল জাহাজের "জেক" (গোরা) কেহ তাহার বাড়ীতে "বিবি" খুঁজিতে ঢুকিয়াছে। সে প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া লাটমস্তকে তুলিয়াছে, এমন সময়ে বিভাগীয় কমিশনার আসিয়া উপস্থিত। তিনি আর এক মুহূর্ত্ত পরে আসিলেই বাঙ্গালার লাটসিংহাসন খালি হইয়া পড়িত। মোট কথা ইংরাজ রাজ্যে আর কিছুর অভাব থাকুক বা না

থাকুক, পরিদর্শকের অভাব নাই। জমাদার সাহেব হইতে গবর্ণর জেনেরেল পরিদর্শক। পুলিস থানায় যে কয়েক খানি থাকঁয়া বাঁধা বালি কাগজের বহি পাঁচ টাকা বেতনের লেখক কনেষ্টবলের গবেষণায় ও কৃতিত্বে পূর্ণিত হয়, ইংরাজ রাজ্যে উহারা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। এত পরিদর্শন আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। প্রত্যহ সব ইন্‌স্পেক্টার, মাসে মাসে ইন্‌স্পেক্টার, প্রত্যেক তিন মাসে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বৎসরে দুইবার এবং সব-ডিভিসনাল অফিসার ততোধিক বার তাহাদের পরিদর্শন ত করিবেই, তাহার উপর কমিশনার, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার জেনেরেল, ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেলেরও শুভ দৃষ্টি তাহাতে পতিত হয়। এমন হাস্যকর ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে কি? গবর্ণমেণ্ট যে তাহা বুঝেন না এমন নহে। কিন্তু বিহিত করেন না।

যাহা হউক লাট টমসন পরিদর্শনে আসিতেছেন। সে সময়ে চট্টগ্রামের নয়াবাদ জরিপ লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। চট্টগ্রামের 'নয়াবাদে' ইংরাজের একটা ঘোরতর অপবাদ। অন্য জেলার মত চট্ট-গ্রামেও গবর্ণমেণ্ট জমীদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তি দিয়াছিলেন, এবং তাহাও এক জরিপের পর। অন্য জেলায় তাহা হয় নাই। সেই সময়ে যে সকল জমী কোনও জমীদারের অন্তর্গত নহে, তাহা তাঁহাদের 'চট্টগ্রাম কাউন্সিলের' তদানীন্তন কলিকাতার ভূকৈলাসবাসী দেওয়ানকে অস্থায়ী রূপে বন্দোবস্তি দিয়াছিলেন। ইনি এ ছুতো ধরিয়া চট্টগ্রামের সমস্ত বন্দোবস্তিশূন্য জমী দখল করিয়া ফেলেন। কিছুকাল পরে গবর্ণমেণ্ট বলেন যে তাঁহার পাট্টায় যে পরিমাণ জমীর সংখ্যা আছে সে পরিমাণ জমী তিনি পাইবেন। হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা হইয়া তাহাই স্থির হয় এবং দেওয়ান মহাশয়ের পাট্টার লিখিত পরিমাণ জমী তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য সমস্ত চট্টগ্রামে দ্বিতীয়বার বহুবর্ষব্যাপী জরিপ

হয়। হার্ভি (Harvey) নামক এক কালেক্টর বত্রিশ জন ডেপুটি কালেক্টর লইয়া এই কার্য্য করেন। তিনি জমীদারীর অন্তর্গত অঙ্গুলি পরিমাণ জমীও অন্যায় জরিপের দ্বারা বেশী পাইলে উহা 'অতিরিক্ত' বলিয়া কাটিয়া লইয়া উহা গবর্ণমেণ্টের এক "নয়াবাদ তালুক" সাব্যস্ত করেন। এ প্রকারে চট্টগ্রামে প্রায় ত্রিশ হাজার 'নয়াবাদ তালুক' সৃষ্টি হয়। লোক অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হয়, এবং তাঁহাকে প্রহার করে। তাহার পর সার হেনেরি রিকেট কলিকাতা বোর্ড হইতে আসিয়া প্রজাদের সঙ্গে এক প্রকার আপোষ করিয়া কিছু জমী ফিরাইয়া দেন, এবং কতকগুলি তালুকের পঞ্চাশ বৎসরের, আর যে গুলিতে পতিত জমী বেশী পরিমাণ ছিল, তাহাদের ত্রিশ বৎসরের বন্দোবস্তি করেন। এখন এই শেষোক্ত তালুকগুলির মেয়াদ শেষ হইয়া আসিতেছে, এবং গবর্ণমেণ্ট আবার তাহার জরিপ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী জরিপেও রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ হয় নাই। হইবে না বলিয়া এ জরিপের প্রতিবাদ করাতে আমি চট্টগ্রাম হইতে ঘোরতর বিপদস্থ হইয়া ও রাজবিদ্রোহিতা অভিযোগে দণ্ডিত হইয়া পুরী বদলি হই। কমিশনার এ জরিপের সাত বৎসর যাবৎ সেই লাউইস্ সাহেবই আছেন। তিনি এখন রিপোর্ট করিয়াছেন যে সমস্ত জেলা আবার চতুর্থবার জরিপ না হইলে রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে না। তিনি লেখেন যে সার হেনরি রিকেটের রিপোর্ট পড়িয়া তিনি ভ্রান্ত হইয়া পূর্ব্ব জরিপের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তখন দেশপ্রিয় খ্যাতনামা মিঃ কটন! (Now Sir H. Cotton) বোর্ডের সেক্রেটারী। তাঁহার সঙ্গে পত্র-যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মিঃ লাউইস তাঁহার নিজের ভ্রম স্বীকার করিয়া উপস্থিত জরিপ রহিত করিতে কিম্বা সমস্ত জেলা জরিপ করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন। রহিত করিলে গবর্ণমেণ্টের প্রায় দুই তিন লক্ষ টাকা, যাহা এই জরিপে খরচ হইয়া

গিয়াছে, জলে যায়। এ সমস্যার সিদ্ধান্তের জন্য লাট টম্‌সন্ চট্টগ্রাম আসিয়াছেন।

চট্টগ্রামবাসীরা এ সম্বন্ধে এক অভিনন্দন দিয়াছেন। উহা আমার দ্বারা পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়াছিল। অতএব দেশাগ্রণীরা আমাকে তলব দিলেন, এবং আমাকে বাধ্য করিয়া তাঁহাদের দলে লাট সমক্ষে লইয়া গেলেন। লাট অভিনন্দন পাইয়া এক Conference (সভা) আহ্বান করিয়াছেন।

আমি দাসত্বজীবী, সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া পশ্চাতে গিয়া বসিলাম। লাটের সঙ্গে আলাপ চলিল। তিনি যাহা প্রশ্ন করিতেছেন, তাহার উত্তর আমাকে দিতে হইতেছে। কমিশনারকে কোনও প্রশ্ন করিলে উত্তরের জন্য তিনিও আমার দিকে চাহিতেছেন, যেন এখনও আমি তাঁহার পার্শনেল এসিস্‌টেণ্ট। লাট টম্‌সন্ আমার সঙ্গে তর্ক করিতেছেন, ও আমাকে ঠাহরাইয়া দেখিতেছেন। সভা ভঙ্গ হইলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অগ্রবর্ত্তীরা অগ্রে তাঁহাকে সেলাম নামক উপাদেয় অঙ্গ ভঙ্গিটি উপহার দিয়া চলিয়া গেলেন। আমিও মহাজনদের 'পন্থা' অনুসরণ করিয়া যাইবার সময়ে লাট আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আমি কি আপনাকে আর কোথায়ও দেখিয়াছি?"

উ। Yes, Your Honor (এখন ইহার বাঙ্গালা কি করি। হাঁ 'আপনার সম্মান'—লিখিলেত মাথামুণ্ড কেহ কিছু বুঝিবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের এখন যে শ্রীপাঠের দলকর্ত্তা, তাহাদের মহারাজার সম্বন্ধে কোনও কথা বাঙ্গালায় বলিতে—আর বাঙ্গালায়ই আগরতলার রাজভাষা—তাঁহারা বলেন—"হিজ হাইনেচ (His Highness) এরূপ আদেশ দিয়াছেন।" কাযেই আমিও এই মহাপুরুষদের অনুসরণ করিয়া আমার উত্তরের বাঙ্গালা অনুবাদ দিলাম—'হাঁ! ইওর অনার!' ধন্য পার্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য!)।

প্র। কোথায়?

উ। বেহারে, ইওর অনার!

প্র। বেহারে আপনি কি জন্য গিয়াছিলেন?

উ। আমি বেহারের সব-ডিভিসনাল অফিসার ছিলাম, এবং বেহার-বক্তিয়ারপুর রেলের প্রস্তাব লইয়া একটা জমীদারের দল সহ এক আবেদন আপনার কাছে বাঁকিপুরে উপস্থিত করিয়াছিলাম।

প্র। হাঁ, আমার এখন স্মরণ হইল। আপনি এখানে কি জন্য আসিয়াছেন? (ঈষৎ হাসিয়া) ভরসা করি জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য নহে।

উ। চট্টগ্রামে আমার বাড়ী। আমি তিন মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছি।

প্র। চট্টগ্রামে আপনার বাড়ী!—(তিনি বিস্মিত বিস্তৃত নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন) আমি মনে করিয়াছিলাম আপনি কলিকাতা অঞ্চলের লোক। আপনি ছুটী হইতে কোথায় ফিরিয়া যাইবেন?

উ। এ প্রশ্নের উত্তর 'ইওর অনারই' দিতে পারেন। আমার ইচ্ছা মতে আমার কোথায়ও যাইবার সাধ্য নাই।

প্র। আপনি কোথায় যাইতে ভালবাসেন—বাঙ্গালায়, না বেহারে?

উ। ইওর অনার! সে প্রশ্ন না করিলেও পারেন?

প্র। কেন?

উ। বেহার ও বাঙ্গলার মধ্যে তুলনা হইতেই পারে না।

প্র। তবে কি আপনি বেহার যাইতে চাহেন?

উ। আমি বেহারে তিন বৎসর ছিলাম। আমার কাল পূর্ণ হই-

য়াছে। আর কি আপনি—(আগরতলার শ্রীপাঠ বিক্রমপুরী বাঙ্গালা ধলেশ্বরী প্রাপ্ত হউন—আর 'ইওর অনার' লিখিতে পারিতেছি না)—বেহার যাইতে দিবেন? আমি বেহারে যে সকল কাযের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম সকলই সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি। কেবল একটি মাত্র কায বাকী আছে। তাহার জন্যই আবার যাইতে ইচ্ছা করে।

প্র। কি কায?

উ। বেহার-বক্তিয়ারপুর রেলওয়ে।

তখন তিনি বলিলেন—"উহাও সম্পন্ন হইয়াছে বলিতে পারেন। আমি উহা মঞ্জুর করিয়াছি। তবে আপনার সময়ে উহা প্রস্তুত হয় নাই, এই মাত্র।" তাহার প্রায় বিশ বৎসর পরে বেহার-বক্তিয়ারপুর রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইংরাজ রাজ্য গজেন্দ্রগামী। আমি বড় আনন্দের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। দেখিলাম বন্ধুরা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিয়াছেন, এবং ভাবিতেছেন স্বয়ং বঙ্গেশ্বরের সঙ্গে আমি এতক্ষণ কি আলাপ করিতেছি। আমি সেখান হইতে আসিয়াই গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া যাই। পরদিন ডেপুটিদের লাট-দর্শন সময়ে না কি লাট তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করেন—"আমার বেহারের সব-ডিভিসনাল অফিসার কোথায়? তাঁহাকে যে দেখিতেছি না?" তাঁহারা বলেন আমি বাড়ী চলিয়া গিয়াছি। সে দিন রাত্রিতে কমিশনারের বাড়ীতে 'ডিনার' হয়। পরদিন আমার বন্ধু চা-কর ফুলার (Fuller) আমার কাছে এক পত্রসহ তাঁহার নিজের একজন লোক একবারে নয়াপাড়ায় আমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। পত্রে লেখা থাকে—"তুমি fool (নির্ব্বোধ)। তাই তুমি বাড়ী চলিয়া গিয়াছ। কাল ডিনারের পরে লেঃ গবর্ণর কমিশনারের ও আমার কাছে তোমার অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় তোমাকে বেঙ্গল আফিসের

হেড এসিষ্টাণ্ট কি এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী করিবেন। তুমি পত্র পাওয়া মাত্র সহরে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।" আমি ফুলারকে ধন্যবাদ দিয়া লিখি—"Fool (নির্ব্বোধ) আমি নহি, তুমি। হেড এসিষ্টাণ্ট লাট সাহেব আমাকে দিলেও আমি অস্বীকার করিব। এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী হইতে বঙ্কিম বাবুর মত লোককে তাড়াইয়া দিয়া পদ পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়াছে। লাট সাহেব আমার কেহ নহে। আমার বিধাতা পুরুষ চিফ-সেক্রেটারী পিকক সাহেব। আমি তাঁহাকে যথা শাস্ত্র সেলাম বাজাইয়া আসিয়াছি। আমার ছুটীও প্রায় শেষ। অতএব আমি সহর হইয়া কার্য্য স্থানে যাইতে তোমার সঙ্গে দেখা করিব।" কিন্তু ফুলারের বিশ্বাস টলিল না। তাঁহার সঙ্গে ইহার পর দেখা হইলে তিনি আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"তোমার 'ফুলিশনেস' দরুণ তুমি একটা বড় চাকরি হারাইলে। লাটকে এরূপ কোনও কর্ম্মচারীর প্রশংসা করিতে আমি শুনি নাই। লাউইস্ সাহেবও এখন তোমার আর শত্রু নহেন। তিনিও বলিয়াছেন তিনি তোমার মত যোগ্য কর্ম্মচারী দেখেন নাই, এবং তোমার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।" আমি বলিলাম—"হায়! আমার লাউইস্ সাহেব! তিনি হয়ত কাল আবার আমার গলায় ছুরি দিবেন। তাঁহার মত বাতাসেও যে পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তুমি কি আমার সেই বিপদের সময়ে দেখ নাই?" আমার বন্ধু ষষ্ঠী যেমন বলিতেন—পাঁউরুটী is a 'গুড থিঙ্গ' (ভাল জিনিস)। তেমনি কপালটাও "গুড থিঙ্গ"। কপালে না থাকিলে কিছুই হয় না। এরূপে একবার একটি এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীগিরি হারাইয়াছিলাম।

——o——

নোয়াখালি।

(১)

দুই মুরুব্বি।

ছুটী শেষ হইয়া আসিতেছে, এবং ভাগলপুর ফিরিয়া যাইবার আয়োজন করিতেছি, এমন সময়ে আমার নোয়াখালিতে বদলি 'গেজেট' হইল। আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। আমি কমিশনার লাউইস্ সাহেবের কাছে গিয়া বলিলাম যে তিনি একবার আমার গ্রীবাচ্ছেদ করিয়াছেন। অতএব আমি আবার তাঁহার ডিভিসনে বদলি হইলাম, এ কেমন কথা? তিনি বলিলেন—"তোমার সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তি দূর হইয়াছে, এবং আমার মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া আবার পূর্ব্ববৎ হইয়াছে। তুমি নয়াবাদ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিতে, আমি বুঝিয়াছি তাহাই ঠিক। আমি এখন ভ্রম স্বীকার করিয়া ঠিক তোমার মতানুসারে কার্য্য করিতেছি। এই দেখ বোর্ডের আফিস হইতে কত পুরাতন কাগজ আনাইয়া আমি দিন রাত্রি পড়িতেছি, এবং এই জরিপ রহিত করিয়া তোমার প্রস্তাব মতে যে তালুকে পতিত জমী ছিল, সে পতিত জমী যে পরিমাণ আবাদ হইয়াছে, তাহার উপর জমা ধরিয়া বন্দোবস্তি করিতে প্রস্তাব করিয়াছি, এবং এ সকল পুরাতন কাগজের দ্বারা তাহা সমর্থন করিতেছি। কিন্তু এখনও তোমার দেশের লোক নয়াবাদ জরিপের জন্য, ও হাল্দা নদীর তীর ভূমি দিয়া চট্টগ্রাম রেলওয়ের প্রস্তাবের জন্য আমার নিন্দা করিতেছে। তাহারা মনে করে আমি কেবল 'ফেনোয়া' চা-বাগানের উপকারার্থ এরূপ রেলওয়ের প্রস্তাব করিয়াছি। কিন্তু তুমি বুঝিতে পারিবে এরূপ ভাবে রেল গেলে যে পর্ব্বত মালা চট্টগ্রামকে দুই ভাগে দীর্ঘল বিভাগ করিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বই উপকৃত হইবে, এবং

ভবিষ্যতে আরাকানে রেল যাইবার সুবিধা হইবে।” আমার বড় আনন্দ হইল। আমি বলিলাম চট্টগ্রামের লোক তাঁহার এ সকল কার্য্যের কথা ও উদ্দেশ্য কিছুই জানে না। তাঁহার পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট ভুজঙ্গ মহাশয় ও তস্য চেলারা এত কাল কমিশনার ও লোকের মধ্যে একটা প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়াছিলেন। আফিসের কোনও কথা লোকে জানিতে পারে নাই। আমি বলিলাম আমি তাহা আজই প্রকাশ করিব, এবং তিনি ভ্রান্তি স্বীকার করিয়া ইংরাজোপযুক্ত যেরূপ সৎসাহস দেখাইয়াছেন, এবং বর্ত্তমান নয়াবাদ ও রেলওয়ে সম্বন্ধে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, এ সকল মহৎ কার্য্যের জন্য দেখিবেন লোকেরা কাল হইতে তাঁহাকে পূজা করিবে। কাযেও তাহাই হইয়াছিল। সে সকল কথা পরে বলিব। তাঁহার সঙ্গে এ সকল বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ আলাপ হইল। তিনি আবার আমার সেই লাউইস্ সাহেব হইয়াছেন। আমাকে কথায় কথায় সস্নেহ ‘নবীন, নবীন,’ বলিতেছেন। আলাপের শেষে বলিলাম—“আমাকে গবর্ণমেণ্ট একখানি প্রাইভেট চিঠির জন্য যে অযথা গুরুতর দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমি তত দুঃখিত হইয়াছিলাম না, যত আমার সম্বন্ধে আপনার মত পরিবর্ত্তনের জন্য হইয়াছিলাম। আপনি এখন যে বুঝিয়াছেন একটা নীচ ষড়যন্ত্রের ফলে এবং এই নয়াবাদের জন্য কালেক্টর নিউবেরি (Newberry) অন্যায়রূপে আমার উপর মিথ্যা রাজবিদ্রোহিতা পর্য্যন্ত আরোপ করাতে, আমি নিরাপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলাম, জগদীশ্বরকে আমি তজ্জন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।” আমার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। তাঁহারও সেরূপ। আমি সর্ব্বশেষ বলিলাম—“যদি আমি আবার এরূপ অনুগ্রহভাজন হইয়াছি, তবে আমাকে কাছে না রাখিয়া নোয়াখালির মত স্থানে আনিলেন কেন?” তিনি বলিলেন—“এবার যখন লেঃ গবর্ণর আসিয়াছিলেন

আমি তোমাকে চাহিয়াছিলাম। আমি নোয়াখালির জন্য চাহি নাই। নয়াবাদ জরিপের ভার তোমার হস্তে দিবার জন্য চাহিয়াছিলাম।" আমি বিস্মিত হইলাম। আমি বুঝিলাম যে চট্টগ্রামবাসীদের নয়াবাদ জরিপ্ লইয়া আমি বিদ্রোহী করিতেছি বলিয়া নিউবেরির সেই রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে যাইবার পর গবর্ণমেণ্ট কখনও আমাকে এই কার্য্যের ভার উচ্চ বেতনে দিতে পারেন না। সেই জন্য লাউইস্ সাহেবের মান রক্ষার জন্য আমাকে তাঁহার ডিভিসনে দিয়াছেন। আমি তখন বলিলাম যে নিতান্ত যদি আমাকে তাঁহার অধীনে রাখিতে চাহেন তবে আমাকে ফেনী সব-ডিভিসনের ভার দিয়া রাখুন। "সব-ডিভিসন!" —তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। "তুমি সব-ডিভিসনে যাইতে চাও? আমি মনে করিতাম যে সব-ডিভিসনের কায বড় বেশী পরিশ্রমের বলিয়া কেহ সদর ষ্টেসন ছাড়িয়া সব-ডিভিসনে যাইতে চাহে না।" আমি বলিলাম সদরে থাকিলে আমার যেন দম আট্‌কাইয়া আসে। জেলার মাজিষ্ট্রেটের প্রকাণ্ড ছায়াতে আমি লুকাইয়া যাই। সব-ডিভিসনে আমি অনেকটা স্বাধীন ভাবে কায করিতে পারি, এবং দুই একটা লোক-হিতকর কাযও করিতে পারি। এজন্য আমি সব-ডিভিসন ভালবাসি। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, তাহাই হইবে। তুমি ফেনী সব-ডিভিসনে যাইতে প্রস্তুত থাক।" বড় আনন্দের সহিত আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সে সময়ে চন্দ্রকুমার ও আমার কয়েক জন বিশেষ বন্ধু নোয়া-খালিতে মুন্‌সেফ, ডেপুটি, পোষ্টমাষ্টার, সেরেস্তাদার ইত্যাদি পদে ছিলেন। দুই তিন মাসের জন্য হইলেও একবার নোয়াখালি আমি যাই, তাঁহাদের বড় সাধ। তাঁহারা বড় সাধাসাধি করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। আমি ইতিমধ্যে চিফ্ সেক্রেটারী

পিকক (Peacock) সাহেবের কাছে আমাকে ভাগলপুর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া নোয়াখালি বদলি করাতে অনুযোগ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে লিখিলেন যে একজন ডেপুটি বড় পীড়িত হইয়া ভাগলপুর চাহাতে তিনি তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ নোয়াখালি আমার বাড়ীর নিকটে, ও অন্যান্য কারণে (লাউইস্‌ সাহেবের অনুরোধ) আমি নোয়াখালিতে সন্তুষ্টির সহিত যাইতে চাহিব বলিয়া তিনি আমাকে নোয়াখালিতে বদলি করিয়াছেন। আমি তখন আমাকে ফেনী দেওয়ার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখি, এবং কমিশনারও লেখেন। এ সংবাদ বন্ধুরা নোয়াখালির কালেক্টরের কাছে পাইয়া তাঁহারা এক চাল চালেন। তাঁহারা কালেক্টর কুক (Cook) সাহেবের কাছে তাঁহার তাল বেতালের দ্বারা আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া বলেন যে আমার মত একজন "সামারি" ক্ষমতা যুক্ত দক্ষ কর্ম্মচারীকে ফেনীর মত একটা ছোট সব-ডিভিসনে পাঠাইবার কিছু প্রয়োজন নাই। তিনি আমাকে সদরে রাখিলে বেশী কায পাইবেন। তিনি তদনুসারে ঘোরতর আপত্তি করিয়া কমিশনারের নিকট পত্র লিখিলেন। আমি ফেনী যাইবার জন্য বাড়ী হইতে আসিয়া কমিশনারের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি আমাকে সেই কথা বলিয়া আপাততঃ নোয়াখালিতে যাইতে বলেন, এবং পরে ফেনী আনিতে প্রতিশ্রুত হন। অগত্যা দশ বার খান গো-যানের ট্রেনে আমি সপরিবার সামান্য জিনিস পত্র সহ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে নোয়াখালি যাত্রা করিলাম; এই পর্য্যন্ত বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ঘুরিলাম, কিন্তু বলিবর্দ্ধ ভ্রাতাদের (Bullock brothers) সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। শ্রীক্ষেত্র হইতে ফিরিবার সময়ে কটক পর্য্যন্ত যে 'বেণ্ডি' গাড়ীতে আসিয়াছিলাম, তাহা গো-যান হইলেও এরূপ পৌরানিক গরুর গাড়ী নহে। তৃতীয় দিবস নোয়াখালি পৌঁছিয়াছি-

লাম। আমার বন্ধুগণ কিছু পথ অগ্রসর হইয়া আসিয়া আমাকে বড় আদরে গ্রহণ করিলেন।

পর দিন প্রাতে কুক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার দুই তাল বেতাল ছিল। একজন হিন্দু ডেপুটি কোন স্থানে আমার অধীনে সব-ডেপুটি ছিলেন, এবং অন্য জন মুসলমান, খাসমহালের 'মেনেজার'। আমি পৌঁছিবামাত্রই ইঁহারা দুইজন আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা কুক সাহেবের কাছে আমার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। সাহেব আমাকে খুব অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিবেন। আমি দেখিলাম আমার দুই মুরুব্বি জুটিয়াছে। আমি তাঁহাদের নাম ১নং ও ২নং মুরুব্বি রাখিয়াছিলাম। ১নং আমাকে 'ওস্তাদ' ডাকিতেন এবং আমি তাঁহাকে 'সাক্রত' ডাকিতাম। এ সম্বোধন এখনও পত্রে চলে। যাহা হউক আমার দুই মুরুব্বি কি বলিয়াছিলেন জানি না, ফল দেখিলাম বিপরীত হইয়াছে। আমি কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র কুক ভ্রূকুটি করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হাঁ বাবু! আমি তোমার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সকলই জানি। তুমি একজন বড় জিদি ও একগুঁয়ে কর্ম্মচারী। তুমি তোমার মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনারকে তৃণবৎও গ্রাহ্য কর না। কলিকাতায় তোমার বহুতর ক্ষমতাশালী বন্ধু আছে। তুমি একজন ক্ষমতাবান লেখক, এবং কলিকাতার সমস্ত সংবাদ-পত্র তোমার করায়ত্ত।" আমি অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছি। তিনি প্রায় পাঁচ মিনিট যাবৎ এরূপ ভাবে বিজি বিজি বকিয়া শেষ করিলে, আমি স্থির ভাবে উত্তর করিলাম—"আমি বড় দুঃখিত হইলাম যে আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমার আগে আসিয়াছে—(My antecedents have preceded me)। ভরসা করি আপনি আমাকে জনরবের দ্বারা বিচার না করিয়া আমার কার্য্যের দ্বারা বিচার করিবেন।" তিনি এই শ্লেষাত্মক দৃঢ় উত্তর শুনিয়া একটুক যেন

নরম হইলেন। গোলাপ জলে মাথা খোসামুদি ছাড়া তিনি বোধ হয় এরূপ কথা শুনেন নাই। একটুক থামিয়া বলিলেন—"আমি আশা করি আমি যাহা শুনিয়াছি আপনাকে কার্য্যের দ্বারা আমি তাহার বিপরীত পাইব।"

'কাণা চোকে কুটা পড়ে'। ইহার দুই তিন দিন পরে একটি বদমায়েসি মোকদ্দমার নথি আমার সমক্ষে পেশ হইল। আমি নিজে এরূপ মোকদ্দমার বড় বিপক্ষ; তাহা পরে বলিব। আমি নথিটী তাঁহার কাছে পাঠাইয়া লিখিলাম—"আমি এ যাবৎ সব-ডিভিসনে ছিলাম। সব-ডিঃ অফিসারের এরূপ মোকদ্দমা বিচার করিবার আইনত ক্ষমতা আছে। অতএব স্বতন্ত্র ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয় নাই। এজন্য আমি সদরে এরূপ মোকদ্দমা বিচার করিতে পারিব না।" তার পর লিখিলাম—"এরূপ মোকদ্দমা স্থানীয় তদন্তের দ্বারা প্রমাণিত হইলেই স্থাপিত হওয়া নিয়ম। কিন্তু এ মোকদ্দমার আসামী প্রায় তিন মাস জেলে রহিয়াছে, কিন্তু এখন তক স্থানীয় তদন্ত হয় নাই।" এই শেষ মন্তব্য পড়িয়া তিনি জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। শিমূল স্তূপে অগ্নি পড়িয়াছে। আমাকে তলব দিয়াছেন। তাঁহার শ্বেত মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়াছে। ক্রোধে কথা বাহির হইতেছে না। বলিলেন—"তুমি—তুমি—তুমি আমাকে আমার কার্য্য শিক্ষা দিতে চাহ?" আমি স্থির কণ্ঠে বলিলাম—"না। আমার সেরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা নাই।"

প্র। তবে তুমি—তুমি—কেন এরূপ মন্তব্য লিখিয়াছ?

উ। কোনও একটা কায ভুল হইলে, তাহা আমি উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে বরাবর জানাইয়াছি। তাঁহারা সকলে তজ্জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। কই, কেহ এরূপ রাগ করেন নাই, এবং তাঁহাদের কার্য্য শিক্ষা দিতেছি বলিয়া ভর্ৎসনাও করেন নাই। আপনি যদি ভুল

পাইলেও তাহা আপনাকে জানাইতে নিষেধ করিয়া লিখিত আদেশ দেন, তবে ভবিষ্যতে আর জানাইব না।" তিনি আজও নরম হইলেন। বলিলেন—"না। আমি তাহা নিষেধ করি না। তবে আমার স্মরণ হয় আমি লিখিত আদেশ দিয়াছি যে স্থানীয় তদন্তের পূর্ব্বে যেন এরূপ মোকদ্দমা স্থাপন করা না হয়।" আমি বলিলাম-—"আমি সমস্ত আফিস খুঁজিয়াছি। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আদেশ পর্য্যন্ত পাই নাই।" তখন তিনি আরও নরম হইয়া বলিলেন—"তবে বোধ হয় আমি মুখে মুখে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিয়াছি।" আমি বলিলাম—"তাহা হইতে পারে।" তখন তিনি বলিলেন—"আমি আপনার মন্তব্য অনুমোদন করিলাম।" আমি সেলাম দিয়া চলিয়া আসিলাম।

তাঁহার সঙ্গে তৃতীয় পালা। তিনি মাসের প্রথমে ট্রেজারি দেখিতে আসিয়াছেন। ট্রেজারি আমার ঘাড়ে পড়িয়াছে। লোকটি বদ-মেজাজি ও কর্কশভাষী হইলেও বড় গল্প করিতে ভালবাসিত, এবং হৃদয়ও যেন তত মন্দ ছিল না। এরূপ লোক 'বিষ কুম্ভ পয়োমুখ' হইতে ভাল। আমি বাসা কোথায় করিয়াছি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম ভাল বাড়ী পাইতেছি না। এখন আমার বন্ধু মুন্‌সেফের সঙ্গে আছি। তিনি বলিলেন—"বাঙ্গালি ডেপুটিরা ত ভাল বাড়ী চাহে না পাইবে কেমন করিয়া। ঐ দেখ এক ইউরেসিয়ান ডেপুটি কেমন ঘরে আছে। আর তোমাদের ডেপুটিরা কেমন ঘরে আছে!" আমি বলিলাম—"তিনি এখানে বহুবৎসর আছেন। তাঁহার শ্বশুর বাড়ী এখানে। কাযেই তিনি নিজে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালি ডেপুটি অনেকেই উঁহার অপেক্ষা ভাল বাড়ীতে থাকে।" তিনি বলিলেন—"বটে!" তাহার পর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা কাল নানা বিষয়ে গল্প করিলেন। সর্ব্বশেষ বলিলেন—

"আমি জানিতাম তোমাদের ডেপুটিরা 'পেনেল কোড' আর 'বোর্ডের রুল' ভিন্ন আর কিছু পড়ে না। তুমি দেখিতেছি বেশ পড়িয়াছ। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়া বড় সুখী হইলাম।" আমি বলিলাম—"এটিও আপনার ভুল। অনেক ডেপুটি আছেন যে আমাকে কাটিয়া জোড়া দিতে পারেন। আমি বিদ্যায় তাঁহাদের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারি না।" তিনি বলিলেন—"কই, আমি ত একজনও দেখি নাই।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পর চতুর্থ পালা। আমি নোয়াখালি যাইবার মাসেক পরে তিনি কুমিল্লা বদলি হইলেন। সে সম্বন্ধে যে প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল পরে বলিব। তিনি ইতিমধ্যে নোয়াখালি, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের লোক চলাচলের ডাকের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এক রিপোর্ট চাহিয়াছিলেন। আমি বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা দেখিয়াছি বলিয়া আমার কাছে এরূপ রিপোর্ট চাহিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। আমি লিখি যে এ অঞ্চলের বেহারার বেতন এত অতিরিক্ত যে পাল্কীর ডাকে কেহ কখনও যাইবে না। তদপেক্ষা "বেণ্ডি গাড়ীর" ডাকের বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হয় যদি নারায়ণগঞ্জ কি বরিশাল হইতে নোয়াখালি হইয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ষ্টীমারের বন্দোবস্ত করা যায়। ইহাতে আমি দেখাইয়াছিলাম যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সাহায্য দিয়া যদি কোনও নদী-ষ্টীমার কোম্পানীকে এরূপ ষ্টীমার চালাইতে নিয়োজিত করেন, তবে উহার ব্যয় কেবল যাত্রী ও মালের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া বেশ আয় দাঁড়াইবে। তাহা না হইলেও গবর্ণমেণ্ট যদি দশ হাজার টাকা বাৎসরিক সাহায্য দেন, তথাপি গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। কারণ গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্র (Stationery) আনিতে ও ট্রেজারির টাকা নানা স্থানে পাঠাইতে বৎসর অন্যূন চারি হাজার টাকা ব্যয় হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট

হাতিয়া দ্বীপে যে সব-ডিভিসন খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতেও বৎসর ছয় হাজার টাকার কম ব্যয় হইবে না। ষ্টীমার হাতিয়া হইয়া নোয়াখালি আসিলে হাতিয়া নোয়াখালির এত নিকটে হইবে যে তখন আর সব-ডিভিসন খুলিবার বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। কুক যে দিন চলিয়া যাইবেন এ রিপোর্ট তাহার পূর্ব্ব দিন তাঁহার হস্তে পড়ে। আমি পর দিন প্রাতে তাঁহার সঙ্গে বিজয়ার দর্শন লাভ করিতে গেলে আমাকে দেখিয়া তাঁহার কক্ষ হইতে আমার মুরুব্বি যুগল বাহির হইয়া আসেন, এবং আমাকে বলেন যে তাঁহারা এখনই সাহেবের কাছে আমার কত প্রশংসা করিতেছিলেন, এবং সাহেবও তদ্রূপ করিতেছিলেন। এখন সাক্ষাৎ হইলে আমি দেখিব যে আমি সশরীরে স্বর্গে উঠিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যেও খোসামুদি বিদ্যা লইয়া বড়ই প্রতিযোগিতা ছিল। মুসলমান মুরুব্বি বলিতেন—"ও কি মানুষ! ও কি জানে? সাহেব আমাকেই ভালবাসেন।" আবার আমার সাকুত বলিতেন—"মোস্‌লা বেটা কি জানে? সাহেব আমাকেই বেশী ভালবাসে। আমার কাছে তার কত নিন্দা করে।" যাহা হউক কার্ড পাইয়া সাহেব আমাকে ডাকিলেন, এবং তাঁহারাও আবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্য দর্শকও ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই মিঃ কুক বলিলেন—"আমি এখন বুঝিলাম যে আপনি একজন খুব যোগ্য কর্ম্মচারী। আপনার ডাকের রিপোর্ট পড়িয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমার বড় দুঃখ যে রিপোর্টটি কাল মাত্র আমার হস্তে আসিয়াছিল। দুই দিন আগে আসিলে আমি নিশ্চয় আপনার ষ্টীমারের প্রস্তাব গ্রহণ করিতাম, এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিতাম। আমি রিপোর্টটি আমার হাতে রাখিয়াছি। আমার মন্তব্যসহ উহা আমি আমার পরবর্ত্তীর হাতে দিয়া যাইব, এবং তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া যাইব যেন তিনি এ কার্য্যটি করেন।

আমার বড় দুঃখ হইতেছে যে আপনার মত কর্ম্মচারী আমি . মাসেকের জন্য পাইলাম।” ঘোরতর বাঙ্গালি-বিদ্বেষী ও কর্কশভাষী কুক সাহেবের মুখে এ প্রশংসা! শ্রোতা ও আমি সকলে বিস্মিত। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম যে আমারও বড় দুঃখ যে আমি এত অল্প কাল তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতে পাইলাম। তবে কার্য্য-চক্রে আবার তাঁহার অধীনস্থ হওয়া অসম্ভব নহে। তিনি বলিলেন—“তাহা আর কখনও ঘটিবে কি না জানি না। তবে আপনি কুমিল্লা যাইতে চাহিলে আমি আপনাকে লইব।” আমি আবার তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম যে সদর ষ্টেশনের চাকরি আমার ভাল লাগে না। তিনি বলিলেন কুমিল্লার কোনও সব-ডিভিসন চাহিলে তিনি আমাকে আনন্দের সহিত লইবেন। আমি তাঁহাকে আবার ধন্যবাদ—তাহার অর্থ যাহাই হউক—দিয়া বিদায় হইয়া বারাণ্ডায় আসিলে মুসলমান মুরুব্বি ছুটিয়া আসিয়া আমাকে পাকড়াও করিয়া বলিলেন—“দেখিলেন মহাশয়! আপনার সম্বন্ধে কেমন সাহেবের মত পরিবর্ত্তন করাইয়াছি। এ কি ওর কায? আমি বলিলাম—“ঠিক।” তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রাঙ্গনে পড়িতে না পড়িতে আমার অন্য মুরুব্বি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন—“দেখিলেন মহাশয়! কুক সাহেবের মত কেমন পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছি। এক কি মোস্লার কায?” আমি আবার বলিলাম—“ঠিক।” এরূপে দুটিকে লইয়া আমি সর্ব্বদা বেশ একটু রগড় করিতাম। তাহাদের দুজনেরই বিশ্বাস খোসামুদি বিদ্যায় তাহারা সিদ্ধহস্ত। কুক সাহেব নিজেও না কি বলিতেন—“খোসামুদির মত এমন মিষ্ট আর কিছুই নাই। তবে যদি ঠিক ওজনে ব্যবহার করা যায়।” আমার মতে এমন শক্ত বিদ্যা ‘কনিক সেকসন’ (Conic Section) ও নহে। আর ‘ওজন’ বুঝাটা আরও বিষম। আমি কখনও ইচ্ছা করিয়া

যদি কোন গৌরাঙ্গকে দুটা খোসামুদির কথা বলি, তিনি মনে করেন আমি ঠাট্টা করিতেছি; ফল বিপরীত হয়। হায়! আমার এমনই হতভাগ্য নাম পড়িয়া গিয়াছে। আমি সেই জন্য খোসামুদি একটা Science (বিজ্ঞান) বলিয়া জানি, এবং আমার বিশ্বাস তাহার জন্যও একটা স্বতন্ত্র (Genius) প্রতিভার আবশ্যক।

———o———
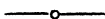
(২)

ডবল পীরিত ভঙ্গ।

চট্টগ্রাম হইতে শকটের ট্রেনে আসিবার সময়ে নোয়াখালি পৌঁছিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমার ভবিষ্যৎ আর্দ্দালি মহাশয় আমার অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসেন। তিনি শকটের পার্শ্বে পদব্রজে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন যে নোয়াখালিতে বড় গোলযোগ লাগিয়াছে। আমার 'সাকৃত' মহাশয় নোয়াখালিতেই প্রথম ডেপুটি হইয়া আসেন। তিনি লোক-প্রিয় হইবার জন্য উকীল মোক্তার আমলা সকলের সঙ্গে খুব মাখামাখি ঢলাঢলি করেন। নোয়াখালিতে দুই 'বারোয়ারি' বা '১২ ইয়ারি' আছে। একটা উকীলদের বাসন্তী পূজা, আর একটা তার পাল্টা আমলাদের দোল। বাসন্তী আসরে গৌরাঙ্গিনীর সঙ্গে গৌরাঙ্গ পূজারও ব্যবস্থা হয়। তাহা না হইলে এই সভ্য ইংরাজি শিক্ষিতদের গৌরী-পূজার সার্থকতা কোথায়? আসরে জজ মাজিষ্ট্রেট দুই জনের জন্য মাত্র বেদির বা চেয়ারের বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং গোরাচাঁদের বুট-মণ্ডিত নীল 'পাদপদ্ম' তলে নোয়াখালি 'বারের' কালাচাঁদ উকীল মোক্তারেরা কৃতাঞ্জলিপুটে বার দিয়া বসিয়া যোগস্থ ভাবে খেম্‌টার নৃত্য দেখিতে-ছেন। এমন সময়ে গোরাচাঁদেরা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাদের

কালাচাঁদ ডেপুটি মুনসেফ্‌দের দেখিতেছি না কেন ?” উকীলের দলপতি মহাশয় করযোড়ে ব্যঙ্গ হাসিতে অধরপ্রান্ত রঞ্জিত করিয়া বলিলেন—“সার! সার! (Sir! Sir!) তাঁহারা আপনাদের মত চেয়ার চান! এত স্পর্দ্ধা! তাই মান করিয়া আসেন নাই। আমরা বলি—‘মান নিয়ে থাক মানিনি’।” কালাচাঁদ প্রভুরা উকীল মোক্তারদের এ ধৃষ্টতার কথা শুনিয়া বলিলেন—“বটে! আর উকীল পাড়ারূপ বৃন্দাবনে গোচারণে যাইব না।” তাঁহারা আমলাদের দোলে পাল্টা লইলেন। এখানে আমার দুই মুরুব্বিই কর্ত্তা। তাঁহারা সেখানে গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ হাকিমদের জন্য চেয়ারের বন্দোবস্ত করিলেন। গৌরাঙ্গেরা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমাদের উকীলবৃন্দ বা বৃন্দাবৃন্দকে যে দেখিতেছি না ?” তাঁহারা বলিলেন—সার! সার! (Sir! Sir!) উকীলেরা আপনাদের মত চেয়ার চান। কি স্পর্দ্ধা! তাই তাঁহারা মান করিয়া আসেন নাই। যাহারা শালের শকট-চক্রে মস্তক বেষ্টিত করিয়া করযোড়ে আমাদের পদতলে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের ধর্ম্মাবতার বলিয়া পূজা করে তাহাদিগকে আমাদের সঙ্গে কাষ্ঠাসনে বসিতে দিলে, আমরা আপনাদের অধীনস্থ হাকিম, আমাদের সম্মান থাকে কি প্রকারে ?” সাহেবেরা হাসিয়া খুন। আর সে হাসি উকীলদের—“হৃদয়ে হান্‌ল শেল।” এরূপে ‘বেঞ্চ’ ও ‘বারের’ মধ্যে যখন মানের পালাটা জমাট হইয়া উঠিয়াছে, সে সময়ে মোক্তারদের দলপতি এক দিন আমার সাকৃত মহাশয়ের ‘বেঞ্চে’ গিয়া তাঁহার কাণে কাণে কি প্রেমালাপ করেন। উভয়ের মধ্যে ঠাকুরদাদা ও নাতি সম্পর্ক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই ঠাকুরদাদাগিরি আজ নাতির ভাল লাগিল না। তিনি চটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি আমার বেঞ্চে বিনা অনুমতিতে উঠিলে কেন ?” ঠাকুরদাদা বলিলেন—“তুমি আমার নাতি তোমার আবার

অনুমতি কি ?” প্রকাশ্য কোর্টে এ উত্তরে সাক্ত অপ্রতিভ হইয়া, আদালত অবমাননার জন্য তাঁহার দশ টাকা জরিমানা করিলেন। অমনি লঙ্কাও জ্বলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ ‘বার’ সভায় বড় বড় ঢাকোদর বিশিষ্ট উকীল হইতে ফতুল্লা মুন্‌সি মোক্তার পর্য্যন্ত সমবেত হইয়া সাক্তের নামে নোটিস জারি করিলেন যে তিনি উক্ত মোক্তারের কাছে তাঁহার স্ত্রীর জন্য পাল্কী চাহিয়াছিলেন, তাহা না দেওয়াতে তিনি বিদ্বেষ বশতঃ তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্য দণ্ড করিয়াছেন। অতএব ক্ষমা না চাহিলে তাঁহার নামে দশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে। এই দিকে জরিমানার প্রতিকূলে কুক সাহেবের কাছে ‘মোসন’ উপস্থিত হইয়াছে। এমন সময়ে আমার নোয়াখালি বদলির গেজেট হয়, এবং আমার সাক্ত লম্ফ দিয়া বলেন—“থাক শালারা! আমার ওস্তাদ আসিতেছে। এবার দেখিব!”

আর্দ্দালি সাহেবের কাছে এই মনোরম উপান্যাস শুনিতে শুনিতে যখন নোয়াখালির সীমায় উপস্থিত হইলাম দেখিলাম আমার বন্ধুবর্গ ও বহুতর লোক আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে বড়ই আদরে গ্রহণ করিলেন। আমার ‘সাক্তের’ আনন্দের সীমা নাই। তাঁহার মুখে হাসি ধরে না। এতগুলি বন্ধুর সহিত এত বৎসর পরে একত্রে সাক্ষাৎ পাইয়া আমারও বড়ই আনন্দ হইল। সাক্তের স্ত্রী আসিয়া স্ত্রীকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। আমারও প্রাতের আহারের সেখানে বন্দোবস্ত, যদিও আমি আমার বালসুহৃদ চন্দ্রকুমারের বাসায় গিয়া উঠিলাম। আহারান্তে উপরোক্ত উপন্যাসের বিস্তৃত ও বর্দ্ধিত সংস্করণ বন্ধুদের ও স্বয়ং সাক্তের মুখে শুনিলাম। আমি পূর্ব্বে একবার পার্শনেল এসিস্‌টাণ্ট থাকিতে নোয়াখালি আসিয়া প্রায় সকলের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম। অপরাহ্নে দলে দলে লোক

আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন উকীলদের মুখে উপন্যাসের অনুরূপ ব্যাখ্যাও শুনিলাম। তাঁহারা আমার উপর এই মানভঙ্গের ভার দিলেন। আমি সেই মোক্তারকেও চিনিতাম। সাক্রতকে বলিলাম যে তাঁহাকে ডাকাইয়া আমি এই উৎপাত মিটাইয়া ফেলি। কিন্তু সাক্রত তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন—"তুমি মহাশয়! জান না কুক সাহেব আমাকে কিরূপ ভালবাসে। তাহা জানিলে তুমি কখনও এরূপ বলিতে না। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে আমার কোনও ভয় নাই। তিনি উকীল মোক্তার বেটাদের শিক্ষা দিবেন।" তিনি আমার অধীনে এক সময়ে কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া আমাকে 'ওস্তাদ' বলিতেন। অন্যথা তাঁহাতে আমার সাক্রতত্ব কিছুই ছিল না। তিনি অনেক বিষয়ে আমার ওস্তাদ হইবার যোগ্য। তিনি মোটের উপর লোক মন্দ ছিলেন না। তাঁহার পিতা আমাকে বড় স্নেহ করিতেন বলিয়া আমিও তাঁহাকে কনিষ্ঠের মত স্নেহ করিতাম। তবে তাঁহার দোষের মধ্যে অত্যধিক 'জ্যেষ্ঠতাতত্ব' ও অতিরিক্ত চালাকি। তাহা ষোল আনা হইতে কুড়ি আনায় তুলিয়া তিনি সময়ে সময়ে বেগতিক করিয়া ফেলিতেন। উপস্থিত ক্ষেত্রেও যে তাহা হইবে আমি বুঝিলাম। কিন্তু কি করিব, চুপ করিয়া রহিলাম। ইহার দশ পনর দিন পরেই কুক সাহেবের কুমিল্লা বদলির সংবাদ আসিল। সুযোগ বুঝিয়া আমার 'সাক্রতের' মুসলমান প্রতিযোগী তাহার উপর হাত চালাইলেন।

সাহেব-বশীকরণের প্রতিযোগিতার কত হাস্যজনক উপাখ্যানই নোয়াখালিতে শুনিয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে নোয়াখালিতে এক মজুমদার ডেপুটি ছিলেন। তাঁহার ও আমার সাক্রতের মধ্যে মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ উপস্থিত হইত। সাক্রত কোনও রূপে খোসামুদি বিদ্যায়

মজুমদারকে পরাভূত করিতে না পারিয়া শেষে তাহার স্ত্রীর দ্বারা নানাবিধ মিষ্টি প্রস্তুত করাইয়া কুক সাহেবের কাছে Present from my poor wife prepared by her own hand (আমার গরিব স্ত্রীর স্বহস্ত নির্ম্মিত উপহার) বলিয়া পাঠাইয়া দেন। মজুমদারের স্ত্রী এ বিষয়ে অপারদর্শী। নিজের পয়সা খরচ করিতেও তিনি বড় নারাজ। মহা বিপদে পড়িলেন। এমন সময়ে বিধাতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। 'সাক্বত' ও তাঁহার স্ত্রী বাহাদুরি দেখাইবার জন্য কতক মিষ্টি তাঁহাদের বন্ধুদের কাছেও উপহার পাঠাইয়া দিলেন। মজুমদার মহাশয় উহা পাইবা মাত্র উহাতে আরও কিছু 'সেণ্ট' ও আতর মাখাইয়া উহা তৎক্ষণাৎ কুক সাহেবের নিকট পাঠাইয়া উহা কেবল তাঁহার গরীব স্ত্রীর স্বহস্ত নির্ম্মিত বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি তাহার উপর লিখিলেন কলিকাতা অঞ্চলের রমণীরা ভিন্ন এরূপ মিষ্টি অন্য কোনও স্থানের রমণীরা প্রস্তুত করিতে পারেন না। উভয় উপহার প্রায় এক সময়ে কুক সাহেবের কাছে পৌছিল। তিনি উভয়ের গরিব স্ত্রীকে ধন্যবাদ প্রেরণ করিলেন, এবং সাক্বত মজুমদারের চালের খবর না জানিয়া পর দিন যখন বুকের ছাতি ফুলাইয়া কুক সাহেবের বাহবা পাইতে গেলেন, সাহেব বলিলেন যে তিনি যাহা পাঠাইয়াছিলেন উহা মিসেস্ মজুমদারের স্বহস্তে প্রস্তুত, কারণ মজুমদার সেরূপ মিষ্টি পাঠাইয়া লিখিয়াছেন কলিকাতার বাহিরে এরূপ মিষ্টি কোনও রমণী প্রস্তুত করিতে পারে না। শুনিয়া সাক্বতের একবারে আকাশ হইতে পতন। তিনি অনেক করিয়া কুক সাহেবকে বুঝাইলেন যে মজুমদার তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়াছেন, এবং ডেপুটি মুন্সেফ সকলকে সাক্ষ্য মানিলেন। কিন্তু কুক সাহেব বুঝিয়াও বুঝিলেন না। তিনি ইহাদের চিনিতেন এবং এরূপে বাঁদর নাচাইতেন। সাক্বত সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সকলের সমক্ষে কোমর বাঁধিয়া মজুম-

দারকে "মেচোহাটা" করিলেন, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য করিবার পাত্র নহে। সাকুর্ত স্বয়ং আমাকে এ উপাখ্যান বলিয়া বলিয়াছিলেন—"মহাশয়! আপনি এমন নির্লজ্জ ও 'ষ্টুপিড' কি কখনও দেখিয়াছেন?" মজুমদার মহাশয় সম্বন্ধে আরও এক গল্প শুনিয়াছিলাম। তিনি বর্দ্ধমানে সব-ডেপুটি ছিলেন। সার ষ্টুয়ার্ট বেলি (Sir Stewart Bayley) লেঃ গবর্ণর হইয়া আসিতেছেন, ট্রেণ গভীর রাত্রিতে বর্দ্ধমানে পৌঁছিবে। মজুমদার বাজার হইতে এক হাঁড়ি মিষ্টি কিনিয়া লইয়া ষ্টেশনে দণ্ডায়মান। ট্রেণ গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে প্রকাণ্ড অজাগরের মত ফোঁশ ফোঁশ করিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়া থামিল। মজুমদার মিষ্টির হাঁড়ি লইয়া তাহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত ছুটিতেছেন, এবং প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর অমল-ধবল-বর্ণে রঞ্জিত গাড়ীর কপাটে আঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"সার ষ্টুয়ার্ট বেলি কি এ গাড়ীতে আছেন?" অসময়ে ভগ্ননিদ্র কোনও শ্বেতাঙ্গ সুন্দর ঘোর ঘর্ঘর কণ্ঠে তাঁহাকে—go to the devil (নরকে যাও!), কেহ বা damn your eyes (তোমার চক্ষু নরকে যাক!) ইত্যাদি মধুর অভিবাদন করিতেছেন। উহা নীরবে শুনিয়া তিনি এক গাড়ী হইতে অন্য গাড়ীর কাছে যাইতেছেন, এবং তাঁহার মিষ্টির প্রতি-দানে নানারূপ মিষ্টালাপ উদরস্থ করিতেছেন। অবশেষে এক গাড়ীর দ্বারে আঘাত করিয়া ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর শুনিলেন—"Who the devil are you? (তুই সয়তান কে?)।" উত্তর—"আমি ডেভিল (সয়তান) নহি ইওর অনার। আমি বর্দ্ধমানের সব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অমুক মজুমদার। অমুক বিখ্যাত লোকের ভাগিনা। আমার গরিব স্ত্রী ইওর অনারের জন্য অনাহারে অনিদ্রায় সপ্তাহকাল পরিশ্রম করিয়া কিছু জলখাবার প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহা 'ইওর অনারকে' দিতে আসিয়াছি। 'ইওর অনার' তাহা গ্রহণ না করিলে poor thing

তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে।” সার! ষ্টুয়ার্ট তখন লাচার হইয়া গাড়ীর কপাট খুলিলেন। মজুমদার আভূতল নত হইয়া সেলাম দিয়া মিষ্টির হাঁড়ী গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দিলেন, এবং সার ষ্টুয়ার্ট তাঁহার স্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতে দিতে গাড়ী খুলিল। মজুমদার সেলাম দিতে দিতে গাড়ীর সঙ্গে তাঁহার নিবিড় কৃষ্ণাঙ্গ ও স্থূল উদর লইয়া দৌড়িলেন, এবং তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে সার ষ্টুয়ার্টকে বলিলেন। তিনি বলিলেন—I will (আমি স্মরণ রাখিব)। তিনি নিজে অহঙ্কার করিয়া বলিতেন যে এই নৈশ-অভিযানের ফলে কিছু দিন পরে তিনি ডেপুটিত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

যখন এরূপে দুই হিন্দু খোসামুদি-বীরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছিল, তখন আমার মুসলমান মুরুব্বি বড় মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহ হয় নাই। কাযে কাযেই “গরিব স্ত্রী” নাই, নোয়াখালিতে কোন আত্মীয়াও নাই, মিঠাই প্রস্তুত করাত দূরের কথা। তিনি দেখিলেন যে ইঁহাদের এই চালে তিনি একবারে ছায়াতে পড়িয়া গেলেন। অতএব কিছু দিন যোগস্থ হইয়া,—মুসলমান শাস্ত্রেও যোগ আছে—একটা ফিকির স্থির করিলেন। তিনি একদিন প্রাতে কুক সাহেবের ঘরে গিয়া একবারে তাঁহার সবুট-পদাম্বুজ পার্শ্বে বসিয়া, এবং পকেট হইতে এক খানি দিব্বি সাটিনের রুমাল বাহির করিয়া, তাঁহার শ্রীচরণের মাপ লইতে লাগিলেন। কুক সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“মৌলবি! এ কি?” উত্তর—“আমার গরিব ভগ্নী ‘ইওর অনারের’ জন্য এক জোড়া উলের জুতা প্রস্তুত করিতে আমার বাড়ী হইতে ‘ইওর অনারের’ Golden foot (সোণার পায়ের) মাপ চাহিয়াছে।” কুক সাহেব তাঁহার ভগ্নীকে ধন্যবাদ দিলেন। তাহার পর তিনি কলিকাতায় তাঁহার কোন বন্ধুর কাছে উহা পাঠাইয়া কসাইটোলার চিনার দোকান হইতে এক জোড়া উলের

জুতা আনাইয়া উহা তাঁহার 'গরিব ভগ্নীর' উপহার, যাহা উক্ত ভগ্নী বহু দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া, 'হিজ অনারের' জন্য প্রস্তুত করিয়াছে, পাঠাইয়া দিলেন। কুক সাহেব তাঁহার ভগ্নীকে ধন্যবাদ দিয়া এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন, এবং ভ্রাতা উহা গৌরবের সহিত সকলকে দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একবারে বাজী মাৎ! সাক্বত আমাকে এই গল্প করিয়া বলিয়াছিলেন—"মহাশয়! মোস্‌লা বেটার ভগ্নী পর্য্যন্ত নাই। এমন মিথ্যুক!"

যাহা হউক এবার তাঁহার মুসলমান প্রতিযোগী 'সাক্বতকে' ধরাশায়ী করিল। কুক সাহেবের বদলির সংবাদ প্রচার হইলে সে কুক সাহেবকে যাইয়া বলিল যে তিনি যদি উকীলদের সঙ্গে 'সাক্বতের' গোলযোগটা মিটাইয়া দেন, তবে নোয়াখালি হইতে কুক যাইবার সময়ে সে খুব একটা বিরাট অভ্যর্থনার যোগাড় করিয়া দিতে পারিবে। কুক সাহেব বর্ষি গিলিলেন, এবং প্রধান উকীল তিন জনকে ডাকাইলেন। তাঁহারা বলিলেন যে 'সাক্বত' যদি সেই মোক্তারের কাছে ও সম্যক 'বারের' কাছে বিনীত ভাবে ক্ষমা-পত্র (apology) লিখিয়া দেন, তবে তাঁহারা এ গোলযোগ ছাড়িবেন, এবং তাঁহারা কুককে একটা বিরাট অভ্যর্থনা দিবেন। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে আমরা সমস্ত ডেপুটি, মুন্‌সেফ ও অন্যান্য বন্ধুগণ আমার বাসায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে 'সাক্বত' বিচলিত অবস্থায় ছুটিয়া আসিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মহাশয়! আমাকে খুব বেশী করিয়া এক গ্লাস ব্রাণ্ডি দিতে বল।" আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"কেন? কি হইয়াছে?" উত্তর—"আর মহাশয়! কি হইয়াছে! কুক সাহেব আমাকে অপমান করিয়া অভ্যর্থনা চাহে,—আর কি হইয়াছে! দড়ী না হয় বিষ আনিয়া দেও! এই প্রাণ ত্যাগ করি।" আমরা সকলে

ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হইয়াছে খুলিয়া বল না?" উত্তর—"আর খুলিয়া বলি! কই মহাশয়! ব্রাণ্ডি আনিতে বলিলে না?" ভৃত্য আদেশ মতে ব্রাণ্ডি আনিয়া দিল। 'সাকৃত' অর্দ্ধগ্লাস পরিমাণ জল মিশ্রিত ব্রাণ্ডি এক নিশ্বাসে পান করিলেন। পান কার্য্যটা শেষ করিয়া বলিলেন—"দাও মহাশয়! একটা 'এপলজি' লিখিয়া দেও!" আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি 'এপলজি' কেন? কাহার কাছে দিবে?" উত্তর—"আর কাহার কাছে দিব? সেই মোক্তারের কাছে।" আমি অতি দুঃখিত ভাবে বলিলাম—"সে কি কথা! তুমি তাহার কাছে একটা লিখিত 'এপলজি' দিয়া কি সমস্ত 'সার্ভিসের' মুখে চুণ কালী দিবে? আমি যেরূপ মিটমাট করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাতে ত তোমাকে কোনওরূপ অপমান স্বীকার করিতে হইত না।" উত্তর—"মহাশয়! এখন সে কথা বলিয়া আর কি ফল? আমি কি জানিতাম যে কুক সাহেব এরূপ করিবে?"

প্রশ্ন। তবে কুক সাহেবই কি তোমাকে এপলজি দিতে বলিয়াছে?

উ। তা নয় তো কি আমি সাধ করিয়া দিতেছি? দাও একটা 'এপলজি' লিখিয়া দেও।

আমি তখন একটা সাধারণরূপ 'এপলজি' লিখিয়া দিলাম। 'সাকৃত' তাহা পড়িয়া বলিলেন—"না, এরূপ দিলে হইবে না। আমাকে পেন্সিল দেও দেখি!" তিনি তাঁহার পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া তাহাতে পেন্সিল দিয়া লিখিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন—"দেখুন। এরূপ দিলে কেমন হয়?" আমি দেখিলাম উহা ত 'এপলজি' নহে দাসখত্। আমি পূর্ব্বাপেক্ষাও বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"তুমি এরূপ একটা 'এপলজি' দিবে?" উত্তর—"না দিলে চাকরি ছাড়িয়া দিতে হয়।

খাইব কি? তাই বলিতেছিলাম দড়ী না হয় বিষ আনিয়া দেও, এ প্রাণ ত্যাগ করি।" আমার মুখে আর কথা সরিল না। ইংরাজি দেখিয়া এই 'এপলজি' যে সাক্ত আপন বিদ্যায় তখনই লিখিয়া দিলেন আমার কেমন বিশ্বাস হইল না। অসাবধানে কাগজখানি উল্টাইলে আমি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম যে অপর পিঠে কুকের নিজের হাতে লেখা সেই 'এপলজির' মুসাবিধা! 'সাক্ত' উহা মুখস্থ করিয়া আসিয়া এতক্ষণ এই অভিনয় করিতেছেন! আমি বলিলাম—"এই যে এ পৃষ্ঠায় কুক সাহেবের হাতের লেখা এই 'এপলজির' মুসাবিধা দেখিতেছি। তিনি তবে তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে এরূপ দাসখত্ দিতে হইবে, এবং তুমি স্বীকার করিয়া আসিয়াছ?" সাক্ত বলিলেন—"তা না হইলে কি আর আমি এরূপ করি।" তার পর তিনি আর দড়ীও চাহিলেন না, বিষপানও করিলেন না। সেই 'এপলজি' অন্য কাগজে নকল করিয়া, এবং বিষের বদলে আর এক গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিয়া চলিয়া গেলেন। বোধ হয় তখনই গিয়া উহা কুক সাহেবকে দিলেন। আমরা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—

"পীরিতি পীরিতি তিনটি অক্ষর
ভুবনে আনিল কে?
অমিয় ভাবিয়া ছাঁকিয়া খাইনু,
তিতায় তিতিল দে।"

'সাক্ত' তখন কুক সাহেবের কাছে গিয়া হয়ত বলিয়াছিলেন—

"তু বড় সুজন জানি হে বঁধু!
তু বড় সুজন জানি।
কি গুণে গড়িলি, কি গুণে ভাঙ্গিলি
নবীন পীরিতি খানি?

আর কি তেমন হবে হে বঁধু!
আর কি তেমন হবে ?
মোর মনে ছিল এ সুখ সম্পদ,
যাবৎ জীবন রবে।
ভাল হ'ল কালী দিলি সমুদয়,
বুঝিনু আপন কাযে,
মুই অভাগিনি কিছুই না জানি
জগত ভরল লাজে।”

বলিয়াছিলেন কি না জানি না। কিন্তু নোয়াখালি জগত লাজে ভরিয়া থাকিলেও তাহার পর দিন দেখি তাঁহার মুসলমান প্রতিযোগীর সহিত কুক সাহেবের অভ্যর্থনার চাঁদার বহি হস্তে তিনি বাহির হইয়াছেন! দুই মুরুব্বিই বলিলেন যে আমাকে প্রথম স্বাক্ষর করিয়া পঞ্চাশ টাকা চাঁদা লিখিয়া দিতে হইবে। আমি বলিলাম আমি প্রথম স্বাক্ষর ত করিবই না, এবং পঞ্চাশ টাকা দূরে থাকুক, কুকের মত লোকের অভ্যর্থনার জন্য পাঁচ টাকাও দিব না, তাঁহারা হাসিয়া বলিলেন—“আপনি পাগল। আমরা কি সত্য সত্যই আপনার কাছে টাকা চাহিতেছি। আমরা কেহ কিছু দিব না। কেবল আপনি পঞ্চাশ টাকা ও আমরা প্রত্যেকে দশ কুড়ি টাকা লিখিয়া দিলে, অন্য লোকে বেশী বেশী টাকা স্বাক্ষর করিবে, এবং তাহাদের টাকাতেই খরচ চলিয়া যাইবে। আমাদের কিছুই দিতে হইবে না।” ঘৃণায় আমার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম আমি এরূপ প্রবঞ্চনায় যোগ দিতে পারিব না। তাঁহারা আমার স্বাক্ষর না করাইয়া চলিয়া গেলেন। পরে শুনিলাম তাঁহারা নিজের নামে পঞ্চাশ টাকা করিয়া লিখিয়া কুক সাহেবকে গিয়া দেখান, এবং সে প্রবঞ্চনার দ্বারা অন্য লোককে প্রবঞ্চিত করিয়া টাকা

তোলেন। এত অপমানের পরেও 'সাক্ত' এরূপ অভ্যর্থনার নায়ক হইয়াছেন কেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—"কি করিব মহাশয়! 'ষ্টুপিডেরা' ত ছাড়ে না। একটুক মজা করিতেছি।

এরূপে প্রায় তিন হাজার টাকা জমীদার ও উকীল আমলাগণ হইতে উঠিল। বাই আসিল, খেম্‌টা আসিল, ভোলা দীঘির পারে বাজি জ্বলিল. এবং বাই খেম্‌টার সঙ্গে আমার দুই মুরুব্বির নাচ হইল। উকীল মহাশয়েরাও শাম্‌লা মাথায় দিয়া নাচিলেন। কুক সাহেব বাঙ্গালিদের The great B. B. nation বলিতেন শুনিয়াছি, এবং সময়ে সময়ে B. B.র ব্যাখ্যা, 'বেঙ্গলি বাবু' করিতেন, কখনও বা অকথ্য বা—বাবু ব্যাখ্যা করিতেন। সেই কুক সাহেবের অভ্যর্থনা! তিনি যে বাঙ্গালি জাতিকে ঘৃণা করিতেন এই অভ্যর্থনার দ্বারা বাঙ্গালিরা তাহার সার্থকতা প্রমাণ করিলেন। তাঁহার দোষ কি। যখন নাচ চলিতেছিল, এবং বাজি জ্বলিতেছিল, আমি তখন এক বন্ধুর বাসায় বসিয়া বাঙ্গালির অধঃপতন ভাবিতেছিলাম।

তাহার পর এক দিন 'সাক্ত'আমাকে বলিলেন যে তিনি আর কোন্ মুখে নোয়াখালি থাকিবেন। চিফ সেক্রেটারি পিকক সাহেবের কাছে বদলির একখানি পত্র মুসাবিধা করিয়া দিতে বলিলেন। আমি তাহা দিলাম। তিনি দার্জীলিঙ্গের রেলের উপর কোন স্থানে বদলি হইলেন। কিছুদিন পরে তিনি 'প্রমোশন' পাইলে, তাঁহার যোগ্যতানুসারে পাইয়াছেন বলিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলে, তিনি লিখিলেন তাঁহার যোগ্যতার জন্য তিনি 'প্রমোশন' পান নাই। পিকক দার্জীলিঙ্গ যাইবার সময়ে তিনি তাঁহার কুকুরের জন্য মাংস যোগাইয়াছিলেন। এই কুকুরের কৃপায় ও তাঁহার খোসামুদির অভিজ্ঞতায়, তিনি 'প্রমোশন' পাইয়াছেন। ইহার সমালোচনা অনাবশ্যক।

নোয়াখালির কার্য্য।

কুক চলিয়া গেলেন। নোয়াখালিতে একজন কালা সিবিলিয়ান কালেক্টর হইয়া আসিলেন। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ঠিক সহপাঠী নহে, আমার সহ-অধ্যায়ী ছিলেন। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ইনি হিন্দু হোষ্টেলে ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে বড় বন্ধুতা ছিল। উভয়ের সে সময়েই পান-দোষ ছিল, এবং সেই দোষেই উভয়ে অকালে বঙ্গদেশকে দুটি নক্ষত্র শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বন্ধু একজন নামস্থ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনি এক বৎসর মাত্র ইংলণ্ডে থাকিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। তিনি ভিন্ন-দেশবাসী ব্রাহ্মণ এবং সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বিধাতা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁহাকে সিভিল সার্ভিসে লইয়া তাঁহার অকাল মৃত্যু ঘটাইলেন। তিনি আফিসের কার্য্য দ্রুত হস্তে নিষ্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট সময় কেবল একটি সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলনে কাটাইতেন। তিনি খর্ব্বাকৃতি, নাতি স্থূলকায়, তাঁহার স্বদেশীয় আকৃতি ছিলেন। প্রকৃতি শান্ত। তিনি এ পূর্ণ যৌবনেও অবিবাহিত। তাহাতে চরিত্রে যে দোষ অপরিহার্য্য তাহা ঘটিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার সম্মান-হানি ঘটাইত। চরিত্রে কিঞ্চিৎ অপরিণামদর্শিতাও ছিল। নোয়াখালির ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার খেয়াল হইল একটি সব-ডিভিসনের মত ক্ষুদ্র নোয়াখালি জেলা ইহতে দুই তিন লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া নোয়াখালির সহিত ইংলণ্ড ও আমেরিকা বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিবেন। যেই মুখ হইতে কথা বাহির করিলেন, অমনি আমার মুরুব্বি যুগল ও অন্য চাটুকারেরা বাহাবা দিয়া তোলপাড় করিতে লাগিলেন। আমি উহা অসম্ভব বলিলে তিনি উড়াইয়া দিলেন।

সভা হইল, দেশের জমীদারবর্গকে, যেমন হইয়া থাকে, কাণে ধরিয়া আনা হইল। গলা টিপিয়া চাঁদা দস্তখত করান হইল। ডেপুটিদের নামেও দুই হাজার টাকা করিয়া চাঁদা ধরা হইল। তথাপি মোট স্বাক্ষর অর্দ্ধ লক্ষ হইল না। তাহাও হাস্যকর স্বাক্ষর মাত্র। অতএব ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত নোয়াখালির বাণিজ্য এখানেই শেষ হইল। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত হিতকর কার্য্য এরূপ সভাতেই শেষ হয়।

যাক্। যদিও এই হাস্যকর কার্য্যে উৎসাহ না দিয়া আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলাম, তথাপি তিনি আমাকে প্রথম প্রথম বড় বিশ্বাস করিতেন, এবং সকল বিষয়ে আমার পরামর্শ লইতেন। এই সুযোগে আমি নোয়াখালির কয়েকটি হিতকর কার্য্য করি।

——o——
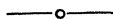
ষ্টীমার।

সর্ব্ব প্রথমেই আমার ষ্টীমারের প্রস্তাব তাঁহার দ্বারা কার্য্যে পরিণত করি। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে মাসে আড়াই শত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করাইলে এক ষ্টীমার কোম্পানী ষ্টীমার চালাইতে স্বীকার করে। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম নোয়াখালি হইয়া চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে ষ্টীমার চলিবে। কালেক্টর তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া বরিশাল ও নোয়াখালির মধ্যে ষ্টীমার চলার প্রস্তাব করেন, এবং সেরূপে ষ্টীমার চলে, এবং এখনও চলিতেছে। ইহাতে যে নোয়াখালির কি প্রভূত উপকার হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। সাহায্যও বেশী দিন দিতে হইল না। দেখিতে দেখিতে ষ্টীমার কোম্পানির লাভ দাঁড়াইল। প্রাকৃতিক মহা শক্তিসমূহের লীলা দেখিয়া বৈদিক ঋষিরা যেমন তাহাদিগকে তাঁহাদের দেবতা বলিয়া

পূজা করিতেন, বৈজ্ঞানিক মহাশক্তিকেও আমাদের দেশের লোক এখন সেরূপ পূজা করে। মানব আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত কিছু দেখিলে তাহার কাছে প্রণত হয়। শুনিয়াছি যখন ষ্টীমার একটা ক্ষুদ্র খাল দিয়া যাইত, তখন বহুদূর হইতে সমবেত নরনারী হুলুধ্বনি করিয়া শঙ্খ, কাংস্য, ঘণ্টা বাজাইত, এবং ষ্টীমারকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়া ভূতলে প্রণত হইয়া থাকিত। ষ্টীমার খুলিবার কয়েক বৎসর পরে আমি নিজেও একবার কলিকাতায় যাইতে এ দৃশ্য দেখি। সারাঙ্গ আমাকে বলিয়াছিল যে তখন কিছুই নাই বলিলেই চলে, কিন্তু পূর্ব্বে ষ্টীমার-দর্শক যাত্রির ও তাহাদের পূজকের ভয়ানক ভিড় হইত, এবং অনেকে তাহাকে টাকা দিয়া ষ্টীমারখানি থামাইতে, কি ধীরে চালাইতে অনুনয় বিনয় করিত। কেহ কেহ এ কথা শুনিয়া হাসিলেন, বিদ্রূপ করিলেন। কিন্তু আমি মনে ভাবিলাম যে প্রাকৃতিক শক্তির বা দেবতার পূজা যেমন সেই সর্ব্বশক্তিদাতার পূজা, যিনি বাষ্পে এ শক্তি দিয়াছেন এও কি তাঁহার পূজা নহে। এমন পূজা ভক্তি-প্রাণ হিন্দু ভিন্ন আর কেহ করিতে পারে না।

———o———
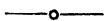
পয়নালি।

নোয়াখালি একটী ক্ষুদ্র নগর। আধ ঘণ্টায় তুমি সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পার। কিন্তু রাস্তাগুলি সমস্ত অবৈধভাবে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হস্তে থাকাতে, (কারণ মিউনিসিপালিটি অতি দরিদ্র) দেখিতে বড়ই সুন্দর, এবং শকট-চক্রের বিশেষ সংঘর্ষণ না থাকাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সবুজ তৃণ প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে রক্তবর্ণ প্রবাল মালার মত রাস্তার শোভা বড়ই মনোহারী। কিন্তু তাহার পার্শ্বে নিয়মিত

পয়নালি নাই। তাহার উপর, পার্শ্বস্থিত গৃহ ভিত্ত্যাদির জন্য মাটি তোলাতে স্থানে স্থানে গর্ত্ত। বর্ষার সময়ে তাহাতে আবর্জ্জনা পচিয়া রাস্তা দিয়া স্থানে স্থানে নাসিকা রুদ্ধ না করিয়া চলা অসাধ্য করিয়া তুলিত। আমি এ পয়নালিগুলি সমান করিয়া জল নির্গমের সুবিধা করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করি। মিউনিসিপাল প্রভুরা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন, এবং বলেন যে পাকা ড্রেন ছাড়া তাহা হইবে না, এবং পাকা ড্রেনের জন্য বাইশ হাজার টাকা এষ্টিমেট হইয়া রহিয়াছে। মিউনিসিপালিটি বলিতে উকীলের লীলাভূমি, এবং উকীল মহাশয়দের আইন ও নজিরের বাহিরে জ্ঞান বড় অল্প। আমি বলিলাম তিন শত টাকাতে আমি এই কার্য্য সম্পন্ন করিব। কালেক্টর বিস্মিত হইলেন, এবং তিনি জিদ করাতে মিউনিসিপালিটি আমাকে বিদ্রূপ করিয়া উহা মঞ্জুর করিলেন। আমি আমার বন্ধু ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনিয়ার বাবুর সাহায্যে পুরুষানুক্রমিক গর্ত্তগুলিন স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ ভরাইয়া, এবং পয়নালির অন্য উচ্চ স্থান নীচ করিয়া, তাহার উভয় পার্শ্বে সুন্দর ঘাস জন্মাইয়া দিয়া, এরূপ সহজে পয়নালি প্রস্তুত করিয়া দিলাম, যে বর্ষার সময়ে একবিন্দু জলও কোথায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তখন কালেক্টর ও সহরবাসীরা আমার বাহাবা দিতে লাগিলেন।
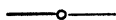
পায়খানা।

গৃহের পার্শ্বে পুরুষানুক্রমিক এক গর্ত্ত, এবং তাহাতে পুরুষানুক্রমিক সঞ্চয়,—ইহাই নোয়াখালির পায়খানার বন্দোবস্ত। সময়ে সময়ে রাস্তা দিয়া পর্য্যন্ত দুর্গন্ধের জন্য চলা কষ্টকর হইত। এই পুরাতন শাস্ত্র-সঙ্গত ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া তোলা পায়খানার প্রস্তাব করাতে আমি আর

একবার মিউনিসিপালিটির কাছে উপহাস ভাজন হইলাম। তাঁহারা বলিলেন উহা বহু ব্যয়সাধ্য, এবং এরূপ দরিদ্র স্থানে অসম্ভব। এই ধুয়া আমি জানি যে সর্ব্বত্র উঠিয়া থাকে। আমি আবার কালেক্টরকে ধরিয়া পড়িলাম, এবং উহা সহজসাধ্য বলিয়া বুঝাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন এ দেশে মেথর পাওয়া যাইবে না বলিয়া সকলে বলিতেছেন। আমি বেহার হইতে মেথর আনাইয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। মিউনিসিপালিটি তাহাদের পাথেয় মাত্র দিতে ও থাকিবার ঘর প্রস্তুত করিয়া দিতে সম্মত হইলে, আমি কয়েকজন মেথর আনিয়া প্রথমতঃ মাদারিপুরের প্রণালী মতে কার্য্য আরম্ভ করিলাম। দেখিতে দেখিতে সকলেই উপকার অনুভব করিলেন, এবং মিউনিসিপালিটি এ কার্যভার গ্রহণ করিলেন। তবে পশ্চিমের মেথর যেরূপ নির্ব্বোধ, তাহাদিগকে শিশুর মত পালন করিতে হয়। আমি যে কয়েক মাস নোয়াখালিতে ছিলাম, আমি তাহাদের সেরূপ পালন করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি চলিয়া আসিলে তাহাদের কেহ কেহ পলায়ন করিয়া ফেনীতে আমার কাছে নালিস করিতে আসিত। জানি না সে বন্দোবস্ত মিউনিসিপালিটি এখনও রাখিতে পারিয়াছেন, না আবার পৌরাণিক পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

—o—
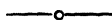
রোড সেস্।

আমার হাতে রোড সেসের ভার ছিল। তখন রোড সেস 'রিভ্যালুএসন' (Revaluation) হইতেছিল। প্রত্যহ শত শত নোটিশ নাজিরের কাছে যাইতেছিল, এবং নাজির মহাশয় তাহার দ্বারা দু পয়সা বেশ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। এক শত নোটিশ তাঁহার কাছে প্রেরিত হইলে, তিনি তাহার উপর শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে জারির খরচ

কসিতেন। মনে কর এই এক শত নোটিশ এক গ্রামের বা মৌজার। উহা জারি করিতে একজন পেয়াদার বড় বেশী লাগিলে চারি দিন লাগিবে, এবং চারি আনা হিসাবে তাহার বেতন এক টাকা মাত্র। তিনি তাহাও দিতেন না। তিনি এ সকল নোটিশ ঠিকা পেয়াদার দ্বারা জারি করিতেন। প্রত্যহ বটতলায় তাহার নিলাম হইত। যে উমেদার সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন পারিশ্রমিকে তাহা জারি করিতে সম্মত হইত উহা তাহাকে দেওয়া হইত। এরূপে এক টাকার কমেও এক গ্রামে এক শত নোটিশ জারি হইত। অবশিষ্ট চব্বিশ টাকা নাজির মহাশয়ের পকেটে প্রবেশ করিত। তিনি এরূপে মাসে অন্যূন দুই শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন। আমার হস্তে যে দিন রোড সেসের ভার পড়িল সেই দিনই দেখিলাম তিনি দুইশ কতখানি নোটিশের জন্য ষাট টাকা এষ্টিমেট পাঠাইয়াছেন। সমস্ত নোটিশ সংলগ্ন দুইটা মৌজার মাত্র। আমি এক জন পেয়াদার ঊর্দ্ধ সংখ্যা বিশ দিনের কায ধরিয়া পাঁচ টাকা মাত্র মঞ্জুর করিয়া দিলাম। নাজির মহাশয় বজ্রাহত হইলেন। তিনি সশরীর আমার সমক্ষে গম্ভীর মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান হইলেন। তাঁহার টেরা চক্ষু, কৃষ্ণ মূর্ত্তি। তাঁহার মুখ-ভঙ্গি দেখিয়া ও কথার ভঙ্গি শুনিয়া আমি তখনই বুঝিলাম যে তিনি একটি সহজ জীব নহেন। তিনি বলিলেন আমি তাঁহাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছি। তিনি চিরদিন এ ভাবে এষ্টিমেট দিয়াছেন, এবং বহু ডেপুটি কালেক্টর তাহা দ্বিরুক্তি না করিয়া মঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমার মত বিচক্ষণ লোক ছিলেন, এবং দেশের অবস্থা জানিতেন। আমি নূতন লোক, দেশের কিছুই জানি না। ঠিকা পেয়াদা নোয়াখালিতে বড় দুর্লভ বস্তু। সকল সময়ে এক গ্রামের সমস্ত নোটিশ একত্রে দেওয়া হয় না। বহুগ্রামের নোটিশ এক সঙ্গে যাইয়া থাকে। এবার ঘটনাক্রমে দুটি সংলগ্ন গ্রামের এতগুলি নোটিশ গিয়াছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি বলিলাম এখন হইতে এক গ্রামের সমস্ত নোটিশ একত্রে পাঠা-ইতে আমি আদেশ দিব। আমি অবিচক্ষণ ও অপরিণামদর্শী হইলেও তাঁহার এ অদ্ভুত এষ্টিমেট পাশ করিতে পারিব না। তিনি চটিয়া কালেক্টরের কাছে গিয়া আমার নামে লম্বা চৌড়া চুকলি সম্বলিত এক নালিশ দাখিল করিলেন। কালেক্টর আমাকে ডাকিলেন, এবং বলিলেন নাজির আমার এষ্টিমেট মত কার্য্য করিতে পারিবে না বলিয়া জবাব দিয়াছে। আমি সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে নাজির না পারেন, আমি নিজে ঠিকা পেয়াদা নিযুক্ত করিয়া কার্য্য চালাইব। তখন তিনি বুঝিলেন যে কি ভয়ানক ব্যাপার! দরিদ্র করদাতাদের অন্যূন দুই শত টাকা এরূপে প্রত্যেক মাসে বাঁকানয়ন মদনমোহন নাজির মহাশয়ের উদরস্থ হইতেছে। কালেক্টর আমাকে বলিলেন যে যদি আমি এ ভাবে কার্য্য চালাইতে পারি, তবে আমার এ প্রণালী তাঁহার কাছে কাগজে কলমে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি তাহা মঞ্জুর করিয়া দিবেন। আমি তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট পাঠাইলাম, এবং তিনিও আবার নাজিরকে ডাকাইয়া, তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া, তাহা মঞ্জুর করিয়া দিলেন। নাজির বেগতিক দেখিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। নোয়াখালিতে একটা বিপ্লব উঠিল, এবং নাজিরের পূর্ব্বলিখিত লীলা সকল উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িল। আমি যত দিন নোয়াখালিতে ছিলাম, এ প্রণালীতে কার্য্য চলিয়াছিল। আমি নাজির মহাশয়ের টেরা চক্ষুর সুনজর আর পাই নাই।

——o——

সার্টিফিকেট।

ভাগলপুরের মত এখানেও ‘সার্টিফিকেট’ বিভ্রাটে পড়িয়াছিলাম। আমার ‘মেনেজার’ মুরুব্বির হস্তে খাস মহালের ভার ছিল। গবর্ণমেণ্ট

রাজস্ব বৃদ্ধি দেখাইয়া, এবং কুক সাহেবকে প্রসন্ন করিয়া, ডেঃ কালেক্টর হইবার তিনি এক নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। মেঘনায় এবং সমুদ্র মধ্যস্থ চরে বহু পতিত জমী পড়িয়া আছে। উহাতে চরবাসীদের গো মহিষ চরে মাত্র, কারণ উহা আবাদের অযোগ্য। তিনি একটা 'গোচারণ বা 'গোরকাটি' জমা তাহাদের কাছে আদায় করিতে চেষ্টা করেন। তাহারা অস্বীকার করে। কোনও কালেক্টর সহজ ভাবে জোর করিয়া এরূপ রাজস্ব আদায় প্রশ্রয় দিবেন না। অতএব প্রত্যেক চরে কাহার কত গরু মহিষ আছে তাহার এক তালিকা আমলার দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া, তিনি প্রত্যেক পশুর জন্য চারি আনা হিসাবে খাজানা ধরিয়াছেন, এবং তাহারা সেই খাজানা দেয় নাই বলিয়া তাহাদের নামে শত শত সার্টিফিকেট জারি করাইয়াছেন। প্রজাদের নামে মেনেজারের ইঙ্গিতে পেয়াদারা কোনও সার্টিফিকেটই জারি না করিয়া মিথ্যা রিপোর্ট দিয়াছে। কাযেই কোনও আপত্তি উপস্থিত হয় নাই। এ জন্য পূর্ব্ব ডেপুটি কালেক্টরেরা সকলেই ডিক্রি দিয়াছেন। তাহার পর মেনেজার ঘোরতর অত্যাচার করিয়া এ খাজানা উশুল করিয়া, পূর্ব্ব বৎসর খুব বাহাবা লইয়াছেন। আমার কাছে এরূপ প্রথম মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে উহার নূতনত্বে আমার সন্দেহ হইলে আমি প্রজার অনুপস্থিতি সত্বেও প্রমান চাহিলাম। খাস মহালের এক আমলা দীর্ঘ এক জমাবন্দি সমন্ধে 'হলপান' যথাশাস্ত্র সাক্ষ্য দিলে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রজারা এই জমা স্বীকার করিয়াছে?" অনিচ্ছায় উত্তর—"না।" প্র। তাহারা এ জমাবন্দি সাক্ষর করিয়াছে? উ।—আবার না। প্র। তাহারা এ জমাবন্দির জমা অবগত আছে? উ। আবার না। প্র। তবে এই জমাবন্দি কিরূপে প্রস্তুত হইল? সে বড় বিপদে পড়িল। সে

একজন ক্ষুদ্র বেতনের ক্ষুদ্র জীব কর্ম্মচারী। সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আমি তাহাকে অভয় দিলে, সে জমাবন্দির সৃষ্টি-প্রকরণ উপরোক্ত মতে ব্যাখ্যা করিল। তাহার সেই জমাবন্দির মূলে যত মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছিল, ষাট কি সত্তরটি, আমি ভাগলপুরের মত এক হুকুমে খারিজ করিয়া দিলাম।

হিন্দু প্রতিযোগীর অধঃপতন অবধি মেনেজার সাহেবের দীর্ঘ মূর্ত্তি আরও যেন এক হাত উচ্চ হইয়াছে, তাঁহার চস্‌মাখানি আরও যেন সমুজ্জ্বল হইয়াছে, এবং তাঁহার মস্তকের তুরস্ক দেশীয় জবা কুসুম সঙ্কাশ 'ফেজ' টুপির বহু উর্দ্ধে পদাতিক-ভৃত্য যে ছত্র ধারণ করিয়া রৌদ্রের দ্বারা তাঁহার সমস্ত দেহ ও মুখ মণ্ডল পর্য্যস্ত সমুজ্জ্বল করিত, সে ছত্র এখন যেন একেবারে গগনে উঠিয়াছে। তিনি যখন এরূপভাবে ক্ষুদ্র নোয়াখালি খানি সাহেব-সোহাগ-স্ফীত অভিমানে ও আত্ম-গরিমায় পরিপূর্ণ করিয়া চলিতেন, তখন রাস্তার লোক মনে করিত "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। আজ কোর্ট হইতে গৃহে ফিরিতে না ফিরিতে মেনেজার উক্তরূপে পদ ভরে নোয়াখালি প্রকম্পিত করিয়া আমার গৃহাভিমুখে আসিতেছেন। যদিও তখন সন্ধ্যার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, তথাপি বিলাতি সংএর টুপির মত তাঁহার দীর্ঘ রক্তবর্ণ 'ফেজের' উপর ছত্র সুশোভিত। ক্রোধে তাঁহার মূর্ত্তিখানি ভীষণ গাম্ভীর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে। তিনি আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"মহাশয়! আপনি আমার এতগুলিন মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিয়াছেন কেন?" স্থির কণ্ঠে উত্তর—"সে কৈফিয়ত তোমার কাছে নাই বা দিলাম।" তিনি—"আপনি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। এরূপ হইলে আমাদের বন্ধুতা থাকিবে না।" আবার স্থির কণ্ঠে উত্তর—"বড় দুঃখিত হইলাম। না থাকে, উপায় নাই।" তিনি বুঝিলেন যে এ প্রণালীর আলাপে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। তখন

হাসিয়া বলিলেন—"দোহাই তোমার। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও ডেপুটি কালেক্টর গোলযোগ না করিয়া ডিক্রি দিয়াছে। তোমাকে আমার মুরুব্বি ও বন্ধু বলিয়া আমি কত সম্মান করি, তুমি জান। তুমি সার্ভিসের এক জন অদ্বিতীয় লোক। কোথায় তুমি আমার উন্নতিতে সাহায্য করিবে, না এরূপ করিয়া আমার উপস্থিত চাকরিটিরও মাথা খাইতেছ।" বাস্তবিকই লোকটি আমাকে বড় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত, এবং তাহার যত গুরুতর রিপোর্ট ও পত্র, এবং ডেপুটি কালেক্টারির সমস্ত দরখাস্ত ইত্যাদি আমার দ্বারা লেখাইত। তাহার পিতাও এক দিন চট্টগ্রামে সদর আলা ছিলেন এবং আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। অতএব তাহার এ সকল দুর্ব্বলতার জন্য তাহাকে আমি কৃপাভাজন মনে করিয়া তাহাকে কনিষ্ঠের মত স্নেহ করিতাম। আমিও এবার হাসিয়া বলিলাম—"আমিও বড় দুঃখিত। কিন্তু কি করিব? তোমার উন্নতির জন্য আমার যথাসাধ্য আমি করিতে প্রস্তুত, কিন্তু গরিব 'চরো' প্রজাদের গলা কাটিয়া উহা সাধন করা আমার দ্বারা হইবে না। পূর্ব্ব ডেপুটিদের পথও আমি অনুসরণ করিতে পারিব না।" তিনি তখন এ সম্বন্ধে কি করা উচিত আমার কাছে পরামর্শ চাহিলেন। আমি বলিলাম হয় প্রজাদের দ্বারা জমাবন্দি স্বাক্ষর কি স্বীকার করাইয়া লইতে হইবে, না হয় আমার হাত হইতে এ সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে হইবে। তিনি কালেক্টরের যথাসাধ্য খোসামুদি করিলেন, এবং বলিলেন যে আমি এক জন বড় 'তেজী' লোক, আমি যেরূপ আইন সঙ্গত কার্য্য চাহি, তাহা হইতে পারে না। কিন্তু কালেক্টর শেষ পথ অবলম্বন করিলেন না। তিনিও তাঁহাকে প্রথম পথ অবলম্বন করিতে বলিলেন।

কেবল এগুলি বলিয়া নহে, প্রায় সকল ডিপার্টমেণ্টের সার্টিফিকেটই আইন বহির্ভূত ভাবে দাখিল হইয়াছে। আমি সার্টিফিকেট আইনের

এবং সমস্ত 'রুলের' সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া, এক মন্তব্য (resolution) লিখিয়া কালেক্টরের কাছে পাঠাইলাম, এবং তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া উহা স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। উহা সমস্ত বিভাগে প্রচারিত হইলে মেনেজার আর একবার ক্ষেপিয়া আমার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"এবার আপনি আমার একবারে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আপনি যে ভাবে চাহেন সে ভাবে খাস মহাল হইতে সার্টিফিকেট দেওয়া অসাধ্য।" উত্তর—"আমি চাহি, না বলিয়া, আইন চাহে বলিয়া বলা তোমার উচিত ছিল। আইন পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আমার নাই।" কিন্তু মন্তব্য প্রচারের ফল বাস্তবিক তাহাই হইল। খাস মহালের সেরেস্তার অবস্থা এমন শোচনীয় এবং উহা এরূপ অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারে চালিত যে আইনানুসারে সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা অসম্ভব। কাযেই খাস মহাল সার্টিফিকেট এক প্রকার বন্ধ হইল। প্রজারা বলিতে লাগিল যে আমি নোয়াখালি আসিয়া সার্টিফিকেট আইন উঠাইয়া দিয়াছি। ইহার কিছুদিন পরে কমিশনার লাউইস সাহেব নোয়াখালি পরিদর্শনে আসিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে আমি কোন কোন বিভাগের ভার প্রাপ্ত তাহা জানিয়া তিনি বলিলেন—"গত বৎসর আমি সার্টিফিকেট ডিপার্টমেণ্টের বড় শোচনীয় অবস্থা পাইয়াছিলাম। ভরসা করি আপনি তাহার উন্নতি করিয়াছেন।" আমি বলিলাম যে এখনও করিতে পারি নাই। আমি সম্প্রতি একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। তন্মতে কার্য্য হইলে সার্টিফিকেট ডিপার্টমেণ্টের অবস্থা কমিশনার অন্যরূপ দেখিবেন। আফিসে গিয়াই কমিশনার আমার সেই মন্তব্য সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে চাহিলেন ও আমাকে ডাকিলেন। আমি গিয়া দেখিলাম তিনি কালেক্টরের কক্ষে বসিয়া আমার মন্তব্য পাঠ করিতেছেন। উহা শেষ করিয়া মুখ ফিরাইয়া আমার

দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহা আপনার লিখা ?" আমি তিন বৎসরের অধিক তাঁহার পার্শনেল এসিস্‌টাণ্ট ছিলাম। কাযেই তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আমি বলিলাম—হাঁ। তিনি তখনই কালেক্টরের কাছে উহার ও আমার খুব প্রশংসা করিলেন। কমিশনার চলিয়া গেলেন। ইহার কিছু দিন পরে এক দিন কি কার্য্য গতিকে কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি, অন্যথা আমি কখন কোনও প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি না। ইতিমধ্যে আমার প্রতি তাঁহার কিছু মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। সে সময় শ্রীপাটের একজন পুলিস ইনস্পেক্‌টর ছিলেন। একেত আমি পুলিসের উপর চিরদিন খড়্গা-হস্ত। তাহাতে তাঁহার বড় অনুরাগভাগী নহি। দেশীয় কালেক্টরের কাছে আমার এই প্রতিপত্তি তাঁহার ও তাঁহার দেশবাসীর অসহ্য হইয়াছে। তিনি মধ্যে একবার কুমিল্লা গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইহাঁর মন আমার প্রতি বিষাক্ত করিতে তাঁহাকে বলিয়াছেন যে কুমিল্লার কুক সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছেন যে নোয়াখালির কালেক্টর ত ব—নহে, আমি। ইহাতে কালা সিভিলিয়ানি অভিমানে এরূপ আঘাত লাগিয়াছে যে এক দিন গল্প ছলে আমাকে তিনি এ কথা বলিয়া ফেলিলেন এবং কুক সাহেব এরূপ কথাও কেন বলিয়াছে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম কুক একথা বলিয়াছেন, তাহার প্রমান কি ? দ্বিতীয়তঃ জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কালেক্টর কি আমি কালেক্টর, তাঁহার মনে কি কিছু সন্দেহ আছে ? তিনি বড় দুর্ব্বল-হৃদয় লোক ছিলেন। আমার এ উত্তরে ধূর্ত্ত ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার হৃদয়ে যে মেঘ সঞ্চার করিয়াছিল তাহা দুর হইল না। এমন সময়ে কমিশনারের ইন্‌স্পেকসন মন্তব্য আসিল। দেশীয় সিভিলিয়ানদের অবস্থা শোচনীয়। তাহার জন্য কতক অংশে তাঁহারা নিজে দায়ী।

তাঁহারা সাহেব হইতে এবং সাহেবদের সমাজভুক্ত হইতে চেষ্টা করেন, এবং সে জন্য আপনার দেশীয় সমাজ হইতে দূরে থাকেন। লাভের মধ্যে উভয় সমাজ হইতে বঞ্চিত হন এবং সাহেবদের দ্বারা ঘৃণিত হন। লাউইস পরিদর্শন সময়ে তাঁহাকে পদে পদে অবজ্ঞা করেন। পরিদর্শন সময়ে আমাকে ডাকিয়া সঙ্গে লইতেন, তথাপি কালেক্টরকে ডাকিতেন না। তিনি ইহাতেও আমার প্রতি অপ্রীত হইয়াছিলেন। কমিশনারের 'ইন্‌স্পেক্‌সন মিমো' আসিলে তিনি ক্রোধের সহিত আমাকে বলিলেন যে কমিশনার তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া আমাকে প্রশংসা করিয়াছেন। আমি 'মিমো' দেখিতে চাহিলে অপমান সূচক ভাবে উপরিস্থের মত বলিলেন আমি আফিসে দেখিতে পাইব। আফিসে উহা আমার কাছে আসিলে দেখিলাম যে কমিশনার লিখিয়াছেন সার্টিফিকেট ডিপার্টমেণ্ট তিনি পূর্ব্ব বৎসর বড় শোচনীয় অবস্থায় পাইয়াছিলেন। এবার তাহার অবস্থা যেরূপ পাইয়াছেন তাহা আমার পক্ষে বড়ই প্রশংসাজনক। তাহার পর সমস্ত চট্টগ্রাম বিভাগে প্রচারিত করিবার জন্য আমার মন্তব্যের একটি প্রতিলিপি চাহিয়াছেন। আমি উহা হস্তে লইয়া কালেক্টরের কাছে গিয়া বলিলাম যে এ লেখাতে তাঁহার অপমানের বা ক্ষোভের বিষয় ত কিছুই নাই। তাঁহার কোনও সেরেস্তার বা কর্ম্মচারীর প্রশংসা করিলে সেই প্রশংসা ত আংশিক তাঁহার। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কমিশনার সেই মন্তব্যটি তাঁহার না বলিয়া আমার বলিয়াছেন কেন? উহা যখন তাঁহার স্বাক্ষরে প্রচারিত হইয়াছে, তখন তাঁহার বলা উচিত ছিল। কেবল তাঁহাকে অপমান করিয়া আমাকে প্রশংসা করিবার জন্য এরূপ লিখিয়াছেন। আমি দেখিলাম এরূপ দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র-হৃদয় ব্যক্তিকে আর কিছু বলা বৃথা।

ইহার কিছু দিন পরে একটা সার্টিফিকেট মোকদ্দমায় আমার

মেনেজার-মুরুব্বির আর এক কীর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল। একটি প্রজার, জমা পনর বৎসর যাবৎ ক্রমশ নদী সেকস্থ হইতেছে, অথচ মেনেজার প্রতি বৎসর তাহার উপর সার্টিফিকেট জারি করাইতেছেন, এবং তাহার আপত্তি অগ্রাহ্য করাইয়া ডিক্রি করাইয়া পূরা জমা আদায় করিতেছেন। এরূপ অবৈধ ডিক্রির কারণ এই যে তিনি কালেক্টর কুক সাহেবের খাস প্রিয়পাত্র ছিলেন, ডেপুটি কালেক্টরেরা তাঁহার ভয়ে ডিক্রি দিতেন। ঘটিরাম ডেপুটিদের এখনও অভাব নাই। আমি প্রমান লইয়া যে পরিমান জমী অবশিষ্ট আছে তাহার অধিক ডিক্রি দিতে পারিব না প্রকাশ করাতে মেনেজার কালেক্টরের কাছে নালিশ করিলেন। এই মোকদ্দমায়ই প্রায় পনর শত টাকার জন্য ছিল। এরূপ আরও বহুতর সার্টিফিকেট ছিল। কালেক্টর আমাকে ডাকিলেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

তিনি। আপনি না কি এত বড় একটা সার্টিফিকেট মোকদ্দমা উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন ?

আমি। আমি যেরূপ প্রমাণ পাইয়াছি সেরূপ ডিক্রি দিতে পারি। প্রজার যে জমী নদীতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার খাজনা কিরূপে ডিক্রি দিব।

তিনি। আপনার স্মরণ রাখা উচিত যে আপনি এ সকল মোকদ্দমার আধা বিচারক এবং আধা রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারী।

আমি। আমি তাহা মনে করিতে পারি না। যেখানে শপথ পূর্ব্বক প্রমাণ লইয়া বিচার কার্য্য করিতে হইতেছে, সেখানে আমি ষোল আনা বিচারক।

তিনি। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তীরা কেমন করিয়া এরূপ ডিক্রি দিয়াছেন ?

আমি। জানি না।

তিনি। আপনি দিবেন না কেন?

আমি। আইনের প্রতিকূলে ডিক্রি দিলে প্রজা যদি গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে দেওয়ানি মোকদ্দমা করে, এবং সেখানে জয়ী হয়, গবর্ণমেণ্টের ক্ষতির জন্য দায়ী কে হইবে?

তিনি। তবে কি এরূপ সমস্ত মোকদ্দমা আপনি এভাবে বিচার করিয়া গবর্ণমেণ্টের গুরুতর ক্ষতি করিবেন?

আমি। লাচার।

আমি চলিয়া আসিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ এই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া একজন ক্ষেপা ঘটিরামকে দিলেন, এবং ঘটিরাম চক্ষু বুজিয়া পনর শত টাকাই ডিক্রি দিলেন, এবং আমার কাছে আসিয়া অম্লান মুখে তাহার জন্য বাহাদুরি করিতে লাগিলেন। মেনেজার ও কালেক্টরের উপহাসমূলক হাসি দেখে কে? ইহার দুই চারি দিন পরে এই অবৈধ ডিক্রি রহিতের জন্য প্রজা মুন্‌সেফের কোর্টে নালিশ উপস্থিত করিল, এবং ঘটিরামের কাছে তাহার জবাব দাখিল করিবার ভার আসিল। গবর্ণমেণ্ট প্লিডার কবুল জবাব দিলেন যে এরূপ মোকদ্দমার কোনও জবাব হইতে পারে না। ডিক্রি সম্পূর্ণ আইনত বৃত্তান্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে। ক্ষেপা ডেপুটিটির ছুটাছুটি দেখে কে? এক দিন যেই মুন্‌সেফ বলিলেন যে এই মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের জয়ী হইবার সম্ভাবনা কম, এবং আমরা ক্ষেপাকে বুঝাইলাম যে সকল টাকা তাহাকে দিতে হইবে, সে কাঁদিয়া ফেলিল, এবং বলিল তাহার ত বাস্তু ভিটা বিক্রয় হইলেও পনর শত টাকা উঠিবে না। সে পাগলের মত হইল। যাহাকে দেখে বলে—"আমার উপায় কি?" শেষে সে কালেক্টরের অনুরোধ মতে মুন্‌সেফকে সঙ্গে করিয়া গোপনীয় পরামর্শের জন্য কালেক্টরের কাছে লইয়া গেল। মুন্‌সেফ বলিলেন যে এই

মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের পরাভব অনিবার্য্য। অতএব প্রজার জমা মিনাহা দিয়া আপোষ করা উচিত। তাহার পর মেনেজার, ডেপুটি ও স্বয়ং কালেক্টর তাহার বহু খোসামুদি করিয়া এবং জমা মিনাহা দিয়া তাহার দ্বারা এই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলেন। তাহার পর আমার ক্ষেপা ভায়া আসিয়া আমাকে বলিলেন—"বাপ! কি ঝকমারিই করিয়াছিলাম! মেনেজার বেটার ও কালেক্টরের ভয়ে ডিক্রি দিয়া কি বিপদেই পড়িয়াছিলাম! ভায়া! তুমি কবি তাহা জানি। তুমি কি ভবিষ্যতজ্ঞ? যাহা যাহা বলিয়াছিলে ঠিক তাহাই কি ঘটিল?" তখন কালেক্টর আমাকে আবার ডাকাইলেন। তিনিও প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। অন্যান্য মোকদ্দমা সম্বন্ধে কি করা উচিত আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম যে একজন কানুনগো বা সব-ডেপুটি স্থানে গিয়া খাস মহাল সকলের যে যে অংশ নদী ও সমুদ্রে ভগ্ন হইয়াছে তাহার এক নক্সা প্রস্তুত করিয়া, এবং প্রত্যেক জমার কি পরিমান জমী অবশিষ্ট আছে তাহা নিরাকরণ করিয়া কাগজ দাখিল করিয়া দিলে সেই পরিমান জমা বোধ হয় প্রজারা দিতে আপত্তিই করিবে না, এবং প্রতি বৎসর বর্ষার শেষে এরূপ এক এক জরিপ করাইলে এরূপ সার্টিফিকেট দাখিল করিবার কোনও প্রয়োজনই হইবে না। ফলে তাহাই হইল। আমি সার্টিফিকেট আইন উঠাইয়া দিয়াছি প্রজাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইল, এবং মেনেজার মুরুব্বির সহিত বন্ধুতা না ভাঙ্গিয়া বরং আরও দৃঢ় হইল। তিনি বরং এরূপে তাঁহাকে বহু মিথ্যা মোকদ্দমার উৎপাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি বলিয়া আমাকে ও আমার কার্য্যদক্ষতার বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

—০—

নোয়াখালির আমোদ
ও
ষষ্ঠ সাইক্লোন।

নোয়াখালিতে আমি কেবল ছয় মাস মাত্র ছিলাম। বলিয়াছি নোয়াখালি স্থানটি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। সমুদ্রজানিল সমস্ত গ্রীষ্মকাল প্রবাহিত হয়, এবং স্থানটি শীতল রাখে। পশ্চিম হইতে আসিয়া গ্রীষ্মকালটি বড়ই আরামের বোধ হইয়াছিল। তেমনি বর্ষা-কালটি বড় অপ্রীতিকর। চরভরাট স্থান—কর্দ্দমের জন্য প্রাঙ্গণে পদক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই। আহার্য্যও সুন্দর পাওয়া যায়। অভাবের মধ্যে বাসোপযোগী গৃহ। সামান্য বাঁশের ঘর; তাহাও পাওয়া যায় না। সে জন্য আমাকে প্রায় দুই মাস কাল আমার আশৈশব বন্ধু চন্দ্রকুমারের বাসায় থাকিতে হইয়াছিল। আমার হিন্দু মুরুব্বি বা 'সাকৃত' বদলি হইলে শত মুদ্রায় আমি তাঁহার বাসাবাটী ক্রয় করি। উহা যে কিরূপ "দৌলতখানা", মূল্যেই বুঝা যাইবে। একখানি বাঁশের মাচার উপর বাঁশের বেড়ার ও খড়ের ছাউনির ঘর। ঐরূপ একখানি অতি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর, বৈটকখানা, একটি ক্ষুদ্র রান্নাঘর, ভিজা সেঁত সেঁতে এক উঠান, সকলই ৫॥ হস্ত উচ্চ ঝলি বা বাঁশের বেড়ায় বেষ্টিত। একটি ক্ষুদ্র 'তিতু মিরের বাঁশের কেল্লা' বলিলেও হয়। অথচ এই বাসাবাটীই নোয়াখালিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমার 'সাকৃত' বাহাদুরি করিতেন। আমি তাহার উপর অস্ত্র চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। বসতি গৃহটির চারিদিকে দ্বার, জানালা কাটাইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ "অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া" গেলাম। চারিদিকের 'ঝলির' দুই হাত কাটিয়া ফেলিলাম। বন্ধুগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন

যে বাড়ীটি একবারে 'বেপর্দ্দা' করিয়া ফেলিলাম। রাস্তা হইতে আমার 'ভাগ্যধরীকে' লোকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আমার বড় ছিল না। তিনিও বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা তিন মুল্লুক জয়িনী। যাহা হউক বন্ধুগণের আতঙ্ক দূর করিবার জন্য গৃহ দ্বারের উপর বাঁশের 'জাফরি'• 'আবরণ' (sun shade) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তাহা সবুজ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিলাম। উহা রাস্তা হইতে দেখিতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার অন্তরালে উঠিতে নামিতে রাস্তা হইতে পত্নীকে দেখা যাইত না। তাহার পর ভূতলে মাচা হইতে অবতীর্ণ হইলে চারি দিকে যে সাড়ে তিন হাত উচ্চ ঝলি রহিল তাহাতে তাঁহার পর্দ্দা রক্ষিত হইত। কারণ তিনি সাড়ে তিন হস্তের উচ্চ তাড়কা নহেন। তাহার পরে সোণায় সোহাগা চড়াইলাম। বসতি গৃহের নানা দাগে রঞ্জিত পুরাতন বেড়া পুরাতন ধুতি ও সাড়ী ইত্যাদিতে আবৃত করিয়া তাহার প্রান্তভাগে সালুর লাল বিস্তৃত রেখা বসাইয়া দিলাম। যেন খাম্বাজের প্রারম্ভে বেহাগ বসিল! মাচার বেড়াও সতরঞ্জির দ্বারা আবৃত করিলাম। নোয়াখালি তোলপাড় হইল। প্রত্যহ কত লোক বাড়ী দেখিতে আসিতে লাগিল, এবং তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। কবি-কল্পনা সকল সময়ে একটু কাযে লাগে।

এই কবিকুঞ্জে অধিষ্ঠিত হইয়া কিঞ্চিৎ আমোদের ব্যবস্থা করিলাম। মহানগর মহাবন। কিন্তু ক্ষুদ্র নগরে যে অল্প সংখ্যক লোক থাকে তাহাদের মধ্যে বেশ একটুক মিশামিশি ও আত্মীয়তা সহজে হয়। আমি কলিকাতা হইতে একটা 'লনটেনিসের' (Lawn tennis) বাক্স আনিয়াছিলাম। আমরা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মুন্‌সেফেরা মিলিয়া কাছারির পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খেলিতাম, ও তাহার পর আমোদ করিতাম, পড়িতাম, হাসিতাম, গাহিতাম এবং সময়ে সময়ে আহারের ও পানের কার্য্য হইত।

উকীল মহাশয়দের হইতে এরূপ আমরা বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আমার একজন উকীল বন্ধু তাঁহাদের মুখ পাত্র হইয়া আমার কাছে আসিয়া দুঃখ করিয়া বলিলেন—"আপনি আসাতে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে হাকিম উকীলে যে দলাদলি হইয়াছে, তাহা মিটিয়া যাইবে। তাহা না হইয়া আপনি আরও দলাদলি দৃঢ় করিতেছেন।" একথা বলিবার একটা বিশেষ কারণও হইয়াছিল। সিবিল মেডিকেল অফিসার মহাশয় "হস্‌পিটালে" এক সাধারণ নিমন্ত্রণ দেন। তাহাতে উকীল, মোক্তার, আমলারাও নিমন্ত্রিত ছিল। আমাদের সম্প্রদায় এ নিমন্ত্রণে যাইবেন কি না আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম আমি যাইব না। আপনারা ইচ্ছা করিলে যাইতে পারেন। ফলে কেহ গেলেন না। পর দিন প্রাতে ডাক্তার বাবু লাঠি ঘাড়ে আসিয়া মহা ক্রোধে তাঁহার নিমন্ত্রণটি মাটি করিবার অভিযোগ আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। একটু রসিকতা করিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণের ন্যায় তাঁহার ক্রোধটাও মাটি করিয়া দিলে, তিনি স্থির হইয়া চলিয়া গেলেন। তাই উকীল বন্ধু এই দ্বিতীয় অভিযোগ লইয়া উপস্থিত। আমি তাহাকে বলিলাম যে শ্রাদ্ধটি যেরূপ গড়াইয়াছে এখন আর মিটাইবার উপায় নাই। সময়ে মিটিয়া যাইবে। তাই আমি চক্রটি বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিয়া তাঁহাদের হইতে কিছু কালের জন্য হাকিম সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছি। পরস্পরের মধ্যে শিষ্টাচারের কোন ত্রুটি না হইলে এই বিষ আপনি নিবিয়া যাইবে। বলিয়াছি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা খেলিতাম। খেলার পর সকলে প্রায় আমার ক্ষুদ্র বৈঠকখানায় একত্র হইতাম। কোনও দিন গান বাজনা, কোনও দিন গল্প, কোনও দিন কিছু একটা পাঠ হইত, এবং কোনও দিন কাহাকেও ক্ষেপান হইত। সে দিন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হাসিতে হাসিতে পার্শ্ব বেদনা উপস্থিত হইত। ক্ষেপাইবার পাত্র ছিলেন তিন জন—

(১) সব রেজিষ্ট্রার, (২) হেড মাষ্টার, (৩) সেই ক্ষেপারাম ডেপুটি। তিন জনকে পালা করিয়া ক্ষেপান হইত। সব রেজিষ্ট্রারের আকৃতি খর্ব্ব, বর্ণ কৃষ্ণ, মূর্ত্তি কৌতুককর, ঈষৎ স্থূল, তালুকা মসৃণ, কেশাবলি অর্দ্ধ কৃষ্ণ, অর্দ্ধ শ্বেত, শ্বেত কৃষ্ণ রেলিংএর মত মস্তকের তিন দিকে শোভিত, বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে, ভার্য্যা দ্বিতীয় পক্ষের, সুতরাং যুবতী। সব রেজিষ্ট্রার তাঁহার কাছে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে দৈবগতিকে—নচ দৈবাৎ পরং বলং—যদিও তাঁহার চুল অতিরিক্ত মাত্রায় পাকিয়াছে, তিনি বয়সে আমাদের সকলের ছোট। আমরা কেহই তখন পঁয়ত্রিশের উপর নহি। তথাপি তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিলে, বিশেষতঃ যখন তিনি 'বৃদ্ধস্য তরুণী বিষমার' কাছে বসিয়া আছেন, সেই অসময়ে দাদা ডাকিলে তিনি ক্ষেপিয়া আগুন হইতেন। তিনি অফিস হইতে আসিয়া তাঁহার জীবন-তোষিণীর সঙ্গে আরাম ও প্রেমালাপ করিতেছেন, এই অসময়ে—বড় অসময়ে বলিতে হইবে—তাঁহাকে 'দাদা' বলিয়া রাস্তা হইতে আমরা কেহ ডাকিলে, তিনি ক্রোধে দন্ত কাটিয়া শকারাদ্য ভাষায় আপ্যায়িত করিয়া বলিতেন—"তাহাদের বয়স আমার ডবল, আর আমি তাহাদের দাদা। আমি তাদের বাপের কালের দাদা!" যে দিন এরূপ মধুর সম্ভাষন করিয়া বহির্গত হইতেন, সে দিন আর কিছুই করিতে হইত না। তাঁহার ক্রোধের বৃদ্ধির সহিত রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হাসির তরঙ্গও বাড়িতে থাকিত। সর্ব্বশেষ তিনি অশ্রাব্য কুটুম্বিতা ইত্যাদি করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিতেন। কোনও দিন ডাক শুনিয়া গালি না দিয়া ক্রোধে গম্ভীর ভাবে নীরবে বাহির হইয়া আসিতেন। যে দিন আমি 'দাদা' বলিয়া ডাকিতাম এ ভাব গ্রহণ করিতেন। গালাগালিটা অতিরিক্ত আমার 'সাকৃত' দাদা ডাকিলে, সর্ব্বাপেক্ষা মেনেজার ডাকিলে, কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় হইত। গম্ভীর ভাবে আসিয়া আমাকে বলিতেন—"মহাশয়!

এ সব ফস্‌কে ছোক্‌রারা যাহা করুক, আপনার এ ব্যবহার শোভা পায় না। আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত আপনাকে একজন বিখ্যাত লোক বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। ইহাদেরত তিনি মানুষ বলিয়াই জানেন না। তাহাদের কথা গ্রাহ্য করা দূরের কথা।" আমি তখন ক্ষমা চাহিয়া বলিতাম যে ওদের জন্য পারি নাই বলিয়া, ঠাট্টা করিয়া নহে, আমি শ্রদ্ধা করিয়া ডাকিয়াছি। তিনি তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিতেন—"তথাপি আপনার কি আমাকে দাদা বলা শোভা পায়? আপনার 'পলাশির যুদ্ধ' আমি ছেলে বেলায় পড়িয়াছি, আমার অপরাধ আমার ক গাছি চুল পাকিয়াছে, এবং তালুর চুল ব্যারামে উঠিয়া গিয়াছে।" এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে আমার 'সাকৃত' যদি একটুক হাসিল, কি সমালোচনা করিয়া বলিল—"দাদা! রোগটা কি? উন্মাদ রোগ?—তাহা না হইলে বুড়া বয়সে যুবতী ভার্য্যা! রসিক কবিকে শ্রদ্ধা না করিবে ত কি?" আমি তখন তাহাকে শাসাইয়া বলিতাম—"ছি! রাস্তার উপর কেবল "দাদা! দাদা!" এ কেমন কথা?" উনি তখনই বলিতেন—"দেখুন দেখি মহাশয়! রাস্তার লোক কি মনে করে!" তারপর ক্রোধের মাত্রা ও হাসির মাত্রা রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইত।

হেড মাষ্টার মহাশয় কুমিল্লার লোক। তাঁহাকে ক্ষেপাইতে হইলে একটুক কুমিল্লার নিন্দা করিলে; এমন কি কুমিল্লার 'কু' অক্ষরটা একটু সজোরে উচ্চারণ করিলেই, তিনি ক্ষেপিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতেন। তাহার পর প্রত্যেক কথার উপর তিনি ক্রোধের ভাবে যে উত্তর দিতেন, তাহাতে হাসির মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিত। কিছুদিন পরে তিনি এই ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলেন। অতএব তাঁহার পালা যে দিন পড়িত, তিনি বলিতেন—O! I see, to-day at my cost (আমি বুঝিয়াছি আজ আমার খর্চ্চায় আমোদটা হইবে)।

কিন্তু ক্ষেপারাম ডেপুটি থাকিতে আর ইঁহাদের দুজনকে ক্ষেপাইবার বড় প্রয়োজন হইত না। প্রত্যহ তাঁহাকে ক্ষেপাইলে লোকটা পাগল হইবে বলিয়া মাঝে দুই এক দিন যাহা বিরাম দেওয়া যাইত, সে সময়ে সবরেজিষ্ট্রার ও হেডমাষ্টারের পালা উপস্থিত হইত। ক্ষেপারাম বড় ভাল মানুষ, সরল হৃদয় ও সহজ বিশ্বাসী। দৃঢ় করিয়া বলিলে এমন বিষয় নাই যে সে বিশ্বাস করিত না; এমন কায নাই যে সে করিত না। উপরোক্ত সার্টিফিকেট মোকদ্দমা-বিভ্রাট তাহার প্রমাণ। তাহার মূর্ত্তিখানি সদ্য শ্মশান হইতে স্থানান্তরিত, একটি চর্ম্মাবৃত দীর্ঘ অস্থিপঞ্জর মাত্র। চক্ষু দুটি কোটরস্থ, মুখে এমনই কি একটি হাস্যজনক গাম্ভীর্য্য-ভাব যে তাহাকে দেখিলেই ক্ষেপা বোধ হইত। ক্ষেপা আপনার দুটি বীজ মন্ত্র আপনিই বলিয়া দিয়াছিল। প্রথমটী,—সে বলিয়াছিল যে তাহাকে ছেলে বেলা "লেধা বামনা" বলিলে সে বড় ক্ষেপিত। উপাধি দাতা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা রসজ্ঞ লোক ছিলেন। উপাধিটি এখনকার "রায় বাহাদুর", "খাঁ বাহাদুর" উপাধি অপেক্ষা সার্থক ও উপযোগী। দ্বিতীয় বীজমন্ত্র তাহার প্রথম স্ত্রী মরিয়া গেলে কলাগাছের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া তবে দ্বিতীয় পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এই পত্নীও মরিয়া গেলে এক কুকুরীর সঙ্গে শুভ উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া তাহার তৃতীয় দার-পরিগ্রহ হইয়াছিল। ইনি টিকিয়াছেন। তাহার 'লেধা বামনা' উপাধি সংক্ষেপ করিয়া L. B. (এল, বি,) করা হইয়াছিল। তাহাকে লোক সমক্ষে 'এল, বি,' বলিয়া সম্বোধন করিলে, কিম্বা কদলী বৃক্ষের কি সারমেয়ীর সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথা বলিলেই সে ক্ষেপিয়া উঠিত। বিশেষতঃ মুসলমান মেনেজার তাহাকে একবার 'এল, বি' বলিয়া ডাকিলেই যথেষ্ট। সে তখনই চটিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বসিল। আর দুই এক কথা বলিলে, বলিয়া উঠিল—"তোমরা আমার

সমকক্ষ কর্ম্মচারী। তোমরা ক্ষেপাইলে ক্ষেপাইতে পার। কিন্তু ঐ নেড়ে বেটা কে, এক শত টাকা মাত্র পায়, যে সে আমাকে এরূপ সমকক্ষ ভাবে ক্ষেপাইবে?" আমরা এ আপত্তি সঙ্গত বলিয়া, মেনেজারকে এরূপ অবৈধ আত্মীয়বৎ ব্যবহার (indulgence) একজন তাহার উপরিস্থ অফিসারের সঙ্গে করা উচিত নহে বলিলে, এবং সে তাহার পরও একটু ঠাট্টা করিলে, একবারে বারুদস্তূপে অগ্নিপাত হইত। তাহার পর রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এ আগুন জ্বলিত, এবং হাসির তুফান ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিত। ক্ষেপা ছুটিয়া যাইতে চাহিলে তাহাকে ধরিয়া বসান হইত। অবশেষে ধরিতে গেলে সে প্রহার করিয়া তাহার যষ্টি স্কন্ধে কোটরস্থ চক্ষু অগ্নিবৎ করিয়া চলিয়া যাইত। ফলতঃ এমন কোনও কথা কি বিষয় নাই যাহা লইয়া তাহাকে ক্ষেপান যাইত না। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব।

পূজার বন্ধ আসিলে নোয়াখালিতে বড় ওলাদেবীর প্রাদুর্ভাব হইল। ডেপুটি মুন্‌সেফ প্রায় সকলে বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। আমি এই অল্প কাল মধ্যে দ্বিতীয় বার গো-যান যাত্রার সুখানুভবে অনিচ্ছুক হইয়া বাড়ী যাই নাই। একদিন দ্বিপ্রহর সময়ে আমার নির্জ্জন ক্ষুদ্র বৈঠকখানায় বসিয়া 'রৈবতক' লিখিতেছি, এমন সময়ে ক্ষেপা মহা ব্যস্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিল—"ভাই! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমার ওলাউঠা হইয়াছে।" এই বলিয়া সে আমার টেবিলের পার্শ্বস্থিত সোফার উপর প্রায় শুইয়া পড়িল। আমি প্রথম কিছু ব্যস্ত হইলাম। ইহার পূর্ব্বে তিন চারি রাত্রি ক্রমাগত আমার বাসায় আমার ভৃত্যদের ওলাউঠা হইয়া কোনও মতে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু তাহাকে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম যে ক্ষেপার কিছুই হয় নাই। তাহার বাসার নিকটে জেলে ওলাউঠা হওয়াতে ভয়ে তাহার এই পাগলামি আরম্ভ

হইয়াছে। কিন্তু আমি মুখ খুব বিষন্ন ও গম্ভীর করিয়া বাড়ীর ভিতর গেলাম এবং একবার স্বামী স্ত্রী দুজনে খুব হাসিয়া একটা গ্লাসে করিয়া নোয়াখালির খাটী ভোলার দীঘির জল আনিয়া উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বলিয়া তাহাকে খাইতে দিলাম, এবং বলিলাম—"ভয় নাই। তুমি এ ঔষধটী খাও। চমৎকার ঔষধ, এবং একটুক ঘুমাইতে চেষ্টা কর। ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি ভাল হইবে।" সে উহা খাইয়া চক্ষু বুজিয়া অতিশয় হাস্যজনক ভাবে পড়িয়া রহিল। আমি ইতিমধ্যে বন্ধুদের কাছে লিখিয়া পাঠাইলাম যে ক্ষেপার ওলাউঠা হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় আমার বাসায় পড়িয়া আছে। পুলিস ইন্‌স্পেক্টরকে লিখিলাম তিনি যেন সৎকারের বন্দোবস্ত করিয়া আসেন। ক্ষেপা চক্ষু খুলিয়া একবার কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই! যদি আমার কিছু হয়, তবে আমার স্ত্রীর ও শিশু পুত্র কন্যার কি হইবে?" আমি বলিলাম—"শ্রীভগবানকে ডাক। তিনি অনাথ-নাথ। তাহাদের জন্য তোমার জীবন রক্ষা করিবেন। কিন্তু তুমি ঘুমাইতে চেষ্টা কর।" সে আবার সেইরূপ হাস্যজনক মুখভঙ্গি করিয়া চক্ষু বুজিল, এবং নিমিলিত চক্ষু হইতে গড়াইয় অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। হাসি চাপিয়া রাখিয়া আমার যেন পেট ফাটিতেছে। আবার কিছুক্ষণ পরে চোক মেলিয়া বলিল—"না। তোমার স্ত্রী পুত্র আছে। আমার এখানে থাকা ভাল হইতেছে না। এ যে ভয়ানক সংক্রামক রোগ। তোমার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ। আমি এখন আপন বাসায় চলিয়া যাই। আমার যাহা হয় সেখানে হইবে।" আমি বলিলাম—"তাও কি হয়? তুমি এমন অবস্থায় কিরূপে যাইবে? বিশেষতঃ তোমার পরিবার সঙ্গে নাই। তুমি একক। আমার বাসায় চাকর তিন জনের যে ওলাউঠা হইয়াছিল, আমরা কি পলাইয়াছিলাম? তুমি ঘুমাইবে না!" এবার আমি শাসাইয়া বলিলাম। সে চোক

বুজিয়া বলিল—"তোমার কি প্রশস্ত হৃদয়! তুমি মানুষ নহ, দেবতা!" কিছুক্ষণ পরে বন্ধুরা একে একে পা টিপিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং আমার হাসি দেখিয়া বুঝিলেন যে ব্যাপার খানা কি? তখন সকলেই এই প্রহসনে যোগ দিতে লাগিলেন। ক্ষেপা তখন বিকৃত মুখভঙ্গি করিয়া চোক বুজিয়া পড়িয়া আছে। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"অবস্থা কিরূপ?" আমি বলিলাম এখন বোধ হয় একটুক নিদ্রা হইয়াছে। অতএব বলিতে আপত্তি নাই। অবস্থা বড় গুরুতর?" শুনিয়া ক্ষেপার মুখ একবারে কাল হইয়া গিয়াছে। প্রশ্ন "ডাক্তার বাবুকে খবর দিয়াছেন কি?" আমি—"বহুক্ষণ। কিন্তু লোকটা কি হৃদয়শূন্য, এখনও আসিল না। এ দিকে ইহার অবস্থা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে খারাপ হইতেছে।" তাহার মুখ আরও কাল হইল। সে আমাদের মুখে প্রকৃত অবস্থা শুনিবার জন্য নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া আছে। প্র—"কয় দাস্ত হইয়াছে।" আমি—"বোধ হয় অনেক!" এবার আর ক্ষেপা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। চোক বুজা অবস্থায় একটা আঙ্গুল দেখাইল। এই হাস্যজনক ভঙ্গিতে কেহ কেহ হাসিয়া ফেলিলেন। ক্ষেপার মুখেও হাসি আসিল। সে মনে ভাবিল তবে রোগটা গুরুতর নহে। তখন আমি বলিলাম যে এক দাস্তই বা হইল। আমি অনেক রোগী দেখিয়াছি যে একদাস্তেই শেষ। বিশেষতঃ দেখিতেছেন না যে ইহার চেহারা একবারে বসিয়া গিয়াছে। এবার ক্ষেপার মুখ একবারে ছাই হইয়া গেল। সে তাহার নাড়ী টিপিয়া দেখিতে লাগিল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুনিয়াছি ইঁহার পাঁচ বিবাহ।" ক্ষেপা এবার ক্ষেপিয়াছে। চক্ষু বুজা অবস্থায় মুখে ক্রোধের ভঙ্গি করিয়া এবারও আঙ্গুল দেখাইল। আমি বলিলাম— "পাঁচ বিয়ে বটে। তবে কলাগাছ স্ত্রী ও কুকুরী স্ত্রী বাদ দিলে তিনটী।"

এবার তাহার মুখ-ভঙ্গি আরও ভয়ানক হইয়াছে। প্রশ্ন "সৎকারের ব্যবস্থা কিছু করিয়াছেন কি?" এমন সময়ে মেনেজার বলিলেন—"যার কুকুরের সঙ্গে বিয়ে, তার আবার সৎকার কি। পথের ধারে ফেলিয়া দিলেই হইল।" "বটে নেড়ে! তুই আমাকে তোর মত কুকুর পাইয়াছিস্।"—বলিয়া ক্ষেপা লাফাইয়া উঠিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে সেই ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া বলিলেন—"এ কি! এল, বি, তুমি মরিয়াছ বলিয়া আমি কাঠ ও লোক লইয়া আসিয়াছি, আর তুমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আছ।" তিনি ক্ষেপার হাত ধরিয়া বলিলেন—"আমি যখন লোক লইয়া আসিয়াছি, এল, বি, তোমাকে মরিতেই হইবে। আমি 'ষ্টেসন ডায়ারিতে' তোমার মৃত্যু লিখিয়া আসিয়াছি।" তিনি বাস্তবিকই লোক লইয়া আসিয়াছেন। তাহারা অবাক! সমস্ত সহরে ক্ষেপা ডেপুটির ওলাউঠা হইয়া মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া রাষ্ট হইয়াছে। একে ত বারবার 'এল বি' বলিয়া এ অসময়ে সম্বোধন,—ইন্‌স্পেক্টর এল, বি বলিলেও সে বড় ক্ষেপিত—তাহার উপর মড়া পোড়াইবার লোক উপস্থিত! ক্ষেপার কোটরস্থ চক্ষু অগ্নিবৎ হইল। আমাকে বলিল—"আমি তোমার এই মাত্র এত প্রশংসা করিতেছিলাম। এই কীর্ত্তি তোমার! তুমি একবারে আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছ! এ কেমন ঠাট্টা! যদি এ খবর কেহ আমার স্ত্রীর কাছে লিখিয়া পাঠায়! যাও, আমার ওলাউঠা ভাল হইয়া গিয়াছে। আমি বাড়ী চলিলাম।" সে লাঠি ঘাড়ে করিয়া যে ভাবে ছুটিল তাহাতে রাস্তার লোক পর্য্যন্ত হাসিতে লাগিল। তাহার পর দিন কালেক্টর পর্য্যন্ত এ গল্প শুনিয়া হাসিয়া খুন।

আর এক সান্ধ্য-সম্মিলনে আমি ও 'সাক্ত' পরামর্শ করিয়া একটা গুরুতর ও লজ্জাকর রোগের গল্প তুলিলাম। সাক্ত বলিল সে উহাতে বহুবর্ষ যাবৎ বড়ই কষ্ট পাইতেছে। ক্ষেপার চেহারা দেখিয়া বোধ

হইতেছে তাহারও সেই রোগ হইয়াছে। সে ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে সে রোগের লক্ষণ কি? আমরা এমন সকল লক্ষণ বলিলাম যাহা সকল লোকের শরীরের স্থান-বিশেষে প্রত্যহই দেখা যায়। ক্ষেপা পরদিন তাহার শরীরে সে সকল লক্ষণ দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া আমাকে একবার তৎক্ষণাৎ যাইতে পত্র লিখিয়াছে। আমি ও চন্দ্রকুমার পত্র পাইয়া ব্যাপার কি দেখিতে গেলাম। ক্ষেপার দুই হাঁটু দুইখানি শুষ্ক কাষ্ঠ মাত্র। সে সেই হাঁটু তুলিয়া বসিয়া তাহার মধ্যে তাহার মাংসশূন্য চর্ম্মাবৃত মুখপঞ্জরটি রাখিয়া এরূপ হাস্যোদ্দীপক ভাবে বসিয়া আছে যে দেখিয়াই আমরা হাসিয়া উঠিলাম। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তোমরা মানুষের দুঃখ দেখিলেও কি হাস!" আমরা ব্যস্ত হইয়া বিষয় কি জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল তাহার সেই রোগ হইয়াছে, এবং সে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—"আমার স্ত্রী বাড়ী হইতে রওনা হইয়াছে। এ সময়ে আমার এ সংক্রামক ভীষণ রোগ হইল। ভাই! আমার উপায় কি?" তাহার স্ত্রী আসিবার কথা আমরা জানিতাম। তাই এ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলাম। আমি বলিলাম —"বটে! অবস্থাটি ভাল নহে। বড় সঙ্কট সময়ে রোগটা হইয়াছে। স্ত্রী আসিবামাত্র তাহাতে বিষাক্ত (infected) হইবে।" সে আরও দ্বিগুণ গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি বলিলাম—"যখন রোগ হইয়াছে, তখন আর কাঁদিলে কি হইবে? আমাদের বন্ধু ডাক্তারকে পাঠাইয়া দিতেছি। তিনি চিকিৎসা করিলে শীঘ্র ভাল করিয়া দিতে পারিবেন।" ক্ষেপা বলিল—"লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে কেমন করিয়া দেখাইব। আমি তাহা পারিব না।" আমি বলিলাম আমি তাঁহাকে সকল লক্ষণ বলিয়া দিব। দেখাইতে হইবে না। আমরা হাসিতে হাসিতে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া সে ডাক্তারকে ডাকাইয়া এ সংবাদ

অবগত করাইলে তিনি হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম তাহাকে মিকচার বলিয়া খুব কতখানি চিরতার জল খাইতে দিবেন, এবং সমস্ত দিন নিম্নাঙ্গ জলে ডুবাইয়া রাখিতে বলিবেন। সন্ধ্যার পর সকলে একত্র হইয়া খানিকটা আমোদের পর প্রহসন শেষ করিব। তাহাই হইল। ক্ষেপা সে দিন কাছারি যায় নাই। সারাদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চিরতা খাইয়াছে, এবং সেই শীতের দিনে এক গামলা হিম জলে বসিয়া আছে। আমরা আফিসের পর যাইয়া দেখি চিরতার মধুর আস্বাদে তাহার মুখভঙ্গি বিকট হইয়াছে, এবং নিম্নাঙ্গ প্রায় অবশ হইবার গতিক হইয়াছে। হাসি চাপিয়া কেমন আছে সকরুণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে বলিল—"ভাই! এই মিকচারটা ভয়ানক তিতো! আমার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত তিতো হইয়া গিয়াছে। আমি আর এ ঔষধ খাইতে পারিব না। আর সমস্ত দিন জলে বসিয়া আমার পক্ষাঘাতের মত হইয়াছে।" আমি বলিলাম এ রোগের এই চিকিৎসা। ঔষধ একটু তিতো বটে। তবে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ। দেখিতে দেখিতে সমস্ত বন্ধু একত্রিত হইলাম। ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া যেই বলিল—"কি এল, বি (L. B.)! তুমি আবার এমন একটি ঘৃণিত রোগ জন্মাইয়া বসিয়াছ?" ক্ষেপা চটিয়া বলিল—"তোমার যখন তখন আমাকে এল, বি বলিবার কি অধিকার আছে? আমি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তুমি পুলিসের চাকর। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিতে পারি জান?" আমরাও এরূপ অবমাননার জন্য, বিশেষতঃ এ দারুণ রোগের সময়ে, ইন্‌স্পেক্টরকে যতই ভর্ৎসনা করিতে লাগিলাম, সে ততই 'এল, বি' 'এল, বি' বলিতে লাগিল এবং ক্ষেপা এক একবার জলের গামলা শুদ্ধ ক্রোধে উল্টাইয়া ফেলিবার গতিক করিতেছিল। আমাদের হাসিতে হাসিতে পার্শ্ব-ব্যথা হইল। শেষে ইন্‌স্পেক্টর বলিল—"আচ্ছা থাক! এ কদর্য্য রোগের সংবাদ কালেক্টরের কাণে

গেলে তোমার চাকরি যাইবে এল, বি তাহা জান ?” এবার ক্ষেপা নরম হইয়া বলিল—“তোমার পায়ে পড়ি ভাই! তুমি যেরূপ চুকলিখোর, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি আমার মাথাটা খাইও না।” এমন সময়ে ডাক্তার বাবু আসিয়া বলিলেন—“কি আপনি এখনও জলে বসিয়া আছেন! আমি ত সমস্ত দিন বসিতে বলি নাই। চিরতাটুকও যে সব খাইয়াছেন! আমার কেমন চিকিৎসা দেখিলেন! যখন এখনও আপনার মৃত্যু হয় নাই, তখন সে রোগ সারিয়া গিয়াছে। আপনি উঠিয়া কাপড় বদ্‌লান।” “বটে! তবে এটাও বুঝি নবীন বাবুর ষড়যন্ত্র!” সে যেমন গামলা হইতে ব্যাঘ্রবৎ উঠিল, আমি ছুটিয়া রাস্তায় গিয়া দাখিল হইলাম, সে চন্দ্রকুমারকে বলিতে লাগিল—“দেখুন চন্দ্র বাবু! আপনিও হাসিতেছেন। তবে আপনিও এ ষড়যন্ত্রে আছেন। আপনিত ভাল মানুষ নহেন। আপনাদের এ কেমন চাটগেঁয়ে রসিকতা! একজন ভদ্র লোককে এমন একটা fool (আহাম্মক) বানান। আমি কাছারি যাই নাই। কথাটা কালেক্টরের কাণে পর্য্যন্ত যাইবে।” আমি আবার করযোড়ে ফিরিয়া ক্ষেপার কাছে ক্ষমা চাহিয়া বলিলাম যে ইহা আমার ষড়যন্ত্র নহে। আমি সত্য সত্যই বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে তাহার সে রোগ হইয়াছে। তখন সেও হাসিতে লাগিল—“বলিল তুমি একটা বোতল চিরতা আমাকে খাওয়াইয়াছ!” আমি বলিলাম—“উহা এ সকল ম্যালেরিয়ার দেশে এ দিনে শরীরের পক্ষে বড় উপকারী।” ক্ষেপা বলিল—“আচ্ছা থাক! আমি ইহার প্রতিশোধ লইব। তুমি কেমন চালাক দেখিব।” সে অবধি আমাকে একবার কিরূপে জব্দ করিবে, সে বরাবর চন্দ্রকুমারের সঙ্গে পরামর্শ করিত।

আর একদিন আমার বাসায় রাত্রিতে নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণের ব্যবস্থাটা

ঠিক যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, কি রঘুনন্দন ঠাকুরের স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে নহে। তাঁহাদের সময়ে টেবিলও ছিল না, চামচ কাটাও ছিল না, চপ কাটলেটও ছিল না। তাঁহাদের জীবনটা কি অসারই ছিল! সকলে উভয় হস্তে উদর দেবতার ষোড়শোপচারে পূজা করিতেছি, এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষেপাকে এক একবার ক্ষেপাইতেছি, ও হাসির চোটে খাওয়া বন্ধ হইতেছে। একবার, দুইবার, ক্ষেপা চটিয়া তাহার চামচ কাটা দুই দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল—"তোমার বাড়ীতে আমি আর জলগ্রহণ করিব না।" সে চামচ কাটা দুই হাতে বড় কৌতুক ভাবে লাঠির মত মুঠা করিয়া সোজা ধরিত। সে নিজে ব্রাহ্মণ। রঘুনন্দনের বংশধর। এই অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা তাহার আসিবে কেন? তর্কচূড়ামণি মহাশয় হয় ত বলিবেন তাহার পুরুষানুক্রমিক আধ্যাত্মিকতা সে পথের ঘোরতর অন্তরায়। আমি ক্ষমা চাহিলে, আবার সেরূপ সোজা ভাবে চামচ কাটা ধরিয়া অতিশয় কৌতুককর ভঙ্গিতে গম্ভীর ভাবে আহার আরম্ভ করিল। আর একবার ক্ষেপাইলে সে চামচ কাটা একবারে গৃহের প্রান্তভাগে ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে তাহার নিজের গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল—"আমি এখনই আত্মহত্যা করিব। আর তোরা rascal (পাজিরা) সব ফাঁসিতে যাইবি।" হাসির তরঙ্গ থামিলে দেখিলাম, সে সত্য সত্যই গলা টিপিতেছে, এবং কাঁদিতেছে। আমরা ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা হইতে হাত ছাড়াইলাম। সে অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত অবস্থায় 'সোফার' উপর গিয়া চক্ষু বুঝিয়া শুইয়া পড়িল। বহুক্ষণ সাধাসাধির পর উঠিয়া আহার শেষ করিয়া ক্রোধ ভরে বাড়ী চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে আমি নিদ্রা হইতে উঠিবামাত্র ভৃত্য বাহির বাটী হইতে আসিয়া একখানি পত্র আমার হাতে দিল। দেখিলাম ক্ষেপার পত্র। তাহাতে ইংরাজিতে লেখা আছে—

"আমার প্রিয় নিষ্ঠুর কবি।

তোমার মানসিক শক্তি এত উচ্চ যে তাহার নিকটেও আমি যাইতে পারি না। তোমার রসিকতা মার্জ্জিত। আমি তাহা কোথায় পাইব? আমি তোমাকে কদর্য্যভাবে গালি দিয়া থাকি। অবশ্য তোমার যেরূপ উদার হৃদয় ও তুমি আমাকে যেরূপ স্নেহ কর, তাহা তুমি গ্রাহ্য কর না। কিন্তু তাহাতে আমার ইতরতা মাত্র প্রকাশ পায়। আমি একরূপ পাগলের মত হইয়াছি। কাল সারা রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই। দোহাই তোমার! আমার স্ত্রী পুত্রদিগের দিকে চাহিয়া তুমি আমাকে আর ক্ষেপাইও না।

তোমার পাগল প্রায়

* * *

পত্র খানি পড়িয়া আমিও ব্যথিত হইলাম। চন্দ্রকুমারকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাড়ীতে গিয়া দেখি সে হাঁটু দুইটীর মধ্যে মাথা রাখিয়া সেই কৌতুক ভাবে বসিয়া কাঁদিতেছে। আমাকে দেখিয়াই হেউ হেউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল—"ভাই! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি কাল রাত্রিতে এক মুহূর্ত্তও ঘুমাই নাই। আমি পাগল হইতেছি সে আমি বুঝিতেছি। আর দুই চারি দিনের মধ্যে আমার পরিবার আসিয়া পৌঁছিবে। আমি পাগল হইলে তাহাদের কি দশা হইবে।" আজ তাহার কান্না দেখিয়া সত্য সত্যই আমার দুঃখ হইল। চন্দ্রকুমারও আমাকে ভর্ৎসনা করিল। তখন ইলবার্ট বিলের কল্যাণে Concordat (আপোষ) কথাটা প্রচারিত হইয়াছে। আমিও বলিলাম—"আচ্ছা! আজ তোমার সঙ্গে আমার Concordat হইল যে আর আমি তোমাকে ক্ষেপাইব না।"

ইহার কিছুদিন পরে আমার ফেনী বদলি হইল। আমার গৃহের

মাচাঁর নীচে কতকগুলি দেশী কুকুরের বাচ্চা হইয়াছিল। নোয়াখালি ত্যাগ করিবার পূর্ব্বদিন আমি তাহাদিগকে একখানি থালাতে রাখিয়া তাহার উপর সাটিনের রুমাল দিয়া সাজাইলাম। আমি বেহার হইতে বার তের বৎসরের বড় দুটী সুন্দর ছেলে আনিয়াছিলাম। যেন দুটি পুতুল। একটি খুব কাল, একটি গৌরবর্ণ। আমি তাহাদের আদর করিয়া কৃষ্ণ বলরাম ডাকিতাম। দুটিই তুখর ছেলে। আমি তাহাদের শিক্ষা দিয়া এই অপূর্ব্ব ডালি ক্ষেপার কাছে পাঠাইলাম। স্বামী যেমন "লেধা বামনা", তাহার স্ত্রীও তেমনি "লেধা বামনী।" বড় ভাল মানুষ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কি ও!" ছোড়া দুটো বলিল—"কেয়া জানে, বিবিনে আপ লোঁগকে ওয়াস্তে কুচ ডালি ভেজ দিয়ে হেঁ।" (কি জানি, বিবি আপনাদের জন্য কি ডালি পাঠাইয়াছেন)। ক্ষেপা তখন অন্য কক্ষে ছিল। বলিয়াছি স্ত্রীর রন্ধন-বিদ্যায় একটুক খ্যাতি আছে। ক্ষেপা মনে করিল নোয়াখালি ছাড়িবার সময়ে স্ত্রী কিছু খাবার প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন। ক্ষেপা বড় আনন্দের সহিত ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"কেয়া, তোমরা বিবি কুচ জলখাওয়ার ভেজ দিয়া?" তাহার হিন্দিও এরূপ হাস্যজনক ছিল। এই বলিয়া সে যেমন সাটিনের রুমাল উঠাইল, কুকুরের ছানা কিল্‌বিল্‌ করিতেছে দেখিয়া তাহার স্ত্রী ও শালী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং ছোকরা দুটি সেগুলি ফেলিয়া থাল লইয়া দৌড়! ক্ষেপা তখনই এক বৃহৎ বাঁশ ঘাড়ে করিয়া আমাকে প্রহার করিবার জন্য বাহির হইল। আমি তাহা অনুমান করিয়াছিলাম, এবং চন্দ্রকুমারের বাসায় গিয়া বৈঠকখানার পশ্চাৎ কক্ষে লুকাইয়াছিলাম। বাঁশ ঘাড়ে ক্ষেপা গম্ভীর ভাবে ক্রোধভরে চন্দ্রকুমারের বাসার সম্মুখ দিয়া এমন কৌতুকাবহ-বেগে পদক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে যে আমরা হাসিয়া আকুল। চন্দ্রকুমার

তাহাকে ঘর হইতে বাহির হইয়া পর্য্যন্ত ডাকিলেন। সে মাথা নাড়িয়া সটান আমার বাসার দিকে ছুটিল। সেখানে শুনিল আমি বাসায় নাই। "ঝুঠ! ঝুঠ!" বলিয়া সে কিছুক্ষণ চাকরদের ধমকাইয়া ফিরিল। বাসাশুদ্ধ লোক হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছিল। ফিরিয়া যাইবার সময়ে চন্দ্রকুমার আবার বিশেষ করিয়া ডাকিলে, সে সেই বৃহৎ বাঁশ স্কন্ধে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"তুমিও বুঝি এ পরামর্শে আছ? যাহা হয় হবে, আজই আমি তাকে নিশ্চয় খুন করিব। দেখ দেখি আমার স্ত্রীর ও শালীর কাছে পর্য্যন্ত আমাকে fool (নির্ব্বোধ) বানান! তারা পর্য্যন্ত হাসিতেছে। এ অপমান কি মানুষ সহ্য করিতে পারে!" আমি এমন সময়ে পশ্চাতের কক্ষ হইতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলে সে সেই ভীম বাঁশ লইয়া আমার উপর এক প্রকাণ্ড বাড়ি তুলিল। বাঁশ চালে ঠেকিল। আমি বলিলাম—"মারিবি দাদা! মার্! আগে আমার কৈফিয়তটা শোন্। আমি কাল চলিয়া যাইতেছি। এই নিরাশ্রয় কুকুরের ছানাগুলি কোথায় শূন্য বাসায় ফেলিয়া যাইব? তুমি বিবাহ সম্পর্কে তাহাদের কুটুম্ব! তাই তোমার কাছে পাঠাইয়াছি!" "ওঃ! আর সহ্য হয় না। This is adding insult to injury (ক্ষতির উপর অপমান)!" এই বলিয়া সে সেই দীর্ঘ বাঁশ কাঁধে করিয়া বেগে তাহার বাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল। এই গল্প তখনই নোওয়াখালি ছড়াইয়া পড়িল, এবং হাসির তরঙ্গ ছুটিল। সন্ধ্যার সময়ে সকল বন্ধু আমাকে দেখিতে আসিলেন। পাগলা বলিল—"তোমার অদৃষ্ট ভাল, তুমি বদলি হইয়াছ। আর কিছুদিন থাকিলে আমি নিশ্চয় প্রতিহিংসা করিয়া ইহার দাদ তুলিতাম।" তারপর আমাকে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল—"তুই কাল চলিয়া যাইবি। কাল আমাদের আনন্দের বাজার ভাঙ্গিবে। আজ একটা সন্ধ্যা আমাকে

ক্ষেপাস্ না। আনন্দে কাটাই। তোরেত আর পাইব না। এ জীবনে তোর মত লোকই বা আর কোথায় পাইব।”

পাগলা অদ্ভুত প্রতিহিংসা করিয়াছিল। আমি পরের পূজার বন্ধেও অসুস্থতা নিবন্ধন ফেনীতে ছিলাম। সে আমার কাছে লিখিয়াছে যে সে সপরিবার চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে যাইবে। ফেনী পর্য্যন্ত নৌকায় আসিবে। ফেনী হইতে চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত তাহাদের যাওয়ার বন্দোবস্ত আমাকে করিতে হইবে। তাহার নৌকা ফেনী খালের ঘাটে আসিলে আমি তাহার স্ত্রী ও শালীর জন্য এক পাল্কী ও জিনিস পত্রের জন্য গরুর গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া, আমার গৃহের গোল বারাণ্ডায় বসিয়া পতি পত্নী তাহাদের অপেক্ষা করিতেছি। এমন সময় দেখি সে এক বৃহৎ লাঠি কাঁধে করিয়া পাল্কীর অগ্রে অগ্রে বড় কৌতুক-গাম্ভীর্য্যের সহিত আসিতেছে। স্ত্রী দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—“লোকটা কি চিরকাল ক্ষেপা থাকিবে? স্ত্রীর পাল্কীর আগে আগে এরূপ ভাবে আসিতেছে কেন?” অন্দরের বেড়ার দ্বারে পাল্কী আসিলে সে “হুসিয়ারছে লে যাও! হুসিয়ারছে লে যাও!” বলিয়া চেঁচাইতেছে। স্ত্রী মেয়েদের উঠাইয়া আনিতে গিয়াছেন। আর পাগল আমার কাছে আসিয়া বলিল—“কেমন জব্দ! তোমার স্ত্রীকে কেমন শিক্ষা দিয়াছি পাল্কীতে কেহ নাই। কেবল বালিশ সাজাইয়া দিয়াছি। পরিবারেরা গাড়ী করিয়া আসিতেছে।” তাহার এ রসিকতার কথা শুনিয়া আমার মুখ শুকাইয়া গেল। বর্ষার সময়ে গাড়ীর গরু দিয়া চাষ করায়। বর্ষার পর প্রথম গাড়ীতে যুড়িলে প্রায়ই গরু দুষ্টামি করে। আমি বলিলাম—“তুমি কি পাগল! তুমি কেন তাঁহাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিলে?” এমন সময়ে লোক ছুটিয়া আসিয়া বলিল গরু দুষ্টামি করিয়া গাড়ী রাস্তার গড়ে ফেলিয়া দিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ!

দুজনেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীলোকেরা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছে। ছেলে মেয়ে ভাগ্যে হাঁটিয়া আসিতেছিল। তাহার স্ত্রী বলিলেন তিনি ডান হাতে বড় চোট পাইয়াছেন। পাল্কীতে তুলিয়া দুজনকে বাড়ীতে আনিলাম। ডাক্তার ডাকিলাম। ডাক্তার আসিল। তাহার স্ত্রীর হাতখানি তুলিয়া ধরিতে তাহাকে ডাকিল। নির্ব্বোধ আমাকে বলিল—"তুমি যাইয়া ধর।" আমি বলিলাম—"গাধা! কেমন করিয়া তাঁহার বাহুতে হাত দিয়া আমি ধরিব।" আমি ভয়ানক চটিয়াছি, এবং তাঁহার কান্না শুনিয়া আমরা পতি পত্নী দুজনেই কাঁদিতেছি। পাগল বেকুব হইয়া বসিয়া আছে। শেষে স্ত্রী গিয়া হাত তুলিয়া ধরিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ মুখে বলিলেন,—Compound comminuted fracture! (হাড় একটা ভাঙ্গিয়া আর একটা ভাঙ্গা হাড়ের সংশ্লিষ্ট হইয়াছে)। আমি সিহরিয়া উঠিলাম। সমস্ত পূজার বার দিনের বন্ধ ভদ্রলোকের মেয়ে কি দারুণ কষ্টেই কাটাইল! বন্ধের পরও তাঁহার বিছানা হইতে উঠিবার শক্তি নাই। পাগল চলিয়া গেল। তিনি আরও কিছুদিন পরে গেলেন, এবং প্রায় তিন মাস ভুগিয়াছিলেন।

ইহার বহু বৎসর পরে ক্ষেপা কোথায় বদলি হইয়া যাইবার সময়ে অল্পক্ষণের জন্য আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে সপরিবার আমার রানাঘাট সব-ডিভিসন গৃহে উপস্থিত। আমার স্ত্রী তাঁহার স্ত্রীকে গাড়ী হইতে আনিতে গিয়াছেন। সে জানে যে আমার একমাত্র পুত্র, অন্য সন্তান নাই। সে আমার স্ত্রীকে নোয়াখালিতে সর্ব্বদা দেখিয়াছে; কারণ আমি তাহাকে কনিষ্ঠ ভাইয়ের মত ভালবাসিতাম। অথচ স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া পাগলা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এটি তোমার কন্যা?" আমার স্ত্রী ও তাহার স্ত্রী লজ্জায় মাথা হেট করিলে, সে বড় বিস্মিত

হইয়া আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কন্যা না ?" আমি বলিলাম—"গাধা! তুই কি চিরকালই গাধা ও ক্ষেপা থাকিবি। ওটি আমার স্ত্রী। তুই ত কতবার তাঁহাকে দেখিয়াছিস্।" তখন ক্ষেপা বড়ই বিস্মিত হইয়া বলিল—"এত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, উনি যেন আরও যুবতী হইয়াছেন। কেমন করিয়া চিনিব ?" তার পর আমাকে বড় গর্ব্ব করিয়া বলিল—"আমি এখন আর ক্ষেপি না।" আমি বলিলাম—"বটে! একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিব কি ?" তখন করযোড় করিয়া বলিল—"দোহাই তোমার দাদা! আমি তোমার অতিথি। দুই ঘণ্টার জন্য মাত্র তোমার বাড়ীতে আসিয়াছি। এখন ক্ষেপাইলে স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত হাসিবে।" আত্ম-সম্মান-জ্ঞানহীন অনেক ডেপুটি এখন ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেছে! তোমরা কেহ আমার এই ক্ষেপাকে কি একটা ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট করিতে পার না ? তাহার অন্ততঃ এটুকু আত্ম-সম্মান-জ্ঞান আছে যে স্ত্রীলোক লইয়া ক্ষেপা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকের কাছেও ক্ষেপিতে নাই।

নোয়াখালিতে উপর্য্যুপরি তিন রাত্রিতে আমার তিন চাকরের ওলাউঠা হইলে আমি আবার আমাকে ফেণী দেওয়ার জন্য কমিশনার লাউইস সাহেবকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিয়া পত্র লিখিলাম। তিনি গবর্ণমেণ্টে আমাকে ফেণীর ভার দিবার জন্য লিখিলেন। ইতিমধ্যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে নোয়াখালিতে আমি ষষ্ঠ 'সাইক্লোন' (Cyclone) ভোগ করি। সকাল বেলা হইতে লিকৃলিকে বাতাসের সহিত বৃষ্টি, আকাশে ঘন ঘন মেঘের ছুটাছুটি দেখিয়া আমি 'সাইক্লোনের' পূর্ব্ব লক্ষণ মনে করিলাম। নোয়াখালি অঞ্চল ১৮৭৬খৃষ্টাব্দের 'সাইক্লোন' ও সমুদ্রতরঙ্গে এরূপ ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল যে লোকেরা আকাশের এরূপ লক্ষণ দেখিলেই চিন্তাকুল হইত। ঘূর্ণ বায়ুর ক্রমশঃ বেগ বৃদ্ধি হইয়া

বেলা এগারটা হইতে প্রকৃত 'সাইক্লোন' আরম্ভ হইল। আমার ত সেই বাঁশ-বেতের সৃষ্টি মুকুন্দরাম কবির কালকেতুর খড়ের কুঁড়িয়া—

"ভাঙ্গা কুঁড়িয়া, তায় পাতার ছাউনি।
ভেরেণ্ডার থাম মোর আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম আষাঢ়ে ঘর নিত্য পড়ে ঝড়ে।"

আষাঢ়ের নহে, এই কার্ত্তিকের ঝড়ে আমার কুঁড়িয়া খানিও মাতালের মত এপাশ ওপাশ টলিতে লাগিল। আপনাকে ও পাঁচ বৎসরের শিশু নির্ম্মলকে একখানি কম্বলে জড়াইয়া এবং স্ত্রীকে অন্য কম্বলে আবৃত করিয়া লইয়া পোষ্ট আফিসের দিকে যাত্রা করিলাম। এমন সময়ে খাসমহালের তহসিলদার বদিয়ল আলম আসিয়া জুটিল। আমার বংশের যে শাখা মুসলমান হইয়াছিল, সে সেই শাখার এক কন্যা বিবাহ করিয়াছিল। আমি তাহাকে ঠিক একজন হিন্দু আত্মীয়ের মত স্নেহ করিতাম। তাহার স্ত্রী দেখিতে একটি অপ্সরার মত সুন্দরী ছিল। সেও আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা করিত, আমি তাহা আমার সহোদরা ভগ্নীর কাছেও পাই নাই। সে এই জীবনীতে পূর্ব্বে উল্লেখিত আছদ আলি খাঁর কন্যা। আছদ আলিকে আমি 'চাচা' বলিয়া ডাকিতাম। 'জমিলা খাতুন' তাহার জ্যেষ্ঠ কন্যা। তাহার কিছু দিন পরে সমস্ত নোয়াখালি কাঁদাইয়া, এবং আমার একটি জীবনের সান্ত্বনা নিবাইয়া "জমিলা" স্বর্গে চলিয়া যায়। তাহার সেই দেবী মূর্ত্তি, পবিত্রতা ও শিষ্টাচার, তাহার সেই স্বর্গীয় স্নেহ আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই, পারিবও না। আমি ফেণী হইতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মিটিং উপলক্ষে নোয়াখালি গেলে 'জমিলা' আমার জন্য কতরূপ জলখাবার প্রস্তুত করিয়া দুপর রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিত, লোক দিয়া অন্বেষণ করাইয়া আমাকে লইয়া যাইত। না গেলে কত অভিমান করিত। 'জমিলা' এত স্নেহের বন্ধন

কাটাইয়া তুই কেমন করিয়া দিদি! পূর্ণ-যৌবনে চলিয়া গেলি। জমিলা যখন দুখানি হাত আমার ও স্ত্রীর পায়ের উপর দিয়া হিন্দু মেয়ের মত আভূতল নত হইয়া প্রণাম করিত, আমাদের বোধ হইত যেন পায়ের উপর দুটি 'পল নিরেন' গোলাপ সদ্য প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার তিরোধানের পর বদিয়ল আলম নানা স্থানে নানা কার্য্য করিয়া এখন ফকির হইয়াছে, এবং এ অঞ্চলে বহু শিষ্য করিয়াছে। সে শরীরের বৈদ্যুতিক শক্তি এরূপ বিকশিত করিয়াছে যে সে আমাকে ও নির্ম্মলকে একদিন প্রায় মূর্চ্ছিত করিয়াছিল। শিষ্যদের কর্ণে মন্ত্র দেওয়া মাত্র শুনিয়াছি তাহারা বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ভূতলে গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করে। তাহার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! তাহার এত শিষ্য হইয়াছে যে সে এক টাকা করিয়া লইলে বৎসর বিশ ত্রিশ হাজার টাকা পাইতে পারে। কিন্তু সে কিছুই গ্রহণ করে না। যাহা হউক সে সেই ঝড়ের সময়ে ব্যস্ত হইয়া আমাদের সাহায্য করিতে আসিয়াছে। জমিলা সে সময়ে নোয়াখালি ছিল না। আমরা আধ মাইল পথ গেলে পোষ্ট আফিস পাইব। ঝড়-বেগে বৃক্ষ ও ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। পথ চলা সঙ্কট। ঝড়ে আমাদের উড়াইয়া লইতে চাহিতেছে। শিশু পুত্রটি লইয়া মহা বিপদস্থ। সেই "সঙ্কট-সংহরা" তারাকে ডাকিতেছি। স্ত্রী আর চলিতে পারিতেছেন না। বদিয়ল আলম তাঁহাকে জড়াইয়া লইয়া চলিল। বহু কষ্টে প্রায় এক ঘণ্টা পরে পোষ্ট আফিসে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। পোষ্ট মাষ্টার আমার শৈশব বন্ধু রসিক। আফিসখানি পাকা বাড়ী। রসিক আমাদের অশেষ সুশ্রূষা করিল। অন্যান্য ভদ্রলোকেরা কাছারিতে যে একটা পাকা দ্বিতল গৃহ ছিল সেখানে গিয়াছেন। সন্ধ্যার পর ঝড় থামিল। আমরা পোষ্টাফিসে রাত্রিতে আহার করিয়া বাসায় ফিরিলাম। তখন প্রকৃতি কি শান্ত মূর্ত্তি!

নির্ম্মল আকাশে নক্ষত্রমালা শোভিতেছে। আশ্চর্য্য! বাড়ী আসিয়া দেখি আমার 'কুঁড়িয়ার' বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সহরের কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও বাড়ী ঘর পড়িয়া গিয়াছে। এ ভেরেণ্ডার খুঁটি ঘর যে কলেবর পরিত্যাগ না করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বড় বিস্ময়ের কথা! শ্রীভগবানের কি কৃপা!

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত।

—o—